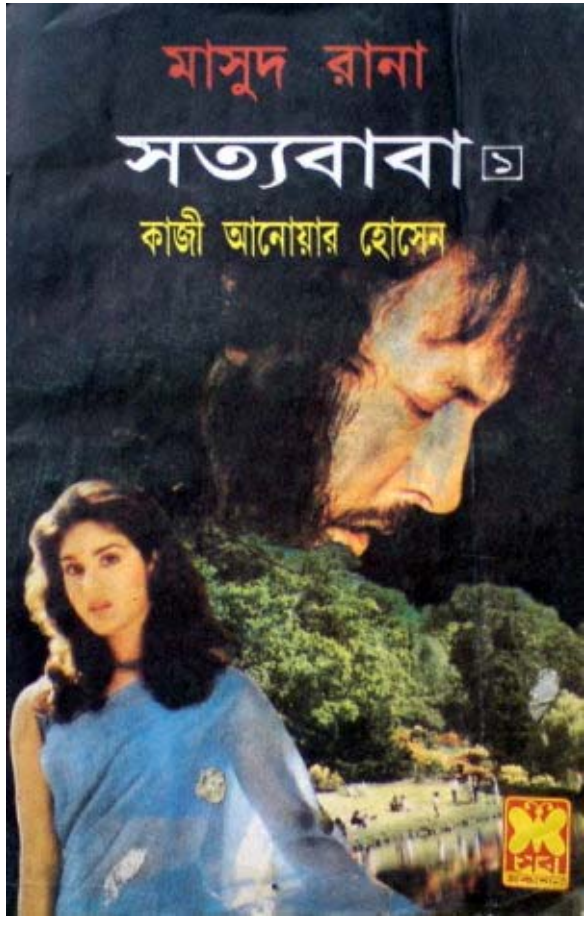

মাসুদ রানা

সত্যবাবা-১

কাজী আনোয়ার হোসেন

প্রথম প্রকাশ: মে, ১৯৯১

এক

রাত ঠিক পৌনে বারোটায় স্টেশনে পৌঁছুল ট্রেনটা। সাথে কোন সঙ্গী বা লাগেজ নেই, আরোহীদের সাথে নেমে এল একটা মেয়ে। শুধু সুন্দরী বা নিঃসঙ্গ বলে নয়, তার সন্ত্রস্ত হাবভাব অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বেশ লম্বা মেয়েটা, একহারা গড়ন, তেইশ কি চব্বিশ হবে বয়স, সাজসজ্জায় অবহেলার ছাপ স্পষ্ট। কাপড়চোপড় দামী আর রুচিসম্মত হলেও, লাল স্কার্ট আর নীল শার্ট অনেক জায়গায় ভাঁজ খেয়ে কুঁচকে আছে, দু'এক জায়গায় লেগে রয়েছে শুকনো কাদা। ম্লান হয়ে আছে সরু ঠোঁট, ওখানে লিপস্টিকের খানিকটা ছোঁয়া থাকলে ভাল হত। বাঁ হাতে দামী রিস্টওয়াচ, ডান হাতটা খালি, খালি ফর্সা গলাটাও, অলঙ্কার বলতে কানে ছোট্ট একজোড়া রিঙ ঝুলছে। হাবভাব দেখে মনে হলো মানুষজনকে তার ভারি ভয়। আড়ষ্ট হয়ে আছে ঘাড়, যেন আশঙ্কা করছে কেউ তাকে ধরে ফেলবে। প্ল্যাটফর্ম থেকে ইতস্তত ভঙ্গিতে ওয়াটারলু স্টেশনের মূল ভবনে ঢুকল সে। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল বুকস্টলটার সামনে।

স্টলের সামনে কয়েকটা দৈনিক পত্রিকা ঝুলছে, তার মধ্যে বেশিরভাগই আজ সন্ধ্যায় প্রকাশিত বিশেষ জরুরী সংস্করণ, নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা উপলক্ষে ছাপা হয়েছে। বড় বড় হেডিঙে ছাপা হয়েছে খবরটা, 'আগামী জুনে সাধারণ নির্বাচন'। এখন বুঝতে পারছে মেয়েটা, কেন তারা নির্দেশটা দিয়েছিল, আর কেনই বা তাদের নির্দেশ অমান্য করে পালিয়ে আসার একটা তাগাদা অনুভব করে সে। এ-ধরনের কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে আন্দাজ করেই অস্থির হয়ে উঠেছিল তার মন।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে আসার পর এই প্রথম টের পেল মেয়েটা, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। সাহায্য দরকার তার, তাই আবার স্টেশনের ভেতর ফিরে এল। তার যা অবস্থা, যে জটিল বিপদের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে, এই অবস্থায় মাত্র একজনের কথাই মনে পড়ছে তার, যে তাকে সৎ পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতে পারবে। একমাত্র সে-ই মন দিয়ে শুনবে তার কথা, তাকে বুঝতে চেষ্টা করবে, উদ্ধারের পথ বলে দেবে। টেলিফোন বুদগুলোর দিকে এগোল মেয়েটা।

তিনটে ফোনের দুটোরই রিসিভার চুরি গেছে। তৃতীয় বুদে ঢুকে ৩৭৬ নম্বর চেলসিতে ডায়াল করল সে। অপরপ্রান্তে রিঙ হচ্ছে, ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে মেয়েটা। অনেকক্ষণ ধরে রিঙ হলো, কিন্তু কেউ রিসিভার তুলছে না। আরও কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর হাল ছেড়ে দিল সে। মাসুদ রানা বাড়িতে নেই, কিংবা হয়তো লন্ডনেই নেই। ভয় হলো, সে বোধহয় কেঁদে ফেলবে বা জ্ঞান হারাবে। মাসুদ রানা ছাড়া আর কারও কাছে যাবার কথা এতক্ষণ ভাবেনি সে। এখন বাধ্য হয়ে তাকে বাড়ি

ফিরতে হবে।

বাড়িতে ফেরার কোন ইচ্ছে তার নেই, কিন্তু নিরাপদ কোন বিকল্পও তার মনে পড়ল না।

আবার স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল, স্ট্যান্ডে কোন ট্যাক্সি নেই। বৃষ্টির বেগও আগের চেয়ে একটু যেন বেড়েছে। তবু ভাগ্য যে খুব বেশি দূর হাঁটতে হবে না। লংগেস্ট মাইল, ভাবল সে। হঠাৎ কেন কথাটা উদয় হলো মনে? তারপর স্মরণ হলো, ওটা একটা গানের লাইন। দ্য লংগেস্ট মাইল ইজ দ্য লাস্ট মাইল হোম।

ক্লান্ত পায়ে ওয়াটারলু স্টেশনকে পিছনে রেখে ইয়র্ক রোড ধরে এগোচ্ছে সে। ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজটা পেরিয়ে এল। কাউন্টিহল-এ এখনও আলো জ্বলছে–ওটাকে দেখে যত না রাজধানীকেন্দ্রিক রাজনীতিকদের যুদ্ধক্ষেত্র, তারচেয়ে বেশি বিলাসবহুল হোটেল বলে মনে হলো। যানবাহন বা পথচারী এদিকটায় খুব কমই দেখতে পেল সে। তিনটে ট্যাক্সি পাশ কাটাল, একটাও খালি নয়। অদ্ভুত ব্যাপার, ভাবল সে। লন্ডনে একবার দু'এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়লে হয়, ট্যাক্সি ড্রাইভাররা হয় বাড়ির পথ ধরবে নয়তো একটাও খালি পাওয়া যাবে না।

ব্রিজ পেরিয়ে ডান দিকে বাঁক নিল সে, ভিক্টোরিয়া এমব্যাঙ্কমেন্টে উঠে পড়ল। রাস্তার ওপারে, তার পিছনে, মাথা উঁচু করে রয়েছে বিখ্যাত বিগ বেন।

হেঁটে গেলে অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছুতে দশমিনিটের বেশি লাগবে না। বাড়ির কথাই ভাবছে মেয়েটা। ভাবছে তার অপ্রত্যাশিত প্রত্যাবর্তন কিভাবে নেবে মা-বাবা। মেয়েকে ফিরিয়ে আনার

জন্যে কত চেষ্টাই না করেছে তারা, কিন্তু তাদের কথায় কান দেয়নি সে। ভুল যা করার সে-ই করেছে, তার ব্যাপারে প্রথম থেকেই তাদের বক্তব্য সঠিক ছিল, এটা স্বীকার করতে না পারাটাই তার সমস্যা।

ভিক্টোরিয়া এমব্যাঙ্কমেন্টে ওঠার একটু পরই হঠাৎ সতর্ক হয়ে উঠল সে। উপলব্ধি করল, ব্রিজ পেরুবার সময় অন্যমনস্ক ছিল, চারদিকে নজর রাখার কথা মনে ছিল না। লোকজন তাকে খুঁজছে। রাতের পর যেমন দিন সত্যি, এ-ও তেমনি সত্যি। আস্তানা থেকে পালাবার সময় সতর্কতা অবলম্বন করেছিল সে। প্যাডিংটন স্কয়্যারে লোক রাখবে ওরা, কারণ ওটাই তার সম্ভাব্য পৌঁছুবার জায়গা। কয়েক ঘণ্টা সময় নষ্ট করে কয়েকবার ট্রেন আর বাস বদল করেছে সে, যাতে করে প্যাডিংটন দিয়ে লন্ডনে না ঢুকে ওয়াটারলু দিয়ে ঢুকতে পারে। তবে, সন্দেহ নেই, ওদের অ্যাপার্টমেন্টের ওপরও নজর রাখবে ওরা।

অন্যমনস্ক ছিল, তা নাহলে আরও আগেই দেখতে পেত ওদেরকে। হঠাৎ তার পথরোধ করে দাঁড়াল দু'জন যুবক। পথরোধ করে দাঁড়াল, কিন্তু কথা বলল নিজেদের মধ্যে। ওদেরকে দেখেই ঘাবড়ে গেল মেয়েটা, দাঁড়িয়ে পড়ল। পরমুহূর্তে বুঝল, তাকে ধরার জন্যে এ-ধরনের কাউকে পাঠানো হবে না।

'হাজার পাউন্ড বাজি, দোস্ত, কড়কড়ে দশটা একশো পাউন্ডের পাত্তি,' কোমরে হাত রেখে চ্যালেঞ্জের সুরে বলল একজন, তার সঙ্গীকে উদ্দেশ্য করে। 'শালী যাকে বলে একেবারে আনটাচড্ ভার্জিন!'

'আরে রাখ!' তাচ্ছিল্যের সাথে হাত ঝাপটাল সঙ্গী ছোকরা।

'খেয়াল করেছিস, কোথাকার মেয়ে? নিশ্চয়ই এশিয়ার কোন তলাহীন ঝুড়ির ফাঁক গলে বেরিয়ে এসেছে। খেতে পায় না, বুঝলি, গতর বিক্রি করা পেশা! তবে, হ্যাঁ, আমাদের ভাগ্যটা ভাল। মাল বটে একখানা। বরং আয় বাজি রাখি, খেল কেমন দেবে...'

'ঠিক আছে, ওকেই জিজ্ঞেস করি আয়। এই যে...,' প্রথম যুবক মেয়েটার দিকে ফিরল, কোমরের বেল্ট খুলতে শুরু করেছে, 'তুমি কি... মানে, তোমার কি আসল কাজটা হয়েছে? মানে বিয়ে হলে যেটা হয় আর কি!'

কুৎসিত শব্দে হেসে উঠল তার সঙ্গী। 'শালা লজ্জা পায়!' মেয়েটার দিকে ফিরল সে, এক পা এগোল। 'এই যে, এশিয়ান কুইন, ভালয় ভালয় আমাদের সাথে যাবে? নাকি এখানে ফেলেই...?'

'দেখো, আমাদেরকে তোমার ভয় পাবার কোন কারণ নেই,' প্রথম যুবক গলাটা একটু নরম করার চেষ্টা করল। 'এ নতুন কিছু নয়, রাতবিরেতে লন্ডনের রাস্তায় কোন মেয়ে বেরুলে, এরকম একটু-আধটু ট্যাক্স দিতে হয়। আমরা শুধু তোমার অনুমতি চাইছি, জোরজার করছি না। বৃষ্টির রাত, বুঝতেই পারছ...'

বাতাসে মদের তীব্র গন্ধ পেল মেয়েটা।

ধীরে ধীরে কাছে চলে আসছে মাতাল দু'জন।

পিছু হটতে শুরু করল মেয়েটা। উদ্‌ভ্রান্তের মত এদিক ওদিক তাকাল বার কয়েক। আলো খুব কম, যত দূর দৃষ্টি যায় খাঁ-খাঁ করছে। হঠাৎ বাধা পেয়ে আহত পশুর মত অস্ফুট কাতর একটা

ধ্বনি বেরিয়ে এল গলা থেকে। পাঁচিলে পিঠ ঠেকে গেছে।

ওকে পিছু হটতে দেখে আরও দ্রুত সামনে বাড়ল মাতাল দু'জন। এই সময় পাঁচিলের গায়ে ফাঁকটা পেয়ে গেল সে। ঝট্ করে ঘুরল, ফাঁকটা গলে ছুটল, নদীর দিকে নেমে যাওয়া সিঁড়ির ধাপের ওপর আরেকটু হলে আছাড় খেতে যাচ্ছিল। তীরবেগে সিঁড়ি বেয়ে নামছে তো নামছেই। কাঁধের সাথে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো হাতব্যাগটা এক হাতে খামচে ধরে আছে। আতঙ্ক যেন তার মাথার ভেতর আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তার, পেটের ভেতর সব কেমন যেন ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে।

পিছু নিয়েছে ওরা, চওড়া ধাপে ওদের জুতোর শব্দ কাছে চলে আসছে।

পানির গন্ধ পেল মেয়েটা। সেই সাথে আতঙ্ক যেন শতগুণ বেড়ে গেল। বাঁচার কোন পথ নেই। নদী পেরিয়ে ওপারে চলে যাওয়া সম্ভব নয়, কারণ সাঁতার জানে না সে। এই চরম বিপদের মধ্যেও রানার হাসিমাখা মুখটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল, ওকে বলছে: বাঙালী মেয়ে অথচ সাঁতার জানো না!

নদীর দু'দিকে তাকাল সে। কোথাও একটা বোট নেই যে আশ্রয় নেবে। তার সামনে লোহার পোল রয়েছে সার সার, একটার সাথে আরেকটা চেইন দিয়ে জোড়া ।

তার পিছনে প্রায় পৌঁছে গেছে ওরা, এই সময় ঘুরে দাঁড়াল মেয়েটা। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ একটা ভাব এসে গেছে তার চেহারায়, একাই ওদের সাথে লড়বে সে। তার মনে পড়ে গেছে, এম.ভি.এফ. সত্যবাবা বলেছেন, আসল কথা হলো কৌমার্য। সবাই তারা এই একই কথা বলে। যে-কোন মূল্যে দৈহিক পবিত্রতা রক্ষা করতে

হবে।

পিছু হটল মেয়েটা, হাঁটুর পিছনে চেইনের ছোঁয়া লাগতে আরেকটু হলে চিৎকার উঠেছিল। সত্যবাবার কথা মনে পড়ায় নতুন শক্তি, বিপুল প্রেরণা এসে গেছে তার মধ্যে। বলতে পারবে না কিভাবে সে একলাফে পার হয়ে এল চেইনটা। যে-কোন মূল্যে সতীত্ব রক্ষা করতে হবে, এই একটা চিন্তা আর সব চিন্তাকে বিতাড়িত করল। আঁতকে উঠল গুণ্ডারা, হাঁ-হাঁ করে ছুটে এল তাকে বাধা দেয়ার জন্যে। সেই মুহূর্তে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল মেয়েটা, পিচ্ছিল ধাপে পা পিছলে গেল, পা থেকে খুলে গেল একপাটি জুতো। চেইনের একটা লিঙ্কের সাথে তার স্কার্ট আটকে গেছে, ফলে নিচের দিকে কয়েক সেকেন্ড ঝুলে থাকল তার মাথা। পরমুহূর্তে পানিতে পড়ল সে।

'উঠে এসো বলছি! ভাল চাও তো...' দ্বিতীয় যুবক চেইন টপকাবার চেষ্টা করছে ।

পানির সাথে ধস্তাধস্তি শুরু করল মেয়েটা। অসম্ভব ভারী লাগছে নিজেকে তার। কে যেন চিৎকার করছে বলে মনে হলো, এক সেকেন্ড পর বুঝতে পারল ওটা তার নিজেরই কাশির শব্দ। আতঙ্কে কুণ্ডলী পাকিয়ে লোহার মত শক্ত আর নিরেট হয়ে গেল শরীরটা। চারদিকে শুধু অন্ধকার। জানে, ডুবছে সে। আশ্চর্য একটা দুর্বলতা অনুভব করল, যেন ঘুম পাড়াবার জন্যে ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে তাকে। তার মনে পড়ল, সত্যবাবাকে চল্লিশ হাজার পাউন্ড দিয়েছে সে। না জানি কেমন হবে তার স্বর্গবাস! ওটাই ছিল তার শেষ চিন্তা।

দুই

ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস হেডকোয়ার্টারে কাজকর্ম সব লাটে উঠেছে। অসংখ্য সমস্যা নিয়ে এতই ব্যস্ত হয়ে আছেন অ্যাডমিরাল মারভিন লংফেলো যে স্পেশাল ব্রাঞ্চ থেকে আসা ভদ্রলোকের সাথে দেখা পর্যন্ত করতে পারছেন না।

রিজেন্ট পার্কের কাছাকাছি বিশাল অফিস বিল্ডিঙটায় হিসাব-পত্র ঠিকঠাক করার কাজ চলছে। কাজটা অস্বস্তিকর, জটিল আর সময়সাপেক্ষ। গত এক বছরে দুর্দমনীয় ইউরোপিয়ান টেরোরিস্ট গ্রুপগুলো ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের প্রায় ষাট মিলিয়ন পাউন্ডের আর্থিক ক্ষতি করেছে, অথচ স্যাবোটাজ খাতে এক ফার্দিংও খরচ দেখানো যাবে না, কারণ তা হলে আগামী আর্থিক বছরের বাজেট অর্ধেক কমিয়ে দেবে জাতীয় অর্থনৈতিক কমিটির সদস্যরা।

এক হপ্তা হয়ে গেল এখানে আড্ডা গেড়েছে অডিটর বাহিনী। জরুরী কাজের জায়গা দখল করে নিয়েছে তারা, প্রতিটি ডিপার্টমেন্টের অ্যাকাউন্ট চেকিং আর রিচেকিং করছে, অবিবেচকের মত কেড়ে নিচ্ছে সিনিয়র অফিসারদের মূল্যবান কর্মঘণ্টা। প্রতি বছরের মত এবারও অডিটের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ইডিউস চার্টার্ড অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড কনসালট্যান্সি ফার্মকে।

বেশ কিছুদিন হলো ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের কাভার বদলে

নতুন নামকরণ করা হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং এজেন্সি (প্রাইভেট লিমিটেড)। বিদেশে দক্ষ জনশক্তি রফতানী থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক টেন্ডারে অংশগ্রহণ, আমদানী-রফতানী ইত্যাদি সব ধরনের কাজই করা হয়। শুধু ব্যবসার দিক থেকে বিবেচনা করলে, ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং এজেন্সি লাভজনক একটি প্রতিষ্ঠান। স্যাবোটাজের দরুন যে আর্থিক ক্ষতি সেটা পুষিয়ে নিতে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে প্রতিষ্ঠানটি। অস্তিত্ব হারাবার ভয় কাটিয়ে ওঠার পর আজ যে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস কাজ চালিয়ে যেতে পারছে, এর জন্যে ব্যবসার দিকগুলো যারা দেখাশোনা করেন সেই সব অফিসারদের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করেন মারভিন লংফেলো। তবে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের অস্তিত্ব রক্ষা পাওয়ায় চিরঋণী হয়ে আছেন তিনি বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর চীফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান ও বি. সি. আই-এর অন্যতম দুর্ধর্ষ এজেন্ট মাসুদ রানার প্রতি। তিনি জানেন, ব্রিটিশ জাতি এই দুজনের ঋণ কোন দিন শোধ করতে পারবে না।

অডিটের ঝামেলা এখনও শেষ হয়নি, তার ওপর গোদে বিষফোঁড়া হয়ে দাঁড়াল সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা। নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পরও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সেই পুরানো আমলাদের সাথেই কাজ করতে হবে বি.এস.এস. চীফ মারভিন লংফেলোকে, কারণ সরকার আসে সরকার যায়, কিন্তু আমলারা স্থানচ্যুত হয় না। তবু, নতুন সরকারের নীতি কি হবে তার ওপর নির্ভর করবে বি. এস. এস-এর কাজের ধারা ও প্রকৃতি। তাই সরকার বদল হলে বা শুধু বদল হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলেও

মারভিন লংফেলোর মনে ধারাল ছুরির ভূমিকা নেয় উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা। শুধু আজকের দিনটাতেই সরকারী ও বিরোধী দলের প্রভাবশালী সদস্যদের সাথে পাঁচটা বৈঠক করতে হয়েছে তাঁকে, জয়েন্ট ইন্টেলিজেন্স কমিটির চেয়ারম্যান-এর সাথে লাঞ্চও খেতে হয়েছে।

স্পেশাল ব্রাঞ্চ থেকে আগত ভদ্রলোক জানিয়েছেন, ব্যাপারটা জরুরী। বিষয়টা নিয়ে শুধু বি.এস.এস. চীফ মারভিন লংফেলোর সাথে আলাপ করা যাবে। চট করে একবার হাতঘড়িটা দেখে নিল এলিজাবেথ, মারভিন লংফেলোর প্রাইভেট সেক্রেটারি। পুলিস অফিসার ভদ্রলোককে প্রায় এক ঘণ্টা হলো অপেক্ষা করিয়ে রাখা হয়েছে। আগাম কোন খবর না দিয়ে পৌঁছেছেন তিনি, মারভিন লংফেলো লাঞ্চ থেকে ফেরার দশ মিনিট আগে।

বড় করে শ্বাস টেনে সাহস সঞ্চয় করল এলিজাবেথ, ইন্টারকমের বোতামে আস্তে করে চাপ দিল।

'ইয়েস?' হুঙ্কার ছাড়লেন অ্যাডমিরাল।

'পুলিস সুপার মি. জেফারসন এখনও অপেক্ষা করে আছেন, স্যার,' স্পষ্টকণ্ঠে, দৃঢ়তার সাথে কথা বলে নিজেকে একজন দক্ষ সেক্রেটারি হিসেবে প্রমাণিত করতে চাইল এলিজাবেথ। জানে, কেউ আমতা আমতা করলে রেগে যান বস্।

'কে?' কিছু মনে থাকে না, এরকম একটা ভান করে গুরুত্বহীন কাজগুলোকে এড়িয়ে যাওয়ার পুরানো কৌশলটা আজও ব্যবহার করেন মারভিন লংফেলো।

'স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসার ভদ্রলোক,' মনে করিয়ে দিল এলিজাবেথ।

'তাঁর সাথে আমার কোন অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?' বেসুরো গলায় বললেন বি.এস.এস. চীফ।

'না, স্যার, তবে স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিরেক্টরের পাঠানো চিঠিটা আপনার ডেস্কে রেখে এসেছি, আপনি যখন লাঞ্চে ছিলেন। তাঁর অনুরোধের ভাষা দেখে মনে হয়েছে, ব্যাপারটা জরুরী।'

'ব্যাপার কি...একজন স্পেশাল ব্রাঞ্চের সুপার...' বিরক্তি প্রকাশ করলেন মারভিন লংফেলো। 'আমাদের কাছে ধর্ণা দেয়ার মানে কি? নিজেদের সমস্যা নিজেরা সামলাতে পারে না? সমস্যাটা কি, বলেছে কিছু?'

'জ্বী-না, স্যার। ডিরেক্টর শুধু অনুরোধ করেছেন, তিনি চান আপনি যেন তাঁর অফিসারের সাথে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কথা কলেন।'

'নামটা কি যেন বললে?'

'উইলবার জেফারসন, স্যার। পুলিস সুপারিনটেনডেন্ট।'

অপরপ্রান্তে মুহূর্তের নীরবতা, তারপর এলিজাবেথ শুনতে পেল, 'ঠিক আছে, নিয়ে এসো তাঁকে।'

দেখা গেল, পুলিস সুপার উইলবার জেফারসন বিশালদেহী পুরুষ, পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর বয়েসেই বিরাট একটা ভুঁড়ি বাগিয়েছেন। দামী কাপড়ের স্যুট পরেছেন তিনি, সেলাইয়ের কাজটা নামকরা কোন টেইলারিং শপের বলেই ধারণা করা যায়। মারভিন লংফেলো লক্ষ করলেন, টাইয়ের নটটা বাঁধা হয়েছে নিখুঁতভাবে। হাসিখুশি ভদ্রলোক, চেহারায় সুখী ও প্রশান্ত একটা ভাব। 'আমাদের আগে কখনও দেখা হয়নি, স্যার। আমার নাম উইলবার জেফারসন।' হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে সরাসরি প্রসঙ্গে চলে

এলেন ভদ্রলোক। 'এস.বি. ডিরেক্টর ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন, আসলে সারাটা দিনই আজ তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আটকা পড়ে থাকবেন। প্রধানমন্ত্রী মফস্বল শহরগুলো ট্যুর করছেন তো, ঝামেলার অন্ত নেই।'

'ঝামেলা থেকে কেই-বা মুক্ত! তা ব্যাপারটা কি, সুপার?'

'ব্যাপারটা ঠিক স্বাভাবিক নয়, স্যার। উঁহুঁ। সেজন্যেই তো ডিরেক্টর সাহেব সরাসরি আপনার সাথে কথা বলার জন্যে পাঠালেন আমাকে।'

মুখ তুলে তাকিয়ে থাকলেন মারভিন লংফেলো, চেহারায় কোন ভাব প্রকাশ পেল না। অবশেষে হাত ইশারায় ভদ্রলোককে একটা চেয়ার দেখালেন তিনি।

পুলিস সুপার বসলেন।

'তাহলে শুরু করুন,' শান্তসুরে বললেন মারভিন লংফেলো। 'সংক্ষেপে।'

খুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করলেন পুলিস সুপার। 'আজ খুব ভোরে নদী থেকে একটা লাশ উদ্ধার করা হয়েছে...' নাটকীয় ভঙ্গিতে বিরতি নিলেন তিনি।

মারভিন লংফেলো কোন প্রশ্ন বা মন্তব্য করলেন না।

'ক্লিওপেট্রা নিডল্-এর কাছে রিভার পেট্রল লাশটা উদ্ধার করে। এখনও কোন প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়নি, তবে তদন্ত শুরু করেছি আমরা ভোর থেকেই। লাশটা কার? ভি. আই. পি, স্যার। ব্যাপারটা বিশেষ করে নাজুক এই জন্যে যে মেয়েটি জন্মসূত্রে ব্রিটিশ হলেও, ষাটের দশকে তার পরিবার এ-দেশে আসে, এবং নাগরিকত্ব গ্রহণ করে। তার বাবা লন্ডনের একজন বিশিষ্ট

ভদ্রলোক। আমাদের ডিরেক্টর নিজেই দুঃসংবাদটা তার পরিবারকে জানিয়েছেন। মেয়েটার বয়স বাইশ, স্যার। মিস নাদিরা রহমান, মিস্টার মোখলেসুর রহমানের একমাত্র কন্যা।'

'মার্চেন্ট ব্যাংকার?' মারভিন লংফেলোর চোখ দুটো সামান্য উজ্জ্বল হলো, যেন এতক্ষণে আগ্রহ বোধ করছেন তিনি।

মাথা ঝাঁকালেন পুলিস সুপার। 'জ্বী, স্যার। ইডিউস অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড কনসালট্যান্সির চেয়ারম্যানও তিনি।'

'হ্যাঁ, জানি।' বি.এস.এস. চীফ ভাবলেন, পুলিস সুপার কি জানেন, ইডিউস বোর্ডের একজন উপদেষ্টা এই মুহূর্তে উপস্থিত রয়েছেন এখানে? 'আত্মহত্যা?' জানতে চাইলেন তিনি, অভিজ্ঞ ইন্টারোগেটর বা সাতঘাটের পানি খাওয়া কোন পুলিস অফিসারও বলতে পারবে না তাঁর মাথার ভেতর কি চলছে।

'মনে হয় না, স্যার। পোস্টমর্টেম করা হয়েছে। বলা হয়েছে, পানিতে ডুবে মারা গেছে। পাঁচ কি ছ'ঘণ্টা ছিল নদীতে। সম্ভবত দুর্ঘটনা।'

'তাহলে?' অর্থাৎ সমস্যাটা কোথায়?

'দু'একটা ব্যাপারে একটু খটকা লাগছে, স্যার। কিছু দিন হলো হেরোইনের নেশা ত্যাগ করেছিল মেয়েটা। পারিবারিক বন্ধুরা বলছে, মাস দুই হলো একদম ছোঁয়নি। তবে তার মা-বাবার সাথে এই বিষয়টা নিয়ে এখনও আমরা কথা বলিনি।'

মাথা ঝাঁকালেন বি.এস.এস. চীফ, পুলিস সুপারকে তাঁর কথা শেষ করার সুযোগ দিয়ে চুপ করে থাকলেন।

'ধর্মীয় একটা সংগঠন, নামটা আপনিও নিশ্চয়ই শুনেছেন, স্যার...খানিকটা হাস্যকর আর হয়তো উদ্ভটও বটে...নিজেদেরকে

ওরা সত্য সমিতির সদস্য বলে।'

'আবছাভাবে, হ্যাঁ,' বললেন মারভিন লংফেলো। 'ভগবান রজনীশ, সাঁইবাবা, গুরুমহিম–এদের সংগঠনের সাথে ওটার বোধহয় মিল আছে, তাই না?'

ঘন ঘন মাথা নাড়লেন উইলবার জেফারসন। 'ঠিক তা নয়, স্যার। আপনি বরং অমিলটাই বেশি দেখতে পাবেন। একটা ধর্মীয় দর্শন আছে বটে ওদের, কিন্তু সেটা অন্যান্য সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর দর্শন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, সত্য সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সত্যবাবা নাদিরা রহমানকে হেরোইনের অভিশাপ থেকে মুক্তি দিয়েছিল। এ-ব্যাপারে প্রায় কোন সন্দেহ নেই। নৈতিক সততা, চারিত্রিক পবিত্রতা, আদর্শ জীবনযাপন, এ-সবের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দেয় ওরা...'

বি.এস.এস. চীফ শুনে যাচ্ছেন, চেহারায় আগ্রহ বা বিতৃষ্ণা কোনটাই নেই।

'ওদের একটা আখড়াও আছে, ট্রেনিং সেন্টার বলতে পারেন, প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে আর মেয়েদের সংখ্যা প্রায় সমান, কিন্তু অবাধ মেলামেশা গুরুতর পাপ বলে গণ্য করা হয়। সেরকম কোন ইচ্ছে হলে, বিয়ে করতে হয় ওদেরকে। বিয়েটা রেজিস্ট্রি করা হতে হবে। পুরানো ধ্যান-ধারণা আর মূল্যবোধের ওপর জোর দেয় ওরা, তবে নৈতিকতা বাদ দিলে অন্যান্য বিষয়ে অদ্ভুত সব ধারণা পোষণ করে...'একঘেয়ে সুরে বলে চলেছেন পুলিস সুপার।

'কিন্তু,' তাঁকে বাধা দিলেন মারভিন লংফেলো, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, কেসটার সাথে আমাদের কি সম্পর্ক।'

'সম্পর্কটা, স্যার, মিস নাদিরা রহমান। আমরা অন্তত দুটো অদ্ভুত জিনিস পেয়েছি তার কাছে থেকে। লাশটা পানি থেকে তোলার পর দেখা গেল, একটা হাতব্যাগ আঁকড়ে ধরে আছে তখনও। ভাল করে বন্ধ করা ছিল, ব্যাগটাও দামী, ভেতরে পানি ঢোকেনি।'

'বেশ,' বললেন মারভিন লংফেলো। 'পানি ঢোকেনি। অদ্ভুত জিনিস আর কি পাওয়া গেছে?'

'প্রথমে নোটবুকটার কথাই বলি। ঠিকানা আর ফোন নম্বর লেখার সবগুলো পাতা ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে, একটা বাদে। ওই একটাতে কোন ঠিকানা নেই, আছে শুধু একটা নামের নিচে টেলিফোন নম্বর, লেখা হয়েছে চলতি হপ্তায়। আমার ধারণা, নম্বরটা লেখা হয়েছে স্মৃতি থেকে। একটা সংখ্যা কেটে তার জায়গায় সঠিক সংখ্যা লেখা হয়েছে।'

'তো কি হয়েছে?'

'নম্বরটা স্যার...আমাদের ডিরেক্টর বলেছে, আপনার একজন বিশেষ পরিচিতর।'

'তাই?'

'শুনলাম ভদ্রলোক ব্রিটিশ নন, তাসত্ত্বেও তাঁকে নাকি ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ একটা স্থান দেয়া হয়েছে। ভদ্রলোকের নাম মাসুদ রানা, স্যার।'

'ও।' মনে মনে এস.বি. ডিরেক্টরের মুণ্ডুপাত করলেন মারভিন লংফেলো। একটা জাতীয় নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে গোপন তথ্যটা তাঁর জানা থাকতে পারে, কিন্তু তাই বলে তিনি তাঁর একজন পুলিস সুপারকে কথাটা বলে দিতে পারেন না। রাগ

চেপে রেখে ইতোমধ্যে পাওয়া তথ্যের সাথে প্রাসঙ্গিক কয়েকটা ব্যাপার মেলাবার চেষ্টা করলেন মারভিন লংফেলো। তারপর বললেন, 'আপনি যাঁর কথা বলছেন, এই মুহূর্তে লন্ডনে নেই তিনি।' এক সেকেন্ড বিরতি নিলেন। 'আপনি যদি তাঁর সাথে কথা বলতে চান, তাঁকে আমি ফিরিয়ে আনতে পারি। যদি মনে করেন আপনাদের তদন্তে সাহায্য করতে পারবেন তিনি...'

'অবশ্যই তিনি সাহায্য করতে পারবেন, স্যার। তবে, আরও কিছু ব্যাপার আছে।'

চোখ নামিয়ে হাতঘড়ির দিকে তাকালেন মারভিন লংফেলো।

শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল উইলবার জেফারসনের, তাড়াতাড়ি শুরু করলেন তিনি, 'আমার বিশ্বাস, স্যার, লর্ড ওয়ালটন চেস্টারফিল্ড–তিনিও ইডিউস-এর–আপনাদের অফিসে কাজ করছেন। তাঁর সাথেও আমার কথা বলা দরকার।'

'কেন?' ভুরু সামান্য একটু কুঁচকে উঠল মারভিন লংফেলোর।

'তাঁর মেয়ে–ডোনা চেস্টারফিল্ড–নাদিরা রহমানের ঘনিষ্ঠ বান্ধবীদের একজন ছিল। তারও একই ধরনের ড্রাগ প্রবলেম ছিল, সে-ও সত্য সমিতির একজন সদস্যা। যতটুকু জানতে পেরেছি, মেয়ের এই ব্যাপারটা নিয়ে ভারি উদ্বেগের মধ্যে আছেন লর্ড ওয়ালটন চেস্টারফিল্ড।'

'মি. চেস্টারফিল্ডের সাথে আপনি দেখা করতে চান এখানে? আমাদের এই অফিসে?' বি.এস.এস. চীফ এরই মধ্যে চিন্তা করছেন, লর্ড চেস্টারফিল্ডকে কিভাবে সাহায্য করতে পারেন তিনি। বি.এস.এস-এর বাজেট বাড়াতে হলে এই ভদ্রলোকের

সাহায্য দরকার হবে তাঁর। ইডিউস-এর উপদেষ্টা, এটাই ভদ্রলোকের একমাত্র পরিচয় নয়, একটা ব্যাংকের ডিরেক্টর ছাড়াও জাতীয় অর্থনৈতিক কমিটির অন্যতম প্রভাবশালী সদস্যও বটেন।

'আমি আসলে মি. মাসুদ রানার সাথে আগে কথা বলতে চাই, স্যার,' বললেন পুলিস সুপার, চেহারায় কোন ভাব থাকল না। 'তাঁর কি বলার আছে সেটার ওপর নির্ভর করে, লর্ড চেস্টারফিল্ডের উপস্থিতিতে আমরা হয়তো অন্য আরেকটা বিষয়ে কথা বলতে পারি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ইন্টারকমের দিকে হাত বাড়ালেন মারভিন লংফেলো, এলিজাবেথকে নির্দেশ দিলেন, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লন্ডনে ফিরে আসতে বলো রানাকে। কখন পৌঁছুবে, আমার জানা দরকার। তার জন্য অফিসে অপেক্ষা করব আমি, পৌঁছুতে রাত হলেও।' রিসিভার নামিয়ে রাখার সময় ভুরু জোড়া সামান্য কুঁচকে থাকল তাঁর। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের একমাত্র সুবন্ধু বলতে গেলে এখন মাসুদ রানা। ওকে নিয়ে কোন ঘটনা ঘটলে বা শুধু ঘটবার সম্ভাবনা দেখা দিলেও নার্ভাস বোধ করেন তিনি। তাছাড়া, ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে কাজ করার ফলে রানার প্রতি তাঁর খানিকটা স্নেহ-ভালবাসাও জন্মেছে।

আউটার অফিসে আপনমনে হাসছে এলিজাবেথ। রানাকে তো চমকে দেয়া যাবেই, বেশ কিছু দিন পর আবার ওকে দেখতে পাবার সুযোগও হবে তার। মানুষটাকে একবার যে চিনেছে, ভাল না বেসে উপায় নেই তার। কিন্তু হায়, তাবৎ নারীকুলের জন্যে দুঃসংবাদ, তাদের কারও ফাঁদে পা দেয়ার দুর্বলতা নিয়ে জন্মায়নি সে। নাকি হিসেবে ভুল হচ্ছে, জোঁকের মত লেগে থাকলে

বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়লেও ছিঁড়তে পারে? লাল ফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়ে তালিকায় নেই এমন একটা নম্বরে ডায়াল করল সে। হেরিফোর্ড-এর ফরেস্ট ক্যাম্পের সাথে যোগাযোগ করছে।

তিন

শেষবার কবে এরকম বিধ্বস্ত আর ক্লান্ত লেগেছিল, মনে করতে পারল না মাসুদ রানা। প্রতিটি পেশী ব্যথা করছে, মারাত্মক কোন বিষ যেন হাড়গুলোকে ছাতু বানিয়ে দিয়েছে। পা দুটো সীসার তৈরি বলে মনে হলো, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করল ভারী বুটের ভেতর আগুন জ্বলছে ওগুলোয়, প্রতিটি পায়ের ওজন হবে তিন মন, ফলে প্রতিবার পা ফেলার জন্যে সচেতন প্রয়াস দরকার হচ্ছে। চোখের পাতা ঝুলে পড়েছে, একই সময় একাধিক ব্যাপারে মন দিতে পারছে না। এ-সব বাদে, নিজেকে সাংঘাতিক নোংরাও লাগছে ওর। ঘামের ধারাগুলো ভিজিয়ে দিয়েছিল কাপড়চোপড়, তারপর সব শুকিয়ে যায়, আবার নতুন করে ঘামতে শুরু করেছে। মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়া কোন লোক মরুদ্যান দেখতে পেলে যেরকম খুশি হয়, বেডফোর্ড ট্রাকটাকে দেখে রানাও সেরকম খুশি হলো। তবে, রানা আসলে কোন মরুভূমিতে নেই, কোথাও হারিয়েও যায়নি। আজ দশদিন হলো অস্তিত্ব রক্ষা ও সহনশীলতার পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে ও। এ-

ধরনের ট্রেনিঙের ব্যবস্থা প্রতি তিন বছরে একবার করা হয়, ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর তরফ থেকে। ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস প্রতিবারই তাদের নিজেদের একজনকে এই ট্রেনিং নেয়ার জন্যে পাঠায়। তিন বছরের সমস্ত কর্মকাণ্ড ও সাফল্যের গুণগতমান বিশ্লেষণ করে মাত্র একজনকে বাছাই করা হয়। অন্যান্য বার সিলেকশন কমিটি বিকট সমস্যায় পড়ে, কারণ চুলচেরা হিসেবেও দেখা গেছে বহু এজেন্টের সাফল্য প্রায় সমান, তাদের মধ্যে থেকে একজনকে ট্রেনিঙের জন্যে পাঠানো হলে বাকি এজেন্টদের ওপর এক ধরনের অবিচার করা হয়। অথচ এই ট্রেনিঙে অংশগ্রহণ করতে পারা শুধু যে মর্যাদার প্রতীক তাই নয়, নির্দিষ্ট কিছু উঁচু পদে উঠতে হলে এবং দুর্লভ কিছু সুযোগ-সুবিধে পেতে হলে প্রথমেই খোঁজ নেয়া হয় এই বিশেষ ট্রেনিংটা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নেয়া আছে কিনা। ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের প্রতিটি এজেন্টের গোপন আশা, একদিন তাকে এই ট্রেনিঙের জন্যে ডাকা হবে। তবে এ-বছর সিলেকশন কমিটিকে কোন রকম ঝামেলা পোহাতে হয়নি। তাদের সামনে প্রার্থী ছিল একজনই। সর্বসম্মতিক্রমে রানার নামটা পাস হয়ে গেছে, যদিও রানা বি.এস.এস-এর কর্মচারী নয়। ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের ইতিহাসে এটা একটা ব্যতিক্রমী ঘটনা।

কারণটা কি? ব্রিটিশরা মাছে-ভাতে বাঙালীদের ওপর হঠাৎ এত উদার হয়ে উঠল কেন?

উদারতার নয়, ব্যাপারটা আসলে কৃতজ্ঞতার প্রকাশ। এবার নিয়ে দু'বার ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের অস্তিত্ব রক্ষা করেছে, বি.সি.আই. আক্ষরিক অর্থেই।

প্রথমবার বি.এস.এস-এর অস্তিত্ব বিপন্ন হয় বেশ কয়েক বছর আগে, প্রতিদ্বন্দ্বী কয়েকটা ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের কিছু এজেন্ট ভোল পাল্টে ভেতরে ঢুকে পড়ায় এবং পুরানো ও বিশ্বস্ত কিছু এজেন্ট মোটা টাকার বিনিময়ে দু'মুখো সাপের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ায়। চোর বাছতে গাঁ উজাড় অবস্থা। বোঝাই যাচ্ছিল না কে দেশপ্রেমিক আর কে বিশ্বাসঘাতক। রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য অবাধে পাচার হয়ে পৌঁছে যাচ্ছিল শত্রুদেশগুলোয়। এই বিপদে বি.সি.আই. সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়, বি.সি.আই. এজেন্ট মাসুদ রানার তৎপরতায় একে একে ধরা পড়তে শুরু করে ডাবল এজেন্টরা। সে-যাত্রা অস্তিত্ব রক্ষা পেলেও, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস ভয়ানক দুর্বল হয়ে পড়ে। গুরুত্বপূর্ণ বা বিপদসংকুল কোন অ্যাসাইনমেন্টে পাঠাবার মত লোক তাদের ছিল না। মাঝে মধ্যেই রানা এজেন্সি বা বি. সি. আই-এর সাহায্য চাইতে হচ্ছিল। এভাবে বেশ কিছুদিন চলার পর হঠাৎ করে আবার বিপর্যয়ের মুখে পড়ল ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস। এবার তারা আক্রমণের শিকার হলো দুর্ধর্ষ ইউরোপিয়ান টেরোরিস্ট গ্রুপগুলোর।

এর জন্যে দায়ী একটা ভুল সিদ্ধান্ত। টেরোরিস্ট গ্রুপগুলো বাড়াবাড়ি শুরু করায় তাদের শায়েস্তা করার জন্যে বিভিন্ন ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের সাহায্য চেয়ে আবেদন জানায় ইন্টারপোল। নিজেদের দুর্বলতার কথা মনে রেখে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের উচিত ছিল সহায্যের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা। তা না করে ইন্টারপোল ও অন্যান্য সার্ভিসের সাথে একটা জোট গঠন করে তারা, তারপর টেরোরিস্টদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত আক্রমণ শুরু করে।

প্রকৃতি চিরকালই দুর্বলের ওপর বিরূপ। মানুষ প্রকৃতির সন্তান, কাজেই তার ভেতরও এই বিশেষ স্বভাবটি বিদ্যমান। টেরোরিস্টরা উপলব্ধি করল, এই বিপদ থেকে মুক্তি পেতে হলে ভীতিকর, রোমহর্ষক একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। জোটের সবচেয়ে দুর্বল সদস্য ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসকে বেছে নিল তারা। হঠাৎ করে রাতারাতি শুরু হলো পাল্টা আক্রমণ। ইউরোপ জুড়ে শুধু বি.এস.এস. শাখা অফিস আর এজেন্টদের ওপর চোরাগুপ্তা হামলা চালিয়ে এক হপ্তার মধ্যে সত্যিসত্যি রোমহর্ষক একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করল তারা। এই এক হপ্তায় ত্রিশ জন ব্রিটিশ এজেন্ট মারা গেল, আগুন ধরিয়ে দেয়া হলো ছ'টা শাখা অফিসে। জোটের অন্যান্য সদস্যরা অবস্থা বেগতিক দেখে কোন ঘোষণা ছাড়াই নাম প্রত্যাহার করে নিল, নিজেদের গা বাঁচানোর জন্যে কোন কোন সদস্য অভ্যন্তরীণ ঝামেলার অজুহাত তুলে কেটে পড়ল। মাঠে রয়ে গেল একা ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস, অথচ পাল্টা আঘাত হানার ক্ষমতা অনেক আগেই হারিয়ে ফেলেছে সে। অগত্যা বাধ্য হয়ে আন্তর্জাতিক সাহায্য পাওয়ার জন্যে চেষ্টা চালাতে হলো। টাকার বিনিময়ে সাহায্য পাওয়া যাবে ধরে নিয়ে প্রথমে সি. আই. এ-র সাথে কথা বলল তারা। নানা অজুহাত তুলে সময়ক্ষেপণের পথ বেছে নিল সি.আই.এ, সাহায্য করতে না চাওয়ার আসল কারণটা প্রকাশ করল না। আসল কারণটা হলো, অনেক ইউরোপিয়ান টেরোরিস্ট গ্রুপকে নিজেদের স্বার্থে বহু বছর ধরে ব্যবহার করে আসছে সি. আই.এ, গ্রুপগুলোয় তাদের বেতনভুক অনেক লোকও রয়েছে। এরপর জার্মান ইন্টেলিজেন্স-এর সাথে চুক্তি করতে চাইল ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ। জার্মানরা

ব্রিটিশদের বিপদ বুঝতে পেরে সাহায্যের সাথে কিছু রাজনৈতিক শর্ত জুড়ে দিল, যেটা পূরণ করা ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। এভাবে একের পর এক ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসগুলো যখন মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, মরিয়া হয়ে একটা পুরস্কার ঘোষণা করল ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস। এ যেন অনেকটা আন্তর্জাতিক টেন্ডার, যে-কেউ অংশগ্রহণ করতে পারে। গোপন সার্কুলার পাঠিয়ে বলা হলো, টেরোরিস্ট গ্রুপগুলোর আক্রমণ প্রতিহত করতে পারলে দেয়া হবে: প্রথমত বিশ মিলিয়ন পাউন্ড নগদ, দ্বিতীয়ত ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সকে নতুন ছাঁচে গড়ে তোলার কন্ট্রাক্ট, এবং সবশেষে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে দেয়া হবে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের আজীবন সদস্যপদ।

কেউ সাড়া দিল না, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স বাদে। আর কোন ইন্টেলিজেন্সের পক্ষে সাড়া দেয়া সম্ভব ছিল না, কারণ প্রায় প্রতিটি ইন্টেলিজেন্সই কোন না কোনভাবে টেরোরিস্ট গ্রুপগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছে। টেরোরিস্টদের সাহায্য না নিয়ে ইউরোপে এসপিওনাজ তৎপরতা চালাচ্ছে একমাত্র বি.সি.আই, কাজেই এদিক থেকে কোন বাধা ছিল না। সে-সময় লন্ডনেই উপস্থিত ছিলেন রাহাত খান, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের প্রস্তাব পরীক্ষা করে রানাকে তিনি বললেন, 'গো অ্যাহেড।'

তবে, ব্রিটিশ প্রস্তাব পুরোপুরি গ্রহণ করা হলো না। নগদ টাকার প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন মেজর জেনারেল। জানিয়ে দিলেন, স্রেফ বন্ধুত্বের খাতিরে কাজটা হাতে নেয়া হচ্ছে। প্রস্তাবের বাকি অংশগুলো সম্পর্কে নীরবতা পালন করা হলো।

একটিমাত্র শর্তই থাকল শুধু, ইংল্যান্ডে বসবাসরত

বাংলাদেশীদের স্বার্থের প্রতি যেন বিশেষ নজর রাখা হয়। বলাই বাহুল্য, রাজি হয়ে গেল ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস। বিপুল অ্যাসেট বিক্রি করে পুরস্কারের টাকা যোগাড় করতে হত বি.এস.এস-কে, বি.সি.আই. কর্তৃপক্ষের বদান্যতায় সে-সব আর তাদেরকে বিক্রি করতে হলো না।

রাহাত খান রানা এজেন্সিকে দায়িত্ব দিলেন। প্ল্যান-প্রোগ্রাম করে অপারেশনে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা এজেন্সির এজেন্টরা। রানা তার সহকর্মীদের নির্দেশ দিল, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে। ইউরোপিয়ান মাফিয়া গোষ্ঠী চিরকালই স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে ব্যবসা চালায়, অন্যান্য টেরোরিস্ট গ্রুপ তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী। তাছাড়া মাফিয়ার কয়েকজন ডনের সাথে ব্যক্তিগতভাবে রানার পরিচয় ও উপকার বিনিময়ের ঘটনা থাকায় তাদের সাহায্য পাওয়া সহজ হয়ে গেল। শুধু মাফিয়ারই নয়, কর্সিকানদের প্রভাবশালী কয়েকজনের সাথে যোগাযোগ, সদ্ভাব থাকায় তাদের নিঃশর্ত সাহায্য পেতেও অসুবিধে হলো না। অনেক ইউরোপিয়ান ইন্টেলিজেন্স কৃতজ্ঞ ও ঋণী বন্ধু রয়েছে রানার, বিপদের সময় তারাও রানার অনুরোধে সাড়া দিল। হঠাৎ এক সকালে ইউরোপিয়ান টেরোরিস্টরা দেখল, তাদের প্রায় সব ক'টা গোপন আস্তানায় হানা দিয়ে জানমালের বিপুল ক্ষতি করছে রানা। এজেন্সির এজেন্টরা, তাদেরকে সাহায্য করছে বিভিন্ন ইন্টেলিজেন্স, কর্সিকান আর মাফিয়ারা। আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে চলল দাঙ্গা, লুটতরাজ, হত্যা আর অগ্নিসংযোগের ঘটনা। বাকি ইতিহাস খুবই সহজ–নতজানু হয়ে আপোষের প্রস্তাব দিল টেরোরিস্টরা।

গোটা অভিযানের নেতৃত্ব ছিল রানার হাতে। ইউরোপ জুড়ে দিন কতক ঠিক কি ঘটেছে তার কোন রেকর্ড রাখা হয়নি। মৌমাছি যেমন এক ফুল থেকে আরেক ফুলে উড়ে বেড়ায়, রানা তেমনি এক দেশ থেকে আরেক দেশে ঘুরে বেড়িয়েছে–মধু খাওয়ার লোভে নয়, মোক্ষম জায়গায় হুল ফোটানোর মানসে। অন্তত ওর কর্মকাণ্ড দেখে সংশ্লিষ্ট সবার তাই মনে হয়েছে। প্রয়োজনে রানা যে কতখানি নির্মম হতে পারে, এই ঘটনা তার প্রমাণ। দয়ামায়াহীন পাষাণে পরিণত হয়েছিল মানুষটা। তবে, তার আগে, প্রথমেই, টেরোরিস্টদের হাত গুটিয়ে নেয়ার একটা প্রস্তাব দিয়েছিল রানা। প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান হওয়ার পরই কেবল আক্রমণাত্মক ভূমিকায় নামে ও।

অভিযান সফল হবার পর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আরেকবার প্রতিশ্রুতি দিলেন, ইংল্যান্ড প্রবাসী বাংলাদেশীদের স্বার্থের দিকে এখন থেকে অবশ্যই বিশেষ সুদৃষ্টি দেয়া হবে। এরপর শুরু হলো ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের তরফ থেকে বি.সি.আই. চীফ রাহাত খানকে নানান কিছু দিয়ে খুশি করার প্রচেষ্টা। কিন্তু সে-সব সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন রাহাত খান। তবে, ওদের একটা আবেদনে সাড়া দিতে হলো তাঁকে। তিন বছরের জন্যে পার্ট টাইম উপদেষ্টা হিসেবে মাসুদ রানাকে চাইল ওরা। বি.এস.এস-কে নতুন করে গড়ে তোলার কাজ শুরু করা হয়েছে, এই সময় রানার সাহায্য ও সহযোগিতা তাদের একান্তভাবে দরকার।

রাহাত খানের সম্মতি পাওয়া মাত্র ব্রিটিশ নাগরিকত্ব দেয়া হলো রানাকে। ছ'মাসের মধ্যেই ওকে প্রস্তাব দেয়া হলো সেনাবাহিনীর সম্মানজনক এই বিশেষ ট্রেনিং কোর্স করার।

এবার ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ট্রেনিং ক্যাম্প খুলেছে হেরিফোর্ডে। শুধু বি.এস.এস. নয়, অন্যান্য আরও অনেক সংস্থা থেকে প্রচুর লোকজন অংশগ্রহণ করছে ট্রেনিঙে। সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী আর বিমানবাহিনীর লোক তো আছেই। তবে বিদেশী একমাত্র রানাই সুযোগটা পেয়েছে। ট্রেনারদের সম্পর্কে কাউকে কিছু জানানো হয় না, তবে ধারণা করা যায় তারা সবাই সামরিক বাহিনীর লোক। বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করে ট্রেনিং দেয়া হয় এখানে, তবে একটা গ্রুপ অন্য একটা গ্রুপ সম্পর্কে কোন তথ্যই জানতে পারে না।

ভোর চারটেয় ঘুম থেকে তোলা হয় রানাকে, পাঁচটার মধ্যে একটা ট্রাকে উঠতে হয়। নতুন কনের গায়ে যেমন গা ভরা গহনা থাকে, ওর সাথে থাকে গা ভর্তি কমব্যাট গিয়ার। পিঠে ঝোলে মস্ত একটা ব্যাগ, অন্যান্য ইকুইপমেন্ট শরীরের বিভিন্ন অংশে সেঁটে বা ঝুলে থাকে, এক হাতে ধরা থাকে একটা রাইফেল।

প্রতিদিন, আরও সাতজন পরীক্ষার্থী অফিসারের সাথে, ট্রাকের পিছন থেকে বনভূমি ঢাকা দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় নামিয়ে দেয়া হয় ওকে। এক সাথে নামলেও, প্রত্যেককে রওনা হতে হয় একা, পিছন থেকে চিৎকার করে জানিয়ে দেয়া হয় ম্যাপ রেফারেন্স। রওনা হবার আগের রাতে ওদেরকে পরদিনের কর্মসূচী সম্পর্কে জানানো হয়।

কখনও হয়তো ওই ম্যাপ রেফারেন্সের সরল অর্থ দাঁড়ায়, ঘড়ির সাথে পাল্লা দিয়ে জিততে হবে ওকে, নির্দিষ্ট একটা গন্তব্যে বেঁধে দেয় সময়ের ভেতর পৌঁছুতে হবে। আবার কখনও বা নির্দেশ থাকে, পাহাড় আর জঙ্গলে সতর্ক অবস্থায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে স্পটার অফিসাররা, তাদের চোখকে ফাঁকি দিতে হবে,

এক্ষেত্রেও বেঁধে দেয়া সময়ের ভেতর নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছুতে হবে ওকে। ধরা পড়লে অবমাননাকর ও যন্ত্রণাদায়ক ইন্টারোগেশনের শিকার হতে হয়।

দুটো পরীক্ষায় ধরা পড়েনি রানা, তবে দু'বার বেঁধে দেয়া সময়ের ভেতর গন্তব্যে পৌঁছুতে ব্যর্থ হয়েছে । দুটো ক্ষেত্রেই, সেদিনের চতুর্থ ম্যাপ রেফারেন্স পাবার পর ব্যর্থ হয় ও। এ-ধরনের ট্রেনিঙে প্রথমবার জানানো গন্তব্যে পৌঁছুতে পারলেও কদাচ অপারেশন-এর সমাপ্তি ঘটে। 'সারভাইভাল' কোর্স আরও বেশি কিছু দাবি করে–দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থবার ম্যাপ রেফারেন্সে পৌঁছুতে তো হবেই, এগোবার পথে লুকিয়ে রাখা টার্গেট সনাক্ত করতে হবে, 'খুন' করতে হবে সব ক'টাকে, অথবা ওকে না জানিয়ে লুকিয়ে রাখা অসম্ভব ভারী একটা বোঝা বের করতে হবে খুঁজে।

রাতে ফিরে আসতে হয় ট্রাকের কাছে, ক্লাস বসার আগে পরিষ্কার করতে হয় ইকুইপমেন্ট আর অস্ত্রগুলো, ক্লাসে বসে আত্মসমালোচনায় অংশগ্রহণ করতে হয়, পরদিন ভোরের জন্যে গ্রহণ করতে হয় পরবর্তী নির্দেশ।

আজ, দশম দিনে, ট্রেনিং পিরিয়ডের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষাটা সবেমাত্র শেষ করে ফিরেছে রানা। পঁয়তাল্লিশ মাইল ছুটতে হয়েছে ওকে, সময় দেয়া ছিল পনেরো ঘণ্টা, সাথে বোঝা ছিল পঞ্চাশ পাউন্ড, বারো পাউন্ড ইকুইপমেন্ট আর আঠারো পাউন্ডের রাইফেলটা বাদে। রাইফেলটার সাথে কোন স্ট্রিং না থাকায় কাঁধে ঝোলাবার উপায় ছিল না।

পাহাড়ের ওপার থেকে শুরু হয় মার্চ, গভীর একটা গিরিখাদ

বেয়ে পাহাড়ের মাথায় উঠে আবার নামতে শুরু করে রানা। হেলিকপ্টার নিয়ে ওর ওপর নজর রাখছিল দু'জন ট্রেনার, ওর ভুল-ভ্রান্তি নোট করছিল তারা। কোন ম্যাপ রেফারেন্স দেয়া হয়নি, সবচেয়ে সরল পথ ধরে ফিরে আসতে হবে ট্রাকের কাছে। এই অপারেশনে সাফল্য নয়, শুধু অংশগ্রহণ করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারলেই ট্রেনারদের কাছে বিশেষ সম্মান পাওয়া যায়। ট্রেনাররা অপারেশনের নাম দিয়েছে, দ্য রাইট বাস্টার্ড।

ট্রাকের কাছে ফিরে এসে ফলাফল শোনার মত মনোদৈহিক অবস্থা কারও থাকে না, রানারও নেই। এতই ক্লান্ত আর বিধ্বস্ত লাগছে নিজেকে যে পুরো নম্বর পেয়ে পাস করা বা গোল্লা পেয়ে ফেল করা ওর কাছে যেন সমান কথা। ট্রাকে চড়ে ক্যাম্পে ফিরতে চায় ও, শাওয়ার সেরে খেতে চায়, তারপর চব্বিশ ঘণ্টা বিরতিহীন ঘুম দিয়ে রিপোর্ট করার জন্যে লন্ডনে ফিরতে চায়। কিন্তু বিধি বাম, তা হবার নয়। ব্যাপারটা রানা আঁচ করতে পারল পার্ক করা ট্রাকের পিছন থেকে অ্যাডজুট্যান্টকে বেরিয়ে আসতে দেখে।

'আপনার কমান্ডার ফোন করেছিলেন,' বলল অ্যাডজুট্যান্ট। পাথরে খোদাই করা নির্দয় জল্লাদের চেহারা তার, প্রকাণ্ডদেহী। 'বুলেটের মত ছুটে যেতে হবে,' একটু বিরতি নিয়ে বলল, 'লন্ডনে।'

মনে মনে প্রমাদ গুণল রানা, ভাবল, তবে কি অপারেশন এখনও শেষ হয়নি, ম্যাপ রেফারেন্স দেয়া হচ্ছে তাকে? 'আপনি ঠাট্টা করছেন, অ্যাডজুট্যান্ট?' নিঃশব্দে হাসার চেষ্টা করল রানা।

'দুঃখিত।' হাসল না অ্যাডজুট্যান্ট। 'দিস ইজ ফর রিয়েল।

সম্ভবত আপনাদের কোন সমস্যা হয়েছে। ক্যাম্প পর্যন্ত আপনাকে লিফট দেব আমি।'

এতক্ষণে ট্রাকের পিছনে অ্যাডজুট্যান্টের গাড়িটা দেখতে পেল রানা, উপলব্ধি করল, সচরাচর রিফ্রেশার কোর্স উপলক্ষ্যে যে নির্দয় কৌশল খাটানো হয় এটা সত্যি সেরকম কিছু নয়।

ক্যাম্পে ফেরার পথে অ্যাডজুট্যান্ট একটা পরামর্শ দিল রানাকে। রানার মনে হলো, পরামর্শ দেয়ার ভঙ্গিটা একটু যেন উপদেশ দেয়ার মত। যে লোক সহনশীলতার পরীক্ষায় সবেমাত্র দীর্ঘ পদযাত্রা শেষ করেছে তার পক্ষে হেরিফোর্ড থেকে লন্ডন গাড়ি চালিয়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। 'সার্জেন্ট বিল রেম্যান-এর হাতে তেমন কোন কাজ নেই। খুব ভাল ড্রাইভার। দ্রুত, বহাল তবিয়তে পৌঁছে দিতে পারবে আপনাকে।'

তর্ক করার মত শক্তি নেই রানার। 'আপনি যা বলেন।' কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'যাবার সময় আমার গাড়ি চালাল, কিন্তু ফিরতে হবে ট্রেনে বা বাসে করে।'

'আপনি আসলে তার একটা উপকার করছেন। আজ রাত থেকেই তার ছুটি শুরু হচ্ছে, লন্ডনে ফিরতে চায় সে।'

ক্যাম্পে, নিজের কোয়ার্টারে, শাওয়ার সারল রানা। সুটকেসের গোপন কমপার্টমেন্ট থেকে ব্যক্তিগত হ্যান্ডগান নাইন এমএম এএসপিটা বের করল। কাপড় বদলে স্ল্যাকস আর লেদার মোকাসিন, শার্ট আর সিল্ক জ্যাকেট পরল। এরপর ক্যাম্পের ইকুইপমেন্টগুলো স্টোরে জমা দিল ও, সংগ্রহ করল নিজের ব্যাগ, সোজা চলে এল বেন্টলি মুলসেন টারবোর কাছে। বি.এস.এস-এর জাদুকর টেকনিশিয়ানরা কারিগরি ফলিয়ে গাড়িটাকে

রূপকথার পক্ষীরাজের সমপর্যায়ে উন্নীত করেছে।

সার্জেন্ট বিল রেম্যান ওর জন্যে অপেক্ষা করছে। সামরিক বাহিনীর সদস্য, সাদা কাপড়ে। দীর্ঘদেহী লোক, কাঁধদুটো ভারী আর চওড়া, প্রায় গুণ্ডার মত চেহারা। 'আপনি রেডি, বস্?' কর্কশ স্বরে জানতে চাইল সে।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ব্যাক সীটে আমি যদি শুয়ে থাকি, তুমি কিছু মনে করবে, রেম্যান? কি জানো, আমি আর আমার মধ্যে নেই।'

নিঃশব্দে হাসল সার্জেন্ট। 'ইট'স আ সোয়াইন, দি এনডিউর‍্যান্স মার্চ। আমি নিজেও ওটাকে ঘৃণা করি। ঘুমান, বস্। লন্ডনে পৌঁছে আপনাকে আমি জাগিয়ে দেব।'

স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল বিল রেম্যান। প্রধান সড়কে উঠে এল বেন্টলি। চেষ্টা করতে হলো না, সীটের ওপর কাত হয়ে চোখ বুজতেই ঘুমিয়ে পড়ল রানা। কতক্ষণ পেরিয়েছে কোন ধারণা নেই, সার্জেন্টের কর্কশ হাঁকডাকে ঘুম ভেঙে গেল ওর।

'বস্? বস্, শুনছেন?'

অন্ধকার জগৎ থেকে ফিরে আসছে রানা, চোখ খুলতে ইচ্ছে করছে না। প্রথমে ভাবল, ওরা বোধ হয় লন্ডনে পৌঁছে গেছে। 'কি...কোথায়...?'

'আপনি জেগে আছেন, বস্?' চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল বিল রেম্যান।

'হ্যাঁ...হ্যাঁ।' মাথা নাড়ল রানা, যেন সচেতন হবার চেষ্টা করছে।

'যাক!' হাঁফ ছাড়ল সার্জেন্ট বিল রেম্যান।

'কি ব্যাপার?' ধীরে ধীরে গাড়ি, নিজের অবস্থান ইত্যাদি উপলব্ধি করতে পারছে রানা।

'আপনার পেশা আমার জানা নেই, তাই ভাবছি, পিছনে ফেউ লাগার কোন ঘটনা আগে কখনও ঘটেছে কি, বস্?'

পুরোপুরি সচেতন হলো রানা। 'কেন?'

'অস্থির হবেন না, বস্। ব্যাপারটা হয়তো কিছুই না। তবে জানা দরকার আগে কখনও কেউ আপনার পিছু নিয়েছিল কি না। মানে, এ-ধরনের ঘটনা আপনি আশা করেন কিনা।'

'মাঝে মধ্যে ঘটে।' ব্যাক সীটে উঠে বসল রানা, সামনের দিকে ঝুঁকল, সার্জেন্টের কানের কাছে মাথা। 'কেন?'

'হয়তো মিথ্যে সন্দেহ করছি, তবে আমার যেন মনে হচ্ছে, আমাদেরকে স্যান্ডউইচ বানানো হয়েছে।'

'কখন থেকে?' নাইন এমএম এএসপি-র স্পর্শ নিল রানা।

'সম্ভবত হেরিফোর্ড থেকেই।'

'কোথায় রয়েছি আমরা?'

'এইমাত্র এম-ফোর ছেড়ে এম-ফাইভে পড়েছি। ব্রিস্টল-এর উত্তর-পশ্চিমে।'

'কি ঘটেছে?'

'হেরিফোর্ডে প্রথমে আমি একটা সাব দেখতে পাই। আ নাইন হানড্রেড টার্বো। বিশেষ গুরুত্ব দিইনি, কিন্তু কোনমতে পিছু ছাড়ল না। তারপর হালকা রঙের একটা বিএমডব্লিউ দেখলাম, সাবের জায়গায়। গ্লাউস্টার পেরিয়ে আসছি, এই সময় আবার সাবটাকে দেখতে পেলাম, আমাদের সামনে। এখন আমাদের

পিছনে রয়েছে সেটা–দুটো গাড়ির পিছনে। সামনে, অনেকটা দূরে রয়েছে বিএমডব্লিউ।'

'কাকতালীয় ব্যাপার?' ধারণা পেতে চাইল রানা।

'তা-ও ভেবেছি। স্পীড কমিয়ে বিএমডব্লিউকে ওভারটেক করার সুযোগ দিয়েছি, একই সুযোগ দিয়েছি সাবকে, ড্রাইভাররা নেয়নি। এমন কি হাইওয়ে ছেড়ে খানিক পর আবার ফিরে এসেও অবস্থার কোন পরিবর্তন দেখিনি। তাছাড়া...'

'বলো, তাছাড়া?'

'তাহলে বলেই ফেলি,' ভারী গলায় বলল সার্জেন্ট। 'এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে, ব্যাপারটা বক্স, বস্। স্যান্ডউইচ নয়।'

বক্স মানে সামনে পিছনে আর দু'পাশে একটা করে গাড়ি। 'তারমানে?'

'আরও দুটো গাড়ি রয়েছে, বস্। দু'পাশের রোড ধরে আসছে, মাঝে মধ্যে দেখা দেয়। একটা নীল অডি, আরেকটা ছোট্ট লাল লোটাস এসপ্রী। ওরা প্রফেশন্যাল, বস্। সব ক'জন ওস্তাদ ড্রাইভার।'

'তুমি নিশ্চিত, কাকতালীয় ব্যাপার নয়?' বিড়বিড় করল রানা।

'ফাঁকি দেবার সব রকম চেষ্টা করেছি, তারপরও রয়েছে ওগুলো। আপনি কি বলেন?'

সাথে সাথে জবাব দিল না রানা। মোবাইল সার্ভেইল্যান্স 'বক্স' পরীক্ষিত ও কার্যকরী টেকনিক–একটা গাড়ি থাকবে পিছনে, একটা সামনে, বাকি দুটো ডানে ও বামে। বক্সের গাড়িগুলো পরস্পরের সাথে রেডিও যোগাযোগ রক্ষা করে। কিন্তু

কারা? ওর ওপর নজর রাখার কি কারণ? ঠিক এই সময়টাতেই বা কেন? তবে কি মারভিন লংফেলো ওর ওপর কোন রকম পরীক্ষা চালাচ্ছেন? উঁহুঁ, তা মনে হয় না।

দক্ষ হাতে চমৎকার গাড়ি চালাচ্ছে সার্জেন্ট বিল রেম্যান। কয়েকটা লেনে বিভক্ত রাস্তাটা, যখন যেমন সুবিধে এক লেন থেকে আরেক লেনে চলে যাচ্ছে সে, যানবাহনের মাঝখানে বেন্টলিটা তার হাতে যেন নাচছে।

'এসো, আরেকবার চেষ্টা করে দেখা যাক ফাঁকি দেয়া যায় কিনা,' বলল রানা। 'নেক্সট এগজিট কত?'

'সতেরো, বস্। ডানে চিপেনহ্যাম, মাম্‌স্‌বারি বামে।'

'এদিকের রাস্তাঘাট চেনো?'

'চিপেনহ্যামের দিকটা ভাল করে চিনি। গ্রামের ভেতর দিয়ে অনেক লেন চলে গেছে। তবে সরু। গাড়ি চালানো খুব কঠিন।'

'তাহলে দৌড় খাটাও ব্যাটাদের,' বলল রানা। 'সম্ভব হলে একটাকে থামাব আমরা।'

মটরওয়েতে প্রচুর যানবাহন, তবু পিছন দিকে তাকিয়ে গ্রে কালার সাবের আকৃতিটা চিনতে পারল রানা, অন্যান্য গাড়ির আলোয় আলোকিত হয়ে আছে। একই অবস্থানে রয়েছে ওটা, ওদের কাছ থেকে দুটো গাড়ি পিছনে। 'রেম্যান, তোমার কাছে কিছু আছে?'

'থাকলে আপনি বুঝতে পারতেন। আপনার সাথে, বস্?'

'আছে। ম্যাপ কম্পার্টমেন্টে একটা স্পেয়ারও পাবে তুমি।' সীটের ওপর দিয়ে চাবিটা বাড়িয়ে দিল রানা। 'একটা রুগার পি এইটিফাইভ।'

কয়েক সেকেন্ড পর হালকা সুরে জিজ্ঞেস করল সার্জেন্ট, 'অস্ত্রগুলো কি, বস্, বৈধ?'

'সত্যি জানি না,' বলল রানা, এখনও সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তা করছে ও। ও যে হেরিফোর্ডে ছিল, তথ্যটা বি.এস.এস. হেডকোয়ার্টারের মাত্র তিনজন মানুষ জানে–মারভিন লংফেলো, জন মিচেল আর এলিজাবেথ। ওর বিরুদ্ধে শত্রুতা বা বিদ্বেষপ্রসূত কোন উদ্দেশ্য নিয়ে যদি নজর রাখা হয়ে থাকে, লোকগুলোর তথ্য পাবার একমাত্র উৎস হতে পারে বি.এস.এস. হেডকোয়ার্টার; অথচ ওখানে যারা আছে তারা সবাই ওর পরীক্ষিত বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী, এ-ধরনের কোন তথ্য ফাঁস করার চেয়ে মৃত্যুবরণ করাটাকে শ্রেয় জ্ঞান করবে।

সামনের জংশনটা এগিয়ে আসছে। রানা দেখল, তিনটে গাড়ির আগে বিএমডব্লিউটা রয়েছে। দ্রুতবেগে বাঁকটাকে পাশ কাটাল। একেবারে শেষ মুহূর্তে সিগন্যাল দিল সার্জেন্ট রেম্যান, স্পীড বাড়িয়ে দিয়ে উঠে পড়ল এগজিট র‍্যাম্পে, গোলাকার রাউন্ড অ্যাবাউট ধরে চক্কর দিচ্ছে, শ্লথগতি দুটো ছোট গাড়িকে ওভারটেক করল, তারপর স্যাঁৎ করে ঢুকে পড়ল চিপেনহ্যাম রোডে। মাইলখানেক এগিয়ে মেইন হাইওয়ে ত্যাগ করল সে। পাকা হলেও এদিকের রাস্তা সরু আর অন্ধকার, গতি সামান্য কমিয়ে আনল সার্জেন্ট। শক্তিশালী হেডলাইটের আলোয় দু'পাশে গাছপালা আর ঝোপঝাড় দেখা গেল।

'খসাতে পেরেছি, বস্?' তীক্ষ্ণ একটা বাঁক নেয়ার সময় জিজ্ঞেস করল সার্জেন্ট।

'বলতে পারছি না,' ঘাড় ফিরিয়ে অন্ধকার পিছন দিকে

তাকাল রানা। 'কোন আলো দেখছি না। তাতে অবশ্য কিছু প্রমাণ হয় না।' পিছনের লোকটা যদি সে হত, গাড়ির সমস্ত আলো নিভিয়ে পিছু নিত, বিশেষ করে গ্রাম্য পথে, নির্ভর করত ভাগ্য আর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের ওপর, কিংবা চোখে ব্যবহার করত নাইট গগলস, নিরাপদে টার্গেটের পিছনে থাকার জন্যে। পিছনে কোন আলো না থাকলেও, উদ্বেগের ঠাণ্ডা একটা অনুভূতি ওকে ছাড়ল না।

এইভাবে ছয় কি সাত মাইল পেরিয়ে এল ওরা, পিছনে কেউ লেগে থাকলে এতক্ষণে কিছু না কিছু দেখতে পেত। ছোট একটা গ্রামের ভেতর দিয়ে এগোচ্ছে গাড়ি। রাস্তার কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা হতভম্ব পথিকদের লালচে কয়েকটা মুখ দেখতে পেল রানা, খানিক পর পর একটা দুটো করে। চোখের পাতা ফেলার আগেই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। একটা পাব দেখতে পেল। তারপর একটা চার্চ। ব্যাক সীটে কাত হয়ে পড়ল রানা, ডান দিকে বাঁক নিল বেন্টলি। বাঁক নেয়ার পর রাস্তাটা দেখা গেল ফিতের মত সরল, ঢাল বেয়ে নিচের দিকে নেমে গেছে। রাস্তা ধরে তীরবেগে নামছে ওরা। অকস্মাৎ অশ্রাব্য একটা গালি দিল সার্জেন্ট। চাপ দিল ব্রেকে।

সামনে একটা নয়, একজোড়া হেডলাইট–ওদের দিকে আসছে না, দু'পাশ থেকে পরস্পরের দিকে এগোচ্ছে।

প্রকাণ্ড ঝাঁকি আর বিপুল গতির মধ্যে প্রায় দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ল রানা, তবু চট করে কয়েকটা ব্যাপার উপলব্ধি করতে পারল। বিশ গজ দূরে একটা ক্রসরোড, ক্রসরোডের ডান ও বাম দিক থেকে পরস্পরের দিকে ছুটে আসছে দু'জোড়া হেডলাইট।

ব্যাপারটা ভাল করে উপলব্ধি করার আগেই বিশ গজ দূরত্ব আর প্রায় কোন দূরত্বই থাকল না। দু'জোড়া হেডলাইটের পিছনে দুটো গাড়িকে দেখা গেল। বোতামে চাপ দিয়ে বেন্টলির হেডলাইট জ্বালল সার্জেন্ট, তীব্র আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সামনের গাড়ি দুটো, পরস্পরের দিকে এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল, দুটো ধাতব নাক পরস্পরের সাথে প্রায় ঠেকে গেছে, রোডব্লকের আদর্শ ভঙ্গিতে–একটা লাল লোটাস এসপ্রী, অপরটা নীল অডি।

এখনও ব্রেক করছে সার্জেন্ট, হুইল ঘুরিয়ে বাম দিকে সরে যাবার চেষ্টা করছে, প্রতি মুহূর্তে আকারে বড় হয়ে উইন্ডস্ক্রীন ঢেকে ফেলছে গাড়ি দুটো। রাস্তা ছেড়ে ঘাসের ওপর পড়ল বেন্টলির চাকা, সামান্য ঝাঁকি খেলো, পরমুহূর্তে সামনের জোড়া গাড়ি দুটোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার উপক্রম করল।

ব্যাক সীটে নিজের জায়গা থেকে রানা দেখল, রোডব্লক আর বাম দিকের নব্বুই ডিগ্রী বাঁকের মাঝখানে জায়গা অত্যন্ত কম, তবে বিরাট গাড়িটাকে নিয়ন্ত্রণ করল সার্জেন্ট একজন র‍্যালি ড্রাইভারের মত, প্রয়োজনে ঝুঁকে পড়ছে হ্যান্ডব্রেকের দিকে, পা দুটো নাচানাচি করছে ফুটব্রেক আর অ্যাকসিলারেটরের ওপর।

তীব্র কর্কশ প্রতিবাদ করল বেন্টলির টায়ার, হড়কাতে শুরু করল চাকা, একদিকে কাত হয়ে পড়ল গাড়ি, তারপর সিধে হলো, গতি বাড়ছে, বাম দিকের ঝোপগুলোকে ছুঁয়ে দিল, তবে এসপ্রীর বুটের সাথে ধাক্কা খেলো না সম্ভবত এক ইঞ্চির জন্যে।

বাঁক নিয়ে নতুন রাস্তায় পড়ল ওরা, মাথার ওপরটা ডালপালা দিয়ে ছাওয়া। মনে হলো, ওরা যেন একটা টানেলের ভেতর দিয়ে ছুটছে। রাস্তাটা এতই সরু যে চেষ্টা করলে হয়তো কোন রকমে

দুটো গাড়ি পরস্পরকে পাশ কাটাতে পারবে।

ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা, দেখল এসপ্রীর পিছনের লাল আলো ক্রমশ ম্লান হয়ে যাচ্ছে। তবে অডির হেডলাইটের আলো উজ্জ্বল লাগল চোখে। ঝট করে মাথা নিচু করল ও। অন্ধকারে খুদে নীল আলোর ঝলক দেখা গেল কয়েকটা। বেন্টলির গুঞ্জনকে ছাপিয়ে, যতটা না শুনতে পেল তারচেয়ে বেশি অনুভব করল, ওদের চারদিকে বুলেট বৃষ্টি হচ্ছে।

'ক্রিস্ট!' বিড়বিড় করল সার্জেন্ট, গতি না কমিয়ে ডান দিকে বাঁক নেয়ার জন্য হুইল ঘোরাল, দৃষ্টিসীমার বাইরে ফেলে এল রোডব্লকের গাড়ি দুটোকে। 'আসলে আপনার পেশাটা কি বলুন তো, বস্? ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের গিনিপিগ?'

'অডিটা আমাদের পিছু নেবে, রেম্যান। সময় থাকতে এগিয়ে থাকো।'

'চিন্তা করবেন না, বস্।'

খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল বেন্টলি, যে-কোন মুহূর্তে পিছনে আলো দেখতে পাবে বলে আশঙ্কা করছে রানা। হাতে বেরিয়ে এসেছে এএসপি, অপর হাতটা জানালার বোতামে, অকস্মাৎ অন্ধকার থেকে লাফ দিলে শত্রুর নিস্তার নেই। 'বলতে পারো কোথায় রয়েছি আমরা?' অন্ধকারে চোখ জ্বালার চেষ্টা করল ও, গাড়িতে নাইট-ফাইন্ডার গ্লাস না থাকায় তিরস্কার করল নিজেকে।

'লন্ডনে পৌঁছানোটা যদি আপনার উদ্বেগ হয়, ঝেড়ে ফেলুন, বস্।' হাতের কাজে গভীর মনোযোগ থাকায় গলার আওয়াজ টান টান শোনাল। 'গ্রামের সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করুন। মটরওয়ে থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকব আমি।'

'গুড...হেল।' বোতামে চাপ দিয়ে পিছনের অফসাইড উইন্ডো খুলে ফেলল রানা। হেডলাইটের চোখ ধাঁধানো আলো নিয়ে সাবটা যেন আকাশ থেকে পড়ল, ঠিক ওদের পিছনে। 'স্পীড বাড়াও!' হাঁক ছাড়ল ও, দরজার গায়ে সেঁটে আছে শরীরটা, এএসপি তুলল জানালার কিনারায়, ঠাণ্ডা বাতাসের ধাক্কা অনুভব করল মুখে আর হাতে।

এখনও পিছনে লেগে রয়েছে সাব, পর পর দুটো গুলি করল ও–ক্ষিপ্রতার সাথে, নিচের দিকে–আশা, গাড়ির একটা চাকা ফুটো করে দিতে পারবে। সরু রাস্তা, ফাঁকা হলেও ঘণ্টায় আশি মাইল স্পীডই অনেক বেশি, বাধ্য হয়ে বিপজ্জনক নব্বুইয়ে উঠে যাচ্ছে সার্জেন্ট। ব্যাক সীটে ঘন ঘন এদিক ওদিক কাত হয়ে পড়ছে রানা, এখনও দরজা ধরে ঝুলে আছে ও, লক্ষ্যবস্তুর ওপর লক্ষ্য স্থির করার চেষ্টা করছে, তীব্র আলোর ঝলকে কুঁচকে আছে চোখ দুটো।

আবার গুলি করল রানা, সাবের একটা হেডলাইট নিভে গেল। গুলিটা মাত্র করেছে, অকস্মাৎ একদিকে কাত হয়ে পড়ল বেন্টলি, যেন গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে ড্রাইভার–একবার ডান দিকে, পরমুহূর্তে বাম দিকে ছুটল ওরা। এভাবে ঘন ঘন এদিক-ওদিক করায়, পিছনের সাবকে অন্তত দু'বার প্রায় আড়াআড়ি টার্গেট হিসেবে দেখতে পেল রানা। প্রথমবারই সুযোগটা কাজে লাগাতে চেষ্টা করল ও, এত দ্রুত গুলি করল যে বিস্ফোরণের দুটো শব্দকে আলাদাভাবে প্রায় চেনা গেল না। সাবের উইন্ডস্ক্রীনটাকে মাকড়সার জাল হয়ে যেতে দেখল ও। মনে হলো, অস্পষ্ট একটা আর্তনাদও যেন শুনতে পেয়েছে। তবে

বাতাসের গর্জনও হতে পারে।

বেন্টলির পিছনের বাম্পারে যেন ঝুলে থাকল সাব, তারপর পিছিয়ে পড়ল, পিছোবার সময় বাঁ দিকে সরে গিয়ে ভয়ানক একটা ঝাঁকি খেলো। রাস্তার কিনারায় উঁচু হয়ে থাকা পাড়ে উঠতে শুরু করল সাব, দৃশ্যটা পরিষ্কার ধরা পড়ল রানার চোখে। পাড়ের কিনারায় এক সেকেন্ড যেন স্থিরভাবে ঝুলে থাকল ওটা, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল। এক মুহূর্ত পর লালচে শিখার খানিকটা ডগা দেখা গেল। পতনের বা সংঘর্ষের শব্দটা এতই অস্পষ্ট, কেউ যেন তুড়ি মারল।

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মটরওয়েতে উঠে পড়া দরকার,' বলল রানা। 'আগুন দেখে ছুটে আসবে লোকজন, পুলিসে খবর দেবে। ভাল হয় এই রাস্তায় যদি বেন্টলিটাকে কেউ না দেখে। পুলিস জানতে পারলে ঘটনার সাথে আমাদের সম্পর্ক আছে বলে সন্দেহ করবে।'

'কোন্ ঘটনা?' ড্রাইভিং মিররে অস্পষ্টভাবে সার্জেন্টের ক্ষীণ হাসি দেখতে পেল রানা।

খানিক পর সার্জেন্টকে জিজ্ঞেস করল ও, বাকি গাড়িগুলোর নম্বর জানার সুযোগ হয়েছে কিনা। এক এক করে চারটে গাড়ির নম্বর বলে গেল বিল রেম্যান, কোন্‌টার কি রঙ তা-ও জানিয়ে দিল। সবশেষে জিজ্ঞেস করল রানা, 'তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ করোনি কি পরে ছিল ড্রাইভাররা?' ওর ঠোঁটে গম্ভীর হাসি লেগে রয়েছে।

'অত সব লক্ষ করার সময় পাইনি, বস্।' হাসছে সার্জেন্টও, জানে রানা। কিন্তু গাড়ির রঙ বা নম্বর জানলেও আসল প্রশ্নের উত্তর এখনও পাওয়া গেল না–ওরা কারা, পিছু নেয়ার উদ্দেশ্য কি

ছিল?

প্রশ্নগুলো নিয়ে তখনও মাথা ঘামাচ্ছে রানা, মটরওয়েতে উঠে এল বেন্টলি। সার্জেন্টের সাথে জায়গা বদল করল ও। লন্ডন পর্যন্ত আর কিছু ঘটল না।

বুট থেকে নিজের সুটকেস আর ব্যাগ বের করল বিল রেম্যান, রানার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল, তার ভাষায়, 'ইন্টারেস্টিং একটা জার্নি উপহার দেয়ার জন্যে।'

'ড্রাইভিঙে তোমার হাত সত্যি খুব ভাল,' প্রশংসা করল রানা।

'আপনি আমার ফোন নম্বরটা রাখবেন, বস্? যদি কোন দরকার পড়ে?'

হুইলের ওপর একটা হাত রেখে মাথা ঝাঁকাল রানা, সার্জেন্টের বলা সংখ্যাগুলো মুখস্থ করে নিল।

'আপনার কোন কাজে লাগতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব, বস্।'

বিদায় নিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল রানা, রিজেন্টস পার্কের দিকে যাচ্ছে।

চার

চেয়ার ছেড়ে রানার সাথে করমর্দন করলেন মারভিন লংফেলো। 'আশা করেছিলাম আরও আগে পৌঁছুবে তুমি,' পুলিস সুপার জেফারসনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে রানাকে বললেন তিনি।

রানার সাথে করমর্দনের জন্যে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন পুলিস সুপার।

'ট্রাফিক, মি. লংফেলো,' বলল রানা। পুলিস সুপারের হাতটা ইতস্তত ভঙ্গিতে ধরল ও, খানিকটা অপ্রস্তুত বোধ করছে। বি.এস. এস. চীফকে একা দেখতে পাবে বলে আশা করেছিল ও। পুলিস অফিসারের উপস্থিতি সম্পর্কে এলিজাবেথও ওকে সতর্ক করে দেয়নি। ব্যাপারটা কি?

ইঙ্গিতে রানাকে বসতে বললেন মারভিন লংফেলো। 'ভাল হয় ঘটনাটা যদি তুমি অফিসারের মুখ থেকে শোনো।' দু'জনের দিকেই একবার করে সরাসরি তাকালেন তিনি।

ধীরে ধীরে, প্রায় নাটকীয় ভঙ্গিতে শুরু করলেন পুলিস সুপার। প্রতিবার একটা করে তথ্য দিলেন। খুবই সতর্ক আর সন্দিগ্ধ মনে হলো তাঁকে রানার। লাশ পাবার কথা বললেন, কিন্তু তরুণীর নামটা জানালেন না। 'তার বয়স বাইশ,' বললেন তিনি। 'হাতব্যাগের ভেতর যে নোটবুকটা পাওয়া গেছে তাতে আপনার ফোন নম্বর রয়েছে।' এক সেকেন্ড বিরতি নিয়ে যোগ করলেন, 'আসলে, নোটবুকে ওটাই একমাত্র ফোন নম্বর।'

দীর্ঘ পনেরো ঘণ্টার পদযাত্রা, তারপর হেরিফোর্ড থেকে লন্ডনে আসার পথে বিড়ম্বনা, সারা শরীর টন টন করছে রানার। শরীর এত ক্লান্ত যে ঢিল দিলে এখানে বসেই ঘুমিয়ে পড়বে ও। ক্লান্ত মস্তিষ্কের একটা অংশে সেই আগের দুটো প্রশ্ন নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে, কেন এবং কারা ওর পিছু নিয়েছিল? শুধু কি পিছু নিয়েছিল? একটুর জন্যে প্রাণে বেঁচে গেছে ওরা! রিপোর্ট করার জন্যে বি.এস.এস. চীফকে একা পাওয়া দরকার ওর। চোখ তুলে

পুলিস সুপারের দিকে তাকাল ও। 'আমার টেলিফোন নম্বর?' জিজ্ঞেস করল। 'কে...কাকে খুন করা হয়েছে?'

'খুন করা হয়েছে কিনা জানা যায়নি,' পুলিস সুপার বললেন। 'মেয়েটার নাম নাদিরা রহমান।' একা শুধু এস. বি-র অফিসার নন, মারভিন লংফেলোও রানার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার জন্যে। অবিশ্বাসে রানা শুধু বার দুয়েক মাথা নাড়ল। 'নাদিরা রহমান, মাই গড!' বিড়বিড় করল ও, শান্তভাবে। 'বেচারি! কেন, তাকে কেন... সে কেন...?'

'আপনি তাহলে তাকে চিনতেন, মি. রানা?'

'সামান্য পরিচয় ছিল।' চেয়ারে শান্ত ভঙ্গিতে, শিরদাঁড়া খাড়া করে বসে আছে রানা। 'প্রায় দু'বছর তাকে দেখিনি। তবে গত নভেম্বরে আমাকে ফোন করেছিল সে। অদ্ভুতই বলব...'

'সামান্য বলতে আপনি ঠিক কি বোঝাতে চান, মি. রানা?' সাধারণ প্রশ্ন, তবু উচ্চারণ করার ভঙ্গিতে সন্দেহ চাপা থাকল না।

'খুবই সামান্য,' দৃঢ়তার সাথে জবাব দিল রানা, তীক্ষ্ণ ও ধারাল সুরে। 'দু'বছর আগে তার জন্মদিনে আমাকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। মিস্টার ও মিসেস মোখলেসুর রহমানকে অনেক দিন থেকে চিনি আমি। আমার ধারণা, পার্টিটাকে জমজমাট করার উদ্দেশ্যে আমাকে নিমন্ত্রণ করা হয়। মনে পড়ছে, শেষ মুহূর্তে কেউ আসবে না জানিয়ে দেয়ায় তার জায়গায় আমাকে...'

'তাছাড়া, মেয়েটার সাথেও আপনার ভাল সম্পর্ক ছিল?'

বড় করে শ্বাস টানল রানা, ধরে রাখল ফুসফুসে, তারপর ধীরে ধীরে ছাড়ল। 'ভাল সম্পর্কের সংজ্ঞা কি? আমার তুলনায়

তার বয়স একটু কম, সেজন্যে তার সাথে নিজেকে আমি জড়াতে চাইনি। তবে, হ্যাঁ, আমার প্রতি...মানে দুর্বল ছিল সে।' মারভিন লংফেলোর দিকে তাকাল রানা। 'ব্যাপারটা বিব্রতকর হয়ে উঠেছিল। দু'একবার তাকে নিয়ে ডিনার খাই আমি।'

'আপনি কি তাকে...?' এস.বি. অফিসার প্রশ্নটা শেষ করলেন না।

'না। আমি তাকে...না। তাকে উৎসাহ দেয়া হয়, এমন কিছু করিনি আমি। ব্যাপারটা অত্যন্ত কঠিন ছিল। ফোন তো করতই, চিঠিও লিখত।' এক মুহূর্ত থামল রানা, নাদিরার চেহারাটা স্মরণ করল–ফর্সা, একহারা গড়ন, মায়াভরা কালো চোখ। বিশেষ করে চোখ দুটো পরিষ্কার মনে আছে ওর। বড় বড় স্বচ্ছ।

শেষ ডিনারটার কথা ধীরে ধীরে মনে পড়ল রানার। 'সব কথা জানার দরকার নেই আপনাদের। শেষ বার তাকে আমি ডিনারে নিয়ে যাই নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করার জন্যে। তাকে বলি, আমার আশা ছেড়ে দিতে হবে, কারণ এরই মধ্যে একজনকে কথা দিয়েছি আমি...'

'শুনে কি বলল সে?'

'মন খারাপ করে আমার কথা শুনল সে। কিছু বলল না। তাকে আমি বন্ধুত্বের প্রস্তাব দিই। বলি, কখনও যদি কোন সমস্যা হয়, ডাকলেই আমাকে পাশে পাবে সে।'

বড় একটা নিঃশ্বাস ফেললেন মারভিন লংফেলো। 'মেয়েদের ব্যাপারস্যাপার ভাল বুঝি না। তবে, এধরনের কথাবার্তা ওদেরকে উৎসাহিত করে বলেই আমার ধারণা।'

শুধু ফলাফলটা প্রকাশ করল রানা, 'এরপর নাদিরা আর এ-প্রসঙ্গে কখনও আমাকে কিছু বলেনি।'

'সেই থেকে তার সাথে আপনার আর কোন যোগাযোগ হয়নি?' জানতে চাইলেন পুলিস সুপার।

'আপনাকে বললাম না, গত নভেম্বরে ফোন করেছিল সে।'

'এবং অদ্ভুত ছিল সেটা?'

'হ্যাঁ।'

'কোন্ অর্থে অদ্ভুত, মি. রানা?'

'কথাবার্তা যা বলল, মনে হলো প্রলাপ বকছে। কি একটা হাসপাতাল না ক্লিনিক থেকে ফোন করেছিল। জিজ্ঞেস করল, আমার মৃত্যুভয় আছে কিনা। স্বর্গে যাওয়ার জন্যে ত্যাগ স্বীকার করতে রাজি আছি কিনা। ধর্মীয় কথাবার্তা, বুঝতেই পারছেন।'

'কি বললেন আপনি তাকে?'

'মানে?'

'স্বর্গে যেতে চান কিনা?'

হাসল রানা। 'উত্তরটা কি দিতেই হবে? ধর্মীয় বিশ্বাস ব্যক্তিগত ব্যাপার বলেই আমার ধারণা।'

'আপনার বিশ্বাস সম্পর্কে আমি কিছু জানতে চাইছি না,' গম্ভীর সুরে বললেন পুলিস সুপার জেফারসন। 'আমি জানতে চাইছি, নাদিরা রহমানকে কি জবাব দিলেন আপনি?'

'আমি তাকে বললাম, এ-সবে আমার বিশ্বাস নেই।'

'জবাবটা কিভাবে নিল সে?'

'মনে হলো, আমার কথা শুনতে পায়নি। হড়বড় করে আবোলতাবোল কি সব বলে গেল। তারপর নামিয়ে রাখল

রিসিভার।'

'আপনি উদ্বিগ্ন হননি?'

'এখন মনে পড়ছে, হ্যাঁ। হঠাৎ করে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় আমার সন্দেহ হয়েছিল, কেউ তাকে বাধা দিয়েছে। কেউ হয়তো রিসিভারটা কেড়ে নিয়ে ক্রেডলে রেখে দিয়েছিল।' নিজেকে প্রশ্ন করল রানা, সন্দেহটা নিয়ে তখন কেন মাথা ঘামায়নি?

'আপনার সাথে যখন পরিচয় ছিল, দু'বছর আগে, তাকে দেখে কি মনে হত, মেয়েটা ড্রাগে আসক্ত হতে পারে?'

ঠাণ্ডা চোখে পুলিস অফিসারের দিকে তাকাল রানা। 'আজকাল তা বুঝবেন কিভাবে? নাদিরা কি...?'

'ড্রাগে আসক্ত ছিল কিনা? হ্যাঁ, ছিল। একদম নেমে যায়। হেরোইন। ঘটনার সবটুকুই জানি আমরা। তার প্রতি পরিবারের সবাই অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন। কিন্তু তাঁদের কোন সাহায্য নিতে রাজি হয়নি সে। অবশেষে বেচারি মেয়েটা ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়ল। ধর্ম মানে...হ্যাঁ, এক ধরনের ধর্মই বলতে হবে। নিজেদের ওরা সত্যদর্শী বলে, আবার কখনও সত্য সমিতির সদস্য বলে। ওদের সম্পর্কে জানেন আপনি?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'কে জানে না? ভাল হও, আদর্শ হও–যদিও এ-সব ওদের ফাঁকা বুলি বলে সন্দেহ হয়। কারণ, নীতিবাক্য যেমন আওড়ায়, তেমনি আজেবাজে অনেক কাজও করে ওরা। মাদক বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার কথা বলে, বলে পবিত্র একটা সভ্যতার উন্মেষ ঘটাবে, সবাই যাতে স্বর্গে

যেতে পারে। সবচেয়ে হাস্যকর লাগে যখন স্বর্গ কেনার কথা বলে ওরা।'

রানাকে সমর্থন দিয়ে মাথা ঝাঁকাতে গিয়েও ক্ষান্ত হলেন পুলিস সুপার জেফারসন। 'বোঝা গেল, ওদের সম্পর্কে জানেন আপনি। বাইরে থেকে দেখে মনে হবে সত্য সমিতির সদস্যরা ভাল কাজ ছাড়া কিছু বোঝে না–কৌমার্য রক্ষা করো, ব্যভিচার বন্ধ করো, বিবাহবন্ধনের পবিত্রতা রক্ষা করো, অপব্যয় বন্ধ করো, দুর্নীতি নির্মূল করো, সৎ হও, ধর্মের পথে এসো, বিভেদ পরিহার করো, সত্যবাবার পথ ধরো...আরও কি কি যেন সব আছে। তবে, একটা কাজে সত্যি ওরা সফল হয়েছে।'

'কি সেটা?' জানতে চাইল রানা।

'ওরা একটা ডিটক্সিফিকেশন ইউনিট চালায়, ড্রাগ আর অ্যালকোহল অ্যাডিক্টদের চিকিৎসা করে। সবই খুব ভাল, কিন্তু একটু ভেতরে উঁকি দিন, দেখবেন কি যেন একটা গোলমাল আছে...'

'কি রকম?' প্রশ্নটা মারভিন লংফেলোর।

'ওদের ধর্মের কথাই ধরুন। ওল্ড টেস্টামেন্ট, নিউ টেস্টামেন্ট, কোরান, উপনিষদ, এরকম আরও অনেক ধর্মগ্রন্থ থেকে নিজেদের পছন্দ মত কিছু কিছু অংশ নিয়ে একটা সংকলন তৈরি করেছে ওরা, তার সাথে যোগ করেছে ওদের গুরু এম.ভি.এফ. সত্যবাবার কিছু বাণী ও উপদেশ। ধর্মীয় আচার ও রীতিও পাঁচমেশালী।

'সবই আসলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের স্বার্থে।

নিজেদের ধর্মটাকে ওরা একটা বিপ্লব সফল করার হাতিয়ার হিসেবে দেখে। গোটা ব্যাপারটা সত্যি অপরিণত আর উদ্ভট, সন্দেহ নেই, কিন্তু তরুণ বয়সের কাঁচা মনের কাছে এ-সবের আবেদন প্রচণ্ড। বিশেষ করে ইউরোপ আমেরিকায় সত্যবাবার জনপ্রিয়তা তুঙ্গে।

'ওদের একটা শ্লোগান হলো–"আমরা স্বর্গযাত্রী। আমরা যারা স্বর্গে যাব, দুনিয়াতেও নিজেদের রাজত্ব কায়েম করব"। ওদের কথা হলো, মানুষ সবাই সমান, কাজেই স্বর্গে যাবার অধিকার সবার আছে। সবাই যাতে স্বর্গে যেতে পারে, তার জন্যে একটা রক্তাক্ত বিপ্লব ঘটাতে হবে। বিপ্লব না ঘটলে সব মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না।

'আপনারা জানেন কি, বিশেষ করে ধনী পরিবারগুলোর অনেক ছেলেমেয়ে মোটা টাকা চাঁদা দিয়ে ওদের সমিতিতে নাম লিখিয়েছে? যারা পাপ করেছে, এখন পাপ না করার জন্যে মানসিকভাবে তৈরি, স্বর্গে ঠাঁই পাবার জন্যে তাদেরকে চাঁদা দিতে হয় চল্লিশ হাজার পাউন্ড।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন মারভিন লংফেলো, যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না।

'আপনি বলতে চাইছেন, নাদিরা চল্লিশ হাজার পাউন্ড চাঁদা দিয়ে স্বর্গযাত্রীদের দলে ভিড়েছিল?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ, তাই। আপনার তো জানাই আছে, মোখলেসুর রহমানের একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিল সে। মেয়ের আবদার রক্ষা করেন তিনি। তার ভাগের সমস্ত সম্পত্তি লিখে দেন তাকে। নগদ

টাকাও দেন। বংশপরম্পরায় ধনী পরিবার, চল্লিশ হাজার পাউন্ড ওদের কাছে কোন ব্যাপারই না। এরকম আরও অনেক পরিবার আছে। আগেও তার হাতে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি টাকা-পয়সা পড়ত, ড্রাগ অ্যাডিক্ট হয়ে পড়ার সেটাই বোধহয় কারণ। অবশ্য, সত্য সমিতিতে নাম লেখাবার পর, নেশার অভিশাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পায় মেয়েটা।'

'সেজন্যে কৃতিত্ব দাবি করছে সত্যপীর...?'

'সত্যবাবা,' ভুলটা ধরিয়ে দিলেন পুলিস সুপার। 'এম.ভি.এফ. সত্যবাবা।'

'ওই হলো। এম.ভি.এফ. সত্যবাবা...এম.ভি.এফ. মানে কি?' জানতে চাইলেন মারভিন লংফেলো।

'এম. মানে মাওলানা,' বললেন পুলিস সুপার উইলবার জেফারসন। 'ভি. মানে ভগবান। আর এফ. মানে ফাদার।'

'সব মিলিয়ে ভণ্ডামি আর ভাঁওতাবাজি,' গম গম করে উঠল বি. এস. এস. চীফের ভারী গলা। 'সবই আছে, শুধু আসল নামটা নেই।' পুলিস সুপারের দিকে সরাসরি তাকালেন তিনি। 'ঠিক আছে, এবার সমস্যাটা নিয়ে কথা বলা যাক, বিশেষ করে দুর্ভাগা মেয়েটার সাথে রানার সম্পর্ক যখন জানা গেছে। রানা, আমাদের হাতে ছোট্ট একটা সমস্যা রয়েছে।'

'সমস্যা, মি. লংফেলো?'

'একা শুধু নাদিরা নয়, লর্ড ওয়ালটন চেস্টারফিল্ডের মেয়ে ডোনা চেস্টারফিল্ডও সত্য সমিতিতে নাম লিখিয়েছে। মি. মোখলেসুর রহমান ইডিউস-এর চেয়ারম্যান, আর লর্ড ওয়ালটন

চেস্টারফিল্ড একই ফার্মের উপদেষ্টা–এই মুহূর্তে এই বিল্ডিঙে রয়েছেন ভদ্রলোক, আমাদের হিসাব-পত্র অডিট করছেন। তুমি জানো, তাঁর সাথে বহু বছরের সম্পর্ক আমার।'

'জ্বী, জানি।'

'লর্ড চেস্টারফিল্ডের মেয়ে ডোনা নাদিরার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ছিল, সে-ও চল্লিশ হাজার পাউন্ড চাঁদা দিয়েছে সত্যবাবাকে, স্বর্গে ঠাঁই পাবার আশায়।'

'আপনার সাথে অনেক দিনের সম্পর্ক...,' ইতস্তত করল রানা।... 'কিন্তু মি. লংফেলো, সমস্যাটা আমাদের বলি কি করে? চাঁদা আদায় যদি অবৈধ হয়ে থাকে, পুলিসই তো সেটা নিয়ে মাথা ঘামালে পারে।'

'সাধারণ পরিস্থিতিতে সেটাই স্বাভাবিক,' একমত হলেন মারভিন লংফেলো। 'কিন্তু অ্যান্টি কোরাপশন থেকে বলা হয়েছে, সত্যবাবার ওপর তারাও নজর রাখছে। আনুষ্ঠানিক ভাবে আমাদের সাহায্য চেয়েছে ওরা। সরকারের ওপর মহল থেকে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে, সত্য সমিতির আন্দোলন ধর্মীয় সম্প্রীতি ক্ষুণ্ন করতে পারে। মুশকিল হলো, সত্য সমিতির জনপ্রিয়তা খুব বেশি। তাছাড়া, কিছু পত্র-পত্রিকাও ওদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সমিতির বিরুদ্ধে কিছু করতে গেলে হৈ-চৈ বাধিয়ে দিতে পারে।'

'তারমানে আমরা যদি কিছু করতে চাই, গোপনে করতে হবে?'

সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকালেন বি.এস.এস. চীফ। 'সত্যবাবার

প্রভাব খাটো করে দেখার উপায় নেই। বহু তরুণ-তরুণীকে হেরোইন আর মদের নেশা থেকে মুক্তি দিয়েছে সে। মোখলেসুর রহমান নিজেই আমাকে জানিয়েছেন, তার মেয়ে যে সত্যবাবার চিকিৎসায় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর ভাষায়, নাদিরাকে মৃত্যুর কোল থেকে ছিনিয়ে আনেন সত্যবাবা। কাজেই, তার বিরুদ্ধে তদন্ত চালাবার একটাই বিষয় পাচ্ছি আমরা, আদায় করা চাঁদার টাকাগুলো যাচ্ছে কোথায়? একটা দৈনিকে লেখা হয়েছে, সত্যবাবার সম্পদ নাকি কয়েকশো মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আদায় করা সমস্ত টাকাই নাকি সরাসরি সত্যবাবার হাতে পড়ে। তার লাইফস্টাইল নাকি সামন্তযুগের রাজা-বাদশার মত।'

পুলিস সুপার উইলবার জেফারসনের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালেন মারভিন লংফেলো। 'পুলিস সুপার আমার কাছে এসেছেন, কারণ তোমার নাম আর ফোন নম্বর পাওয়া গেছে মেয়েটার সাথে। তিনি আমাকে আরও জানিয়েছেন, ব্যাপারটার সাথে লর্ড চেস্টারফিল্ডের মেয়ে ডোনা চেস্টারফিল্ডও জড়িত। তোমাকে ফেরত আসার জন্যে খবর দিই আমি, ইতিমধ্যে আরও কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার ঘটেছে।'

'অস্বাভাবিক, মি. লংফেলো?' যদিও শরীরটা দীর্ঘ সময়ের জন্যে অচেতন থাকার প্রস্তুতি নিচ্ছে, রানার মন আর মাথা পুরোপুরি সজাগ।

ব্যাখ্যা করলেন মারভিন লংফেলো। লন্ডনের পথে রয়েছে রানা, এই সময় দুটো ঘটনা ঘটেছে। প্রথমটা ছিল লর্ড চেস্টারফিল্ডের তরফ থেকে একান্ত সাক্ষাৎকারের অনুরোধ।

ভদ্রতা দেখিয়ে কয়েক মিনিটের জন্যে সরে গিয়েছিলেন সুপার ভদ্রলোক। 'পরিচয় ও খাতির থাকলেও, এখানে আমার কাছে এসে সব কথা খুলে বলতে যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিতে হয়েছে লর্ড চেস্টারফিল্ডকে।'

ইডিউস-এর অফিস থেকে ফোনে নাদিরা রহমানের শেষ পরিণতি সম্পর্কে জানতে পারেন লর্ড চেস্টারফিল্ড, খবরটা শোনার পর অত্যন্ত কাহিল হয়ে পড়ে তাঁর মানসিক অবস্থা। 'প্রায় কাঁদতে কাঁদতে ভেতরে ঢুকলেন।' মারভিন লংফেলোর পাথুরে চেহারা সত্যিসত্যি কোমল দেখল। 'আগে কখনও তাঁকে এরকম অবস্থায় দেখিনি। বার বার সাহায্যের আবেদন জানালেন আমার কাছে। অত্যন্ত বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হলো আমাকে। একটা করে কথা বলেন আর কেঁদে বুক ভাসান। তাঁর মেয়ে ডোনা সম্পর্কে সব বললেন আমাকে। নতুন কিছু নয়, এ-সব আগেই আমি জেনেছি।

'লর্ড চেস্টারফিল্ড স্বীকার করলেন, অভিশপ্ত হেরোইনের নেশা থেকে মুক্তি পায় ডোনা, কিন্তু সে তার প্রাপ সম্পত্তির ভাগ বাপের কাছ থেকে আদায় করে নেয়। নানা-নানীর রেখে যাওয়া মোটা অঙ্কের নগদ টাকাও ছিল তার নামে, সেগুলোও ব্যাংক থেকে তুলে নেয়। টাকা ও সম্পত্তি, সবই নাকি সত্যবাবাকে দিয়ে দিয়েছে। এক মাসের বেশি হলো মেয়ের কাছ থেকে কোন খবর পাচ্ছেন না ভদ্রলোক। আমার হাত জড়িয়ে ধরে কাকুতিমিনতি করলেন, আমরা যেন তাঁর মেয়েকে ফিরিয়ে এনে দিই। এমন কি কিডন্যাপ করে হলেও। ভাবাবেগ, বোঝাই যায়। তবে, সত্যি কথা বলতে কি, আমাকে নরম করে ফেলেন তিনি। হাজার হোক,

অনেকদিনের পরিচয়...'

'মি. লংফেলো, আপনি তাঁকে কোন কথা দেননি তো?' জানতে চাইল রানা।

দু'সেকেন্ড পর জবাব দিলেন মারভিন লংফেলো, 'পরিষ্কার করে কিছু বলিনি। শুধু বলেছি, ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখব। যদি সম্ভব হয়, আনঅফিশিয়ালি কিছু করার চেষ্টা করব।' রানার দিকে আড়চোখে তাকালেন তিনি, ভাল করেই জানেন যে বি.এস.এস-এর এখন যে অবস্থা, রানার সাথে পরামর্শ না করে কাউকে কোন প্রতিশ্রুতি দেয়া উচিত হবে না।

'আনঅফিশিয়াল মানে কি পুলিস বিভাগকে দিয়ে চেষ্টা করবেন, মি. লংফেলো?'

'না, ঠিক তা নয়...' এবার রানার দিকে তাকালেন না মারভিন লংফেলো।

'ও। তদন্তটা তাহলে বি.এস.এস-ই করবে আর অপারেশনটা হবে ডিনায়েবল।'

'আসলে, তখন আমি ভেবেছিলাম...,' ইতস্তত করে চুপ করে গেলেন বি.এস.এস. চীফ।

'কারও ব্যক্তিগত অনুরোধে কোন অপারেশনে হাত দেয়া ঠিক হবে না?'

'হ্যাঁ। কিন্তু, পরিস্থিতিটা সম্পূর্ণ বদলে গেল দ্বিতীয় ঘটনাটা ঘটার পর।'

লর্ড চেস্টারফিল্ড সবেমাত্র বিদায় নিয়েছেন, এই সময় রিসেপশনে ঢুকলেন হার্বার্ট রকসন। মার্কিন দূতাবাসের

ইনফরমেশন সেক্রেটারি সে, অর্থাৎ সি.আই.এ-র লিয়াজোঁ অফিসার। 'যেন একটা ভাঁড় উদয় হলো,' বললেন মারভিন লংফেলো, প্রতিটি শব্দ থেমে থেমে উচ্চারণ করলেন, যেন শক্ত মাংস চিবাচ্ছেন। রানা জানে, হার্বার্ট রকসনকে মোটেও পছন্দ করেন না বি.এস.এস. চীফ।

'আপনি তার সাথে দেখা করলেন?'

'তখুনি। রকসন বলল, তার ইনফরমেশনটা ক্লাসিফায়েড তো বটেই, কসমিক শ্রেণীতে পড়ে। কসমিক হলো, বিদেশে প্রকাশ করা যাবে না। প্রকাশ করার অনুমতি নিতে এক হপ্তা গাধার খাটনি খাটতে হয়েছে তাকে।' অকস্মাৎ মারভিন লংফেলোর চেহারা বদলে গেল, রানা আর পুলিস সুপার জেফারসন সবিস্ময়ে লক্ষ করল প্রৌঢ় বি.এস.এস. চীফের মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। 'সি. আই. এ-ও সত্যবাবা সম্পর্কে আগ্রহী। এতটাই আগ্রহী যে তার বিরুদ্ধে বি. এস. এস-এর সাথে যৌথ তদন্ত চালাবার প্রস্তাব দিয়েছে। রকসন বিদায় নেয়ার পরপরই অ্যান্টিকোরাপশন থেকে ডিরেক্টর ভদ্রলোক ফোন করলেন। ওরা একটা ফাইল পাঠাচ্ছে সকালে। আরও জানতে পেরেছি, শুধু সি.আই.এ. নয়, মার্কিন ইন্টারনাল রেভিনিউ সার্ভিসও সত্যবাবার সাথে কথা বলতে চায়, তাদের সন্দেহ ভেড়ার ছদ্মবেশে লোকটা নাকি আসলে একটা হিংস্র নেকড়ে।' আবার এক মুহূর্ত বিরতি নিলেন তিনি, নাটকীয় ভাব আনার জন্যে। 'পীর বাবা হযরত হিকমত বাগদাদী রহমতউল্লাহ হুজুর নামে একটা নেকড়ে, তোমার বিশ্বাস হয়?'

দু'সারি দাঁতের ফাঁক দিয়ে সশব্দে বাতাস ছাড়ল রানা। 'পীর

হিকমত বাগদাদী, যার কথা এতদিন শুধু...'

'হ্যাঁ, সে-ই, যার কথা এতদিন শুধু শুনেই আসছি আমরা,' বললেন মারভিন লংফেলো। 'শুধু লম্বা একটা নয়, তার আরও অনেক ছোট ছোট নামও আছে–স্করপিয়াস, আর্মারার, জাদুকর, বন্দুকের নল, কামানের গোলা–এক একটা টেরোরিস্ট গ্রুপের কাছে এক এক নামে পরিচিত সে। তার সব নাম নাকি এখনও আবিষ্কার করা যায়নি।'

পীর বাবা হিকমতের ফাইলটা মনের চোখে দেখতে পেল রানা, ঢাকা টেলিফোন ডিরেক্টরির চেয়ে আকারে বড়ই হবে, অথচ সংশ্লিষ্টরা সবাই জানে ফাইলটা এখনও অসম্পূর্ণ।

'আমার সাজেশন হলো,' বললেন মারভিন লংফেলো, 'তার সম্পর্কে আমাদের ফাইলটা আরেকবার দেখো তুমি, রানা। এস.বি, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড, অ্যান্টিকোরাপশন আর সি. আই. এ-এর ফাইলও পাব বলে আশা করছি। কাজে নামতে হলে যা জানার আছে সব তোমাকেই জেনে নিতে হবে। তারপর...আমি ভাবছি, রানা, কেসটা হয়তো তোমাকেই সামলাতে হবে...'

'মাফ করবেন, স্যার।' খুক করে কাশলেন পুলিস সুপার জেফারসন। 'আমরা জানি পীর হিকমত একজন আন্তর্জাতিক আর্মস ডিলার। তার মত নোংরা আর বিপজ্জনক লোক এই জঘন্য পেশায় দ্বিতীয়টি আছে কিনা সন্দেহ। দেখেশুনে মনে হচ্ছে, পীর হিকমত আর এম. ভি. এফ. সত্যবাবার মধ্যে কোন যোগাযোগ থাকলেও থাকতে পারে। তাই তদন্ত শুরুর আগে আরও একটা বিষয়ে আপনাকে জানাতে চাই আমি, স্যার।'

'হ্যাঁ, বলুন,' তীক্ষ্ণকণ্ঠে তাগাদা দিলেন মারভিন লংফেলো, জরুরী কাজগুলো তাড়াতাড়ি সারতে চান তিনি।

'এই বিষয়টা নিয়েই লর্ড চেস্টারফিল্ডের সাথে কথা বলতে চেয়েছিলাম আমি, যদি সম্ভব হয় আর কি।'

'হ্যাঁ?'

একপাশে কাত হয়ে কার্পেট থেকে ব্রীফকেসটা কোলের ওপর তুলে নিলেন পুলিস সুপার। 'নাদিরা রহমানের সাথে কিছু টাকা পাওয়া গেছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সে যদি তার সমস্ত সম্পত্তি আর টাকা-পয়সা সত্যবাবার হাতে তুলে দিয়ে থাকে, তাহলে তার সাথে ক্রেডিট কার্ড থাকে কি করে?' ব্রীফকেসের ভেতর হাত ঢোকালেন তিনি। 'তার মা-বাবা বলছেন, মেয়ের কোন ক্রেডিট কার্ড রিসিভও করেননি তারা, সে-বাবদে পেমেন্টও করেননি কখনও। অথচ মেয়েটার হাতব্যাগে এগুলো পেয়েছি আমরা।' ব্রীফকেস থেকে ছোট একটা লেদার ম্যানিব্যাগ বের করলেন তিনি, সেটা থেকে বেরুল আমেরিকান এক্সপ্রেস-এর গোল্ড কার্ড, মার্কিন সিটি ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড, আমেরিকান ভিসা। ডেস্কের ওপর পাশাপাশি সাজালেন ওগুলো, সরাসরি মারভিন লংফেলোর সামনে। 'আরও একটা আছে,' বললেন পুলিস সুপার, তাঁর ভাব দেখে মনে হলো দক্ষ কোন জাদুকর সবাইকে তাজ্জব করে দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। 'এটা!' ডেস্কের কার্ডগুলোর পাশে প্লাস্টিকের ছোট্ট একটা টুকরো রাখলেন তিনি, যেন রাজাকে ঘায়েল করার জন্যে টেক্কা ফেললেন টেবিলে।

এটাও অন্যান্য কার্ডগুলোর মত দেখতে, সাদা আর সোনালি রঙের, বাম দিকের নিচে নাদিরা রহমানের নাম লেখা, তার পাশে

মেয়াদ শুরু আর শেষ হওয়ার তারিখ। মাঝখানে কার্ডের নম্বর, এমবস করা। ডান দিকে ছোট একটা চতুষ্কোণ আঁকা, ভেতরে একটা লোগো–গ্রীক বর্ণমালার প্রথম ও শেষ হরফ দুটো পরস্পরের সাথে জড়িয়ে আছে। 'আলফা ও ওমেগা।' উইলবার জেফারসন লোগোটার ওপর আঙুল রাখলেন। 'দ্য বিগিনিং অ্যান্ড দ্য এন্ড।' আঙুলটা কার্ডের ওপরের অংশে সরে গেল। সোনালি এমবস করা হরফে দুটো শব্দ ছাপা হয়েছে–অ্যাভং কার্ট। 'এ-ধরনের ক্রেডিট কার্ড আগে কখনও দেখিনি আমি,' পুলিস সুপার বললেন। 'কমপিউটরেও চেক করা হয়েছে, উত্তর মেলেনি। তাই ভাবছি, লর্ড চেস্টারফিল্ড হয়তো এ-ব্যাপারে আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবেন।'

কার্ডটার ওপর চোখ রেখে ইন্টারকম ফোনের রিসিভার তুললেন মারভিন লংফেলো, প্রাইভেট সেক্রেটারি এলিজাবেথকে বললেন, 'লর্ড চেস্টারফিল্ডকে কোথায় পাওয়া যায় দেখো। তাঁর জন্যে অফিসে অপেক্ষা করছি আমি।' কয়েক সেকেন্ড অপরপ্রান্তের কথা শুনলেন তিনি, তারপর কড়া সুরে বললেন, 'প্রধানমন্ত্রীর সাথে ডিনারে থাকলেও আমার কিছু এসে যায় না। ব্যাপারটা ইমার্জেন্সী। তাড়াতাড়ি এখানে হাজির করো তাঁকে।' মুখ তুলে ওদের দু'জনের দিকে তাকালেন তিনি। 'দেখা যাক এ-ব্যাপারে কি বলার আছে লর্ড চেস্টারফিল্ডের।' তাঁর চেহারা থম থম করছে, চোখ দুটো ঠাণ্ডা।

লর্ড চেস্টারফিল্ডের জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা, পুলিস সুপারের সামনে কথা বলা নিরাপদ ধরে নিয়ে হেরিফোর্ড থেকে লন্ডনে আসার পথে যা যা ঘটেছে সব মারভিন লংফেলোকে জানাল রানা,

কিছুই বাদ দিল না।

খুব বেশি দেরি করলেন না লর্ড চেস্টারফিল্ড, দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেলেন মারভিন লংফেলোর চেম্বারে, ভেতরে ঢুকে দেখলেন উপস্থিত তিনজনের চেহারাই উদ্বেগে ভারী হয়ে আছে।

পাঁচ

সত্যি কথা বলতে কি, তাঁর চেহারায় সুচারু কোন ভাব নেই। এমন বিরাট বেঢপ শরীর, আগে কখনও দেখেনি রানা। প্রকাণ্ড মুখে নাকটা বিচ্ছিরি রকম চ্যাপ্টা, চোখ দুটো ঘষা কাঁচের মত, কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসছে বলে মনে হয়, হাত দুটোর পেশী এখানে-সেখানে অস্বাভাবিক ফুলে আছে, মাথায় ওগুলো চুল নয় যেন শজারুর কাঁটা। পঞ্চাশের ওপর বয়স, তাঁকে দেখে ক্লান্ত, বিরক্ত, দিশেহারা ও অগোছাল লাগল রানার।

প্রাথমিক পরিচয় পর্ব শেষ হবার পর মারভিন লংফেলো তাঁকে ওয়ালটন বলে সম্বোধন করলেন, লর্ড চেস্টারফিল্ড তাঁকে মারভিন বলে।

'এটা দেখাবার জন্যে ডেকেছি তোমাকে, ওয়ালটন।' প্লাস্টিকের টুকরো অর্থাৎ অ্যাভং কার্টটা ডেস্কের ওপর দিয়ে ঠেলে দিলেন তিনি।

ক্রেডিট কার্ডটা ইতস্তত ভঙ্গিতে হাতে নিলেন লর্ড চেস্টারফিল্ড, এমন ভয়ে ভয়ে নাড়াচাড়া করলেন, ওটা যেন

একটা বোমা, যে-কোন মুহূর্তে বিস্ফোরিত হতে পারে। এক সময় বললেন, 'কী সর্বনাশ!' কার্ডটা উল্টো করে পরীক্ষা করলেন আবার। 'লোকটা তাহলে শেষ পর্যন্ত তার অন্যায় জেদ বজায় রেখেছে।'

'কোন লোক কি জেদ বজায় রাখল?' প্রশ্ন করলেন পুলিস সুপার।

একটা হাত তুলে তাঁকে চুপ থাকার ইঙ্গিত করলেন মারভিন লংফেলো, লর্ড চেস্টারফিল্ডের দিকে ফিরে তাঁর হাত থেকে কার্ডটা ফিরিয়ে নিলেন। 'আগের বৈঠকে তুমি আমাকে যা বলেছ, আমি চাই কথাগুলো এই ভদ্রলোকদেরও শোনাও তুমি, ওয়ালটন,' শান্ত সুরে বললেন তিনি।

'সত্যবাবা সম্পর্কে?'

'হ্যাঁ, বিশেষ করে তার প্রস্তাবটা সম্পর্কে বলো, তোমার ব্যাংকে।'

প্রকাণ্ড মাথাটা ঝাঁকালেন লর্ড চেস্টারফিল্ড, ডেস্কে পড়ে থাকা কার্ডটার দিকে আরেকবার তাকালেন। নিঃশব্দে মাথা নাড়লেন তিনি, যেন এখনও ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছেন না। 'ওঁরা কি জানেন?'

'তোমার মেয়ের কথা? ডোনা আর সত্য সমিতি সম্পর্কে? হ্যাঁ, সবই জানেন ওঁরা। তোমার চিন্তার কিছু নেই, ওয়ালটন। সত্যবাবার সাথে তোমার যে কথাবার্তা হয়েছে সেটা শুধু বলো ওঁদেরকে।'

'ঠি-ঠিক আছে।' বেঢপ হাত দুটো হাঁটুর ওপর রাখলেন লর্ড চেস্টারফিল্ড, ভঙ্গিটা দৃষ্টিকটু মনে হওয়ায় বুকের ওপর ভাঁজ

করলেন সেগুলো। 'আপনারা জানেন, আমার মেয়ের একটা সমস্যা ছিল?' শুরু করলেন তিনি, বিরতি নিতে দেখে বোঝা গেল এ-প্রসঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগছে না। তারপর থেমে থেমে, একঘেয়ে সুরে বলে গেলেন।

তাঁর হিসাব মতে, সাত মাস হলো হেরোইনের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে ডোনা। হোস্টেল থেকে একদিন ফোন করে জানায়, সত্য সমিতিতে নাম লিখিয়েছে সে, বাড়িতে আর ফিরবে না। 'আমরা ভেবেছিলাম, খেয়ালী মেয়ে, এটাও তার নতুন কোন খেয়াল হবে।'

'কিন্তু ব্যাপারটা সিরিয়াস ছিল,' নরম সুরে বলল রানা, লর্ড চেস্টারফিল্ডের জন্যে পরিবেশটা সহজ করতে চাইছে ও।

'সিরিয়াস ঠিক কোন্ অর্থে, আমরা বুঝতে পারিনি। মেয়ের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় আমরা কখনও বাদ সাধিনি। কোন ব্যাপারেই কখনও জেদ ধরতে হয়নি তাকে। সেই যখন পুতুল নিয়ে খেলত...'

মনে মনে হতাশ হলো রানা। অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে সময় নষ্ট করছেন ভদ্রলোক।

'সময়টা এমন ছিল, মেয়ের যে-কোন আবদার রক্ষা করার জন্যে একপায়ে খাড়া হয়ে আছি আমরা। সে তার ধর্মগুরুর কথা বলল আমাদের। নিজেকে তিনি কখনও ফাদার বলেন, কখনও ভগবান, আবার কখনও মাওলানা। তবু, স্বভাবতই, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞবোধ করি আমরা–তাঁর অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। আমার কথা বুঝতে পারছেন তো?'

'জ্বী,' বলল রানা।

'কাজেই ডোনা যখন বলল তার ধর্মগুরু কিছু পরামর্শ চান–ব্যাংক সংক্রান্ত পরামর্শ–তাঁর সাথে দেখা করতে রাজি হলাম আমি।' এই প্রথম নিঃশব্দে, মৃদু হাসলেন লর্ড চেস্টারফিল্ড।

হাসিটা ম্লান, বিষণ্ন আর তিক্ত লাগল রানার।

'ভেবেছিলাম ভদ্রলোক আমার কাছে, মানে আমার ব্যাংক থেকে, টাকা ধার চাইবেন।' চেহারায় আক্রমণাত্মক একটা ভাব নিয়ে উপস্থিত সবার দিকে একবার করে তাকালেন লর্ড চেস্টারফিল্ড। 'সত্যি কথা বলতে কি, চাইলে তখন তাঁকে আমি ধার দিতামও। অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত ইন্টারেস্টের বিনিময়ে। অনুভব করি, অন্তত এ-টুকু আমার করা উচিত তাঁর জন্যে।'

দম নিলেন ভদ্রলোক।

তারপর আবার শুরু করলেন। একদিন তাঁর ব্যাংকের হেড অফিসে এলেন সত্যবাবা। না, টাকা ধার করতে নয়। একটা ক্রেডিট কার্ড কোম্পানী চালু করার জন্যে ফাইন্যানশিয়াল বুদ্ধি-পরামর্শ চাইলেন তিনি। লর্ড চেস্টারফিল্ড তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, এ-ধরনের কোম্পানী চালাবার অনুমতি পাওয়া বা অনুমতি পাবার পর কাজ চালানো অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। হাতে গোণা যে দু'একটা কোম্পানী ক্রেডিট কার্ড বাজারে চালু করছে সেগুলোর গুডউইল আর আর্থিক সচ্ছলতা প্রশ্নাতীত তো বটেই, দেশী-বিদেশী বিভিন্ন ব্যাংক, ফাইন্যানশিয়াল ইনস্টিটিউশন, ও এমন কি বিশ্ব-ব্যাংকেরও অনুমোদন তথা সহায়তা আছে। তাছাড়া, ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করবে যারা–দোকান-পাট, ব্যাংক, পোস্ট অফিস, হোটেল-রেস্তোরাঁ, ক্লাব ইত্যাদি সরকারী-বেসরকারী সংস্থা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথেও কোম্পানীগুলোকে

একটা চুক্তিতে আসতে হয়েছে।

'তাঁর কথা শুনে মনে হলো, তিনি তাঁর অনুসারীদের নির্দিষ্ট কিছু আর্থিক সুবিধে দিতে চান। বিবাহ বন্ধনের পবিত্রতা রক্ষায় তারা আপোষহীন, এ-কথা জানিয়ে আমাকে তিনি বললেন, সমিতির সদস্যদের মধ্যে দরিদ্র ও ধনী, দু'ধরনের মানুষই আছে–কিন্তু তিনি চান, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাই বিবাহিত জীবন শুরু করবে সমান আর্থিক সঙ্গতি নিয়ে। তিনি আমাকে তাঁর কিছু ব্যাংকিং অ্যারেঞ্জমেন্ট দেখালেন। যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, ফিলিপাইন, লেবানন, ব্রিটেন, সুইডেন, হঙকঙ, সুইটজারল্যান্ডে তাঁর অ্যাকাউন্ট আছে। কাগজ-পত্রগুলো যদি জাল না হয়, তাঁর আর্থিক প্রাচুর্য সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তবু, তাঁকে আমি স্পষ্ট করে সরাসরি জানিয়ে দিই, এ-ধরনের ক্রেডিট কার্ড চালু করলে সরকারের সাথে তাঁর বিরোধ বাধবে, আইনের কথা নাহয় না-ই বললাম।'

'বোঝা যাচ্ছে আপনার পরামর্শ গুরুত্ব দেয়নি সত্যবাবা,' বলল রানা।

'দেননি,' বললেন লর্ড চেস্টারফিল্ড। 'কিন্তু ব্যাপারটা আমার জন্যে বিস্ময়কর। কোন্ অর্থে জানেন? নিজেকে নিয়ে আমার গর্ব আছে, দেশী ও আন্তর্জাতিক ফাইন্যান্স জগতের সমস্ত খবর আমার কাছে আসে–কিন্তু অ্যাভং কার্ট যে চালু হয়েছে, কই, কেউ তা আমাকে বলেনি। চিন্তার কথা! ভারি চিন্তার কথা!'

'তিনি কি বলেছিলেন, কি নাম হবে তাঁর কার্ডের?' জানতে চাইলেন পুলিস সুপার।

'হ্যাঁ, বলেছিলেন।' পুলিস সুপারের দিকে এমন কড়া চোখে

তাকালেন লর্ড চেস্টারফিল্ড, তিনি যেন বোকার মত একটা প্রশ্ন করেছেন। 'সেজন্যেই তো অবাক হচ্ছি আমি। মারভিনের ডেস্কে কার্ডটা দেখে প্রথমে আমি নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আমার মনে আছে, পরিষ্কার উচ্চারণে বলেছিলেন তিনি, তাঁর কার্ডের নাম হবে অ্যাভং কার্ট।' কথা শেষ করে চেয়ারে নেতিয়ে পড়লেন ভদ্রলোক।

'লোকটা আর কি বলল জানাও ওদের।' রিভলভিং চেয়ারে নড়েচড়ে বসলেন মারভিন লংফেলো।

'মেজাজ দেখাবার বা বিদ্বেষ প্রকাশ করার মত মানুষ নন তিনি। তবে যাবার সময় বলে গেলেন, বেশ গর্বের সাথেই, এমন একদিন আসবে যেদিন সমস্ত ক্রেডিট কার্ডের চেয়ে তাঁর ক্রেডিট কার্ডটা হবে অনেক বেশি শক্তিশালী। ঠিক এই শব্দগুলো ব্যবহার করেছিলেন তিনি–অনেক বেশি শক্তিশালী।

'সত্যবাবাকে আপনার কেমন লাগল? তাঁকে আপনি পছন্দ করতে পারলেন?' জানতে চাইলেন পুলিস সুপার।

'ভাল লেগেছে, এ-কথা বলতে পারি না। তাঁর মধ্যে কি যেন একটা গরমিল আছে। আজব ব্যাপার, ধরতে পারিনি কি সেটা। শুধু মনে হয়েছে, অশুভ। শান্ত, বুদ্ধিমান, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, জ্ঞানী, অথচ অশুভ। ঠিক মেলে না ব্যাপারটা।'

'দেখে শান্ত, বুদ্ধিমান, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও জ্ঞানী বলে মনে হয়,' বললেন পুলিস সুপার, 'এমন অনেক খুনী দেখেছি আমি। তারা অবশ্য কোল্ড-ব্লাডেড কিলারস।'

'আপনি তাকে ক্ষান্ত করার চেষ্টা করলেও, তাঁর ভাব দেখে মনে হলো, নিজের ক্রেডিট কার্ড তিনি চালু করার ব্যাপারে দৃঢ়

প্রতিজ্ঞ?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ। রীতিমত জেদ ধরলেন তিনি। ক্রেডিট কার্ডটা যেন তাঁর ঘাড়ে ভূতের মত সওয়ার হয়ে বসেছিল। হয়তো সেজন্যেই তাঁকে আমার অশুভ বলে মনে হয়েছে। তবে একবারও ভাবিনি, কার্ডটা তিনি সত্যিই চালু করবেন।'

'এই জেদটা ছাড়া তাঁর মধ্যে অস্বাভাবিক আর কিছু দেখেননি আপনি?' এটাও রানার প্রশ্ন।

ভুরু কোঁচকালেন লর্ড চেস্টারফিল্ড, প্রকাণ্ড মুখে অনেকগুলো ভাঁজ পড়ল। তাঁর ভাবসাব লক্ষ করে বাচ্চা একটা ছেলের কথা মনে পড়ে গেল রানার, ধাঁধার জবাব দেয়ার আগে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করছে। অবশেষে তিনি বললেন, না। তাঁর ভাষায়, ভদ্রলোক অত্যন্ত মিষ্টভাষী, কথা বলেন ধীরে ধীরে, বিনয়ের সাথে–শুধু অ্যাভং কার্ট প্রসঙ্গে তাঁকে অন্য রকম দেখেছেন তিনি। 'তবে তাঁর চোখ আছে বটে,' বললেন লর্ড চেস্টারফিল্ড, যেন মানুষের চোখ থাকাটা অস্বাভাবিক একটা ঘটনা। 'মানে, বলতে চাইছি, তাঁর চোখে কিছু একটা আছে। কি বলা যায়? জাদু? অসম্ভব পরিষ্কার, স্বচ্ছ, অন্তর্ভেদী। দৃষ্টিটা যেন আপনাকে ভেদ করে যায়। বুঝতে পারছেন কি বলতে চাইছি?'

'রঙ?' জানতে চাইলেন মারভিন লংফেলো।

'কি?'

'লোকটার চোখের রঙ কি? মনে আছে তোমার?'

এবার উত্তর পেতে দেরি হলো না। 'কালো। রাতের মত কালো।' হঠাৎ থামলেন লর্ড চেস্টারফিল্ড, চেহারায় হতভম্ব একটা ভাব। 'আচ্ছা, এ-কথা কেন বললাম? রাতের মত কালো! কোন

জিনিস সত্যি কালো হলে আমি সাধারণত বলি, জেট ব্ল্যাক।'

রাতের মত কালো চোখ, চেহারায় ও আচরণে অশুভ ভাব, অথচ বিনয়ী, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, মিষ্টভাষী–ভাবছে রানা। শুধু অশুভ নয়, সত্যবাবাকে আরও ভয়ানক কিছু মনে হলো ওর। 'আপনি তাঁকে ওই একবারই দেখেছেন?' জিজ্ঞেস করল ও।

মাথা ঝাঁকালেন লর্ড চেস্টারফিল্ড। 'একবারই। এরপর সমিতির আখড়ায় ফিরে গেল ডোনা। দু'বার টেলিফোন করে সে। কয়েকশো চিঠি লিখেছি। উত্তর দেয়নি। ওর মামী ভীষণ ভেঙে পড়ে। আমিও হাল ছেড়ে দিই। এই সত্যদর্শীরা অদ্ভুত জীব! ভাবতেও পারিনি, সমস্ত টাকা-পয়সা ওদেরকে দিয়ে দেবে ডোনা। কিন্তু তাই করেছে ও। সব দান করে নিঃস্ব হয়ে গেছে মেয়েটা, নিজের বলে কিছু রাখেনি।'

'ঠিক আছে।' গলা পরিষ্কার করলেন মারভিন লংফেলো। 'ঠিক আছে, সময় দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ, ওয়ালটন। আমি চেয়েছিলাম, এই ভদ্রলোকরা তোমার মুখ থেকে গল্পটা শুনুন। তোমাকে জানিয়ে রাখছি, এই ক্রেডিট কার্ড নিয়ে তদন্ত হবে। ফ্রড স্কোয়াডও আলাদাভাবে কাজ শুরু করবে। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, সত্যবাবা আর তার অনুসারীদের ওপর খুব কাছ থেকে নজর রাখব আমরা।'

'বার্কশায়ার, প্যাঙবোর্ন-এ ওদের আস্তানাটার কথা জানো তুমি? আমাদের ডাকাবুকো হামফ্রে...'

'স্যার মরগান হামফ্রে,' রানার দিকে চেয়ে বললেন মারভিন লংফেলো।

'হ্যাঁ। প্রাচীন একটা জমিদার বাড়ি–ডাকাবুকো ওটাকে

নিজের বাগানবাড়ি বানিয়েছিল। বিক্রি না করে উপায় ছিল না। আজকাল অত বড় বাড়ি দেখাশোনা করবে কে? সব মিলিয়ে প্রায় একশোর মত কামরা। কয়েক একর জায়গা নিয়ে বাড়িটা। পুকুরগুলো একেকটা লেক, ভাল মাছ পাওয়া যায়। সবাই মিলে, মনে নেই তোমার, কত পিকনিক করেছি ওখানে আমরা? ডাকাবুকো উঠে এসেছে মেফেয়ারের ছোট্ট ফ্লাটে। মাঝে মধ্যে ক্লাবে দেখা হয়...'

'ধন্যবাদ, ওয়ালটন,' বাধা দিয়ে লর্ড চেস্টারফিল্ডকে থামিয়ে দিলেন মারভিন লংফেলো। 'আমি তোমার সাথে যোগাযোগ রাখব।'

'হ্যাঁ, আমাকে এবার উঠতে হয়...'

এই সময় বি.এস.এস. চীফের ইন্টারকম বেজে উঠল। সাধারণত সন্ধ্যা ছ'টায় ছুটি নেয় এলিজাবেথ, আজ তাকে থাকতে হয়েছে। মাঝরাত পেরিয়ে গেছে বেশ কিছুক্ষণ আগে।

রিসিভারে এলিজাবেথের কথা শুনে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন মারভিন লংফেলো, 'কখন?' তারপর, 'ইয়েস। আই সী।' তাঁর দৃষ্টি মুহূর্তের জন্যে রানার ওপর স্থির হলো, তাতে অনিশ্চয়তা বা উদ্বেগ রয়েছে বলে সন্দেহ করল রানা। 'হ্যাঁ,' আবার বললেন বি.এস.এস. চীফ। 'হ্যাঁ, ব্যাপারটা আমাদের ওপর ছেড়ে দাও। আমিই তাঁকে জানাব। বাকি যা করার রানা আর পুলিস সুপার করবেন। গুড।' রিসিভার নামিয়ে রেখে লর্ড চেষ্টারফিল্ডের দিকে তাকালেন তিনি। 'তোমার জন্যে একটা বিস্ময় অপেক্ষা করছে, ওয়ালটন।'

'বিস্ময়? আমার জন্যে?' ব্যাকুল হলেন লর্ড চেস্টারফিল্ড, ধাক্কা সামলাবার জন্যে শক্ত করলেন নিজেকে। 'দুঃসংবাদ?'

'না। সম্ভবত সুসংবাদ। তোমার মেয়ে ফিরে এসেছে।'

'ডোনা? কোথায়? আমার ডোনা ভাল আছে তো?' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন লর্ড চেস্টারফিল্ড। একটু একটু কাঁপছেন তিনি।

'বসো, ওয়ালটন। শান্ত হও। বাড়িতে পৌঁচেছে সে। তোমার বাড়িতে। একটু বোধহয় নার্ভাস। একজন ডাক্তার দেখানো দরকার। তবে সত্যবাবার খপ্পর থেকে ফিরে আসতে পেরেছে এটাই বড় কথা।'

ধীরে ধীরে বসে পড়লেন লর্ড চেস্টারফিল্ড, তাঁর ঠোঁট নড়ছে, চোখে ঝাপসা দৃষ্টি। ভদ্রলোক অসুস্থ হয়ে পড়বেন বলে সন্দেহ হলো রানার। 'আমার তাহলে এখুনি ফেরা দরকার।' চেয়ারটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরে আছেন, যেন তাঁর সাহায্য দরকার। 'কি ঘটছে বুঝতে পারছি না। তুমি বলছ ডাক্তার দরকার। আপনারা যদি আমাকে ক্ষমা করেন...'

'না,' এমন কর্তৃত্বের সুরে বললেন মারভিন লংফেলো, এমনকি একজন প্রধানমন্ত্রীর পক্ষেও নির্দেশটা অমান্য করা সম্ভব নয়। 'না। এই ভদ্রলোকের সাথে যাবে তুমি।' মুখ তুলে দরজার দিকে তাকালেন, নিঃশব্দে চেম্বারে ঢুকছে এলিজাবেথ। 'আমার সেক্রেটারি, এলিজাবেথ, তুমি চেনো। প্রথমে ওর সাথে যাও–ও তোমাকে চা বা কফি খাওয়াবে। না-কি অন্য কিছু চাও? ইতিমধ্যে পুলিস সুপার আর রানার সাথে কথা বলব আমি। তারপর ওরা তোমাকে নিয়ে যাবে। আমার বিশ্বাস, সেটাই তোমার জন্যে ভাল

হবে, ওয়ালটন।'

'বেশ, তুমি যখন বলছ...কিন্তু তার আগে বাড়িতে একটা ফোন করা উচিত নয় আমার? আমার স্ত্রীর সাথে কথা বলা দরকার নয়?'

'যা বলছি শোনো, ওয়ালটন। লিজার সাথে যাও। আমি তোমাকে বলেছি, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

নেশাগ্রস্ত ও আচ্ছন্ন দেখাল লর্ড চেস্টারফিল্ডকে, প্রায় টলতে টলতে লিজার পিছু পিছু চেম্বার থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

দরজা বন্ধ হবার সাথে সাথে কথা বলতে শুরু করলেন মারভিন লংফেলো। প্রায় বিশ মিনিট হলো ইটন স্কয়ারে, লর্ড চেস্টারফিল্ডের বাড়ির সামনে ডোনাকে দেখতে পায় টহল পুলিস। তার অবস্থা ছিল, টহল পুলিসের ভাষায়, 'প্রায় অচেতন'। তাদের ধারণা, মেয়েটা মদ বা হেরোইন খেয়েছে। ওকে থানায় নিয়ে যাওয়ার আয়োজন হচ্ছিল, এই সময় লেডি চেস্টারফিল্ড বাড়ির গেটে আওয়াজ শুনে বেরিয়ে আসেন, চিনতে পারেন নিজের মেয়েকে।

'সত্যি আমি দুঃখিত, রানা,' বি. এস. এস. চীফ বললেন। 'জানি সারাটা দিন তোমার ওপর দিয়ে কী ধকল গেছে, কিন্তু আমার ধারণা মারাত্মক কিছু একটার ওপর চোখ পড়েছে আমাদের। এ-ব্যাপারে খুব তাড়াতাড়ি কিছু একটা না করা গেলে ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। আমি চাই, তোমরা দু'জনেই লর্ড চেস্টারফিল্ডের সাথে যাও, মেয়েটাকে দেখো, কথা বলো ডাক্তার ভদ্রলোকের সাথে। তোমরা না পৌঁছুনো পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন তিনি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রিপোর্ট করবে, রানা।

তারপর আমরা দেখব কি ব্যবস্থা নেয়া যায়।'

'মি. লংফেলো, প্যাঙবোর্নে...'

'জানি, দেরি না করে সত্য সমিতির আস্তানাতেও একজন লোককে পাঠানো দরকার। কাকে পাঠানো যায় ভাবছি। সবাই একটা না একটা কাজে ব্যস্ত। ঠিক আছে, আগের কাজ আগে। আমি চাই, আপনারা দু'জনেই হিকমত/সত্যবাবার ফাইলটা পড়ুন। রকসনও একটা ডোশিয়ে দেবে, সেটাও তোমার পড়া দরকার, রানা।'

'মি. লংফেলো, খানিক পর হলেও, ঘণ্টা কয়েকের জন্যে ঘুমিয়ে নিতে না পারলে অচল হয়ে পড়ব আমি,' ক্লান্ত স্বরে বলল রানা। 'আমার পক্ষে প্যাঙবোর্নে যাওয়া বোধহয় সম্ভব হবে না।'

চেহারা আরও ভারী ও থমথমে হয়ে উঠল মারভিন লংফেলোর। 'না। না, তোমাকে কেউ সুপারহিউম্যান ভাবছে না। তবে অন্য একটা কাজের জন্যে তোমাকে দরকার হতে পারে। জানোই তো, এই মুহূর্তে লোকের অভাবে ভুগছি আমরা। প্রশ্ন হলো, প্যাঙবোর্নে কাকে আমরা পাঠাতে পারি?' রানার পরামর্শ চাইলেন তিনি।

'বাইরের কোন ট্যালেন্ট ব্যবহার করা যায়?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কি ধরনের ট্যালেন্ট?'

'ট্রেনিং ক্যাম্পের একজন সার্জেন্ট, মি. লংফেলো। হেরিফোর্ড থেকে আমাকে লন্ডনে নিয়ে এল যে। ট্রেইন্ড। ভাল রিফ্লেক্স। সব রকম ট্রিকস জানা আছে। এর আগেও এ-ধরনের ক্যাম্প থেকে দু'একজন লোককে কাজে লাগিয়েছি আমরা।'

'হ্যাঁ, তা লাগিয়েছি।' মারভিন লংফেলোকে তেমন উৎসাহী মনে হলো না। তারপর তিনি জানতে চাইলেন, 'তার নাম, ফোন নম্বর, এ-সব তোমার কাছে আছে?'

'জ্বী, আছে।'

'রেখে যাও। নামটা কি যেন বলেছিলে... লেম্যান না কি যেন?'

সার্জেন্টের নাম আর ফোন নম্বর মুখস্থ বলে গেল রানা।

মাথা ঝাঁকালেন মারভিন লংফেলো। 'তার কমান্ডিং অফিসারের সাথে কথা বলব আমি। ঠেকায় পড়লে কি আর করা, বাইরের সাহায্য নিতেই হয়।' চেহারায় বিষণ্ন, তিক্ত একটা ভাব নিয়ে মুখ তুললেন তিনি। 'রাতটা এখানেই থাকব আমি। লর্ড চেস্টারফিল্ডকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ো তোমরা।'

খুক করে কেশে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন পুলিস সুপার জেফারসন। তারপর সবিনয়ে হাসলেন। 'উইথ রেসপেক্ট, স্যার, সময় থাকতে আমি বরং আমার ডিরেক্টরের কাছ থেকে এই অ্যাসাইনমেন্টের জন্যে অনুমতিটা নিয়ে নিই?'

হাত ঝাপটালেন মারভিন লংফেলো। 'তা দরকার হবে না। ডিরেক্টরের সাথে আমিই কথা বলব। আপনি চিন্তা করবেন না।'

চেহারায় অনিশ্চিত ভাব থাকলেও, মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানালেন পুলিস সুপার, রানাকে অনুসরণ করে বেরিয়ে এলেন চেম্বার থেকে।

অ্যান্টিরুমে বসে আছেন লর্ড চেস্টারফিল্ড। লিজার এখানে একচ্ছত্র আধিপত্য। প্রকাণ্ড একটা কাপে কফি দেয়া হয়েছে ভদ্রলোককে, থেমে থেমে চুমুক দিচ্ছেন তিনি, তাঁর ওপর ঝুঁকে

রয়েছে লিজা।

'আমরা রেডি, স্যার,' পুলিস সুপার উদ্যোগী ভূমিকা নিলেন।

'আমার মেয়ে ভাল আছে তো, অফিসার? আমার ডোনার কোন ক্ষতি হয়নি তো?' হঠাৎ করে যেন বয়স বেড়ে গেছে লর্ড চেস্টারফিল্ডের, বোঝাই যায় মেয়েকে ডাক্তার দেখাবার দরকার আছে শুনে মুষড়ে পড়েছেন ভদ্রলোক। খুবই স্বাভাবিক, ভাবল রানা, বিশেষ করে তাঁর বন্ধুর মেয়ে নাদিরা রহমানের কপালে কি ঘটেছে জানার পর।

পুলিস সুপার উইলবার জেফারসন সম্পূর্ণ শান্ত। 'আপনার মেয়ে,' মৃদু অথচ স্পষ্টকণ্ঠে বললেন তিনি, 'ঠিক সুস্থ নয়, স্যার। কিছু একটা নেশা করেছে সে। ওখানে পৌঁছুবার আগে কথাটা আপনার জানা দরকার।'

'আবার!' আঁতকে উঠলেন লর্ড চেস্টারফিল্ড।

'জিনিসটা হেরোইন নাকি অ্যালকোহল, ডাক্তার এখনও ঠিক ধরতে পারেননি। আসল কথা হলো, স্যার, আপনার মেয়ে বাড়ি ফিরে এসেছে। এর মানে হলো, সত্যবাবার প্রভাব থেকে মুক্তি পেয়েছে সে। চলুন, দেখা যাক, তার জন্যে কি করতে পারি আমরা।'

বি. এস. এস. হেডকোয়ার্টার থেকে বেরুবার সময় রানার কাছে বিড়বিড় করে পুলিস অফিসার বললেন, তিনি আশা করেন মেয়েটা সত্যবাবার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। তাঁর উদ্বিগ্ন চেহারা দেখে রানা ভাবল, ওর নিজের চেহারারও একই দশা হয়েছে কিনা।

অভিজাত ইটন স্কয়্যারে পৌঁছে গেল ওরা। বাড়ির সামনে

দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে, গেটের ভেতরটা আলোকিত। গেটের বাইরে ইউনিফর্ম পরা একজন পুলিসকে দেখা গেল। তাকে নিজের পরিচয়পত্র দেখালেন পুলিস সুপার, ঠকাস করে স্যালুট ঠুকল লোকটা। ভেতরে ঢোকার পর ওদেরকে পথ দেখিয়ে হলরূমে নিয়ে এল এক যুবতী, বাড়ির মেইড সার্ভেন্ট হবে। ওদেরকে রেখে চলে গেল সে, খানিক পর ফিরে এসে বলল, 'আসুন, স্যার।'

মূল্যবান ও রুচিসম্মত আসবাবে সাজানো একটা ড্রইংরূমে ঢুকল ওরা। ভেলভেটের ড্রেসিং গাউন পরা মধ্যবয়স্কা এক মহিলাকে দেখা গেল, হস্তিনীই বলা চলে, তার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন খর্বকায় এক তরুণ, চেহারায় ডাক্তার সুলভ সমস্ত লক্ষণ ফুটে আছে, পরনে ডোরাকাটা সুতী কাপড়ের স্যুট, সিল্ক টাই। প্রকাণ্ড ভালুকের মত থপথপ আওয়াজ তুলে কামরায় ঢুকলেন লর্ড চেস্টারফিল্ড। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন লেডি চেস্টারফিল্ড, দু'জন মুখোমুখি হলেন কামরার মাঝখানে। পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন তাঁরা, ছোটখাট একটা সংঘর্ষের মতই হলো ব্যাপারটা, প্রায় শিউরে উঠল রানা। দুটো প্রকাণ্ড দেহ জোড়া লেগে এক হয়ে গেল। এক সময় স্ত্রীকে আলিঙ্গনমুক্ত করলেন লর্ড চেস্টারফিল্ড, দু'চোখ ভরা পানি নিয়ে লেডি চেস্টারফিল্ড বললেন, 'ওয়ালটন, ওহ্, ওয়ালটন!'

'শান্ত হও, মাই লাভ, শান্ত হও!' সান্ত্বনা দিলেন লর্ড চেস্টারফিল্ড। 'মোনা, কেমন আছে ও?'

দৃশ্যটা হাস্যকরই বলা যায়, তবে ওদের কথাবার্তা থেকে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া গেল। ডোনার জ্ঞান নেই। ডাক্তারের

ধারণা, ড্রাগসের শিকার মেয়েটা–হেরোইন নয়, অন্য কিছু হবে।

রানার কাঁধে টোকা দিলেন পুলিস সুপার, মধ্য মঞ্চের নাটক থেকে মনোযোগ সরিয়ে ডাক্তারের দিকে ফিরল ওরা। 'আপনি কোন বিশেষজ্ঞকে ডেকেছেন?' পরিচয় পর্ব সারার পর অল্পবয়েসী ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করল রানা। ডাক্তারের নাম ডানিয়েল, প্রশ্নটা শুনে বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেললেন তিনি। নিঃশব্দে শুধু মাথা ঝাঁকালেন।

'আপনার কি ধারণা?' জানতে চাইলেন পুলিস সুপার।

'আপনাদের অপেক্ষা করা উচিত। আমি একজন ডাক্তার, আমার কিছু প্রফেশন্যাল বাধ্যবাধকতা আছে।'

'এথিক্স নিয়ে বাড়াবাড়ি করার সময় এটা নয়, ডাক্তার সাহেব,' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল রানা। 'আপনি বুঝতে পারছেন না, আমরা আইনের লোক? বলুন, প্লীজ,–আপনার ব্যক্তিগত ধারণা কি?'

'আমি বলব, কেউ তাকে কয়েক ধরনের ড্রাগ মিলিয়ে ককটেল খাইয়ে দিয়েছে। রোগিণীর সাথে একজন নার্স রেখেছি আমি...'

'বাঁচবে তো?' বাধা দিয়ে জানতে চাইল রানা।

পালিশ করা চকচকে জুতোর ওপর চোখ রেখে ডাক্তার বললেন, 'তাকে আমি স্যালাইন দিচ্ছি, সামান্য অ্যান্টিটক্সিনও দিয়েছি...'

'কিছু বলেছে সে?'

'হ্যাঁ, ঘোরের মধ্যে। কখনও একদম নেতিয়ে পড়ে, তারপর

হঠাৎ ছটফটে একটা ভাব দেখা যায়। একটা কথাই বারবার বলতে শুনেছি–"সত্য সমিতির জয় হবে! সত্য সমিতির জয় হবে!" ।'

'তাকে আমরা দেখতে পারি?' জিজ্ঞেস করলেন পুলিস সুপার।

নিয়ম আর বাধ্যবাধকতার কথা ভেবে আবার কিছুক্ষণ ইতস্ত ত করলেন ডাক্তার, তারপর কি ভেবে ইঙ্গিতে পিছু নিতে বললেন। কামরা থেকে বেরুবার সময় তিনজনই ওরা লক্ষ করল, লেডি ও লর্ড চেস্টারফিল্ড পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিচ্ছেন।

ডোনার কামরাটা মাঝারি আকৃতির, হালকা আসবাবে সাজানো। শুধু বেডসাইড ল্যাম্পটা জ্বলছে, বিছানাটা ছায়ার ভেতর। সুন্দরী একজন নার্স স্যালাইনের ফোঁটা নিয়ন্ত্রণের কাজে ব্যস্ত, নির্লিপ্ত চেহারা। বিছানায় শুয়ে রয়েছে মেয়েটা, চাদর দিয়ে গলা পর্যন্ত ঢাকা, চাদরের বাইরে বেরিয়ে আছে শুধু একটা হাত। পুলিস সুপার আর রানাকে পিছনে রেখে রোগিণীর ওপর ঝুঁকে পড়লেন ডাক্তার, নরম সুরে কথা বলতে শুরু করলেন।

চাদরের তলায় দৈহিক কাঠামোটা আঁচ করতে পারল রানা। মা-বাবার ঠিক উল্টো, একহারা ডোনাকে লম্বাই বলা যায়। মুখের আদল সূর্যমুখীর মত, চেহারায় কোন কষ্ট বা ব্যথার ছাপ নেই। মাথার বালিশটা প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে কালো চুলের স্তূপে। রানা আর পুলিস সুপার তার ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ, কয়েক সেকেন্ড পর সিধে হলেন উইলবার জেফারসন, এই সময় বেডসাইড টেবিলের পাশে, কার্পেটের ওপর চামড়ার তৈরি

হাতব্যাগটা তাঁর চোখে পড়ল। ব্যাগটা রোগিণীর কিনা জিজ্ঞেস করলেন তিনি। ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল নার্স। মেঝে থেকে ওটা তোলার জন্যে এগোলেন পুলিস সুপার, তাঁকে বাধা দিতে গেল নার্স। কিন্তু বিড়বিড় করে নিষেধ করলেন ডাক্তার।

হাতব্যাগটা খুলে ভেতরটা পরীক্ষা করছেন পুলিস সুপার। বিছানার ওপর এখনও ঝুঁকে রয়েছে রানা। ডোনার মুখ থেকে চোখ সরাতে পারছে না ও। এক কি দেড় মিনিট পর ওর কাঁধে আবার টোকা দিলেন উইলবার জেফারসন। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা, দেখল পুলিস সুপারের হাতে একটা অ্যাভং কার্ট রয়েছে। ক্রেডিট কার্ডটায় নামের জায়গায় লেখা রয়েছে–ডোনা চেস্টারফিল্ড।

পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা, ভুরু জোড়া সামান্য উঁচু করল রানা, এই সময় বিছানায় শব্দ হলো। নড়ে উঠল ডোনা, গোঙানির আওয়াজ বেরিয়ে এল গলা থেকে।

ঘাড়ের পেছনে খাড়া হয়ে গেল রানার চুল। এত সুন্দর মেয়েটার গলা থেকে এমন একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল, যেন কবরের ভেতর থেকে কর্কশ, দুর্বোধ্য, যন্ত্রণাকাতর অতৃপ্ত একটা আবিলাপ করছে। 'সত্য সমিতির জয় হবে! সত্যদর্শীরা দুনিয়াটা দখল করে নেবে!' শোনামাত্র রানা উপলব্ধি করল, কথাগুলো ডোনা বলছে না। একই কথা বারবার বলে গেল মেয়েটা, 'আমরা যারা স্বর্গযাত্রী, দুনিয়াটাও তাদের দখলে চলে আসবে। সত্য সমিতি দখল করে নেবে গোটা দুনিয়া!' কথাগুলো যেন আর কেউ তাকে দিয়ে বলিয়ে নিচ্ছে। তারপর খিলখিল করে হাসতে শুরু করল ডোনা, হাসির শব্দটাও যেন অনেক দূর থেকে ভেসে এল বলে

মনে হলো রানার। হাসি নয়, শাকচুন্নির উল্লাস, ভয় পেয়ে এক পা পিছিয়ে গেল নার্স আর ডাক্তার। 'সত্য সমিতির জয় হবে!' তারপর প্রথমবারের মত, উন্মুক্ত হলো চোখ দুটো। বিস্ফারিত চোখ, কিন্তু কারও বা কোন দিকে যেন তাকিয়ে নেই। চোখ ভরা আতঙ্ক আর ভয়। রানার মনে হলো, ডোনা এমন কিছু দেখতে পাচ্ছে যা দেখার সাধ্য আর কারও নেই, অথচ জিনিসটা এখানে, এই বেডরূমেই আছে। আবার সেই রোমহর্ষক হাসির শব্দ হলো। হাসির আওয়াজের সাথেই বেরিয়ে এল কথাগুলো, 'বাবাদের রক্ত ছেলেদের ওপর ঝরবে!' আবার সেই একই অনুভূতি হলো রানার, ডোনার গলা থেকে অন্য কেউ কথা বলছে।

ওদের পিছনে ফুঁপিয়ে উঠলেন লেডি চেস্টারফিল্ড।

ছয়

কামরার ভেতর আধিভৌতিক একটা পরিবেশ। পরিস্থিতিটা যুক্তি দিয়ে বিবেচনা করার চেষ্টা করল রানা। সুন্দরী একটা মেয়ে অসুস্থ অবস্থায় এমন সুরে এমন সব কথা বলছে, যেন অন্য কোন গ্রহের প্রাণী সে। যুক্তিগ্রাহ্য একটা ব্যাখ্যা থাকতেই হবে। রানা উপলব্ধি করল, অবসাদ আর ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে তার, ডোনার মানসিক অবস্থার সম্ভাব্য কারণ খুঁজে পাবার চেষ্টা করছে সে।

দীর্ঘ পদক্ষেপে ডাক্তারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও, শক্ত হাত রাখল তাঁর কাঁধে, নিজের দিকে ফেরাল তাঁকে, নিচু গলায় বলল,

'আপনার সাথে একা একটু আলাপ করতে পারি, প্লীজ?'

হতভম্ব চোখে তাকালেন ডাক্তার, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কি যেন খুঁজলেন রানার মুখে, তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা ঝাঁকালেন। ডাক্তারকে নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে এল রানা, বারান্দার এক কোণে তাঁকে দাঁড় করাল। 'আপনি যে বিশেষজ্ঞ ভদ্রলোককে ডেকেছেন...' শুরু করল ও।

'ইয়েস?'

'কে তিনি?'

'আগেও বহুবার ভদ্রলোকের সাহায্য নিয়েছি আমি।' সম্ভবত রোগিণীর অনুপস্থিতিতে আগের চেয়ে স্বস্তিবোধ করছেন তরুণ ডাক্তার। উদ্বেগের বদলে তাঁর চেহারায় অবিশ্বাস ফিরে এল। 'প্রফেসর টমসন, নাম করা বিশেষজ্ঞ।'

'কিসে বিশেষজ্ঞ তিনি?'

'ড্রাগ, অ্যালকোহল আর অ্যাডিকশন...'

'সত্যি আপনি মনে করেন, নেশা করার ফলে এই অবস্থা হয়েছে মেয়েটার?'

'মি. রানা,' ডাক্তার আহত কণ্ঠে বললেন, 'ডোনার একটা ইতিহাস আছে। আমার ধারণা, এদিকটা আপনি প্রফেশন্যালদের হাতে ছেড়ে দিলে ভাল করবেন।'

'ওখানে যা দেখলাম, তারপরও?' ইঙ্গিতে বেডরূমটা দেখাল রানা। 'প্রশ্নটা আবার করছি আমি, সত্যি কি আপনি মনে করেন, ডিটক্স ক্লিনিকে চিকিৎসা হওয়া দরকার ডোনা চেস্টারফিল্ডের?'

'তারচেয়ে ভাল কোন পরামর্শ দিতে পারেন আপনি?' পাল্টা

প্রশ্ন করলেন ডাক্তার, চ্যালেঞ্জের সুরে।

'অ্যাজ এ ম্যাটার অভ ফ্যাক্ট, ইয়েস।'

'আই সী। আপনি কি তাহলে একজন চিকিৎসকও, মি. রানা?'

'না। তবে এমন এক পেশায় আছি, যে পেশায় নাম লেখাতে হলে মানুষের শরীর ও মন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা থাকতেই হবে। রোগিণীকে দেখে এ-কথা আপনার মনে হয়নি, যতটা না নেশার কারণে, তারচেয়ে বেশি মতিভ্রমজনিত ও সম্মোহনজনিত কারণে এই অবস্থা হয়েছে তার?'

'হতে পারে।' ডাক্তারের কথার সুরে রানাকে সমর্থন করার কোন লক্ষণ প্রকাশ পেল না। 'তা যদি হয়ও এটাকে আপনার ড্রাগ প্রবলেমই বলতে হবে। প্রথম কাজ নেশা ভাঙানো। নেশা ছুটে গেলে রোগিণী তার স্বাভাবিক বোধবুদ্ধি ফিরে পাবে।'

'ব্যাপারটাকে আরও একটু জটিল বলে মনে হচ্ছে না আপনার, ডাক্তার? মেয়েটার অবচেতন মনের নরম অংশে খোঁচাখুঁচি করা হয়েছে, সালফোনাল, এল এস ডি বা এ-ধরনের অন্য কোন ড্রাগের সাহায্যে প্রভাবিত করার পর। আটা তার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছে। আমার তো মনে হচ্ছে, নেশা ছোটানোর চিকিৎসা নয়, আরও বড় ধরনের সাহায্য দরকার তার।'

'দেখা যাবে। প্রফেসর টমসন না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।'

'না, ডাক্তার সাহেব, আমি দুঃখিত। আমি বা পুলিস সুপার যাঁদের প্রতিনিধিত্ব করছি, তাঁরা অনুমতি দেবেন না।' জেদের

কঠিন রেখাগুলো স্থির হয়ে আছে রানার চেহারায়। 'আমাকে আমার ডিরেক্টরের কাছ থেকে নির্দেশ নিতে হবে, তার আগে খুব খুশি হব আপনি যদি আপনার রোগিণীকে কোথাও না সরান। আমি চাই না একটা অ্যাম্বুলেন্স এসে ডোনা চেস্টারফিল্ডকে প্রফেসর টমসনের ক্লিনিকে নিয়ে যাক।'

'এ আপনি কি বলছেন? আমার রোগিণীকে আপনি...'

'আপনার রোগিণীকে আমি আটকাতে পারি না, এই তো? নিজের চোখেই দেখতে পাবেন, পারি।' কথা না বাড়িয়ে হলরুম হয়ে বাড়ির সামনে বেরিয়ে এল রানা, ইউনিফর্ম পরা পুলিসকে কাছে ডেকে নির্দেশ দিল, পরবর্তী নির্দেশ না পেলে বাড়ির ভেতর কাউকে ঢুকতে দেয়া যাবে না। এমন কি কোন অ্যাম্বুলেন্স বা ডাক্তারও ভেতরে ঢুকতে পারবে না। মাথা ঝাঁকিয়ে নির্দেশটা গ্রহণ করল পুলিস। রানাকে পুলিস সুপারের সাথে বাড়ির ভেতর ঢুকতে দেখেছে সে, নির্দেশটা ওপরমহলের বলেই ধরে নিল।

হলরুমে ফিরে এসে টেলিফোনের রিসিভার তুলল রানা। মারভিন লংফেলোর ব্যক্তিগত নম্বরে ডায়াল করল।

সাথে সাথে সাড়া দিলেন বি. এস. এস. চীফ, কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে বললেন, 'কি খবর?'

'জানি লাইনটা নিরাপদ নয়–কিন্তু সময় খুব কম, মি. লংফেলো,' বলল রানা। 'দ্রুত অ্যাকশন নিতে হবে আমাদের।'

'বলে যাও,' তাগাদা দিলেন মারভিন লংফেলো।

'আমাদের খাতায় সেই ওঝা ভদ্রলোকের নাম কি এখনও আছে, স্যার?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বি.এস. এস. চীফ। 'মিস্টার এম.

আর. নাইন, আমি চাই না এ-ধরনের স্ল্যাং ব্যবহার করো তুমি! ভদ্রলোক অত্যন্ত দক্ষ নিউরোলজিস্ট। উত্তরটা হলো, হ্যাঁ। দরকার হলেই তাঁকে ডাকতে পারি আমরা। তাঁর ক্লিনিকও ব্যবহার করতে পারি। তবে, শুধু অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজনে।' একটু বিরতি নিয়ে গম্ভীর সুরে যোগ করলেন, 'মনে করার কোন কারণ নেই যে তাঁকে আমরা বাদ দিয়েছি। কেন জানতে চাইছ?'

মনে মনে একচোট হাসল রানা। প্রফেসর ওয়েদারবাইকে নিজেই তিনি ওঝা বলে সম্বোধন করেছেন, নিজের কানে শুনেছে ও বহুবার।

রানার কথা শেষ হতে মারভিন লংফেলো বললেন, 'বুঝতে পারছি। ঠিক আছে। কিন্তু প্রথমে লর্ড চেস্টারফিল্ডের সাথে কথা বলে নাও। কোন অবস্থাতেই হাউজফিজিশিয়ানকে অপমান করা চলবে না। নিশ্চিত হও, তাঁকে যেন বাড়ির কর্তা বিদায় দেন।'

'জ্বী।'

'ওঝ্...ওয়েদারবাইয়ের সাথে কথা বলছি আমি,' জানালেন মারভিন লংফেলো। 'রোগিণীকে আমাদের একটা ইউনিট বাড়ি থেকে তুলে নেবে। খুব বেশি হলে আধ ঘণ্টার মধ্যে একটা অ্যাম্বুলেন্স পৌঁছুবে ওখানে। আজকের কোড জানিয়ে দিও ওদেরকে।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা। বি.এস.এস-কে আগেও বহুবার সাহায্য করেছেন প্রফেসর ওয়েদারবাই। তিনিই সম্ভবত বর্তমান দুনিয়ার সবচেয়ে নামকরা নিউরোলজিস্ট। মারভিন লংফেলোর কাছে শুনেছে রানা, নোবেল প্রাইজের জন্যে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। তাঁর লেখা একটা বই সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক

মহলে আলোড়ন তুলেছে, বইটার নাম 'সাম সাইকোসোমাটিক সাইড-এফেক্টস অভ অর্গানিক ইনফিরিওরিটি'। বেশ কিছুদিন আগে রানারও একবার চিকিৎসা করেছেন ভদ্রলোক–একটা ইঞ্জেকশনের পর ও যখন মানসিক বিপর্যয়ের শিকার হয়ে পড়েছিল।

ডোনার বেডরূমে ফিরে এল রানা। মেয়ের পাশ থেকে বাপকে সরিয়ে আনল, তাঁর আগে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল বিছানার পাশে। সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে ডোনা, দেখে মনেই হয় না খানিক আগে ঘোরের মধ্যে রোমহর্ষক প্রলাপ বকছিল মেয়েটি। নিয়মিত নিঃশ্বাস ফেলছে, চাদরের নিচে উঁচু-নিচু হচ্ছে বুক। তার মুখের দিকে নিশ্চলক তাকিয়ে থেকে ভাবল রানা, সুস্থ ও পরিপাটি অবস্থায় মেয়েটার রূপ নিশ্চয়ই চোখ ধাঁধিয়ে দেবে। অবশ্য শুধু নীরোগ শরীর নয়, মানসিক সুস্থতাও থাকতে হবে।

হলরূমে লর্ড চেস্টারফিল্ডের মুখোমুখি হলো রানা। মারভিন লংফেলোর সাথে ওর টেলিফোন আলাপের সারমর্ম ব্যাখ্যা করল ও, সবশেষে বলল, 'আপনার বন্ধু চাইছেন, ডোনাকে প্রফেসর ওয়েদারবাইয়ের ক্লিনিকে এখুনি পাঠিয়ে দেয়া হোক। নাদিরা রহমানের ভাগ্যে কি ঘটেছে আমরা জানি, কাজেই কোন ঝুঁকি নিতে চাই না। ডোনার মনের যে অবস্থা, প্রফেসর ওয়েদারবাইয়ের ক্লিনিকেই শুধু তার ভাল চিকিৎসা হতে পারে। আপনিও নিশ্চয়ই তাই চান?'

কয়েকবার মাথা ঝাঁকালেন লর্ড চেস্টারফিল্ড। 'চাই বৈকি, অবশ্যই চাই। মারভিন যদি বলে থাকে, তর্ক করার আমি কে?

এখুনি ডাক্তারকে আমি বিদায় করে দিচ্ছি।'

কয়েক মিনিট পর হলরুম হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন ডাক্তার ডানিয়েল, যাবার পথে রানার দিকে কটমট করে তাকালেন, মনে হলো রেগে বোম হয়ে আছেন।

পঁচিশ মিনিটের মাথায় বি.এস. এস. মেডিকেল টীম পৌঁছুল, অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে। অ্যাম্বুলেন্সের আগে আগে এল দু'জন মোটরসাইকেল আরোহী, দু'জনের চোখেই রঙিন চশমা। বেডরুম থেকে বের করে এনে ডোনাকে অ্যাম্বুলেন্সে তুলতে মিনিট তিনেক লাগল। রানার কাছ থেকে আজকের কোড ওয়ার্ড জেনে নিয়ে রওনা হয়ে গেল মেডিকেল টীম। গন্তব্য বি.এস.এস-এর নিরাপদ ক্লিনিক, গিল্ডফোর্ড-এর কাছে, সারে-তে।

ভোর তিনটের দিকে হেডকোয়ার্টারে ফিরে এল রানা। ওকে একটা ক্যাম্প খাটে শুয়ে পড়তে বললেন মারভিন লংফেলো, সাধারণত ডিউটি অফিসার ব্যবহার করে ওটা। আজ রাতে অত্যন্ত ব্যস্ত রয়েছেন ভদ্রলোক। 'সকালে,' বি.এস.এস. চীফ ওকে বললেন, 'পীর হিকমতের ফাইলটা পড়ে নিও, তারপর অ্যাভং কার্ট অফিসটা একবার দেখে আসবে।' রানাকে অবাক হতে দেখে ক্ষীণ, দুর্লভ হাসি ফুটল তাঁর ঠোঁটে। 'আমরা চুপচাপ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই যে পায়ের তলায় ঘাস গজাবে। ক্রেডিট কার্ড অপারেশন কোন্ ঠিকানা থেকে পরিচালনা করা হয়, জানতে পেরেছি।' রানাকে তিনি জানালেন, সার্জেন্ট বিল রেম্যানের সাথেও দেখা হয়েছে তাঁর। 'চটপটে, স্মার্ট লোক। ভোরের আলো ফুটলেই প্যাঙবোর্নের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যাবে সে।' আরও জানালেন, সংবাদ মাধ্যমকে নাদিরা রহমানের মৃত্যুর

খবর দেয়া হয়েছে, সে যে সত্য সমিতির একজন সদস্যা ছিল তা-ও গোপন করা হয়নি, গোপন করা হয়নি সত্যবাবাকে তার চাঁদা দেয়ার কথাটাও। 'মৌমাছির চাকে ঢিল ছোঁড়ার কাজ করবে ব্যাপারটা,' বললেন তিনি। 'আমাদের সমাজে সাংবাদিকরা অনেক ক্ষেত্রে ডিটেকটিভের দায়িত্ব পালন করেন।' ইঙ্গিতে দরজাটা দেখিয়ে দিলেন তিনি। 'ঘুমিয়ে নাও, রানা। ছ'টার দিকে তোমাকে আমার দরকার হবে। সকাল সকাল শুরু করলে কাজকর্ম ভাল এগোয়। গুডনাইট, স্লীপ ওয়েল।'

স্বপ্নে বিশাল একটা মন্দির দেখল রানা। মন্দিরের ভেতর সাদা আলখেল্লায় আপাদমস্তক ঢাকা একজন উপাসককে দেখা গেল, দুর্বোধ্য মন্ত্র উচ্চারণ করছে। মন্দিরের ভেতর, মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা। ঘাড় ফেরাতে দেখতে পেল, কয়েকজন লোক ধরাধরি করে একটা মেয়েকে নিয়ে আসছে। কালো মার্বেল পাথরের তৈরি বেদীর ওপর তোলা হলো মেয়েটাকে। পাথরের সাথে বাঁধা হলো। লোকগুলো পিছিয়ে এসে পথ করে দিল প্রকাণ্ড কুৎসিত একটা পোকাকে। গুটি গুটি এগোল পোকাটা। এই সময় হঠাৎ উপলব্ধি করল রানা, ওটা কৃত্রিম পোকা, লোহার তৈরি, রিমোট কন্ট্রোলে চলে। পোকার লেজের দিকটা কামান আকৃতির, হাঁ করে আছে কামানের কালো মুখ। সামনের দিকটা মশার মাথা আকৃতির, তবে হুল রয়েছে একজোড়া।

বেদীর ওপর ছটফট করছে মেয়েটা, তার গলা চিরে আর্তচিৎকার বেরিয়ে আসছে।

পূজারির মন্ত্র উচ্চারণের আওয়াজ ক্রমশ বাড়ছে, 'গে-গে-গে-গে...' তারপর, আবার ঘাড় ফেরাতে, রানা দেখল, মেয়েটা

পুরুষে রূপান্তরিত হয়েছে। লোকটা তার আতঙ্ক ভরা চোখ তুলে অপেক্ষারত উপাসকের দিকে তাকাল, এইসময় চমকে উঠে উপলব্ধি করল রানা, উপাসক আর কেউ নয়, ও নিজে। ইস্পাতের তৈরি একজোড়া দীর্ঘ, ধারাল হুল এগিয়ে আসছে, 'গে-গে-গে-গে...'

'গেটআপ, মি. রানা।' বেলি পিটজেরাল্ড, বি.এস.এস.-এর দুর্ধর্ষ এজেন্টদের অন্যতম, রানার কাঁধে মৃদু ধাক্কা দিল, 'উঠে পড়ুন, স্যার। বস্ আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

রানা বুঝতে পারল, জেগে আছে ও, দরদর করে ঘামছে। দুঃস্বপ্নটা অম্লান আর বাস্তব লাগছে এখনও। 'তুমি?' অনিবার্য এবং গোপন একটা কারণে এক বছর হলো কোন অ্যাসাইনমেন্টে পাঠানো হয় না বেলিকে, রানার প্রাইভেট সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে সে। রানা হেরিফোর্ডে চলে যাবার পর ছুটিতে ছিল।

'ভোর রাতে আমার ছুটি বাতিল করা হয়েছে, স্যার,' বলল বেলি। সদ্য শাওয়ার আর মেকআপ সেরে এসেছে সে, ডিম্বাকৃতি অবয়ব তাজা ফুলের মতই সুন্দর। 'বস্ নিজে আমাকে ডেকে বললেন, আমি যেন আপনার ওপর একটু নজর রাখি।'

'মি. লংফেলো বলেছেন আমার ওপর নজর রাখতে?' নজর শব্দটার ওপর জোর দিল রানা, তারপর হেসে উঠল।

কি ভেবে কে জানে, লালচে হয়ে উঠল বেলি ফিটজেরাল্ডের চেহারা। তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গিয়ে টেবিল থেকে একটা ট্রে তুলে আনল সে। 'নিন, স্যার, আপনার কফি–ঠিক যেভাবে আপনি পছন্দ করেন।'

কাপটা তুলে নিয়ে ছোট্ট করে চুমুক দিল রানা। 'ধন্যবাদ।'

'বাথরুমটা আপনার জন্যে খালি রাখা হয়েছে, স্যার,' বলল বেলি। 'দক্ষিণের একটা ব্যালকনির দরজা খুলে রেখেছি, ভাবলাম যদি এক্সারসাইজ করেন...'

'মি. লংফেলো আমার সাথে...'

রানার প্রশ্ন শেষ হলো না, উত্তরটা যেন ঠোঁটে ঝুলছিল বেলির, 'উনি আপনার সাথে ঠিক সাড়ে ছ'টার সময় বসবেন, স্যার।'

আরেকবার ধন্যবাদ দিয়ে বাথরুম সেরে ঝুল-বারান্দায় চলে এল রানা, ব্যায়াম ইত্যাদি সেরে আবার ফিরে এল বাথরুমে। প্রথমে গরম, তারপর ঠাণ্ডা পানিতে শাওয়ার সারল, দাড়ি কামাল, বেলির দেয়া নতুন একটা স্যুট পরে ঠিক সাড়ে ছ'টার সময় হাজির হলো মারভিন লংফেলোর অ্যান্টিরুমে। রাতটা অফিসেই কাটিয়েছে এলিজাবেথ, রানার আধ ঘণ্টা আগে ঘুম থেকে উঠেছে। তার ডেস্কের ওপর দুটো কমপিউটর, জটিল টেলিফোন/ইন্টারকম ইউনিট ইত্যাদি রয়েছে। রানাকে দেখে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, হ্যান্ডশেক করল, বলল, 'ভাল ঘুম হয়েছে তো?'

স্মিত হেসে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'তোমার?'

'স্বপ্ন দেখাটা ঘুমের মধ্যে পড়ে কিনা জানি না,' আড়ষ্ট হাসি নিয়ে বলল লিজা। 'যতক্ষণ চোখ বন্ধ ছিল, শুধু একটা চেহারা দেখতে পেয়েছি–তাকে অবশ্য ভারি পছন্দ করি আমি।'

কে সে?–জিজ্ঞেস করতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল রানা।

মৃদু হেসে ইন্টারকমের দিকে ইঙ্গিত করল ও।

তাড়াতাড়ি সুইচ অন করে রিসিভার তুলল লিজা, বলল, 'স্যার, মি. মাসুদ রানা।'

'পাঠিয়ে দাও ওকে, লিজা,' ভারি, কর্তৃত্বপূর্ণ কণ্ঠে বললেন মারভিন লংফেলো।

দরজার দিকে এগোল রানা, দেখল চেম্বারের মাথায় আলো জ্বলে উঠল।

বোঝাই যায়, রাতটা অফিসেই কাটিয়েছেন বি.এস.এস. চীফ। চেম্বারের ভেতর একটা ক্যাম্প বেড রয়েছে, দেয়াল ঘেঁষে। ফুলহাতা শার্ট পরে আছেন তিনি, চোখের চশমাটা নাকের ডগায় নেমে এসেছে, টাইয়ের নটটা কাত হয়ে রয়েছে একদিকে। রানার সাথে হ্যান্ডশেক করে বসতে অনুরোধ করলেন। কাগজ-পত্র গোছগাছ করতে দু'মিনিট সময় চেয়ে নিলেন তিনি। চেহারায় গভীর মনোযোগ। তারপর মুখ তুলে জানতে চাইলেন, 'শরীর কেমন, রানা? ক্লান্তি খানিকটা দূর হয়েছে তো?'

'ধন্যবাদ, মি. লংফেলো। ভালই লাগছে।'

'আজ সকালে প্রথম কাজ কি তোমার?' জানতে চাইলেন বি.এস.এস. চীফ।

'পীর বাগদাদীর ফাইলটা...'

'একচল্লিশ নম্বর কামরায় রাখার ব্যবস্থা করেছি ওটা,' রানাকে বাধা দিয়ে বললেন মারভিন লংফেলো। 'কাল রাতে রকসনও তার কাগজ-পত্র দিয়ে গেছে, একই ফাইলে পাবে সব। কসমিক, কাজেই দরজায় একজন গার্ড দেখতে পাবে তুমি। লেখার সমস্ত সরঞ্জাম তার কাছে রেখে যেতে হবে তোমাকে—কলম, নোটবুক

ডায়রী ইত্যাদি। বিশ্বাস করা না করার প্রশ্ন নয়—তুমি জানো, নিয়ম।'

রানা জানে। জিজ্ঞেস করল, 'সার্জেন্ট বিল রেম্যানকে কেমন মনে হলো আপনার?'

'দেখে তো কাজের লোক বলেই মনে হলো।' হাতঘড়ির দিকে তাকালেন মারভিন লংফেলো। 'প্যাঙবোর্নের পথে রয়েছে সে, সাথে একদল এস.বি—র লোক।'

'ডোনা চেস্টারফিল্ডের কোন খবর পেয়েছেন, মি. লংফেলো?'

'ডোনার কি খবর?'

'তার অবস্থা সম্পর্কে নতুন কিছু?'

'উম্‌ম্‌। না, তার অবস্থা বিশেষ সুবিধের নয়। প্রফেসর ওয়েদারবাই আমাকে বললেন, ড্রাগের নেশাটা কাটিয়ে উঠবে ডোনা। কেউ মাস্তক একটা ডোজ খাইয়ে দিয়েছে। প্রফেসর আসলে তার মানসিক অবস্থা নিয়ে চিন্তিত।'

'প্রথমে ড্রাগের সাহায্যে তার মনটাকে দুর্বল করা হয়, তারপর দুর্বল মনে কিছু সাজেশন গছিয়ে বা চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে?' নিজের ধারণাটা সত্যি কিনা জানার ব্যগ্রতা রয়েছে রানার ভেতর।

'অনেকটা সেরকমই। একচল্লিশ নম্বর কামরা, মাই বয়। ফাইলটা শেষ করে তাড়াতাড়ি ফিরে এসো এখানে। অনেক কাজ বাকি পড়ে রয়েছে।'

উঠতে যাবে রানা, মুখ তুলে মারভিন লংফেলো বললেন, 'দুটো অ্যাভং কার্টই ল্যাবরেটরিতে পাঠিয়ে দিয়েছি। টেকনিশিয়ানরা পরীক্ষা করছে ওগুলো।' তারমানে, ভাবল রানা,

বি.এস.এস-এর আগ্নেয়াস্ত্র ও ইলেকট্রনিক এক্সপার্ট জেসমিনের ঘাড়ে পড়েছে কাজটা।

মারভিন লংফেলোর চেম্বার থেকে বেরিয়ে সাততলায় উঠে এল রানা, একচল্লিশ নম্বর কামরাটা এখানেই। অ্যাভং কার্ট-এর কথা মনে পড়ল ওর, কে জানে ল্যাবরেটরি টেস্টে কি পাওয়া যাবে।

সাততলায় অনেকগুলো প্যাসেজ আর করিডর, প্রতিটির দু'পাশে সার সার দরজা। প্রতিটি করিডর বা প্যাসেজের দরজায় আলাদা আলাদা রঙ ব্যবহার করা হয়েছে। কোন বিশেষ তাৎপর্য বা সঙ্কেত খুঁজতে যাওয়া বৃথা, সাদামাঠা কারণটা হলো মেইন্টেন্যান্স সেকশনের রঙমিস্ত্রীরা একটা কালার চার্ট ধরে কাজ করেছে, লাল রঙ শেষ হয়ে যাওয়ায় নীল বা অন্য রঙ ব্যবহার করেছে তারা। বি.এস.এস. করিডরের ডাক নামও আছে–যেমন, লাল করিডর, সবুজ করিডর, ইত্যাদি।

একচল্লিশ নম্বর কামরার দরজা গোলাপী রঙের। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে যেন মি. ইংল্যান্ড, মারমুখো চেহারা নিয়ে, ভাবটা যেন প্রাণ হারাতেও রাজি, তবু কাউকে ভেতরে ঢুকতে দেবে না। যদিও রানাকে ভাল করে চেনে লোকটা, তারপরও পরিচয়-পত্র দেখার জন্যে জেদ ধরল। অত্যন্ত উৎসাহের সাথে রানাকে সার্চ করল সে, লেখার বা কপি করার কোন সরঞ্জাম পাওয়া যায় কিনা দেখার জন্যে। কামরার ভেতর একটা চেয়ার, টেবিলের ওপর পড়ে রয়েছে মোটাসোটা ফাইলটা। চেয়ারে বসে ফাইলের শিরোনাম পড়ল রানা। 'ব্যাংক'। পীর বাবা হযরত হিকমত বাগদাদী রহমতউল্লাহ হুজুরের সাঙ্কেতিক নাম, মানিয়েছে বটে।

ফাইল খুলে পড়ায় মন দিল ও।

ফাইলের বেশিরভাগ কাগজ অনেকদিনের পুরানো, আগেও পড়েছে রানা– রহস্যময় চরিত্র সম্পর্কে অপর্যাপ্ত, খুঁটিনাটি তথ্য। হিকমত বাগদাদী আদৌ ইরাকী নয়, তার জন্ম ইংল্যান্ডে, ছোট্ট শহর গ্লাসটনবারিতে। তবে তার বাবা ইংল্যান্ডে আসে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান থেকে। শোনা যায়, প্রথম জীবনে পাঁড় কমিউনিস্ট ছিল হিকমত। আনুষ্ঠানিকভাবে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে। নতুন একটা ধর্ম প্রচার শুরু করার আগে নিজেকে একজন নও-মুসলিম বলে দাবি করত সে।

পীর হিকমত সম্পর্কে প্রথম জানা যায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়। মুক্তিযোদ্ধার ভুয়া পরিচয় দিয়ে সীমান্ত এলাকায় ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে তাকে, উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিকে অস্ত্র যোগান দেয়া। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর হঠাৎ গায়েব হয়ে যায় সে। দু'বছর পর আবার তাকে রাজধানী ও জেলা শহরগুলোয় দেখা যায়, সন্ত্রাসী মাস্তানদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রি ছিল তার প্রধান কাজ। দেশের নিরক্ষর, ধর্মপ্রাণ মানুষের কাছে তার জনপ্রিয়তা ক্রমশ বাড়তে থাকে। প্রত্যন্ত গ্রামগুলোয় ওয়াজ-মাহফিলের আয়োজন করে তার ভক্তরা, সেখানে জ্বালাময়ী ভাষণ দেয় পীর হিকমত–মেয়েরা বাইরে বেরুলে ধর্ম রসাতলে যাবে, প্রাইমারি স্কুলগুলোকে মাদ্রাসায় রূপান্তরিত করা উচিত, ইসলামের ওপর আগ্রাসন বন্ধ করার জন্যে প্রতিটি মুসলমানকে জেহাদ করতে হবে, একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করলে তাকে কাফের বলে চিহ্নিত করতে হবে, এই সব বলে বেড়াত সে। বছর দুয়েক পর একদল

যুবকের তাড়া খেয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায় পীর হিকমত।

এরপর তার খবর পাওয়া যায় ইউরোপ আর মধ্যপ্রাচ্য থেকে। ইতোমধ্যে কুখ্যাত আন্তর্জাতিক স্মাগলার হয়ে উঠেছে লোকটা, টেরোরিস্ট গ্রুপগুলোকে চড়া দামে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করে। পাতার পর পাতা জুড়ে রয়েছে তার সরবরাহ করা অস্ত্রের তালিকা–রাইফেল, হ্যান্ডগান, অ্যামুনিশন, গ্রেনেড, জেলিগনাইট, ফিউজ, ডিটোনেটর, মিসাইল লঞ্চার ছাড়াও সফিসটিকেটেড অন্যান্য আরও অনেক যুদ্ধাস্ত্র বিক্রি করেছে সে, কিন্তু এগুলোর কোনটাই সূত্র হিসেবে কাজে আসেনি, নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি জিনিসগুলো পীর হিকমতের কাছ থেকে এসেছে। তবে আন্ডারগ্রাউন্ডের প্রভাবশালী লীডাররা ব্যাপারটা জানে। যদিও, তাদের কাছেও, পীর হিকমত একটা রহস্যময় চরিত্র। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একাধিক ইনভেস্টিগেটিং ফার্ম তার ব্যবসা ও অবৈধ লেনদেন সম্পর্কে তদন্ত চালিয়েছে, কিন্তু নিরেট কোন প্রমাণ বা বিশ্বাসযোগ্য কোন সাক্ষী যোগাড় করতে পারেনি।

বাস্তব তথ্যের ওপর মনোযোগ দিল রানা, লোকটা সম্পর্কে জানা ঘটনা কি কি রয়েছে। সবচেয়ে আগে যেটা চোখে পড়ে, পীর হিকমত চরম নিষ্ঠুর লোক। গত বিশ বছরে অন্তত ষোলোজন লোক তার সাথে বেঈমানী করার সুযোগ পেয়েছিল, সবাই তারা অপঘাতে মারা গেছে–চারজন অবিশ্বাস্য সড়ক দুর্ঘটনায়, তিনজন অজ্ঞাত আততায়ীর গুলিতে, চারজন বিষক্রিয়ায়, দু'জনের বেলায় আত্মহত্যা বলে সন্দেহ করা হয়, দু'জন তথাকথিত গুণ্ডাদের হাতে বেদম মার খেয়ে, বাকি একজন

একটা মোটেলের বাথটাবে ডুবে মারা গেছে। ফাইলে দেখা যাচ্ছে, পীর হিকমতের কর্মচারী ছিল বলে সন্দেহ হয় এমন আরও বিশজন লোক হয় সরাসরি খুন হয়েছে, নয়তো তাদের মৃত্যুকে আত্মহত্যা হলে চালাবার চেষ্টা হয়েছে। সদ্ভাব বজায় রেখে লোকটার সাথে কাজ করতে চাওয়া মোটেও স্বাস্থ্যসম্মত নয়।

তারপর চোখে পড়ে, লোকটা লম্পট ও ভণ্ড। সত্তর দশকের শেষ দিকটা সে তার সুন্দরী ও অল্পবয়েসী ফরাসী স্ত্রী পলি মিঁতার সাথে দুশো আশি ফুট লম্বা সমুদ্রগামী ইয়ট মিল্কিওয়ে/ওয়ান-এ কাটায়। তিন হাজার অশ্বশক্তির ডিজেল এঞ্জিনে চলে সেটা। একটা ব্যাপারে অদ্ভুত লাগল রানার, পশ্চিমা সংবাদিকরা অভিজাত ও ধনী দম্পতিদের গোপন বিলাসিতা সম্পর্কে খবর সংগ্রহে দক্ষ হলেও, মিল্কিওয়ে বা তার আরোহীদের সম্পর্কে তেমন কোন খবর সংগ্রহ করতে পারেনি। একাধিক টেলিফোন সাক্ষাৎকারের খবর ছাপা হয়েছে বিভিন্ন পত্রিকায়, কাটিংগুলো ফাইলে পাওয়া গেল। সাক্ষাৎকারে পীর হিকমত গর্বের সাথে জোর দিয়ে বলেছে, জাগতিক ব্যাপারে তার কোন আগ্রহ নেই, তার সময় কাটে আধ্যাত্মিক সাধনায়, ধ্যানমগ্ন অবস্থায়। তবে, সংবাদিকরা কিছু গুজবের কথা উল্লেখ করেছে–তার ইয়টে নাকি ইহুদি ও মিশরীয় বেলী ড্যান্সাররা নিয়মিত আসর জমাত, লাস ভেগাস থেকে আসত নাম করা ক্যাবারে ড্যান্সাররা। শোনা যায়, রোজ রাতে নতুন মেয়ে না হলে পীর সাহেবের মেজাজ শরীফ ঠিক থাকে না। তার ইয়টে ও ইয়টের আশপাশে সশস্ত্র গার্ডরা পাহারায় থাকে। ইয়টে চড়া তো দূরের কথা, আজ পর্যন্ত কোন ফটো-সাংবাদিক মিল্কিওয়ের ভাল কোন ছবিও তুলতে পারেনি।

সাংবাদিকরা ব্যর্থ হলেও, কয়েকটা ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি আংশিক সফলতা অর্জন করে। ফাইলে কিছু ফটোগ্রাফ রয়েছে, সবই নিকৃষ্ট শ্রেণীর, একটা বাদে। সি.আই.এ-র একজন এজেন্ট ভাগ্যগুণে একটা সুযোগ পেয়ে যায় উনিশশো আশি সালে। মিল্কিওয়ে তখন ফ্লোরিডায় নোঙর ফেলেছে। একটা বাড়ির জানালা থেকে ইনফ্রা-রেড ক্যামেরার সাহায্যে ছবিটা তোলে সে।

নরম, ফোলা ও তেল চকচকে একটা ভাব রয়েছে পীর হিকমতের চেহারায়। এক সময় সুদর্শন ছিল বলে মনে হয়, চোয়ালে মাংস আর চর্বি জমায় অবয়ব বেঢপ হয়ে গেছে। মাথার সামনের চুলগুলো সাদা, পিছনে ও দু'পাশে সাদা কালো মেশানো। নাকটা রোমানদের মত। ছবিটায় মাথা একদিকে কাত করে ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে পীর হিকমত, ভঙ্গিটা থেকে ফুটে বেরুচ্ছে একই সাথে দম্ভ ও তাচ্ছিল্যের ভাব। সান্ধ্যকালীন ইউরোপিয়ান পোশাক, সাদা টক্সেডো পরে আছে সে, বাঁ হাতে প্রকাণ্ড রিস্টওয়াচ, ডান হাতে সোনার চেইন। চোখ দুটো ঢুলুঢুলু, যেন নেশা করেছে।

ফটোগ্রাফের নিচে কিছু নোট রয়েছে–স্থান ও সময়, অলঙ্কারের আনুমানিক মূল্য, সোনার চেইনের গায়ে খুদে হরফে লেখা আছে পীর হিকমতের পুরো নাম, নামের পাশে কিছু সংখ্যাও খোদাই করা আছে, ক্যামেরায় যা ধরা পড়েনি। হাতঘড়িটা খাঁটি সোনার, হাতে তৈরি ডিজিটাল টাইমপীস, ডায়ালের সংখ্যাগুলো নিখুঁত হীরার। ঘড়িটা তৈরি করেছে সুবিখ্যাত একজন জাপানী কারিগর, শুধু এই কারণে ওটার দাম এক লাখ ডলারের কম হবে না। এই আকৃতির হাতঘড়ি এই

একটাই তৈরি করা হয়েছে।

উনিশশো বিরাশি সালে পলি মিঁতা মারা যায়। মৃত্যুর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, সাগরে দুর্ঘটনা। এই ঘটনার পরপরই আবার গায়েব হয়ে যায় পীর হিকমত। তার ইয়ট খালি অবস্থায় পড়ে থাকে ফ্রান্সের দক্ষিণ উপকূলে। পরবর্তী কয়েকটা বছর অস্ত্র চোরাচালান ব্যবসাতে ব্যস্ত থাকে সে। দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গায় তাকে দেখা গেছে বলে রিপোর্ট পাওয়া গেলেও, নিশ্ছিদ্র কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এ-ধরনের রিপোর্ট এসেছে বার্লিন, তেহরান, তেল আবিব, বৈরুত, বেলফাস্ট, জাফনা, প্যারিস ও লন্ডন থেকে।

নতুন তথ্যের সন্ধানে পাতার পর পাতা উল্টে গেল রানা। হার্বার্ট রকসনের যোগান দেয়া সি.আই.এ. রিপোর্টে চোখ বুলাতে গিয়ে চমকে উঠল ও। নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারল না। টাইপ করা অনেকগুলো কাগজ, তবে হরফের চেয়ে জোরাল ভাষায় কথা বলছে ছবিগুলো।

এম.ভি.এফ. সত্যবাবা, স্বর্গযাত্রী তথা সত্য সমিতির নেতা, কেউ তার ছবি তুলতে চাইলে কখনও বাদ সাধেনি। আসলে, ছবি তোলানোর ব্যাপারে নির্লজ্জ উৎসাহ রয়েছে তার। এটাই, ধারণা করল রানা, তার পতনের অন্যতম কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে। জটিল ও উঁচুদরের টেকনোলজির ওপর নির্ভর করে সি. আই. এ. প্রায় একটা অসাধ্যসাধন করেছে। চুরি করে পীর হিকমতের যে ছবিটা তোলা হয় সেটারই একই আকৃতির নমুনা তৈরি করা হয় এক টুকরো সোনার পাত দিয়ে, পাশে থাকে সত্যবাবার অনেকগুলো নমুনা। নতুন, সফিসটিকেটেড ক্যামেরা ইকুইপমেন্ট

পরীক্ষামূলভাবে ব্যবহার করে তারা, একই সাথে দু'ধরনের ছবির ওপর, তারপর দিনের পর দিন ধরে মাপজোক, হিসেব-নিকেশ, কমপিউটার অ্যানালাইসিস চলতে থাকে। এ-সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে পীর হিকমতের মুখমণ্ডলের হাড়, কাঠামো ইত্যাদির মাপ সম্পর্কে কয়েকটা তথ্য বেরিয়ে আসে।

এমনকি ক্লোজ-আপ ছবিতেও, পীর হিকমতের সাথে সত্যবাবার চেহারায় কোন মিল নেই। সত্যবাবার অবয়ব লম্বাটে, নাকটা ওপরের দিকে প্রায় ওল্টানো, মাথায় চুল খুব কম, তবে কালো ও পরিপাটি করে আঁচড়ানো, কপালের কাছ থেকে ব্যাকব্রাশ করা। অথচ এক্সপার্টরা ছবির পর ছবি সাজিয়ে পরিষ্কার দেখিয়ে দিয়েছে, কিভাবে দু'জনকে একই লোক বলে সহজে প্রমাণ করা যায়, কারণ বেসিক বোন স্ট্রাকচার নিখুঁতভাবে মেলে। কমপিউটর ইমেজ-এর সাহায্যে তারা এমনকি এ-ও দেখিয়েছে, কী চাতুর্যের সাথে পীর হিকমতের মুখের চেহারা বদলে দিয়েছে দক্ষ একজন প্লাস্টিক সার্জেন্ট।

আরও দুটো প্রমাণ এক্সপার্টদের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে। প্রথমটা দুই পাতা জুড়ে রয়েছে–পীর হিকমতের বাম কব্জির বহুগুণ বড় করা ছবি, তার একমাত্র ফটোগ্রাফ থেকে নেয়া; অপর পাতায় সেই একই কব্জির একই আকৃতির ছবি, সত্যবাবার একটা ফটোগ্রাফ থেকে নেয়া। সারা দুনিয়ায়, এক্সপার্টদের একটা বক্তব্য, পীর হিকমতের হাতঘড়ির দ্বিতীয় কোন নমুনা বা ডুপ্লিকেট নেই। অথচ এখানে দেখা যাচ্ছে দুই কব্জিতে পরা দুটো হাতঘড়ি আসলে একই জিনিস। ছ'বছরের ব্যবধানে তোলা হয়েছে ফটো দুটো।

নিশ্ছিদ্র প্রমাণটা রয়েছে অবশ্য অন্য জায়গায়, দুই কানে। সম্ভবত অহমবোধের কারণেই, পীর হিকমত প্লাস্টিক সার্জেনকে তার কান ছুঁতে দেয়নি। দেবেই বা কেন? ৯৯% নিশ্চিত ছিল সে, পীর হিকমতের ফটোগ্রাফ কারও কাছে নেই। পীর হিকমত আর সত্যবাবার কান হুবহু এক–আট পাতা জুড়ে মেডিকেল নোট, ডায়াগ্রাম, ফটোগ্রাফ আর মেজারমেন্ট তাই প্রমাণ করে। নিঃসন্দেহে বলা চলে, এটাই একমাত্র অকাট্য প্রমাণ।

'অহঙ্কারই পতনের মূল,' বিড়বিড় করে আওড়াল রানা, নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করল একই লোকের দিকে তাকিয়ে আছে ও–এই লোকই নাদিরা রহমানের মৃত্যুর জন্যে দায়ী, ডোনা চেস্টারফিল্ডের গলা থেকে বেরিয়ে আসা কর্কশ, রোমহর্ষক কণ্ঠস্বরের অধিকারী।

একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই বলতে পারবে, হিকমত ওরফে সত্যবাবা আর কি আতঙ্কের জন্ম দেবে।

ধীরে ধীরে ফাইলটা বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল রানা। ওর জন্যে আরও কাজ রয়েছে। অন্তর থেকে বিশ্বাস করল ও, তদন্তের এক পর্যায়ে দ্বৈত ভূমিকায় অবতীর্ণ লোকটার মুখোমুখি হবার সুযোগ হবে ওর।

সাত

'আমেরিকানদের এভিডেন্স বিশ্বাস করেন আপনি, মি. লংফেলো?'

বি.এস.এস. চীফের দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানা, যেন মুখের রেখা আর ভাঁজ দেখে ভদ্রলোকের ভবিষ্যৎ আন্দাজ করতে চাইছে।

'করি। আমার কোন সন্দেহ নেই, পীর হিকমত আর সত্যবাবা একই ব্যক্তি। সেজন্যেই কেসটাকে আর্জেন্ট বলছি আমি।'

রানার চোখে প্রশ্ন।

'হিকমতের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত কেউ কিছু প্রমাণ করতে পারেনি, অন্তত এমন কোন প্রমাণ নেই যা টিকবে। অথচ আমরা জানি, লোকটা কয়েক হাজার লোকের মৃত্যুর জন্যে দায়ী–তাদের বেশিরভাগই অসহায় ও নিরীহ।' বি. এস. এস. চীফ যুক্তি দেখালেন, তাঁর সাথে একমত হলো রানা। কোথাও যখন কোন সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটে–শ্রীলংকার জাফনায় বোমা বিস্ফোরিত হয়, পাকিস্তানে লাইনচ্যুত হয় প্যাসেঞ্জার ট্রেন, প্যারিসের জনাকীর্ণ রাস্তায় এক পশলা গুলি হয় মেশিনগান থেকে, জার্মানীর কোন নাইটক্লাবে গ্রেনেড ফাটে, কিংবা বৈরুতের কোন পুলিস অফিসারকে গুলি করে মারা হয়–খোঁজ নিলে দেখা যাবে, প্রায় প্রতিটি ঘটনার পিছনে হাত ছিল পীর হিকমতের, তারই সরবরাহ করা অস্ত্র বা বোমা ব্যবহার করা হয়েছে। হার্টবিটের সাথে তাল মিলিয়ে ডেস্কের ওপর এক হাত দিয়ে মৃদু চাপড় মারছেন মারভিন লংফেলো। 'কিভাবে সন্ত্রাসের জন্ম দিতে হয়, হিকমতের তা জানা আছে। ধরা না পড়ার কৌশলও তার শেখা আছে। সে হয়তো বিবেককে এই বলে প্রবোধ দেয়, একটা অস্ত্র বা একটা বোমা তার কাছ থেকে নিয়ে কে কিভাবে ব্যবহার করল সেটা তার

দেখার বিষয় নয়, সেজন্যে নিজেকে দায়ী বলে মনে করার কোন কারণ নেই। কিন্তু আমরা জানি, অবশ্যই দায়ী সে।

'ভোল পাল্টে আবার সত্যবাবা সেজেছে লোকটা! সরল, অজ্ঞ, ধর্মভীরু কিছু মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। এ-ও উগ্র ধর্মীয় মৌলবাদ, রানা। শুরুতেই এর জড় উপড়ে ফেলতে হবে। ধর্মের জিকির তুলে ইউরোপে কেউ অন্যায় স্বার্থ উদ্ধার করবে, এ আমরা মেনে নিতে পারি না।'

'লোকটা সম্পর্কে ভাল যে-সব কথা শোনা যাচ্ছে, এ-সবের অন্য কোন তাৎপর্য না থেকেই পারে না। বিবাহের পবিত্রতা, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ, ব্যভিচারবিরোধী স্লোগান, নেশাখোরদের চিকিৎসা–এ-সব বলে আসল কুমতলবটা আড়াল করার চেষ্টা করছে সে। তোমাকে জানতে হবে, রানা, সেই কুমতলবটা কি। সন্ত্রাস, অস্ত্র আর মেয়েমানুষ ছাড়া আসলে আর কিছু বোঝে না ওই লোক।'

'নির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্য বা টার্গেট সম্পর্কে এক-আধটা সূত্র পাওয়া গেলে...'

'কোন সূত্র নেই, রানা।' মারভিন লংফেলোর চোখেমুখে সহানুভূতির চিহ্নমাত্র দেখা গেল। 'ওদের উদ্দেশ্য বা টার্গেট তোমাকেই আবিষ্কার করতে হবে।'

'ক্রেডিট কার্ড অফিস, মি. লংফেলো?'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে রানার সামনে ডেস্কের ওপর একটা কার্ড রাখলেন বি.এস.এস. চীফ। তাঁর নিজের হাতে লেখা, সবুজ কালিতে, একটা ঠিকানা দেখল রানা। অ্যাভং কার্ট, অক্সফোর্ড স্ট্রীট। টেলিফোন নম্বরও আছে। 'ব্যাপারটা বেআইনী নয়,'

বললেন তিনি। 'ব্যাংক অভ ইংল্যান্ডের অনুমোদন নেয়া আছে। ওরা কোথাও বিজ্ঞাপন দিচ্ছে না বা কতটুকু কি ব্যবসা করছে তা-ও জানা যাচ্ছে না, তবে অ্যাভং কার্ট যে আইনসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত একটা ক্রেডিট কোম্পানী তাতে কোন সন্দেহ নেই। দশ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং অ্যাসেট নিয়ে কাজ শুরু করেছে ওরা।'

'এ-সব আপনি, মি. লংফেলো...?'

'পেয়েছি আমাদের ল্যাবরেটরি থেকে,' বললেন মারভিন লংফেলো। 'জেসমিন এখনও কার্ড দুটো নিয়ে কাজ করছে। ওগুলোকে "স্মার্ট কার্ড" বলতে পারো, আমাদের অফিসের নিষিদ্ধ এলাকায় ঢোকার জন্যে এ-ধরনের কার্ড আমরাও ব্যবহার করি। প্লাস্টিকের ভেতর খুদে ইলেকট্রনিক ব্রেন ঢোকানো আছে। ওগুলো খোলার চেষ্টা করা হচ্ছে, আরও সময় নেবে। ভেতরে একটা ফোন নম্বর দেখতে পেয়ে আমাকে জানায় জেসমিন। সূত্রটা ব্যবহার করে ঠিকানা পেয়ে গেছি।'

'আমি কি সরাসরি ওখানে চলে যাব, মি. লংফেলো?' জানতে চাইল রানা। 'গিয়ে বলব, সদস্য হতে চাই?'

ভুরু কুঁচকে রানার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন মারভিন লংফেলো। তারপর হঠাৎ তিনি গাম্ভীর্য ঝেড়ে ফেলে মৃদু হাসলেন, খানিকটা চ্যালেঞ্জের সুরে বললেন, 'কিভাবে কি করবে তুমি তা-ও কি আমাকে বলে দিতে হবে? গত অ্যাসাইনমেন্টের ধকল ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই কাটিয়ে উঠেছে জেমস বন্ড, তবু তাকে আমি প্যারিস থেকে ফেরত আনছি না–কারণটা বুঝতে পারছ কি? এরইমধ্যে কেসটার সাথে তুমি জড়িয়ে পড়েছ, সেটাই একমাত্র কারণ নয়। গুরু, ঋষি, সাঁইবাবা, পীর, ভগবান, এদের সম্পর্কে

তুমি ভাল বুঝবে, সেটাও আসল কারণ নয়। আসল কারণ, কেসটাকে আমি সাংঘাতিক জটিল আর বিপজ্জনক বলে ধারণা করছি। আমার আরও ধারণা, তুমি ছাড়া আর কেউ পীর হিকমতকে সামলাতে পারবে না।' মাথা ঝাঁকালেন তিনি। 'সরাসরি যাওয়াই তো ভাল। কিছু না কিছু জানার সুযোগ হবে।'

'সরাসরি ভেতরে ঢুকি, আর গুলি খেয়ে মরি!' ভাবল, কিন্তু বলল না রানা। মুখে বলল, 'ওখানে যদি কোন বিপদ বা ঝামেলা হয়...' শেষ করতে পারল না।

'অকুপেশন্যাল হ্যাজার্ড।' ইঙ্গিতে দরজাটা দেখিয়ে দিলেন মারভিন লংফেলো। মাঝে মধ্যে রানার সাথে এরকম ব্যবহার করেন তিনি, যেন রাহাত খানের ভূমিকা নেয়ার চেষ্টা করেন। 'বেরিয়ে পড়ো, রানা। সাধ্যমত চেষ্টা করো।'

'মি. লংফেলো, বলছিলাম কি...' তাঁর অভিনয়টা টের পেতে অসুবিধে হয় না রানার, সকৌতুকে সহযোগিতা করে ও।

'কোন ব্যাকআপ পাচ্ছ না,' কড়া সুরে বললেন মারভিন লংফেলো, যেন রানা কি বলতে চায় জানেন। 'অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেবে।'

চল্লিশ মিনিট পর অক্সফোর্ড স্ট্রীটে পৌঁছে গেল রানা। পাশাপাশি অনেকগুলো বিল্ডিং, সেগুলোর সামনে দিয়ে হাঁটছে ও।

একটা ট্যাক্সি নিয়ে ব্রডকাস্টিং হাউস পর্যন্ত এসেছে রানা, তারপর পায়ে হেঁটে অক্সফোর্ড সার্কাস পেরিয়ে এখানে পৌঁচেছে। পুরোপুরি নিশ্চিত, কেউ ওর পিছু নেয়নি। অথচ বিল্ডিংটার সামনে পৌঁছুবার সাথে সাথে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সতর্ক করে দিল ওকে, ও একা

নয়।

ঠিকানা মিলেছে, তবে বিল্ডিংটার সামনে থামল না রানা, বা আশপাশে ঘুর ঘুর করল না। মুখ তুলে একবার শুধু তাকিয়ে যেমন হাঁটছিল তেমনি হাঁটতে লাগল। বিল্ডিঙের নিচের অংশটা অর্ধবৃত্তাকার কাঁচ দিয়ে মোড়া, ভেতরে রিসেপশন ডেস্ক, খান কতক চেয়ার আর সোফা দেখা গেল। হাঁটতে হাঁটতে ভাল একটা জায়গার সন্ধানে থাকল ও, যেখান থেকে পিছন ফিরে তাকানো যাবে, আরেকবার দেখে নেয়া সম্ভব হবে বিল্ডিংটা, চোখ বুলানো যাবে সামনে ও আশপাশে। ও জানে, ওর ওপর নজর রাখছে কেউ।

ত্রিশ গজ সামনে পথচারী পারাপার, রাস্তার ওপারে একটা গলি। রানা ধারণা করল, গলির ভেতর দিয়ে এগোলে আবার বিল্ডিংটার সামনের রাস্তায় বেরিয়ে আসা যাবে। সেটাই ভাল, ভাবল ও, ভেতরে ঢোকার আগে আরেকবার চারদিকটা দেখে নেয়া দরকার।

রাস্তা পেরুবার আগে ফুটপাথের কিনারায় থামল রানা, যেন গাড়ি-টাড়ি আসছে কিনা লক্ষ করছে। ওর দৃষ্টি বিল্ডিংটার সামনের রাস্তায় এক সেকেন্ড ঘোরাফেরা করল। বিল্ডিংটার ঠিক উল্টো দিকে, 'নো পার্কিং' লেখা ফুটপাথের ধারে, ছোট একটা ভ্যান পার্ক করা রয়েছে। ড্রাইভারের সীটে কেউ নেই। তবে ভ্যানের ভেতর কি আছে না আছে বলা অসম্ভব। ভ্যান থেকে কোন এরিয়াল বা অ্যান্টেনা বেরিয়ে নেই দেখে খানিকটা স্বস্তি বোধ করল রানা। এরিয়াল অত্যন্ত বিপজ্জনক জিনিস, কারণ ওগুলোয় আড়িপাতা যন্ত্র থেকে শুরু করে আগ্নেয়াস্ত্র, সবই লুকিয়ে

রাখা যায়। এই লন্ডনেই একবার একটা এরিয়ালে ফাইবার অপটিক লেন্স পেয়েছিল রানা, ইন্টারনাল মনিটরে পরিষ্কার ৩৬০দ্ম ছবি পাঠাচ্ছিল।

রাস্তাটার আরও খানিক সামনে একজন লোককেও দেখতে পেল রানা, ব্যস্ত পথিকদের সাথে তার আচরণে কোন মিল নেই। লোকটা ফুটপাথের ওপর অস্থিরভাবে পায়চারি করছে, ঘন ঘন চোখ বুলাচ্ছে হাতঘড়ির ওপর, যেন কারও জন্যে অপেক্ষা করছে। ফুটপাথের কিনারায় আরও গাড়ি পার্ক করা রয়েছে, ফুটপাথে দাঁড়িয়ে রয়েছে একাধিক লোক, তবে রানার চোখে শুধু ভ্যান আর অস্থির লোকটাকেই সন্দেহজনক বলে মনে হলো।

রাস্তা পেরিয়ে গলিটার ভেতর ঢুকল রানা, হতাশ হয়ে লক্ষ করল একটা কানাগলির ভেতর ঢুকেছে সে। উপায় নেই, ভান করতে হবে ঠিকানা খুঁজে পায়নি। জ্যাকেটের পকেট থেকে খালি একটা নোটবুক বের করল, অনুভব করল হোলস্টারে রাখা নাইন এমএম এএসপি অটোমেটিকের স্বস্তিকর কঠিন স্পর্শ।

ধীরে ধীরে আবার মেইন রোডে বেরিয়ে এল রানা, মাঝে-মধ্যে দাঁড়াল, চিন্তিত ভঙ্গিতে পাতা ওল্টাল নোটবুকের। সামনে পেয়ে এক বয়স্কা মহিলাকে দাঁড় করাল ও। ঠিকানা বলে জানতে চাইল, কোন্ দিকে যেতে হবে তাকে। হেসে উঠলেন মহিলা, হাত তুলে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি তো, বাবা, ওটার সামনেই পৌঁছে গেছ!'

নোটবুকে আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে অবিশ্বাসের সাথে কাঁচমোড়া বিল্ডিংটার দিকে এগোল রানা। চোখের কোণে ধরা পড়ল সেই একই জায়গায় পায়চারি করছে লোকটা, ভ্যানটাও

দাঁড়িয়ে আছে আগের মত, ড্রাইভিং সীটটা খালি।

লবিটা দেখতে আধখানা চাঁদের মত, উজ্জ্বল আলোর বন্যা বয়ে যাচ্ছে, ভেতরটা ঠাণ্ডা। লবির দেয়াল ঘেঁষে টব রয়েছে সার সার, পরিবেশটাকে সুন্দর করে তুলতে আধুনিক ফার্নিচারের সাথে পাতাবাহারগুলোরও অবদান আছে। রিসেপশন ডেস্কে এক লোক বসে আছে, মধ্যবয়স্ক, চেয়ারে হেলান দিয়ে পত্রিকা পড়ছে। রানাকে ঢুকতে দেখে শিরদাঁড়া সিধে করল সে, জানতে চাইল, 'বলুন, আমি কোন সাহায্যে আসতে পারি?' মিষ্টি হাসি ফুটল ঠোঁটে।

'অ্যাভং কার্ট।' রানাও নিঃশব্দে হাসল।

'পাঁচতলায়, স্যার,' বলে জোড়া এলিভেটরের দিকে হাত লম্বা করল লোকটা, ডেস্কের ডান দিকে।

মাথা ঝাঁকিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল রানা, জোড়া এলিভেটরের সামনে দাঁড়িয়ে একটা কল বাটনে চাপ দিল। বোতামের নিচে একটা বোর্ড রয়েছে, তাতে বিভিন্ন কোম্পানী ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম লেখা। মাল্টি ডাটা সার্ভিসেস লিমিটেড দোতলায়, সুইট হোম গৃহায়ন সমিতি তিনতলায়, চারতলায় রয়েছে হ্যাপি ইন্সুরেন্স কোম্পানী। সব মিলিয়ে আটটা ফ্লোর। ছ'তলার পুরোটা দখল করে আছে আইন উপদেষ্টাদের একটা সংস্থা। সাততলায় দুটো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কাজ করছে, দুটোই ইনডেনটিং অফিস। আটতলায় রয়েছে ট্রাক মালিক সমিতি, ঠিকাদার সমিতি আর আমদানীকারক সমিতি। হ্যাঁ, অ্যাভং কার্ট পাঁচতলাতেই। অ্যাভং কার্ট-এর নিচে ছোট ছোট অক্ষরে লেখা রয়েছে, বন্ধনীর ভেতর: অ্যাভং কার্ট সত্য সমিতির চ্যারিটি ট্রাস্ট-

এর একটা অংশবিশেষ। এলিভেটরের দরজা খুলে গেল, ভেতরে ঢুকে পাঁচতলার বোতামে চাপ দিল রানা।

এলিভেটরের ভেতর অদৃশ্য স্পীকার হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে উঠল। উৎকর্ণ হলো রানা। ওকে বিস্মিত ও সতর্ক করে দিয়ে একটা গান বাজতে শুরু করল। ম্যাডোনার এই গানটা অত্যন্ত প্রিয় ওর। মানে? ওরা তাহলে জানে, আসছে ও? হেরিফোর্ড থেকে লন্ডনে আসার পথে ঘটনাগুলো মনে পড়ে গেল রানার। মন, মাথা ও পেশী, অত্যন্ত সতর্ক হয়ে উঠল ওর।

থামল এলিভেটর, দরজা খুলে গেল, সেই সাথে বন্ধ হয়ে গেল ম্যাডোনার গান। এলিভেটর থেকে বড়, ঠাণ্ডা, অর্ধচন্দ্র আকৃতির একটা রিসেপশন হলে বেরিয়ে এল ও। এখানে ডেস্কে কোন লোক নেই, ডেস্কের পিছনে গোটা দেয়ালটা অস্বাভাবিক মোটা কাঁচ দিয়ে তৈরি, কাঁচের ভেতর দিয়ে একটা কামরা দেখতে পেল ও, মনে হলো দৃষ্টিসীমা ছাড়িয়ে বিস্তৃত হয়েছে সেটা–জানে, কাঁচ আর আয়নার কারসাজি ছাড়া কিছু নয়। কামরাটাকে দেখে মনে হলো, সতর্কতার সাথে জীবাণুমুক্ত করা হয়েছে।

কামরার ভেতর দীর্ঘ সারিতে কমপিউটর ওঅর্ক স্টেশন দেখল রানা। ওগুলোর পিছনে, ডান ও বাম দিকে, আরও অনেক কাঁচের তৈরি পর্দা দেখা যাচ্ছে, প্রতি চারটে করে কাঁচের পর্দার ভেতর একটা করে কামরা, প্রতিটি কামরায় বিশাল আকৃতির ডাটা ব্যাংক। একটা ওঅর্কস্টেশনেও লোক নেই। বিপুল কাজ করার আয়োজন রয়েছে অ্যাভং কার্ট অফিসে, কম করেও পঁচিশ-ত্রিশজন টেকনিশিয়ান থাকার কথা অথচ একজনকেও দেখা যাচ্ছে না। গেল কোথায় সবাই?

সতর্কতার সাথে ডেস্কের দিকে এগোল রানা, নরম কার্পেটে প্রায় ডুবে গেল জুতো। ডেস্কের সামনে পৌঁছে শব্দ করে কাশল ও। চকচকে ডেস্কে একটা বেল রয়েছে, দেখতে পেয়ে বোতামটায় দু'বার চাপ দিল।

কয়েক সেকেন্ড পর পিছনের লম্বা কামরার দূর প্রান্তে নড়াচড়ার আভাস পাওয়া গেল। তারপর দেখা গেল খালি ডেস্কগুলোকে পাশ কাটিয়ে স্কার্ট পরা দীর্ঘাঙ্গী এক যুবতী এগিয়ে আসছে।

কাঁচের কামরা আর রিসেপশন হলের মাঝখানের দরজায় আসতে প্রায় এক মিনিট লেগে গেল তার। মেয়েটাকে ভাল করে দেখার যথেষ্ট সময় পেল রানা। তাকে দেখে যে-সব প্রশ্ন জাগল মনে, তার প্রায় কোনটিরই সন্তোষজনক উত্তর মিলল না। মেয়েটার হাঁটার ভঙ্গি ও ড্রেস ইউরোপিয়ান বলে মনে হলো, হাইহিলের শ্রুতিমধুর শব্দ তুলে হেঁটে এল সে। মেয়েটা ফর্সা, অতিরিক্ত ফর্সা, সাদা রঙের সাথে লালচে একটা ভাবও আছে, কিন্তু চোখ দুটো কালো। বাঙালী? স্কার্টটা কালো সিল্ক, শার্টটা সাদা সিল্ক। গলার কাছে কালো একটা রিবন জড়ানো রয়েছে। তার হাঁটার মধ্যে দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের ভাবটা লক্ষ করার মত। একহারা গড়ন, অত্যন্ত আকর্ষণীয়া, তবে রানার চোখে একটু যেন বড় মনে হলো বুক। মেয়েটাকে প্রচলিত অর্থে ঠিক সুন্দরী বলা যাবে না, তবে চেহারায় কমনীয়তা আছে, সুশ্রী বলতে হবে, চোখ আর মুখের চারপাশে মিষ্টি একটা কৌতুকের ভাব চোখ এড়াবার নয়। স্টাইল বা ফ্যাশনের স্বার্থে ছোট করে ছাঁটা হয়েছে কালো চুল, রানার ঠিক মানানসই লাগল না। মেয়েটা দরজা খুলছে, এক

সেকেন্ডের জন্যে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগল রানা–চুলগুলো আসল, নাকি রঙ করা হয়েছে? চুলের কালো গভীরতা অবাস্তব বা কৃত্রিম লাগল ওর।

'গুডমর্নিং, স্যার। আমি কোন সাহায্যে আসতে পারি?' ইংরেজিতে বলল মেয়েটা, সাথে সাথে তার আমেরিকান বাচনভঙ্গি ধরতে পারল রানা। মিষ্টি কৌতুকের ভাবটা ঠিক ধরেছে রানা, মুখ নড়ার সাথে সাথে মেয়েটার কোমল ও হাসিখুশি স্বভাবটা যেন বেরিয়ে পড়ল। কাছ থেকে নিশ্চিত হলো ও, মেয়েটার চোখ দুটো সত্যি কালো।

'ভাবছি আপনি কোন সাহায্যে আসতে পারবেন কিনা। আমি আসলে অ্যাভং কার্ট-এর জন্যে আবেদন করতে চাই।'

'ও, আচ্ছা!' ঠোঁট টিপে সামান্য হাসল মেয়েটা। 'সত্যি আমি দুঃখিত, আমি বোধহয় আপনার কোন সাহায্যে লাগব না।'

'তাই?' মেয়েটাকে ছাড়িয়ে রানার দৃষ্টি পিছন দিকে চলে গেল, মোটা কাঁচ ভেদ করে কাজের জায়গায়।

রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে পিছন দিকে একবার তাকাল মেয়েটা। 'হ্যাঁ।' আবার ক্ষীণ হাসল সে। 'হ্যাঁ, জানি। কোন স্টাফ নেই। স্টাফ বলতে একা শুধু আমি। আমিও এখন পর্যন্ত তেমন কোন নির্দেশ পাইনি। কার্ড গ্রহণ করার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে আপনাকে?'

'না। না, কোন আমন্ত্রণ...'

'আসলে, এ-ব্যাপারে আমার যদি কোন ক্ষমতাও থাকত, আপনার আবেদন গ্রহণ করতে পারতাম না আমি। শুধু আমন্ত্রণ পেলে আবেদন করার নিয়ম। আমাকে বলা হয়েছে, যারা সত্য

সমিতির চ্যারিটি ট্রাস্ট-এর সদস্য, শুধু তাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়।' রানাকে খুঁটিয়ে লক্ষ করল মেয়েটা। 'আমাদের কার্ডের কথা কোত্থেকে শুনলেন আপনি, স্যার?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আমার পুরানো এক বন্ধুর কাছে আছে।' রানা ভাবল, খবরটা কাগজে ছাপা হয়ে গেছে, ওর কথার কি প্রতিক্রিয়া হবে কে জানে। 'আমার বন্ধুর নাম নাদিরা রহমান। তার কাছে একটা অ্যাভং কার্ট দেখেছি আমি।'

'কিন্তু...' শুরু করল মেয়েটা, সামান্য বড় হলো চোখ দুটো। তারপর কি যেন মনে পড়ে গেল তার। 'ও, আচ্ছা–হতে পারে তিনি হয়তো বিশেষ সুবিধে পেয়েছেন। আমি আপনার ঠিকানা রাখতে পারি? ভবিষ্যতে যদি কখনও সদস্য গ্রহণ করা হয়...'

হাসল রানা, হাসিটা যেন মেয়েটার মুখ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারা হলো। মেয়েটা লজ্জায় রাঙা ও আড়ষ্ট হয়ে উঠল দেখে খুশি হলো ও। 'মাসুদ,' বলল ও। 'মাসুদ কায়সার।' লন্ডনের একটা ঠিকানা দিল ও, ওখানে খোঁজ নেয়া হলে তথ্যটা নির্ভেজাল বলে প্রমাণিত হবে।

'এটুকুই শুধু পারি আমি, মি. কায়সার...আপনার নাম-ঠিকানা টুকে রাখলাম। আসলে...' ইতস্তত করল মেয়েটা, যেন নিজের উচ্চারিত শব্দের ওজন অনুভব করার চেষ্টা করল, 'আসলে, আপনার মত আমিও অন্ধকারে রয়েছি।' দরজার দিকে এক পা পিছু হটল সে, ভাব দেখে মনে হলো আশা করছে রানাও তাকে অনুসরণ করবে।

করলও রানা তাই।

মেয়েটা কথা বলছে, দু'জনে ওঅর্করূমে ঢুকল। 'সত্যি কথা বলতে কি, অফিসটায় আপনিই প্রথম ঢুকলেন। এখানে আমি চাকরি করছি মাত্র দু'হপ্তা ধরে–এ ক'দিনে যতটুকু বুঝতে পেরেছি, স্টাফ বলতে একা শুধু আমি।

'এখানকার সমস্ত দায়িত্ব তাহলে আপনার ওপর?' রানার প্রশ্নের মধ্যে বিস্ময় ও অবিশ্বাস, দুটোই প্রকাশ পেল।

মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা।

'বলেন কি!' চারদিকে চোখ বুলাল রানা। সার সার ওঅর্কস্টেশন, প্রতিটি টেবিলে একাধিক টেলিফোন ও ইন্টারকম, জীবাণুমুক্ত ও ডাস্টপ্রুফ কাঁচের ছোট ছোট ঘরের ভেতর অসংখ্য ডাটাব্যাংক ইত্যাদি দেখে ওর যেন হাঁফ ধরে গেল। 'সত্যি?'

'হ্যাঁ।' আবার মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা। 'অদ্ভুত, তাই না? প্রায় বিশ লাখ পাউন্ডের আইবিএম হার্ডওয়্যার রয়েছে এখানে, সব আমার ওপর ছেড়ে দিয়েছে ওরা।'

'ওরা আপনার ইন্টারভিউ নেয়নি?'

'হ্যাঁ, নিয়েছে। তিনজন স্মার্ট তরুণ দু'ঘণ্টা ধরে ইন্টারভিউ নিয়েছে আমার। একজন আমেরিকান, একজন ইরানী, একজন ইংরেজ।

'প্রায় এক মাস আগে। দু'ঘণ্টার ইন্টারভিউয়ের জন্যে সকাল ন'টা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় আমাকে, কারণ অসংখ্য ক্যানডিডেট ছিল। কর্তৃপক্ষ আমাকে চিঠি পাঠিয়ে জানায়, চাকরিটা আমি পেয়েছি, সোমবার থেকে কাজে যোগ দিতে হবে। দু'হপ্তা আগের ঘটনা এটা। বেতন অগ্রিম পাঠিয়ে দেয়া হয়, দু'বার টেলিফোন করে আমাকে বলা হয়েছে আমি যেন তৈরি

থাকি, চাকরিপ্রার্থীদের ইন্টারভিউ নিতে হবে আমাকে, নির্বাচিত করতে হবে যাদের আইবিএম সফটওয়্যার সম্পর্কে ভাল ধারণা আছে, অন্তত এক বছর হাতে-কলমে কাজ করার অভিজ্ঞতা না থাকলেই নয়, ভাল ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট থাকতে হবে...ছকটা তো আপনি জানেনই।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আপনার চাকরি হলো...নিশ্চয়ই কোথাও বিজ্ঞাপন দেখে আবেদন করেছিলেন?'

দুটো সাময়িকী আর তিনটে দৈনিক পত্রিকার নাম করল মেয়েটা।

'এখানেই বুঝি আপনার ইন্টারভিউ নেয়া হলো?'

'হ্যাঁ।' মুখ তুলে তাকাল মেয়েটা, তার কালো চোখে একটু যেন উদ্বেগের ছায়া দেখল রানা। যেন রানার ধারণাকে সমর্থন জানাবার জন্যেই বলল সে, 'কি জানেন, গোটা ব্যাপারটা আমার ঠিক ভাল ঠেকছে না। এত আয়োজন, এত খরচ, অথচ এ-সব কোন কাজেই আসছে না। ব্যাপারটা একটু পাগলামি নয়?'

'আপনার নাম কি?' স্বাভাবিক প্রশ্ন, বি.এস.এস. হেডকোয়ার্টারে ফিরে কমপিউটরে খোঁজ নেবে রানা।

'নিনি। আমাকে সবাই নিনি বলে ডাকে।'

কোন কারণ নেই, তবু রানার মনে হলো নামটা আসল না-ও হতে পারে। নিনি, কেমন যেন একটা ভুয়া ভুয়া ভাব আছে। তবে বলা যায় না, আসল নামও আজকাল নকল বলে সন্দেহ হয়। 'শুনুন, নিনি–আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন, আমি বলব, উদ্বিগ্ন হবার যথেষ্ট কারণ আছে। এখানকার পরিবেশ, আয়োজন

ইত্যাদি ঠিক স্বাভাবিক বলা যায় না। আপনি বরং আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন, লাভ ছাড়া লোকসান হবে না। আপনার পুরো নামটা কি যেন?'

'তোমাদের দু'জনেরই উদ্বিগ্ন হবার যথেষ্ট কারণ আছে!' দোরগোড়া থেকে ভেসে এল কর্কশ হুমকি।

শব্দের উৎস লক্ষ্য করে ফিরল ওরা। পেশীবহুল এক শ্বেতাঙ্গ, নীল ডোরাকাটা সার্জের স্যুট পরে আছে। তার পিছনে আরও দু'জন লোক রয়েছে, দেখেই বোঝা যায় বডিবিল্ডার। নির্দয়, নীচ, ভিলেনের মত চেহারা।

'মি. রবার্টসন!' নিনির গলা থেকে বিস্ময়সূচক একটা ধ্বনি বেরিয়ে এল।

'আপনি ওকে চেনেন?' বিড়বিড় করে জিজ্ঞেস করল রানা।

'মি. রবার্টসন আমার ইমিডিয়েট বস্। তিনিই আমাকে কাজটা দিয়েছেন।'

পেশীবহুল, সুদর্শন, স্মার্ট রবার্টসনের ঠোঁটে ব্যঙ্গাত্মক, ধারাল হাসি ফুটল। 'মি. রবার্টসন তোমাকে চাকরিটা দিয়েছেন, মিস নিনি। মি. রবার্টসন দেন, এবং মি. রবার্টসন কেড়ে নেন। তোমার সম্পর্কে জানি আমরা। তোমার বন্ধু মি. রানা সম্পর্কেও ভাল ধারণা রাখি।'

'ওঁর নাম কায়সার। মাসুদ কায়সার। উনি তো সে-কথাই বললেন আমাকে।'

'আমি সত্যি কথা বলিনি,' সহজসুরেই বলল রানা। 'মি. রবার্টসনই ঠিক বলেছেন।'

'কিন্তু...!' নার্ভাস হয়ে পড়ল নিনি।

সরাসরি রবার্টসনের দিকে তাকাল রানা। 'মি. রবার্টসন, তুমি কি তোমার সঙ্গীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে? কারা ওরা–মি. চোর আর গুণ্ডা?'

সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে সঙ্কেত দিল রবার্টসন, তাকে পাশ কাটিয়ে সামনে এগোল তারা, প্রভুভক্ত কুকুরের মত। রানা লাফ দিয়ে ডান দিকে সরে যাবার আগে তিন পা এগোল তারা, ইতোমধ্যে রানার হাতে বেরিয়ে এসেছে এএসপি অটোমেটিকটা।

রবার্টসনকে নড়তে দেখেনি রানা। লোকটা অসম্ভব ক্ষিপ্র, প্রভুর চেয়ে শিষ্যদের ওপর বেশি নজর দিয়ে ফেলায় নিজেকে তিরস্কার করল ও। এক সেকেন্ড আগে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল সে, হাজার ডলার দামের স্যুটে অভিজাত আর মার্জিত লাগছিল, পরমুহূর্তে কার্পেটের ওপর হামাগুড়ি দিতে দেখা গেল তাকে, তার হাতে কুৎসিত কি যেন একটা বেরিয়ে এসেছে। বিস্ফোরণটা হলো অত্যন্ত জোরাল, কমবেশি গোটা দশেক আইবিএম কমপিউটার ওঅর্কস্টেশন পরিণত হলো অকেজো প্লাস্টিক, কাচ আর সিলিকন চিপস-এর স্তূপে।

'হাতের ওটা ফেলে দাও, রানা। তা না হলে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে।' কথার ফুলঝুরি নয়, ধোঁয়া সরে যাবার পর রবার্টসনের হাতে খাটো, কুৎসিত দর্শন একটা কমব্যাট শটগান দেখল রানা। কোন্ টাইপের অস্ত্র তা নিয়ে মাথা ঘামাল না, তবে এসপিএএস মডেল ১২-র সাথে মিল লক্ষ্য করল–অত্যন্ত শক্তিশালী অস্ত্র, কারণ জিনিসটা সেমি-অটোমেটিক, ছয় সেকেন্ডের মধ্যে সাতটা বারো বোরের কার্ট্রিজ ফায়ার করতে পারে। অস্ত্রটা কতটুকু কি ক্ষতি করতে পারে আন্দাজ করার দরকার নেই, বিধ্বস্ত আইবিএম

হার্ডওয়্যারগুলোই সাক্ষ্য বহন করছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাতের এএসপি ফেলে দিল রানা, হাত দুটো মাথার ওপর তুলল।

ইতোমধ্যে গুণ্ডাদের একজন মেয়েটার ঘাড়ে শক্ত হাত রেখেছে, তাকে সামনে নিয়ে এগিয়ে আসছে রানার দিকে।

'পরিস্থিতি এখন আমাদের অনুকূলে,' সন্তুষ্ট চিত্তে বলল রবার্টসন, রানাকেও একই কায়দায় ধরার জন্যে দ্বিতীয় গুণ্ডাটাকে ইঙ্গিত করল সে।

লোকটা রানার দিকে ফিরল, ভঙ্গিটা আনআর্মড কমব্যাট ইনস্ট্রাকটরের, যেন ডামি নিয়ে মহড়া দিচ্ছে। পরমুহূর্তে দেখা গেল রানার ঘাড়টা একহাতে জড়িয়ে ধরেছে সে, অপর হাতটা ওর মাথার পিছনে। রানা জানে, শুধু একটা চাপ দেয়ার অপেক্ষা, ঘাড়টা মট করে ভেঙে যাবে। লোকটার মুখ থেকে একটা গন্ধ ঢুকল রানার নাকে। কড়া মদ বলে চিনতে পারল ও।

'এখন তাহলে কি হবে?' অনেক কষ্টে কথা বলল রানা, লোকটা ওর কণ্ঠনালীতে চাপ বাড়াচ্ছে।

'বন্ধুদের সাথে দেখা করতে যাব আমরা। যাব অত্যন্ত সাবধানে। চুপচাপ।' এগিয়ে এসে রানা আর নিনির মুখোমুখি হলো রবার্টসন। তার বাম আর ডান দিকে রয়েছে ওরা দু'জন। গুণ্ডারা রয়েছে ওদের দু'জনের পিছনে।

'নিচতলার লবিতে নামব। ওখানে আমাদেরকে হাঁটতে দেখে লোকজন ভাববে পরস্পরের বন্ধু আমরা। কেউ যদি কোনরকম চালাকি করে...,' শটগান ধরা হাতটা তুলে দেখল রবার্টসন, তারপর জ্যাকেটের ভেতর লুকিয়ে ফেলল সেটা। 'আশা করি আমার কথা বুঝতে পেরেছ, তাই না?' প্রথমে রানা, তারপর

নিনির দিকে তাকাল সে।

মাথা ঝাঁকাবার ব্যর্থ চেষ্টা করল রানা। বিড়বিড় করল, 'হ্যাঁ।' একই ধরনের বেসুরো একটা আওয়াজ শুনতে পেল নিনির তরফ থেকে। প্রশ্নটা আবার জাগল ওর মনে, নিনিই কি মেয়েটার আসল নাম? মেয়েটা কি বাঙালী?

সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে মাথা ঝাঁকাল রবার্টসন। ঘাড়ের ওপর চাপ কমল, তবে শিকারদের ঠিক পিছনেই থাকল গুণ্ডারা।

'আমার পরামর্শ, তোমরা আগে থাকো, মি. রানা আর মিস নিনি। তোমাদের ঠিক পিছনে থাকব আমি, সঙ্গীরা থাকবে আমার পিছনে। আরেকবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, আমার হাতের এই জিনিসটা তোমাদের ছাতু বানিয়ে দিতে পারে–আক্ষরিক অর্থেই। এবার...' শ্বেতাঙ্গ তরুণ তার কথা শেষ করতে পারল না, কারণ বিস্ময়কর একটা ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে। অল্প সময়ের ব্যবধানে আজ এই দ্বিতীয়বারের মত নড়াচড়াটা ভালভাবে লক্ষ করেনি রানা, তবে বুঝতে পারল কে নড়ল।

নিনির পিছনে দাঁড়ানো লোকটা আহত পশুর মত গুঙিয়ে উঠল। রানা দেখল, কোমর ভাঁজ করে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে নিনি, গুণ্ডা লোকটা অকস্মাৎ নিনির মাথার ওপর থেকে ডিগবাজি খাওয়ার ভঙ্গিতে নেমে আসছে, সোজা রবার্টসনকে লক্ষ্য করে।

ক্ষিপ্রতার সাথে আরেক পশলা গুলি করল রবার্টসন, তবে গুলি করার সময় তার নিজের লোকই ধাক্কা দিল তাকে। রক্ত আর কাপড় যেন বিস্ফোরিত হলো, ছিটকে পড়ল কামরার ভেতর, তবে ইতোমধ্যে সরে গিয়ে দ্বিতীয় গুণ্ডার পিছনে দাঁড়িয়েছে নিনি।

রানা দেখল লোকটার কব্জি চেপে ধরল নিনি। পরমুহূর্তে দেখা গেল, বিশালদেহী লোকটা চারদিকে বন বন করে চক্কর খাচ্ছে। নিনি যেন বাচ্চা একটা ছেলেকে বৃত্তাকারে ঘোরাচ্ছে। এক সময় কব্জিটা ছেড়ে দিল সে, তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার তুলে আরেক সারি আইবিএম-এর ওপর মাথা দিয়ে পড়ল লোকটা। রোমহর্ষক পতন ও ভাঙচুরের শব্দ হলো, পরমুহূর্তে চোখ-ধাঁধানো বৈদ্যুতিক আগুন আর ফুলকি ছুটল চারদিকে। তবে ইতোমধ্যে নিজের এএসপি অটোমেটিকের দিকে ডাইভ দিয়েছে রানা।

মেঝেতে, কার্পেটের ওপর, নিজের হাতে খুন করা সঙ্গীর সাথে ধস্তাধস্তি করছে রবার্টসন। লাশটা গায়ের ওপর থেকে সরাতে কয়েকবারই ব্যর্থ হলো সে, একটা হাত বাড়িয়েও নাগাল পেল না শটগানের।

'হাল ছেড়ে দাও,' কঠিন সুরে তাকে পরামর্শ দিল রানা, হাতের পিস্তলটা রবার্টসনের দিকে তাক করল। কিন্তু ওর কথায় কান না দিয়ে লাশটা অবশেষে গা থেকে ঝেড়ে ফেলল রবার্টসন, একটা হাত এরইমধ্যে পৌঁছে গেছে শটগানের ওপর।

শটগানটা তুলছে রবার্টসন, এই সময় তার পিছনে যেন বাতাস থেকে তৈরি হলো একটা নারীমূর্তি। নিনির হাত দুটো তলোয়ারের ধারাল ফলার মত কোপ মারল, সরাসরি রবার্টসনের ঘাড়ের পাশে।

গুঙিয়ে উঠে নেতিয়ে পড়ল রবার্টসন, তুলো ভরা পুতুলের মত তার ঘাড় এদিক ওদিক গড়াল।

'এ-সব কেরামতি তুমি শিখলে কোত্থেকে?' একই পেশায় আছে ধরে নিয়ে মেয়েটার সাথে ঘনিষ্ঠতা অনুভব করল রানা,

সম্বোধনে নতুন আন্তরিকতা ফুটল। ওর চেহারায় প্রশংসার ভাবটুকুও চাপা থাকল না।

'নিনি খন্দকারকে চিনতে ভুল করেছে ওরা,' বলল মেয়েটা। 'কোত্থেকে শিখেছি? হতে পারে তুমি যেখান থেকে শিখেছ, আমিও সে ধরনের কোথাও থেকে শিখেছি। তবে তোমার চেয়ে ভাল পজিশনে ছিলাম আমি।' হাত দিয়ে শার্ট আর স্কার্ট ঠিকঠাক করল সে, মোজার কিনারা ও বুনন পরীক্ষা করল।

'নিনি খন্দকার, কেমন?' বাংলায় জিজ্ঞেস করল রানা। 'তুমি তাহলে...'

'আমেরিকান/বাঙালী,' নির্লিপ্তকণ্ঠে বলল নিনি। 'বাংলাদেশে জন্ম, আমেরিকান নাগরিক।'

'নিনি, এখান থেকে আমাদের কেটে পড়া উচিত। তবে, তার আগে, আমাকে একটা টেলিফোন করতে হবে।'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল নিনি। চারদিকে চোখ বুলিয়ে ক্ষতির পরিমাণ আন্দাজ করার চেষ্টা করল। বৈদ্যুতিক আগুনের নীল একটা শিখা কার্পেটের নাগাল পেয়ে গেছে। 'সর্বনাশ!' বলল সে। 'ব্যাখ্যা করতে হলে জান বেরিয়ে যাবে। তোমার নাম কি সত্যি রানা? তুমিও কি বাঙালী?'

'হ্যাঁ,' নিশ্চয়তা দিয়ে বলল রানা। 'মাসুদ রানা। তোমারটা?'

'তোমাকে আমি প্রথমবারই সত্যি কথা বলেছি, তবে তাতে কোন লাভ হলো না আমার। তোমার সম্পর্কে আমার ধারণা যদি সত্যি হয়, তাহলে কোন সন্দেহ নেই তোমার বস্ আমার ওপর ভীষণ খেপে যাবেন।'

'তারচেয়ে বেশি খেপবে রবার্টসনের বস্।'

একমত হলো নিনি, তার দিকে পিছন ফিরে কাছের ফোনটা তুলে নিল রানা। মারভিন লংফেলোকে দু'এক কথায় রিপোর্ট করবে ও, ডিজপোজাল ইউনিটকে জঞ্জাল পরিষ্কার করার জন্যে আসতে বলবে। কিন্তু ফোনটা কোন শব্দ করছে না। রানা আশঙ্কা করল, গোটা বিল্ডিঙের ইলেকট্রিসিটিই বোধহয় অচল হয়ে গেছে। 'আমাদের আর দেরি করা উচিত নয়,' বলল ও, দেখল খপ্ করে হ্যান্ডব্যাগ আর জ্যাকেটটা তুলে নিল নিনি।

'ঠিক।'

দোরগোড়ায় থামল ওরা, পিছন ফিরে তাকাল রানা। 'সত্যি দুঃখজনক,' বলল ও। 'এখানে আমরা একগাদা ইনকমপ্যাটিবল হার্ডওয়্যার রেখে যাচ্ছি।'

এলিভেটরে চড়ল ওরা, বাহনটা এখনও সচল আছে দেখে বিস্মিত হলো।

'রবার্টসন লোকটাকে কখনোই পছন্দ করতে পারিনি আমি,' নিচের তলার রিসেপশন হলে নেমে বলল নিনি, দু'জনের হাবভাব দেখে মনে হতে পারে লাঞ্চ খেতে বাইরে যাচ্ছে।

'তার সঙ্গী দু'জনও পছন্দ হবার মত লোক নয়।' মৃদু হাসল রানা। 'তোমাকে একটা ধন্যবাদ দেয়ার কথা মনে করিয়ে দিয়ো আমাকে, মিস খন্দকার।'

'ভেবো না দেব না।' নিনিও ফিরিয়ে দিল নিঃশব্দ হাসিটা।

বিল্ডিঙটা থেকে বেরিয়ে এসেছে ওরা, এই সময় ফায়ার অ্যালার্মে ট্রিগার অন করে দিল স্মোক ডিটেকটর। ভ্যানটা সেই আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে, তবে পায়চারি বাদ দিয়ে কোথায় যেন সরে গেছে ফুটপাথের লোকটা। ফুটপাথ ধরে বাম

দিকে হন হন করে হাঁটল রানা, নিনির একটা কনুই ধরে আছে। প্রথম বাঁকটা ঘুরল ওরা, একটা ট্যাক্সির খোঁজে চারদিকে তাকাল। নিনির কনুইটা আরও শক্ত করে চেপে ধরল ও। মেয়েটাকে হাতছাড়া করার কথা ভাবতে পারছে না।

একটা ট্যাক্সি ছুটে আসছে দেখে নিনি জানতে চাইল, 'রানা, তোমার পেশা সম্পর্কে আমাকে বলবে?'

'সিভিল সার্ভেন্ট বলতে পারো।' ট্যাক্সিতে ওঠার পর ড্রাইভারকে রানা বলল, 'কিলবার্ন।'

'সশস্ত্র একজন সিভিল সার্ভেন্ট?'

'ঠিক ধরেছ।'

'সিকিউরিটি সার্ভিস?'

'কিছু যদি মনে না করো, নিনি, আমারও কিছু প্রশ্ন আছে। সত্যি কথা শুনতে চাই আমি। তোমার পেশাটা কি?'

'বেশ।' একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল নিনি। 'সত্যি কথাটা হলো, আমি ইউনাইটেড স্টেটস অভ আমেরিকার ইন্টারন্যাল রেভিনিউ সার্ভিসের একজন আন্ডারকাভার ইনভেস্টিগেটর।'

'কেউ ট্যাক্স ফাঁকি দিলে তাকে ধরা তোমার কাজ? কিন্তু ইংল্যান্ডে কি করছ তুমি?'

সরাসরি জবাব না দিয়ে নিনি বলল, 'ছোট্ট একটা সমস্যায় পড়েছি আমি, রানা।'

'বলো?'

'ইংল্যান্ডে আমি কাজ করছি গোপনে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমতি চাওয়া হয়নি। তুমি আসলে আমাকে হাতেনাতে ধরে ফেলেছ, রানা।'

'ধরা যখন পড়েই গেছ, তার মাসুল তোমাকে দিতে হবে,' সহাস্যে বলল রানা। 'তবে যোগ-বিয়োগ করে দেখতে হবে, পাপের চেয়ে পুণ্য বেশি করে ফেলেছ কিনা।'

'পুণ্য, রানা?'

'আমার চেয়ে ভাল পজিশনে ছিলে তুমি,' বলল রানা। 'ইচ্ছে করলে ওদের মত আমাকেও কাবু করতে পারতে। কিন্তু তা না করে আমাকে তুমি ওদের হাত থেকে রক্ষা করেছ।'

'তোমার মত উদার মানুষের হাতে ধরা পড়েছি, ভাবতে আমার ভালই লাগছে,' কৃতজ্ঞতার সাথে বলল নিনি।

'অপেক্ষা করো, আমার সবগুলো গুণ সম্পর্কে এখনও কিছু জানো না তুমি।'

আট

'রকসনকে আমি জ্যান্ত কবর দেব!' ডেস্কের ওপর ঘুসি মারলেন মারভিন লংফেলো, ফলে প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার থেকে শুরু করে রাহাত খান পর্যন্ত সবাই থরথর করে কেঁপে উঠলেন তাঁর অফিস কামরার দেয়ালে।

'মি. লংফেলো, আমার কিন্তু মনে হয় না হার্বার্ট রকসন এ-ব্যাপারে কিছু জানে।'

'আমেরিকানরা কি করছে না করছে, সি.আই.এ. তা জানে না, এ হতে পারে? ইংল্যান্ডের মাটিতে বিনা অনুমতিতে তৎপরতা

চালাবে ওরা, আর আমি তা সহ্য করব?' ছোঁ দিয়ে ইন্টারকম ফোনের রিসিভার তুলে নিলেন বি.এস.এস. চীফ, অক্লান্ত ও নিবেদিত প্রাণ এলিজাবেথকে একের পর এক নির্দেশ দিয়ে গেলেন। 'প্রথমে, ইউ. এস. অ্যামব্যাসীর ইনফরমেশন সেক্রেটারি মি. হার্বার্ট রকসনকে আমার অভিনন্দন জানাবে। আজ বিকেল পাঁচটার সময় আমার অফিসে তার জন্যে আমি অপেক্ষা করব। তারপর...'

লিজাকে নির্দেশ দিচ্ছেন মারভিন লংফেলো, আজ সকালের ঘটনায় ফিরে গেল রানার মন। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতে বলেছিলেন বি.এস.এস. চীফ, ঠিক তাই করেছে ও। পরিস্থিতির কারণে অনেক সময় প্রথমে অ্যাকশন নিতে হয়, অনুমতি চাইতে হয় পরে। নিনি খন্দকারকে অক্সফোর্ড স্ট্রীট থেকে সরাসরি বি.এস.এস. সেফ হাউস কিলবার্নে নিয়ে যায় রানা। সাধারণত বি.এস.এস. এজেন্টদের ডিব্রিফিঙের জন্যে এবং অপারেশন শেষ করার পর গা ঢাকা দেয়ার জন্যে ব্যবহার করা হয় সেফ হাউসটা।

কিলবার্ন সেফ হাউসে পৌঁছে জায়গাটা খালি দেখল রানা, তবে সশস্ত্র দু'জন কেয়ারটেকার রয়েছে। ভেতরে ঢুকে প্রথমেই বি.এস.এস. 'ডিপোজাল ইউনিট'-কে টেলিফোন করল ও, অ্যাভং কার্ট অফিসে কি ঘটেছে সংক্ষেপে জানিয়ে নির্দেশ দিল, হতাহতদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরিয়ে আনতে হবে। আগুনের কথা বলে সতর্ক করে দিতে ভুলল না যে ওখানে এরইমধ্যে দমকল বাহিনীর কর্মী ও পুলিস পৌঁছে যেতে পারে। রিসিভার নামিয়ে রেখে সশস্ত্র কেয়ারটেকারদের ডাকল ও, নিনি খন্দকারের

ব্যাপারে কি করতে হবে জানিয়ে দিল। 'মুহূর্তের জন্যেও চোখের আড়াল করবে না। ফিরে গিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারি একজন মহিলা অফিসারকে পাঠিয়ে দেব আমি। তার আগে পর্যন্ত ওর সাথে এমন ব্যবহার করবে, ও যেন একটা বাঘিনী–ভয়ও করবে, সমীহও করবে।'

'ইয়েস, স্যার!' কেয়ারটেকার তরুণদের একজন বলল, 'আমাদের দেখতে হবে ওঁর যেন কোন বিপদ না হয়, আর উনি যেন আমাদের জন্যে কোন বিপদ হয়ে না ওঠেন, এই তো?' তার মুখে হাসি নেই।

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল রানা।

পাশের কামরায় ফিরে এসে নিনিকে বলল ও, 'শান্ত হয়ে বিশ্রাম নাও। কেউ যেন বাইরে থেকে তোমাকে দেখতে না পায়। কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে সব ঠিক করে ফেলব আমি। কোন চিন্তা কোরো না।'

'তোমার পক্ষে বলা সহজ।' ম্লান হাসল নিনি খন্দকার। 'কিন্তু এ তো আর মিথ্যে নয় যে এ-দেশে বেআইনী তৎপরতায় লিপ্ত হয়েছি আমি!'

মিথ্যে নয়, ভাবল রানা। তবে, নিজের ওপর বিশ্বাস আছে ওর, যুক্তি দিয়ে মি. লংফেলোকে বোঝাতে পারবে। ট্যাক্সি করে আসার পথে নিজেদের মধ্যে খানিকটা আলাপ হয়েছে ওদের। রানা নিজেদের পরিচয় পত্র দেখাবার পর নিনিও তার কাগজ-পত্র দেখিয়েছে। নিজের অ্যাসাইনমেন্ট সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা দিয়েছে মেয়েটা। 'সত্যদর্শীদের চ্যারিটি ট্রাস্ট আসলে একটা ফ্রন্ট। ওদের লীডার সত্যবাবা কোটি কোটি ডলার সরিয়ে

ফেলেছে। সত্য সমিতির হেডকোয়ার্টার হলো আমেরিকায়। সারা দুনিয়ায় এ-ধরনের অনেক সমিতি আর ভুয়া কোম্পানী খুলেছে সে। আমাকে নিয়ে ছ'জন এজেন্টকে বিভিন্ন দেশে পাঠানো হয়েছে তদন্ত করার জন্যে। শুধু আমেরিকা থেকেই সত্য সমিতির নামে চাঁদা তোলা হয়েছে কয়েক বিলিয়ন ডলার। ইন্টারন্যাল রেভিনিউ সার্ভিস একা নয়, আরও অনেক এজেন্সি সত্যবাবার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে।'

'আচ্ছা!'

অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল নিনি খন্দকার, 'এ-কথা বিশ্বাস্য নয় যে তুমি স্রেফ কৌতূহলবশত অ্যাভং কার্ট-এর জন্যে আবেদন করতে গিয়েছিলে। নাদিরা রহমানের নাম বলেছ তুমি। শোনো তাহলে, তার কার্ড আজ সকালে বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। যে অল্প দু'একটা কাজ আমি করেছি, তার মধ্যে ওটা একটা ছিল।'

'নাদিরা রহমান বেঁচে নেই,' শান্ত সুরে বলল রানা। 'সে মারা যাওয়াতেই অ্যাভং কার্ট সম্পর্কে প্রথমে জানতে পারি আমরা। হ্যাঁ, সত্যবাবা যে বহুরূপী, সেটা আমাদেরও ধারণা। অ্যাসাইনমেন্টটায় কতদিন হলো কাজ করছ তুমি?'

'এ-পর্যন্ত পৌঁছুতে দু'মাসের মত খাটতে হয়েছে আমাকে। তারপর কি হলো? মুহূর্তের মধ্যে গোটা ব্যাপারটা কেঁচে গেল।'

'পুরোপুরি কেঁচে গেল, তা বলা যায় না। এইমাত্র মাঠে নেমেছি আমরা, তদন্ত চলতে থাকবে। তোমাকে যাতে কোন আইনের প্যাঁচে পড়তে না হয়, তার জন্যে যথাসাধ্য করব আমি।' মিষ্টি করে হাসল রানা। 'আমাদের ডিরেক্টর, ভাব দেখান বেরসিক, কিন্তু আসলে সুন্দর চেহারার কদর দিতে জানেন–আর

যদি ফিগারটা সুন্দর হয়, ছোটখাট অপরাধ বা ত্রুটি মাফ করে দিতে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। ব্যাপারটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

অনিশ্চিত দেখাল নিনিকে, তারপর সামনের দিকে একটু ঝুঁকল, আরও যেন কি বলতে চায় সে।

'তোমাকে আমাদের একটা সেফ হাউসে নিয়ে যাচ্ছি,' নিনির কাঁধে হালকা একটা হাত রেখে অভয় দিল রানা। 'অফিসকে সবকিছু ব্যাখ্যা করতে হবে, ততক্ষণ ওখানে থাকতে হবে তোমাকে। তোমার যদি আরও কিছু বলার থাকে, যদি কোন তথ্য দিতে চাও, এখনই বলে ফেলা ভাল। সত্যবাবার ওপর মোটাসোটা একটা ফাইল আছে আমাদের কাছে।'

'হুঁ।' এখনও সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে নিনি। তারপর রানার দিকে তাকাল সে। 'আরেকটা কথা বলা দরকার। তুমি কি পীর হিকমত বলে কারও কথা শুনেছ কখনও, রানা?'

'আমাদের এই পেশায় শোনেনি কে?'

'একটা লিঙ্ক আছে...এই সত্যবাবা আর হিকমতের মধ্যে।'

'সত্যি? কি ধরনের লিঙ্ক?'

'চিঠি। টেলিগ্রাম। টেলিফোনের একাধিক আলাপ, অন্য এক এজেন্সি মনিটর করে। পীর হিকমত একজন ক্রিমিনাল, যদিও কেউ তার বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত কোন প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারেনি। সমস্ত বিবরণ আমার জানা নেই।'

'বলে ভাল করেছ।' কোন তথ্য ফাঁস করতে রাজি নয় রানা। 'আমরাও পীর হিকমতকে ধরতে চাই।'

'তুমি জানো উনিশশো বিশ সালে আল কাপুকে ধরার জন্যে

ইন্টারন্যাল রেভিনিউ সার্ভিসকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল? অনেকদিন পর আবার সে-ধরনের একটা দায়িত্ব চেপেছে আমাদের ঘাড়ে, এম.ভি.এফ. সত্যবাবা আর পীর হিকমতকে ধরতে হবে। তুমি জানো, ওকে কিং অভ টেরর বলা হয়?'

'জানতাম না, তবে নামটা যথার্থ।'

রানার মত নিনিও যদি তথ্য চেপে রাখে তাহলে আলাদা কথা, তা না হলে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে পীর হিকমত আর সত্যবাবা যে একই ব্যক্তি এ-ব্যাপারে তার বস্ তাকে কোন আভাস দেননি। 'তোমার কাজে কোন সমস্যা হলে আমরা সেদিকটা দেখব,' প্রতিশ্রুতি দিল রানা, নিনির হাতের উল্টো পিঠে হালকাভাবে ঠোঁট বুলাল, অপর হাতটা মুঠোর ভেতর নিয়ে চাপ দিল মৃদু।

ইংল্যান্ডে নিনি খন্দকারের উপস্থিতি সম্পর্কে রানার কাছ থেকেই খবর পেলেন মারভিন লংফেলো। সঙ্গত কারণেই হার্বার্ট রকসনের ওপর রাগ হয়েছে তাঁর। কোন মার্কিন এজেন্সি ইংল্যান্ডে আসতে চাইলে স্বরাষ্ট্র অথবা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে আগে থেকে জানিয়ে অনুমতি নিতে হবে, অনুমতি নেয়ার দায়িত্ব ইউ. এস. অ্যামব্যাসীর। ইচ্ছে করলে সরাসরি বি. এস. এস. চীফের কাছ থেকেও অনুমতি চাইতে পারে তারা। দায়িত্ব পালনে তাদের এই ব্যর্থতাকে ছোট করে দেখতে রাজি নন মারভিন লংফেলো। দেশের সার্বভৌমত্বের ওপর শ্রদ্ধা প্রকাশে অবহেলা করা হলে, সে যে-ই হোক, তাকে তিনি ক্ষমা করবেন না।

'সত্যবাবার বিরুদ্ধে কাজ করছে মেয়েটা, মি. লংফেলো। শুধু সত্যবাবা নয়, পীর হিকমতও তার টার্গেট। তাছাড়া, মেয়েটা

অত্যন্ত দক্ষ–ধরতে গেলে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে।' রানার গলায় আবেদন। তখনই ফেটে পড়লেন বি.এস.এস. চীফ, নির্দেশ দিতে শুরু করলেন ইন্টারকমে।

ম্লান চেহারা নিয়ে অপেক্ষা করছে রানা, ইন্টারকমে একের পর এক নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন মারভিন লংফেলো। একটানা অনেকক্ষণ ডিকটেশন দিলেন তিনি, মার্কিন দূতাবাসে পাঠাতে হবে মেমোটা। একটা করে চিঠি পাঠাতে হবে স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে। এরপর, 'মোস্ট আর্জেন্ট' 'সিক্রেট' একটা নোট ডিকটেট করলেন তিনি, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, অ্যান্টি-কোরাপশন, আর মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স অফিসে পাঠানো হবে। এই সময় চেম্বারের দ্বিতীয় দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল জন মিচেল। বি.এস.এস-এর অপারেশন্যাল হেড সে, মারভিন লংফেলোর চীফ অভ স্টাফ-এর দায়িত্বও পালন করতে হয় তাকে।

বন্ধুকে দেখে স্মিত হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। পরমুহূর্তে ভুরু জোড়া কুঁচকে প্রশ্নবোধক হয়ে উঠল। জন মিচেলের হাতে একটা টেলিগ্রাম দেখতে পাচ্ছে ও। উদ্বেগে থমথম করছে তার চেহারা।

রানার পাশে চলে এল মিচেল, টেলিগ্রামটা ওর চোখের সামনে মেলে ধরল।

'কাল রাতে প্যাঙবোর্নের জমিদার বাড়ি
ছেড়ে চলে গেছে সত্যবাবার শিষ্যরা।
চারপাশে গিজগিজ করছে রিপোর্টাররা। জমিদার বাড়ির
গেটে একটা নোটিস টাঙানো রয়েছে, তাতে লেখা:
সত্যবাবার গোটা সমিতি গোপন আস্তানায় উঠে যাচ্ছে।

কারণ পত্রিকায় তাদের সম্পর্কে আজেবাজে খবর ছাপা হবার পর লোকজন মারমুখো হয়ে উঠেছে। নতুন নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করছি আমি। বার্ড।'

'বার্ড আবার কে?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল রানা, মারভিন লংফেলো এখনও নির্দেশ দিতে ব্যস্ত।

'তোমার ট্রেনিং গ্রাউন্ডের সার্জেন্ট–বিল রেম্যান।'

'আমার সার্জেন্ট হতে যাবে কেন?' চাপাকণ্ঠে উষ্মা প্রকাশ করল রানা। 'হেরিফোর্ড থেকে আসার সময় গাড়িটা তাকে চালাতে দিই আমি, ব্যস, তার সাথে এটুকুই সম্পর্ক আমার। আসার পথে সামান্য সমস্যা হয়েছিল, নিজের দক্ষতা প্রমাণ করেছিল লোকটা।'

'বসকে কথাটা বলে দেখো,' ফিসফিস করল জন মিচেলও। 'অস্থায়ীভাবে হলেও, সার্জেন্টকে বি.এস.এস-এর একটা শক্তি বলে গণ্য করা হচ্ছে, তোমাকে ধরা হয়েছে তার সাহায্যকারী বা সহকারী হিসেবে।'

'মারব শালা...,' নিজেকে সামলে নিল রানা।

ঠিক সেই মুহূর্তে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন মারভিন লংফেলো, ওদের দিকে ফিরলেন, কটমট করে তাকালেন দু'জনের দিকে। 'কি ব্যাপার, ফিসফাস করার কি ঘটল?'

'বার্ড সঙ্কেত পাঠিয়েছে, স্যার।' কাগজটা বাড়িয়ে ধরল জন মিচেল।

টেলিগ্রামটা পড়লেন মারভিন লংফেলো। 'হুম। চিড়িয়া ভেগেছে, কেমন?'

'সেরকমই মনে হচ্ছে।' নিনি খন্দকারকে বি. এস. এস.

হেডকোয়ার্টারে নিয়ে আসার জন্যে মনে মনে অস্থির হয়ে আছে রানা। সরাসরি কথা বলার সুযোগ পেলে নিজের যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে সে, মারভিন লংফেলো তার যুক্তি মেনে নিতে বাধ্য হবেন–অন্তত ওর তাই ধারণা। এক সেকেন্ড ইতস্তত করে প্রশ্নটা করেই ফেলল–'আমি কি, মি. লংফেলো, নিনি খন্দকারকে নিয়ে আসতে পারি?'

সরাসরি রানার দিকে তাকালেন মারভিন লংফেলো। 'কেন?'

'সত্যদর্শীদের দু'একজনের সাথে যোগাযোগ হয়েছে মেয়েটার–তাদের মধ্যে রবার্টসন একজন, আরও দু'জনের নাম আমার জানা হয়নি। নিনির সাথে আমাদের কথা বলা দরকার।'

'সময় হোক। এখন আমি চাই, দেরি না করে ক্লিনিকে চলে যাও তুমি। ডোনা চেস্টারফিল্ডকে নিয়ে প্রফেসর ওয়েদারবাই কি করছেন দেখে এসো।' ক্ষীণ, দুষ্ট হাসি ফুটল মারভিন লংফেলোর ঠোঁটে। 'তার বাপ আজকের দিনটা অন্তত অডিটের ঝামেলা থেকে রেহাই দিয়েছেন আমাদের।'

'বার্ড সম্পর্কে কি ভাবছেন আপনি?' জানতে চাইল রানা।

'কি ভাবব তার সম্পর্কে?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন মারভিন লংফেলো।

'প্যাঙবোর্নে তো সত্যদর্শীরা নেই। এখন তাকে কোথায় পাঠানো হবে?'

'এখনও কিছু ঠিক করিনি।'

'কানে এল,' বলল রানা, 'আমাকে তার স্পনসর বলে মনে করা হচ্ছে–তাই ভাবলাম, হয়তো আমাকেই ঠিক করতে হবে তার ভবিষ্যৎ।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালেন বি. এস. এস. চীফ। 'ভাবছি, তাকে সিঁধ কাটতে পাঠালে কেমন হয়?'

'জ্বী?' বিস্মিত হবার ভান করল রানা। 'সিঁধ কাটতে পাঠাবেন? কিন্তু এর আগে এ-ধরনের কাজ করতে গিয়ে ঝামেলায় পড়তে হয়েছে আমাদের, মি. লংফেলো।'

হেসে উঠলেন মারভিন লংফেলো। 'এর আগে আমরা সিঁধ কাটতে পাঠিয়েছিলাম তোমার ভক্ত সেই ভদ্রলোককে.·· কি যেন বেশ নাম তার.·· গিলটি মিয়া! তিনি তখন লন্ডনে ছিলেন। তাকে তুমি বি. এস. এস. এজেন্ট বলো? বাইরের কোন লোক যেখানে খুশি সিঁধ কাটুক, আড়ি পাতুক–কেউ যদি না আবিষ্কার করে যে কাজগুলোয় আমাদের অনুমতি ছিল, আমি খুশিই হব। তবে, বার্ড তার কাজের অনুমতি পাবে–ওপরমহল থেকে।'

সারের পুটেনহাম গ্রামে পৌঁছুতে নব্বুই মিনিট লেগে গেল রানার।

আরও তিন মাইল গাড়ি চালাবার পর সাদা, তিনতলা একটা বাড়ির সামনে থামল ও। আশপাশে আর কোন দালান-কোঠা নেই। বাড়ির চারপাশে ঝোপ-জঙ্গল, খানা-খন্দ, ডোবা আর প্রাচীন বাড়ি-ঘরের ধ্বংসাবশেষ। এদিকে লোকজন বড় একটা আসে না–একটা কারণ লোকবসতি এখান থেকে বেশ অনেকটা দূরে, আরেকটা কারণ কাউকে আসতে দেখলে পথেই বাধা দেয়া হয়।

উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বাড়িটা। গেটে হোঁৎকা চেহারার

লোকজন পাহারা দেয়। ক্লিনিকের পিয়ন, নার্স, মেসেঞ্জার, ডাক্তার, দারোয়ান, প্রায় সবাই প্রাক্তন সামরিক বাহিনীর লোক।

রানার জন্যে অপেক্ষা করছিল ওরা। দারোয়ানকে পরিচয়-পত্র দেখাতে হলো। ভেতরটা আদর্শ প্রাইভেট হসপিটালের মত ঝকঝক তকতক করছে। বয়স্কা এক নার্স ওয়েটিংরুম থেকে সিঁড়ির দিকে যেতে পথ দেখাল ওকে। 'প্রফেসর এই মুহূর্তে রোগিণীর সাথে রয়েছেন, মি. রানা।' ক্লিনিকে বাইরের কোন লোক আসায় অসন্তুষ্ট বলে মনে হলো তাকে। 'আশা করি তাঁর সাথে বা রোগিণীর সাথে দেখা করার অনুমতি নিয়ে এসেছেন আপনি?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। তিনতলায় উঠে এল ওরা। একটা ছোট কামরায় ঢোকার পর নার্স বলল, 'এখানে অপেক্ষা করুন।' চারপাশে তাকিয়ে খান কতক চেয়ার, একটা টেবিল আর টেবিলের ওপর কিছু পত্র-পত্রিকা দেখতে পেল রানা। কামরা থেকে বেরিয়ে গেল নার্স, বলে গেল, 'প্রফেসরকে জানাচ্ছি আপনি এসেছেন।' ভাবটা যেন, রানার মস্ত উপকার করছে সে।

পাঁচ মিনিট পর কামরায় ঢুকলেন প্রফেসর ওয়েদারবাই। শান্ত ভদ্রলোকের চোখ দুটো যেন কৌতুকে নাচানাচি করছে। 'রানা!' উষ্ণ করমর্দনের জন্যে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন তিনি। 'কতদিন পর আবার তোমার সাথে দেখা হলো, ভারি খুশি লাগছে। তুমি ভাল তো?' সেই পুরানো, পরিচিত উজ্জ্বল চোখ দুটো কি যেন খুঁজল রানার মুখে, যেন শুধু দৃষ্টি বুলিয়েই রানার স্নায়বিক বা মানসিক সমস্যা টের পেয়ে যাবেন।

মুহূর্তের জন্যে অস্বস্তিবোধ করল রানা। ওর গোপন জীবন

সম্পর্কে সম্ভবত প্রফেসর ওয়েদারবাইই সবচেয়ে বেশি জানেন–পেশাগত গোপন কথা নয়, ওর ব্যক্তিগত ভয়, জটিল কল্পনাবিলাস ইত্যাদি–যা কিনা ওকে প্রেরণা যোগায়, সুখী থাকতে সাহায্য করে। 'কেমন আছে সে?' জিজ্ঞেস করল ও, দ্রুত কাটিয়ে উঠল অস্বস্তিবোধ।

'বেঁচে আছে,' বললেন প্রফেসর, তাঁর কথার সুর শুনে মনে হলো ডোনা চেস্টারফিল্ড সম্পর্কে ওটাই যেন আসল বা শেষ কথা।

'শুধু বেঁচে আছে?'

'না, আমার ধারণা আবার স্বাভাবিক দুনিয়ায় ফিরে আসবে, তবে সেজন্যে সময় লাগবে। চিকিৎসা দরকার তার, দরকার বিশ্রাম আর প্রচুর স্নেহ-ভালবাসা।'

'এখনও তাহলে কিছু বলেনি সে?'

'ওকে আমরা সুস্থতার একটা পর্যায়ে তুলে এনেছি। কেউ একজন–সে নিজে নয়–সত্যি বিরাট একটা ঝুঁকি নিয়েছিল। এমন একটা ককটেল দেয়া হয় তাকে, প্রায় মারা যাচ্ছিল। শুনলাম তুমি নাকি ধারণা করেছ, ককটেলটা হ্যালুসিনোজেনিকস্ আর হিপনোটিকস মিশিয়ে তৈরি করা হয়েছে। তোমার ধারণা মিথ্যে নয়। রোগিণী যখন জ্ঞান হারাতে শুরু করে, কেউ একজন প্রচুর খাটাখাটনি করে তার মনে জটিল সব আইডিয়া ঢুকিয়ে দিয়েছে।'

ডোনার অবস্থা, প্রফেসরের ভাষায়, ক্রমশ উন্নতির দিকে। 'তবে এখনও বিপদ থেকে মুক্ত নয় সে।' রানার কাঁধে একটা হাত রেখে করিডরে বেরিয়ে এলেন ভদ্রলোক, ডোনার কাছে নিয়ে যাচ্ছেন ওকে। 'মাঝে-মধ্যে সম্পূর্ণ চেতনা ফিরে আসছে যেমন

আজ সকালের কথাই ধরো। প্রায় বিশ মিনিট সচেতন ছিল সে। দুর্বল, তবে নিজেকে চিনতে পারল, চিনতে পারল তার বাবাকে।' রানার চোখে প্রশ্ন, লক্ষ করলেন প্রফেসর। 'বিশ্রাম নিচ্ছেন ভদ্রলোক। তুমি খুব ভাল সময়ে পৌঁচেছ।' জানালেন, ইচ্ছে করলে আবার তিনি জ্ঞান ফেরাতে পারবেন ডোনার। 'একবার চেষ্টা করে সফল হয়েছি, তবে আবার পরীক্ষা করতে যাওয়াটা সম্ভবত ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে। ওই অবস্থায় তার কথা শুনলে তোমার মনে হবে, কেউ যেন ভর করেছে তার ওপর–কোন অশুভ শক্তি। এ-ধরনের কেস আমার কাছে নতুন নয়। এমন কি গলার স্বরটাও বদলে যায়, মনে হয় অন্য কারও। প্রথমবার শুনে তো ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'আমিও শুনেছি, এখানে পাঠাবার আগে। খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। অশুভ শক্তি বলতে আপনি ঠিক কি বোঝাতে চাইছেন আমি জানি।'

কামরাটা অন্যান্য যে-কোন হাসপাতাল কেবিনের মত। অ্যান্টিসেপটিকের গন্ধ ঢুকল নাকে। এক কোণে দাঁড়িয়ে রয়েছে অক্সিজেন সিলিন্ডার, আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সহ। আরেক ধারে ওয়াশবেসিন। জানালাগুলোয় ভারী পর্দা ঝুলছে। ছোট্ট একটা বিছানায় শুয়ে রয়েছে ডোনা, বালিশে কাত হয়ে থাকা মুখটা ম্লান। এখনও তাকে স্যালাইন দেয়া হচ্ছে।

বিছানার পাশ থেকে সিধে হলো একজন নার্স। তার দিকে ফিরে একশো সিসি কি যেন চাইলেন প্রফেসর, নামটা আগে কখনও শোনেনি রানা।

'প্রফেসর,' বলল রানা, 'ঝুঁকিটা কি খুব মারাত্মক হয়ে যাবে,

আরেকবার ওর জ্ঞান ফিরিয়ে আনলে?'

'তুমি যদি চাও তো আরেকবার চেষ্টা করে দেখতে পারি আমি। হয়তো দু'একটা প্রশ্নের উত্তরও দিতে পারবে।'

'প্লীজ, প্রফেসর।'

হাসলেন প্রফেসর ওয়েদারবাই। 'তুমি যে অনুরোধ করবে, জানতাম।' পায়ের শব্দ শুনে ঘাড় ফেরালেন তিনি। ইস্পাতের তৈরি একটা কিডনি বেসিন নিয়ে ভেতরে ঢুকল নার্স, বেসিনে ইঞ্জেকশন দেয়ার সমস্ত সরঞ্জাম রয়েছে। ইঞ্জেকশনটা তৈরি করে প্রফেসরের হাতে ধরিয়ে দিল সে।

'বাইরে অপেক্ষা করো তুমি,' নার্সকে বললেন প্রফেসর। 'লর্ড চেস্টারফিল্ড যদি ফিরে আসেন, কেবিনের কাছে ঘেঁষতে দেবে না তাঁকে। নিজেও নার্ভাস ফিল করবেন, মেয়েকেও অস্থির করে তুলবেন।' মাথা ঝাঁকিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল নার্স।

রানার দিকে ফিরলেন প্রফেসর। 'মনে রেখো, এবারই শেষ,' বললেন তিনি। 'শুধু মি. লংফেলো তোমাকে পাঠিয়েছেন বলে কাজটা করছি। কাজেই, যদি কিছু জানার থাকে তোমার, এখনই সুযোগটা নিতে হবে তোমাকে। তার অবচেতন মনে যা কিছু গছানো হয়েছে, এক সময় সবই ভুলে যাবে সে।' ডোনার ওপর ঝুঁকলেন তিনি, ইঞ্জেকশন দেয়ার পর সিধে হলেন, পিছিয়ে এলেন এক পা। 'দেখা যাক।'

হিপ পকেট থেকে একটা মিনি রেকর্ডার বের করল রানা, বিছানার পাশের টেবিলে রাখল। ছোট ফেল্ট ব্যাগটা খুলে ভেতর থেকে বের করল শক্তিশালী মাইক্রোফোন আর বুস্টার, জ্যাকের ভেতর প্লাগ ঢোকাল। টেপ চেক করে মেশিনটা অন করল ও।

'ডোনা!' প্রায় গর্জে উঠলেন প্রফেসর ওয়েদারবাই। 'চোখ মেলো, ডোনা! দেখো তোমার সাথে কথা বলার জন্যে কে এসেছেন! ডোনা!'

নড়ে উঠল মেয়েটা, গোঙাল, বালিশের ওপর এপাশ-ওপাশ করল মাথাটা। দেখে মনে হলো, ঘুমের মধ্যে নড়াচড়া করছে সে, স্বপ্নের ভেতর অনিশ্চিত বোধ করছে।

'ডোনা,' কোমল সুরে ডাকল রানা।

'তোমাকে কঠিন হতে হবে,' বিছানার আরেক দিক থেকে বললেন প্রফেসর ওয়েদারবাই।

'ডোনা!'

এবার গোঙানির শব্দ বাড়ল, কেঁপে উঠল চোখের পাতা। তারপর শোনা গেল সেই রোমহর্ষক কণ্ঠস্বর, 'সত্যদর্শীরা দুনিয়াটা দখল করে নেবে!' দৃঢ় প্রতিজ্ঞার মত নয়, নয় উল্লসিত ঘোষণা, শুনতে লাগল হুমকির মত।

'কিভাবে, ডোনা? দুনিয়াটা কিভাবে দখল করে নেবে সত্যদর্শীরা?'

'সত্যদর্শীরা–দখল–করে–নেবে–দুনিয়া!' চাপাকণ্ঠ, না মেয়েলি না পুরুষালি।

'কিভাবে দখল করে নেবে, ডোনা?'

'রক্ত ঝরিয়ে!'

'রক্ত...ঝরিয়ে?'

তারপর, অত্যন্ত ধীরে ধীরে, যেন শব্দগুলোকে টেনে টেনে বের করা হচ্ছে, প্রতিটি অসম্ভব ভারী, যেন গভীর কোন খাদ থেকে। '–বাবাদের–রক্ত–ঝরবে– সন্তানদের–ওপর!'

'বলে যাও, ডোনা।'

বলার ভঙ্গিটা আগের চেয়ে দ্রুত হলো, যেন ঢিলেঢালা ভাবটুকু টান টান হয়ে গেছে, শব্দগুলো যেন হুটোপুটি করে বেরিয়ে আসতে লাগল, 'সন্তানদের ওপর রক্ত ঝরবে বাবাদের। রক্ত ঝরবে মায়েদেরও। এভাবেই ঘুরতে শুরু করবে প্রতিশোধের চাকা!'

'আরও বলো!' চিৎকার করল রানা। 'আরও শোনাও আমাদের! সত্যদর্শীরা দখল করে নেবে দুনিয়াটা সন্তানদের ওপর রক্ত ঝরবে বাবাদের। তারপর, ডোনা?'

'রক্ত ঝরবে মায়েদেরও। এভাবেই ঘুরতে শুরু করবে প্রতিশোধের চাকা।'

'বলে যাও!'

গুঙিয়ে উঠল ডোনা, মাথাটা এদিক ওদিক গড়াচ্ছে।

'বলো! ডোনা! বলো!' গর্জে উঠলেন প্রফেসর।

'সত্যদর্শীরা দখল করবে! সত্যদর্শীরা জন্মস্থানে যাবে!' রোমহর্ষক হাসি শোনা গেল। 'হ্যাঁ,' হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগিণীর মত শোনাল পরের কথাগুলো, যেন অন্য কোন দুনিয়া থেকে ভেসে আসছে আওয়াজটা। 'হ্যাঁ-হ্যাঁ। সত্যদর্শীরা জন্মস্থানে বেড়াতে যাবে! জন্মস্থান। পবিত্র জন্মস্থান!' ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে এল গলাটা, হাঁপাচ্ছে ডোনা, শ্বাস টানতে কষ্ট হচ্ছে তার।

'যথেষ্ট, আর নয়।' আরেকটা ইঞ্জেকশন নিয়ে ডোনার ওপর ঝুঁকে পড়লেন প্রফেসর। এক মিনিটের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়মিত হয়ে উঠল মেয়েটার, দূর হয়ে গেল অস্থির ভাব। 'কি বুঝলে, রানা?' জানতে চাইলেন তিনি।

'কিছুই না।' রেকর্ডার তুলে নিয়ে টেপটা রিওয়াইন্ড করল রানা। গলার আওয়াজ রেকর্ড হয়েছে কিনা দ্রুত পরীক্ষা করল ও, তাড়াতাড়ি অফ করল সুইচ। আওয়াজটা দ্বিতীয়বার শোনার কোন ইচ্ছেই ওর নেই, কারণ যত শক্ত মনেরই অধিকারী হও তুমি, এ-ধরনের আধিভৌতিক গলা শুনলে অবশ্যই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসবে ভয়ে। 'কিছুই না,' আবার বলল ও। 'টেপটা মি. লংফেলোকে দেব, এক্সপার্টরা কি বলে দেখা যাবে। কিন্তু আপনি কি বলেন, প্রফেসর? আপনি কিছু বুঝলেন?'

বিখ্যাত নিওরোলজিস্ট মাথা নাড়লেন। 'আমার কাছে প্রলাপ বলে মনে হয়েছে,' বিড়বিড় করলেন তিনি। 'প্রলাপ, তবে অশুভ।'

প্রফেসরের খাস কামরায় এসে বিশেষ একটা নম্বরে ডায়াল করে মারভিন লংফেলোর সাথে কথা বলল রানা। ডোনার মুখ থেকে শোনা কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করল না। ফোন লাইনটাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ বলে মনে করার কোন কারণ নেই। তাছাড়া, হেরিফোর্ড থেকে আসার পথে পিছনে ফেউ লাগার ঘটনাটার এখনও কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পায়নি ও। ক্লিনিকে আসার পথে অত্যন্ত সতর্ক ছিল, যদিও সন্দেহজনক কিছুই চোখে পড়েনি।

'তাহলে ফিরে এসো, রানা,' মারভিন লংফেলো বললেন। তারপর, যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেছে, 'বার্ডও ফিরে আসার পথে রয়েছে। তুমি বরং তোমার রেডিও আমাদের ফ্রিকোয়েন্সিতে অন করে রাখো, হঠাৎ কিছু জানাবার দরকার হতে পারে। তোমাকে হয়তো একবার প্যাঙবোর্নেও যেতে হতে পারে, বলা যায় না।'

পাঁচটার খানিক পর প্রফেসরের কাছ থেকে বিদায় নিল রানা। লক্ষ করল, এখনও তিনি অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন ওর দিকে। নিজের গাড়িতে ফিরে এসে রেডিওটা অন করল ও।

পৌনে এক ঘণ্টা পর, এমথ্রি ধরে লন্ডনে ঢুকছে রানা, হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে উঠল গাড়ির রেডিও। 'মাছরাঙা। মাছরাঙা সাড়া দাও। কাঠঠোকরা ডাকছে মাছরাঙাকে। সাড়া দাও।'

নিজের কল সিগন্যাল চিনতে পারল রানা। সীটের তলায় হাত গলিয়ে মাইকটা বের করে আনল, কথা বলল মাউথপীসে, 'মাছরাঙা। মাছরাঙা কাঠঠোকরাকে ডাকছি। রিসিভিং স্ট্রেংথ সিক্স। ওভার।' মেসেজটা কি হবে রানার কোন ধারণা নেই।

'মাছরাঙা,' অপরপ্রান্ত থেকে ভেসে এল, সেই সাথে শুরু হলো উদ্বেগ আর উত্তেজনা। 'তিন কন্যার কাছে যাও। আর্জেন্ট কোড ওয়ান। বুদ্বুদ। তিনটে গাছের গুঁড়ি আর একটা আধপাকা ফল। কাকতাড়ুয়ারা হাঁটা দিয়েছে।'

তীক্ষ্ণকণ্ঠে 'রজার' বলে বেন্টলির গতি বাড়িয়ে দিল রানা, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কিলবার্নে, নিনি খন্দকারের কাছে পৌঁছুতে হবে ওকে। তিনকন্যা হলো কিলবার্নের সেফ হাউস। আর্জেন্ট কোড ওয়ান অর্থাৎ ভয়ানক কাণ্ড ঘটে গেছে। বুদ্বুদ মানে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে। তিনটে গাছের গুঁড়ি আর একটা আধপাকা ফল–কমপক্ষে তিনজন নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে একজন। পুলিস অকুস্থলের পথে রওনা হয়ে গেছে, বোঝা গেল কাকতাড়ুয়ারা হাঁটা দেয়ায়।

শহরের ভেতর দিয়ে দ্রুতবেগে গাড়ি চালাবার সময় একটা চিন্তাই বার বার ফিরে এল রানার মনে, তিনটে লাশের মধ্যে নিনি

খন্দকার নেই তো? একটা ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, কিলবার্ন অর্থাৎ বি. এস.এস-এর নিজের জায়গায় হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। বাবাদের রক্ত, মনে পড়ে গেল রানার। রক্ত ঝরবে মায়েদেরও। কোথায় যেন বেঈমানীর একটা ঘটনা ঘটছে–প্রথমে হেরিফোর্ড থেকে লন্ডনে আসার পথে, তারপর অত্যন্ত নিরাপদ বলে বিবেচিত সেফ হাউসে।

নয়

কিলবার্ন এলাকাটা এক সময় নিচু জলাভূমি ছিল। সামান্য কিছু জায়গায় চাষীরা ফসল ফলাত, বেশিরভাগই পানির নিচে অবহেলায় ডুবে ছিল। শহরে জনসংখ্যা উপচে পড়ায় স্বল্প আয়ের লোকজন সস্তায় বাসযোগ্য জমির সন্ধানে কিলবার্নের দিকে আসতে শুরু করে। তারপর কেটে গেছে বিশ-পঁচিশটা বছর, কিলবার্নকে দেখে এখন আর চেনার উপায় নেই। প্রায়োরি রোড থেকে ঢাল বেয়ে নেমে গেছে একটা রাস্তা, এলাকাটা এখনও নিচুই আছে, তবে এখন আর এটাকে জলাভূমি বলা চলে না। এলোমেলো ভাবে অনেকগুলো রাস্তা তৈরি হয়েছে, কোথাও ইঁট বিছানো হয়েছে, কোথাও হয়নি। রাস্তার পাশে ছোটখাট বাড়ি, হোটেল রেস্তোরাঁ। আরও খানিক এগোলে কিছু ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্লট দেখা যাবে। প্লটগুলোকে ছাড়িয়ে খানিকদূর এগোলে দেখা যাবে সার সার মিনিবাস আর ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে–কোনটা সম্পূর্ণ অচল,

কোনটা মেরামতযোগ্য। গ্যারেজগুলো শুরু হয়েছে এখান থেকেই। ছোট বড় বিভিন্ন আকারের গ্যারেজ, কোনটা টিন শেড, কোনটা পাকা। বেশিরভাগ গ্যারেজই বন্ধ পড়ে থাকে। এদিকে লোকবসতি নেই বললেই চলে, ফলে দিনের বেলাতেও ভৌতিক লাগে পরিবেশটা।

পাশাপাশি চারটে গ্যারেজের একজনই মালিক, আশপাশের গ্যারেজ মালিক বা মিস্ত্রীরা কেউ তাকে কখনও দেখেনি বা তার সম্পর্কে কিছু শোনেনি। ছোট্ট, দোতলা একটা বাড়ির পিছন দিকে গ্যারেজগুলো তালামারা থাকে বলে কারও কোন আগ্রহও নেই। চারটে গ্যারেজ, মাঝখানে দরজা থাকায় একটা থেকে আরেকটায় যাওয়া যায়। দুটো গ্যারেজের পিছন দিকেও একটা করে ছোট দরজা আছে।

এই দরজা দুটো দিয়ে ছোট একটা পাকা ঘরে ঢোকা যায়। ঘরটার উল্টোদিকে রয়েছে ইস্পাতের তৈরি একটা দরজা, ডিজিটাল কমবিনেশন লক ব্যবহার করা হয় সেটায়। কেউ যদি ইস্পাতের দরজাটা খুলতে পারে, দোতলা বাড়িটার পিছনের অংশে নিজেকে দেখতে পাবে সে। বি.এস.এস. সেফ হাউসের এটাই প্রধান প্রবেশপথ। বাড়িটার সামনের দরজা ভেতর থেকে ইস্পাতের মোটা পাত লাগিয়ে মজবুত আর দুর্ভেদ্য করা হয়েছে। বাড়িটা থেকে নিয়মিত যাদেরকে বেরুতে বা ঢুকতে দেখা যায় তাদেরকে সবাই ভাড়াটে বা দারোয়ান বলেই জানে। আসলে তারা বি.এস.এস-এর নিরাপত্তা রক্ষী। অন্যান্য যারা এখানে আসে, আসে পিছনের পথ দিয়ে, কখনোই কেউ তাদেরকে আসতে বা চলে যেতে দেখে না।

বাইরে থেকে দেখে মনে হবে, বাড়িটার মেরামত বা যত্ন করা হয় না। জানালা-দরজায় রঙ নেই, দেয়ালগুলোর প্লাস্টার খসে পড়েছে। কেউ জানে না বন্ধ জানালার ভেতর দিকে ইস্পাতের অতিরিক্ত কবাট আছে, দেয়ালগুলো পুরু ও শক্ত করা হয়েছে ভেতর থেকে পাথরের গাঁথনি তুলে, কামান দাগলেও ফেলা যাবে না। এলাকার লোকেরা জানে, বাড়ির মালিক মাত্র দুটো ঘর ভাড়া দিয়েছে, বাকি ঘরগুলো খালি ফেলে রাখা হয়েছে।

আসলে তা নয়। বাড়িটার দশটা কামরা সাউন্ডপ্রুফ। দুটো বাথরুম অত্যাধুনিক। কিচেনটা যে-কোন গৃহিণীর মনে ঈর্ষার উদ্রেক করবে। কিচেনে দুটো ফ্রিজ। শোবার ঘরে ফোমের বিছানা। বসার ঘরে আরামদায়ক চেয়ার আর সোফা।

দিনের প্রথমভাগে নিনি খন্দকারকে নিয়ে গ্যারেজ হয়ে বাড়িটায় ঢুকেছিল রানা। কেয়ারটেকার দু'জনকে চেনে ও, গত এক বছর ধরে এখানে দায়িত্ব পালন করছে মাইকেল আর হফম্যান। দু'জনেই সামরিক বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী, বি.এস.এস. পরিচালিত বিশেষ বডিগার্ড কোর্স শেষ করেছে।

নিনি খন্দকারকে হাতে পেয়ে ওদের দু'জনের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল, কে তাকে কত বেশি সম্মান দেখাতে পারে, আর যত্নের ঠেলায় অতিষ্ঠ করে তুলতে পারে প্রাণ। তাই বলে কেউ তার আসল দায়িত্ব ভুলে বসল না।

নিনি খন্দকারের ঠিকানা জেনে নিয়েছে রানা, কেনসিংটনের একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে থাকে সে। কাপড়চোপড় বা অন্য কোন জিনিস দরকার হলে একজন মহিলা নিরাপত্তা রক্ষীকে পাঠিয়ে আনিয়ে দেয়া যাবে, এই ভেবে ঠিকানাটা মুখস্থ করে

নিয়েছে রানা।

রানা বিদায় নেয়ার পর নিনি খন্দকারকে বাথরুম, শোবার ঘর, সিটিংরুম ইত্যাদি দেখিয়ে দিল ওরা। দু'জনেই তাকে সম্বোধন করল ম্যাডাম বলে। সুযোগ পেলেই দু'জনের কেউ না কেউ তার আশপাশে ঘুর ঘুর করছে। তবে একটানা বেশিক্ষণ তার কাছাকাছি থাকা দু'জনের কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।

রুটিন ধরে কাজ করতে হয় ওদেরকে। একজনের ডিউটি থাকে অপারেশন রুমে। ছ'টা মনিটর স্ক্রীনে বাড়িটার সামনের রাস্তা আর চারদিকের দালান-কোঠা দেখা যায়। বাড়ির ভেতরও একাধিক ক্যামেরা কাজ করছে, কোথাও অস্বাভাবিক কিছু ঘটলেই পর্দায় তা ধরা পড়বে। নিনি খন্দকার আসার খানিক পর মাইকেলের পালা শুরু হলো। বোতামে চাপ দিয়ে নিনির বেডরুমের ক্যামেরাটা চালু করল হফম্যান, মনিটরে ফুটে উঠল পুরো কামরার ছবি।

এরপর শুরু হলো হফম্যানের পালা। তাকে বাড়িতে রেখে হাঁটতে হাঁটতে মেইন রোডে চলে এল মাইকেল, নিনি খন্দকারের জন্যে কিছু পত্র-পত্রিকা কিনবে। একটা মেয়ে শুধু গান শুনে সময় কাটায় কিভাবে!

মাইকেলের কেনা পত্র-পত্রিকা আর বইগুলো দেখে খুশিই হলো নিনি খন্দকার। তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিল।

সন্ধ্যা পৌনে ছ'টার সময় মাইকেল এসে জিজ্ঞেস করল, ম্যাডামের বেডরুমে চা দিতে হবে কিনা। মৃদু হেসে নিনি বলল, 'একা একা ভাল লাগছে না, চলো তোমার সাথে নিচে যাই, ওখানে একসাথে চা খাব।'

নিচে নেমে এসে কিচেনের পাশের কামরায় বসল নিনি, সেফ হাউসের ডাইনিং রুম হিসেবে চালানো হয় এটাকে। নিনি লক্ষ করল, মাইকেলের চায়ের কাপটা প্রকাণ্ড, তার চা-ও অত্যন্ত কড়া আর ঘন। চা খাবার নাম করে মাখন দেয়া কয়েক পিস পাউরুটিও খেলো সে, পরিমাণে রুটির চেয়ে মাখনই বেশি হবে।

ওপরের অপারেশন রুম থেকে হফম্যান দেখল, লাল রঙের বড় একটা পোস্ট অফিস ভ্যান বাড়িটার সামনে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল। সাথে সাথে সতর্ক হয়ে উঠল সে।

মুখভর্তি রুটি, হাতে চায়ের কাপ, কাপে চুমুক দিতে গিয়ে বাধা পেল মাইকেল, তার পোর্টেবল রেডিও হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে উঠেছে। ওপরতলা থেকে হফম্যান তাকে জানাল, 'বাড়ির সামনে পোস্ট অফিস ভ্যান। সেই আগেরটাই মনে হচ্ছে, কিন্তু সময়টা মিলছে না–এই সময় তো হেডকোয়ার্টার থেকে চিঠিপত্র বা কোন কাগজ পাঠানো হয় না।' এর আগেও এটা বা এ-ধরনের একটা ভ্যান হেডকোয়ার্টার থেকে পাঠানো হয়েছে।

ট্র্যান্সমিট করার জন্যে রেডিওর বোতামে চাপ দিল মাইকেল। 'আমি দেখছি,' ঘন ঘন ঢোক গেলার মাঝখানে বলল সে। 'আমাদের অতিথির কোন ব্যাপার হতে পারে।'

হলরুমে কলিং বেল বেজে উঠল। মাইকেলের হাতে একটা অটোমেটিক পিস্তল বেরিয়ে এল। পিস্তল ধরা হাতটা ঊরুর পিছনে নামিয়ে দরজার সামনে দাঁড়াল সে, আগন্তুকের পরিচয় জানতে চাইল। তার উচ্চারিত শব্দগুলো হুবহু এরকম, 'কে, ইস্টম্যান নাকি?'

সাংকেতিক উত্তরটা কি হবে জানা আছে মাইকেলের। 'মি.

জেমসের তরফ থেকে জরুরী একটা ডেলিভারি।' মাইকেল তখন বলবে, 'ঠিক আছে, আমি তার ছেলে।' আজকের সাংকেতিক কথাবার্তা এরকমই নির্ধারণ করা হয়েছে।

তার বদলে অচেনা কণ্ঠস্বর থেকে ভেসে এল, 'রেজিস্ট্রি করা একটা প্যাকেট নিয়ে এসেছি। ঠিকানাটা ঠিকই আছে, তবে নামটা পড়তে পারছি না।'

'তাহলে কাল সকালে এসো,' বলল মাইকেল, ইতোমধ্যে পিস্তলের সেফটিক্যাচ অফ করেছে সে, লক্ষ্যস্থির করেছে দরজার ওপর। তিন পা পিছিয়ে এল সে, এই সময় রেডিও থেকে হফম্যানের চিৎকার ভেসে এল, 'সাবধান, মাইকেল! ওরা চারজন! আমি নিচে আসছি!'

হাত-ইশারায় নিনিকে হলরুম থেকে সরে থাকতে বলল মাইকেল, ঠিক এই সময় এক পশলা গুলি আঘাত করল দরজায়। দরজার কোন ক্ষতি হলো না, বুলেটগুলো ছিটকে ফিরে গেল বারান্দায় দাঁড়ানো চারজন আগন্তুকের দিকে। ওদের জানা নেই, পাঁচ ইঞ্চি পুরু আর্মার-প্লেট ইস্পাত দিয়ে মোড়া রয়েছে কবাট দুটো।

ফিরতি বুলেটের অংশবিশেষ মুখে আঘাত করায় চারজনের একজন মুখে হাত চাপা দিয়ে বসে পড়ল, আঙুলের ফাঁক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। বাকি তিনজন তিনটে কুঠার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল দরজার ওপর, অনবরত ঘা মারল কবাটের ওপর। তাতেও তেমন কোন লাভ হলো না।

'শালার দরজা!' বাইরে একজনের চিৎকার শোনা গেল। 'কি এটা, ব্যাংকের স্ট্রং রুম? তোলো, ওকে তোলো! ভেতরে ঢোকা

সম্ভব নয়!' আহত লোকটা ইতোমধ্যে বারান্দায় শুয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে।

সিঁড়ির মাথায় এসে আবার ফিরে গেল হফম্যান, অপারেশন রুম থেকে বারান্দাটা মনিটরে দেখবে। কিন্তু গুলি লেগে বারান্দার ক্যামেরাটা চুরমার হয়ে যাওয়ায় স্ক্রীনে কোন ছবি নেই। লাল একটা বোতামে চাপ দিল সে, নিকটবর্তী থানায় অ্যালার্ম বেজে উঠবে। আবার সিঁড়ির মাথায় ফিরে এসে চিৎকার করে বলল, 'সাবধান, মাইকেল! বাইরে কি ঘটছে জানি না!'

দরজার বাইরে আগন্তুকরা প্রস্থানের প্রস্তুতি নিচ্ছে বুঝতে পেরে মাইকেলের মনে একটা জেদ চেপে গেল। লোকগুলোকে পালাতে দেবে না। বোতাম টিপে অটোমেটিক বোল্ট রিলিজ করল সে, পায়ের ধাক্কায় দরজার কবাট উন্মুক্ত করল, দু'হাতে ধরা অটোমেটিকটা তুলছে।

শটগান বিস্ফোরণের পুরোটা ধাক্কা বুক পেতে গ্রহণ করল মাইকেল। ছিটকে হলরুমের মাঝখানে চলে এল সে। দরজার সামনে দু'জন আগন্তুক রয়ে গিয়েছিল এবার তারা লাফ দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল, হাতে তৈরি হয়ে আছে মারাত্মক শটগান।

সিঁড়ির মাথা থেকে আগেই ল্যান্ডিং লাইটটা জ্বেলে দিয়েছে হফম্যান। প্রথম আগন্তুককে চিরনিদ্রায় পাঠাল সে, তার একজোড়া গুলি লোকটার খুলির ওপরের অংশ উড়িয়ে নিয়ে গেছে। দ্বিতীয় শত্রু শটগানটা উঁচু করল, কিন্তু ট্রিগারে চাপ দেয়ার আগেই গুলি খেলো বুকে। নাচের ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক পা ফেলল সে, তারপর দড়াম করে পড়ে গেল মেঝের ওপর, বিস্ফোরিত হলো হাতের শটগান, একরাশ প্লাস্টার খসে পড়ল

হলরুমের সিলিং থেকে।

মাইকেল তাকে সরে থাকতে বললেও, উঁকি দিয়ে হলরুমের ভেতর তাকিয়ে ছিল নিনি।

হলরুমের মাঝখানে মাইকেলকে ছিটকে পড়তে দেখে সাহায্যের জন্যে ছুটে গেল সে। মাইকেল মারা গেছে বুঝতে পেরে মেঝে থেকে তার পিস্তলটা তুলে নিল।

বাকি দু'জন লোক রাস্তায় পৌঁছে গেছে ইতোমধ্যে। আহত লোকটাকে ভ্যানে উঠতে সাহায্য করছে অপরজন। তার দিকে পর পর দুটো গুলি করল হফম্যান, লক্ষ্যভেদ করার জন্যে নয়–লোকটাকে নিরস্ত্র বলে মনে হয়েছে তার–দেখল, লাল ভ্যানের পাশে একজোড়া গর্ত তৈরি করে ভেতরে ঢুকে গেল বুলেট দুটো।

লোকটাকে ছেড়ে দিল তার সঙ্গী, রাস্তায় পড়ে গোঙাতে লাগল সে। লাফ দিয়ে ভ্যানে উঠল দ্বিতীয় লোকটা, স্টার্ট দেয়া গাড়ি ছেড়ে দিল। সাথে সাথে এঁকেবেঁকে, যেন মাতাল কোন ড্রাইভার চালাচ্ছে ওটা, ছুটল ভ্যান। দূর থেকে ভেসে এল পুলিস পেট্রল কারের ওঁয়া ওঁয়া শব্দ।

সতর্কতার সাথে গ্যারেজের ভেতর দিয়ে অকুস্থলে পৌঁছুল রানা। ইতোমধ্যে লাশগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে, আহত লোকটাকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে শহরের একটা বি.এস.এস. ক্লিনিকে। পুলিসের একটা গাড়ি এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে বাড়ির সামনে। ভেতরে, নিচতলার সিটিংরুমে দেখা গেল জন মিচেল আর পুলিস সুপারিনটেনডেন্ট উইলবার জেফারসনকে–আগের দিন তার দ্বারাই গোটা ব্যাপারটার সূচনা ঘটেছিল–হফম্যান আর

নিনি খন্দকারের বক্তব্য শুনছে। ওদের দু'জনকেই সন্ত্রস্ত আর স্তম্ভিত লাগল রানার, বিশেষ করে নিনিকে। ইউনিফর্ম পরা দু'জন পুলিস অফিসার আর সাদা পোশাকে একজন ডাক্তারকেও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল।

'আর কোন ভয় নেই,' সিটিংরুমে ঢুকে সরাসরি নিনির কাছে চলে এল রানা, তার কাঁধে একটা হাত রাখল। 'তুমি ঠিক আছ তো?' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা, তারপর সাহস হারায়নি বোঝাবার জন্যে জোর করে সামান্য হাসল, হাসিটা দেখে আজকের দিনটাই যেন বদলে গেল রানার। নিজেকে সতর্ক করে দিল ও, যথেষ্ট সাবধান হতে না পারলে কপালে খারাবি আছে। এ-ধরনের দুর্বলতা অনুমোদনযোগ্য নয়, বিশেষ করে এখনও যখন নিনি খন্দকার একটা অজানা রহস্য, তদন্ত সাপেক্ষ চরিত্র।

'ঘটনার নিখুঁত একটা বর্ণনা দিয়েছেন উনি,' প্রায় কর্কশস্বরে বলল মিচেল। 'তবে বাড়িটা আর কোন কাজে আসবে না।'

'কে দায়ী?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কে আবার, তুমি!' কঠিনসুরে অভিযোগ করল মিচেল। 'বস্ অন্তত তাই বলছেন!' রানার দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে আছে সে। দু'জনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব, তবে মাপজোক করে কথা বলা মিচেলের স্বভাব নয়। 'হয় তুমি, নয়তো তোমার বান্ধবী নিনি খন্দকার।'

'বোকার মত কথা বোলো না!' খেঁকিয়ে উঠল রানা।

'কথাটা বসের, আমার নয়। তবে আমাকেও চিন্তায় ফেলে দিয়েছে।'

'আজ সকালে নিনিকে এখানে আনার সময় কেউ আমাকে

ফলো করেনি। কেউ না। ট্যাক্সি করে আসি আমরা, একমাইল দূরে থাকতে ড্রাইভারকে বিদায় করে দিই, বাকি পথটা হেঁটে এসেছি। পিছনটা বারবার দেখেছি আমি, কেউ ছিল না।' হফম্যানের দিকে ফিরল রানা। 'নিনি কোথাও ফোন করেছিল?'

সভয়ে আঁৎকে ওঠার শব্দ করে রানার দিকে ফিরল নিনি খন্দকার। 'রানা, তুমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করো না...'

'করেছিল?' নিনির দিকে রানা তাকাল না।

'না,' ইতস্তত করে বলল হফম্যান। তারপর দৃঢ়তার সাথে, 'না। ফোন করার কোন সুযোগ ম্যাডামের ছিল না।'

'গুড।' মিচেলের দিকে ফিরল রানা। 'কাজেই, দোষটা আমার, কেমন?'

'আপাতত।'

'কি নির্দেশ দেয়া হয়েছে?'

'এখানের কাজ শেষ হলে, পুলিস সুপার আর আমি হেডকোয়ার্টারে ফিরে যাচ্ছি, তোমারও আমার সাথে যাবার কথা। ডিব্রিফিং। তোমার সাথে মিস নিনিও যাবেন। তোমরা দু'জনেই।'

ভুরু কোঁচকাল রানা। 'আমাকে মেসেজ দেয়া হয়েছে–তিনটে গাছের গুঁড়ি। কারা তারা?'

'দু'জন আগন্তুককে খতম করেছে হফম্যান। কালো জাম্পস্যুট আর হুড পরে ছিল তারা। তাদের হাতে মারা গেছে মাইকেল।'

'ওহ্ গড!'

'আজ রাতে একটা টীম আসছে এখানে। সমস্ত কিছু সরিয়ে ফেলা হবে। সংবাদ মাধ্যমকে গছাবার জন্যে একটা গল্প তৈরি হচ্ছে হেডকোয়ার্টারে।'

'তিনটে গাছের গুঁড়ি আর একটা আধপাকা ফল–আধপাকা ফলটা কে?'

'তাকে ইন্টারোগেশনের জন্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বুলেটের ছিটা লেগেছে মুখে। দরজায় শটগান দিয়ে গুলি করে তারা।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা, মনে পড়ে গেল ডোনা চেস্টারফিল্ড ক্লিনিকে রয়েছে। 'জন,' হাত-ইশারায় তাকে এক কোণে সরিয়ে আনল ও। 'শোনো, আধপাকা ফলটা কোথায়?'

'লন্ডন ক্লিনিকে, কড়া পাহারায় রাখা হয়েছে।'

'আমার একটা উপকার করতে পারো?'

'আগে শুনি কি চাও।'

'আমার ওপর কি রকম খেপেছেন মি. লংফেলো? সত্যি করে বলো।'

'বসের বিশ্বাস, নিনিকে তুমি এখানে নিয়ে আসাতেই বাড়িটা বাতিল হয়ে গেছে। কাজটা করার পর অনুমতি চেয়েছ তুমি, রানা। জানো তো, এ-ধরনের অনিয়ম কিভাবে নেন তিনি? উপকারের কথা কি যেন বলছিলে?'

'আধপাকা ফলটাকে কিছুক্ষণের জন্যে হাতে পেতে চাই আমি,' বলল রানা। 'কি অবস্থা তার, দেখা করা যায়?'

'ডাক্তাররা তার মুখ থেকে বুলেটের অনেকগুলো টুকরো সরিয়েছে। নার্ভাস তো বটেই, খুব শক-ও পেয়েছে। ডাক্তাররা জানিয়েছে, কাল তাকে ইন্টারোগেট করা যাবে।'

'আমি তাকে এখনই চাই।'

'তা বোধহয় সম্ভব হবে না।'

'জন, আমার ওপর বিশ্বাস রাখো,' আবেদনের সুরে বলল

রানা। 'ডোনার কথা শোনার জন্যে মি. লংফেলো আমাকে প্রফেসর ওয়েদারবাইয়ের কাছে পাঠিয়েছিলেন। টেপটা আমার পকেটে। বিশ্বাস করো, আমি ভীষণ অস্থিরতা বোধ করছি। ওই ব্যাটা আহত টেরোরিস্টকে আমার হাতে পাঁচ মিনিটের জন্যে ছেড়ে দাও। মাত্র পাঁচ মিনিট, তারপরই আমি মি. লংফেলোর সামনে দাঁড়াব। আমি জানি, তাঁকে তুমি মানিয়ে নিতে পারবে।'

'কি জানি,' এক মুহূর্ত পর কাঁধ ঝাঁকাল মিচেল। 'এত করে যখন বলছ...ঠিক আছে, ফোন করে দেখি। তবে আমি কোন কথা দিচ্ছি না।'

বিদায় নেয়ার জন্যে তৈরি হয়ে গেছে সবাই। ফোন করার জন্যে মিচেল বেরিয়ে যেতেই তাড়াতাড়ি দুটো কথা বলার জন্যে নিনির কাছে ফিরে এল রানা। 'তোমাকে একটা পরামর্শ দিই, নিনি,' বলল ও, নিনির খুব কাছে দাঁড়িয়ে আছে। এত কাছে, মেয়েটার চুল থেকে বারুদের গন্ধ পেল ও। দেখল, ধনুকের ছিলার মত টানটান হয়ে আছে একহারা শরীরটা। 'তোমাকে ইন্টারোগেট করবে অত্যন্ত দক্ষ ইন্টেলিজেন্ট এক্সপার্ট, সাতঘাটের পানি খাওয়া এক প্রৌঢ় লোক। ভুলেও একটা মিথ্যে কথা বলবে না। সত্যি কথা বললে তোমার কোন ভয় নেই। মনে থাকবে তো?'

আড়ষ্ট, নার্ভাস হাসি নিয়ে নিনি বলল, 'বুঝেছি। সাধ্যমত চেষ্টা করব আমি। চব্বিশ ঘণ্টায় দু'বার গুলি করা হয়েছে আমাকে লক্ষ্য করে। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে আমি অভ্যস্ত নই।'

'অভ্যস্ত আমরা কেউ নই। এবার আসল কথায় আসি। সি. আই. এ-র হার্বার্ট রকসনকে চেনো তুমি, মার্কিন দূতাবাসের প্রেস

সেক্রেটারি? সত্যি কথা বলবে।'

নিনি ইতস্তত করল না। 'হ্যাঁ। হ্যাঁ, চিনি তাকে।'

'গুড। সে কি তোমার অপারেশনের কথা জানে?'

'সে জানে আমি তার সাথে যোগাযোগ করতে পারি। আমি যদি সত্যিকার কোন বিপদে পড়ি, আমাকে সাহায্য করার কথা তার।'

'ছেলেমানুষি কোরো না, নিনি, বিপদটাকে ছোট করে দেখো না! এবার শোনো, মি. লংফেলো যখন তোমাকে জেরা করবেন, হার্বার্ট রকসনকে তুমি চেনো বলে স্বীকার করবে না। কি বলছি বুঝতে পারছ? হার্বার্ট রকসনকে তুমি চেনো না। তার যে-কোন বন্ধু বি.এস.এস. চীফের শত্রু। এই একটা বাদে, বাকি সব বিষয়ে যা সত্যি তাই বলবে তুমি।'

'ধন্যবাদ, রানা। মনে রাখব, চেষ্টা করব যাতে মনে থাকে।' রানার কাঁধের ওপর দিয়ে, ওর পিছন দিকে তাকাল নিনি।

ঘাড় ফিরিয়ে রানা দেখল, হলরুমে ঢুকছে মিচেল।

'তোমার আশা পূর্ণ হয়েছে,' বলল মিচেল, তার চোখে ঝিক করে উঠল দুষ্ট হাসি, যেন দু'জন মিলে মিথ্যে একটা ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে। 'তবে, বলেছেন, কোনমতেই পাঁচ মিনিটের বেশি নয়। ওখান থেকে সরাসরি হেডকোয়ার্টারে ফিরতে হবে তোমাকে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'পরে দেখা হবে।' ওর একটা হাত নিনির কাঁধ ছুঁয়ে গেল, এক সেকেন্ডের জন্যে চাপ দিল আঙুলগুলো। পরমুহূর্তে দীর্ঘ পদক্ষেপে বাড়ির পিছন দিকে এগোল ও, গ্যারেজ হয়ে বেরিয়ে যাবে বাড়ি থেকে।

আধ ঘণ্টা পর, বেন্টলি খানিক দূরে রেখে লন্ডন ক্লিনিকে

ঢুকল রানা।

আহত লোকটাকে রাখা হয়েছে চারতলায়, করিডরের ওদিকটায় কাউকে যেতে দেয়া হচ্ছে না। কয়েকজন দেহরক্ষী ও পুলিস অফিসার পাহারায় রয়েছে। বি.এস.এস-এর একজন দেহরক্ষী, নাম হার্ডি, চার্জে রয়েছে–দেখেই চিনতে পারল রানাকে। 'ডাক্তাররা ব্যাপারটা পছন্দ করছেন না, স্যার,' বলল সে। 'তবে বস্ হুকুম দিয়েছেন, তার সাথে আপনাকে পাঁচ মিনিট থাকতে দিতে হবে। ওই পাঁচ মিনিটই আমার কাছ থেকে পাবেন আপনি।'

'চমৎকার। ওই পাঁচ মিনিটই দরকার আমার।'

বিছানার পাশে সশস্ত্র একজন গার্ড রয়েছে, ওদেরকে কেবিনে ঢুকতে দেখে টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। 'তুমি থাকো,' বলল রানা। 'লোকটার কাছ থেকে আমি শুধু একটা কথা জেনে নেব।' পকেট থেকে রেকর্ডারটা বের করল ও, টেপটা আগেই রেকর্ড করার জন্যে তৈরি করা হয়েছে। মাইক ফিট করে বিছানার পাশে রাখল ওটা।

বিছানার ওপর রোগা, ছোটখাট এক লোক শুয়ে আছে, ড্রেসিং আর ব্যান্ডেজে ঢাকা পড়ে আছে মুখটা, শুধু দুই ঠোঁট আর একটা চোখ বাদে। চোখটা অনবরত নড়াচড়া করছে। দৃষ্টিতে ভয়।

বোতামে চাপ দিয়ে রেকর্ডার চালু করল রানা, সামনের দিকে ঝুঁকল, লোকটার কানের কাছে ঠোঁট নামিয়ে কথা বলল, 'মন দিয়ে শোনো, কেমন? তোমার কোন ক্ষতি হবে না। তোমার কাছে এলাম, কারণ আমি জানি সত্যদর্শীরা দুনিয়াটা দখল করে নেবে।'

নিঃসঙ্গ চোখটায় ব্যগ্র দৃষ্টি ফুটল, কেঁপে উঠল চারপাশের পেশী। 'কি বলছেন বুঝতে পারছি না,' ফিসফিস করে বাংলায় বলল লোকটা। আশ্চর্য হয়ে গেল রানা, লোকটার উচ্চারণে হিন্দীর টান অত্যন্ত স্পষ্ট।

'বুঝতে পারছ বৈকি। তুমি জানো সত্য সমিতির সদস্যরা দুনিয়াটা দখল করে নেবে। যেমন জানো, সন্তানদের ওপর রক্ত ঝরবে বাবাদের। রক্ত ঝরবে মায়েদেরও। আর এভাবেই ঘুরতে শুরু করবে প্রতিশোধের চাকা।'

'ভগবান, হায় ভগবান!' অকস্মাৎ রুদ্ধশ্বাসে ককিয়ে উঠল লোকটা। 'আপকো মালুম হ্যায়!'

'অবশ্যই জানি। শোনো, আমার একটা প্রশ্ন আছে।'

'সওয়াল?'

'সত্যদর্শীরা কোথায় যেন যাচ্ছে?'

'জন্ম স্থানে।'

'কেন যাচ্ছে?' চাপাকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রানা।

দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল লোকটা, চোখটার অস্থিরতা আগের চেয়ে কমে গেছে। 'ক'টা বাজে বলুন তো?' হঠাৎ জানতে চাইল সে। তার গলাও আগের চেয়ে শান্ত।

হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল রানা। 'সাড়ে ন'টা।'

আহত লোকটার ঠোঁট দুটো প্রসারিত হলো। হাসছে সে, 'বহুত দের হো চুকা। আপনি যে-ই হোন, অনেক দেরি করে ফেলেছেন। সত্য সমিতির সদস্যরা জন্মস্থানে পৌঁছে গেছে সাড়ে আটটায়।'

'আই সী।'

'দেখবেন বৈকি।' মাথা সামান্য একটু সরিয়ে এক চোখ দিয়ে ভাল করে তাকাল রানার দিকে। 'দেখতে পাবেন। আবার দেখতে পাবেনও না। সত্যদর্শীরা দুনিয়াটা দখল করে নেবে, তবে শুধু জন্মস্থানে গিয়ে নয়।' মুখ ফিরিয়ে নিল সে, বন্ধ করল চোখটা।

রেকর্ডারের সুইচ অফ করল রানা, হার্ডি আর সশস্ত্র দেহরক্ষীর উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল, ঘুরে দাঁড়িয়ে এগোল দরজার দিকে। করিডর ধরে খানিকদূর চলে এসেছে, পিছনে পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল ও, এগিয়ে আসছে দ্রুত।

লোকটা হার্ডি। হাত ইশারায় থামতে বলছে ওকে।

'খবর খুব খারাপ, স্যার।'

'কিসের খবর?'

'বুড়ো লর্ড সেফারস্।'

'লর্ড সেফারস? তার...কি?' ইংল্যান্ডে এমন কোন লোক নেই যে লর্ড সেফারসকে চেনে না বা শ্রদ্ধা করে না, তাদের রাজনৈতিক বিশ্বাস যাই হোক না কেন। ভদ্রলোক দু'দু'বার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন, সৎ সমালোচক হিসেবে তাঁর খ্যাতি সর্বজনবিদিত, এমন কি তিনি তাঁর নিজের দলকেও ছেড়ে কথা বলেন না। আজও এই অশীতিপর নেতার উদাত্ত কণ্ঠস্বর, তেজস্বী ভাষণ ও জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য শোনার জন্যে প্রতিটি সভায় বিপুল জনসমাবেশ ঘটে। ভদ্রলোক আশি পেরিয়েছেন গত মাসে। 'কি হয়েছে তাঁর?' আবার জিজ্ঞেস করল রানা।

'এই মাত্র খবর এসেছে, স্যার। তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছে আততায়ীরা।'

'কি!' মাথাটা যেন ঘুরে উঠল রানার। 'তিনি...?'

মাথা নত করল হার্ডি। 'লর্ড সেফারস মারা গেছেন, স্যার। সব মিলিয়ে পনেরো জন মারা গেছে। বোমা, স্যার।'

'কিভাবে? কোথায়?'

'নির্বাচনী সভা করার জন্যে ওয়েস্ট কানট্রিতে যাচ্ছিলেন। গ্লাসটনবারির একটা ছোট সমাবেশে থামেন তিনি...'

'ঘটনাটা গ্লাসটনবারিতে ঘটেছে?' রানা প্রায় চিৎকার করে উঠল।

'মর্মান্তিক, স্যার, ভারি মর্মান্তিক। জ্বী। একেই বলে হত্যাযজ্ঞ। আহারে...'

এলিভেটরের দিকে ছুটতে শুরু করেছে রানা। গ্লাসটনবারি!– ভাবছে ও। সত্যদর্শীরা তাহলে জন্মস্থানে গেছে! রাগে, ক্ষোভে, দুঃখে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করল ওর। সত্য সমিতির সদস্যরা জন্মস্থানে যাবে, কথাটা শোনার পর ওর ভাবা উচিত ছিল, কার জন্মস্থানে।

পীর হিকমতের ফাইলে লেখা আছে, তার জন্মস্থান গ্লাসটনবারি। ওখানেই খুন হয়েছেন ইংল্যান্ডের দেশবরেণ্য নেতা লর্ড সেফারস। সত্যদর্শীরা পীর হিকমতের জন্মস্থানে গিয়ে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। এলিভেটর থেকে নামার সময় হতভম্ব বোধ করল রানা। রক্ত ঝরবে বাবাদের, কথাটার মানে কি? রক্ত মায়েদেরও ঝরবে, এরই বা কি মানে? এভাবেই ঘুরতে শুরু করবে প্রতিশোধের চাকা?

দশ

'.·· পুলিসের ভাষ্যমতে, সভার সময় রাত সাড়ে আটটায় নির্ধারিত হলেও, গ্লাসটনবারি চৌরাস্তায় তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্যে বহু লোক সমাগম হয়। স্থানীয় ছাত্রদের সহায়তায় পুলিস এখনও উদ্ধার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। হতাহতদের সংখ্যা আরও বেড়েছে বলে জানা গেছে–এখন পর্যন্ত ত্রিশজন আহত লোককে উদ্ধার করা হয়েছে, নিহত হয়েছেন বিশজন, তাঁদের মধ্যে লর্ড সেফারসও রয়েছেন। মন্ত্রীসভার একটা মীটিং বাতিল করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী, লেডি সেফারসের সাথে দেখা করার জন্যে আজ রাতেই তিনি রওনা হবেন বলে আমাদের রিপোর্টার জানিয়েছেন।

'লর্ড সেফারস তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন উনিশশো ত্রিশ সালে। লেবার পার্টির পদপ্রার্থী হয়ে প্রথমবার তিনি নির্বাচিত হন.··।' রেডিওর নব ঘুরিয়ে শর্ট-ওয়েভে দিল রানা, অফিশিয়াল ফ্রিকোয়েন্সিতে সেট করে রাখল। রাস্তায় প্রচুর যানবাহন, তারপরও স্পীড লিমিট মানছে না ও, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হেডকোয়ার্টারে পৌঁছুতে হবে ওকে।

যা কিছু ঘটছে, প্রতিটির খেই ধরতে গেলে ফিরে যেতে হবে সূচনাপর্বে–নাদিরা রহমানের মৃত্যুর ঘটনায়। তারপর থেকে যা কিছু ঘটেছে, প্রত্যেকটি ঘটনা প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে রয়েছে রানার মনে। হেরিফোর্ড থেকে রানাকে নিয়ে লন্ডনের উদ্দেশে রওনা

হলো সার্জেন্ট বিল রেম্যান, ওদের পিছু নিল কয়েকটা গাড়ি। কেউ নিশ্চিতভাবে জানত কোথায় ছিল রানা, যেমন কারও নিশ্চয়ই জানা ছিল যে নিনি খন্দকারকে কিলবার্ন সেফ হাউসে নিয়ে গেছে ও। সেফ হাউস হিসেবে ওটার আর কোন গুরুত্ব নেই।

সার্জেন্ট রেম্যান। ঘুরে ফিরে বারবার নামটা উঠে এল রানার মনে। সে-ই কি? লন্ডনের পথে রওনা হচ্ছে রানা, এই খবরটা কাউকে জানানো তার পক্ষে সম্ভব ছিল, কোন সন্দেহ নেই–কিন্তু তাতে তার লাভ কি? রাস্তায় বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, রানার মত সে-ও তো বিপদের মুখে পড়ে! নিনি খন্দকার আর সেফ হাউসের ব্যাপারটা.··ব্যাপারটার সাথে বিল রেম্যানের সংশ্রব আছে কিনা তদন্ত করে দেখতে হবে ওকে। সে কি নিনি খন্দকারের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানত? সেফ হাউসটা সম্পর্কে জানত? জানত নিনি ওখানে আছে?

শেষ সম্ভাবনটা বাতিল করে দিতে হয়, ভাবল রানা। নিনি সেফ হাউসে আছে, খুব কম লোকেরই তা জানার কথা। নিনিকে ওখানে নিয়ে যাবার পর টেলিফোনে হেডকোয়ার্টারকে জানিয়েছে রানা। তবে কি হেডকোয়ার্টারে শত্রুপক্ষের কোন পেনিট্রেশন এজেন্ট ওত্ পেতে আছে? তাকে জানতে হবে হেরিফোর্ড থেকে রানার লন্ডনে আসার কথা, জানতে হবে নিনি খন্দকার কোথায় কাজ করছিল, সেখান থেকে কোথায় তাকে নিয়ে যায় রানা। যতদূর জানে ও, এ-সব জানার সুযোগ পেয়েছে মাত্র তিনজন মানুষ–মারভিন লংফেলো, মিচেল আর লিজা।

হার্বার্ট রকসন? ভাবছে রানা। সি.আই.এ-র আবাসিক

প্রতিনিধির কাছে প্রায় কোন ঘটনাই গোপন থাকে না। যদিও, এক্ষেত্রে সন্দেহ আছে ওর।

অন্যান্য সমস্যাগুলো মাথার এককোণে সরিয়ে রাখতে পারল রানা। গ্লাসটনবারিতে একটা বীভৎস হত্যাযজ্ঞ ঘটে গেছে, অন্তত দু'জন লোক জানত ঘটনাটা ঘটতে যাচ্ছে। ডোনার জানাটা অবশ্য একটু অন্যরকম– একজন হিস্টিরিয়াগ্রস্তের প্রলাপ বলা যায়। কার বা কাদের দ্বারা এ-ধরনের একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে আন্দাজ করা কঠিন নয়। এম.ভি.এফ. সত্যবাবা/পীর হিকমতই দায়ী, সত্য সমিতির সাহায্যে ঘটিয়েছে। কেন, সেটা অন্য প্রসঙ্গ।

হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে থমথমে একটা পরিবেশ লক্ষ করল রানা। যেন একটা যুদ্ধাবস্থা মোকাবিলা করতে যাচ্ছে ওরা। নিজের ডেস্কের পিছনে বসে আছেন মারভিন লংফেলো, মুখে ফুটে আছে অনেকগুলো রেখা আর ভাঁজ, কাঁচাপাকা চুল বেশ খানিকটা এলোমেলো, চোখ দুটো ক্লান্ত, সব মিলিয়ে স্তম্ভিত একজন মানুষ। গ্লাসটনবারি থেকে সর্বশেষ খবরের জন্যে অপেক্ষা করছেন তিনি।

'তুমি ঠিক জানো, পুরোপুরি নিশ্চিত, মেয়েটাকে সেফ হাউসে নিয়ে যাবার সময় কারও চোখে পড়োনি?' এবার নিয়ে সম্ভবত দশবার প্রশ্নটা করলেন বি.এস.এস. চীফ।

'পজিটিভ, মি. লংফেলো–কেউ ফলো করেনি। অনুমতি না চেয়ে মেয়েটাকে ওখানে নিয়ে যাওয়ায় আমার দোষ হয়েছে, স্বীকার করি আমি। প্রথমে নিয়ে যাই ওকে, তারপর অনুমতি চাই। আসলে তার নিরাপত্তার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিলাম আমি।'

'হুম,' চাপাকণ্ঠে গম্ভীর শব্দ করলেন মারভিন লংফেলো।

'আবার আমি রকসনকে ডেকে পাঠিয়েছি,' অনেকটা স্বগতোক্তির সুরে বললেন তিনি। 'এখন পর্যন্ত যতদূর জানা গেছে, তোমার নিনি খন্দকার ভুয়া কিছু নয়, তার দ্বারা আমাদের কোন ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই। তবু উদ্বিগ্ন হবার মত আরও অনেক ব্যাপার আছে।'

'আমি বিশেষ করে দুটো বিষয়ে উদ্বিগ্ন।' ডোনা আর আধপাকা ফল সম্পর্কে ভদ্রলোককে এখনও কিছু বলেনি রানা।

রেকর্ডার চালু করে টেপটা চালাবে ও, এই সময় চেম্বারের দ্বিতীয় দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল জন মিচেল। 'টিভির খবরে গ্লাসটনবারির ঘটনাটা দেখানো হবে, স্যার।' কার্পেটের ওপর দিয়ে হেঁটে কামরার এককোণে চলে গেল সে, নিচু তেপয়ে রাখা পোর্টেবল কালার টিভিটা অন করল। নতুন আনা হয়েছে, আগে কখনও দেখেনি রানা। টিভি সেটের উপস্থিতিই পরিস্থিতির গুরুত্ব প্রমাণ করে। টিভি জিনিসটাকে অত্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখেন মারভিন লংফেলো। কমপিউটর সম্পর্কেও তাঁর একটা অকারণ ভীতি আছে, তবে সেটা ওরা তাঁকে জোর করে গছাতে পেরেছে।

খবরের সাথে গ্লাসটনবারি হত্যাযজ্ঞের যে ছবি দেখানো হলো, এক কথায় তা বীভৎস। রাস্তার মাঝখানে বিরাট একটা গর্ত তৈরি হয়েছে, যেন হাজার পাউন্ডের বোমা ফেলা হয়েছে কোন বম্বার থেকে। দোমড়ানো মোচড়ানো ইস্পাত, ইস্পাতের যন্ত্রপাতি ইত্যাদি দেখা গেল, এক সময় ওগুলো যানবাহনের অংশবিশেষ ছিল। কয়েকটা বাড়ির সামনের অংশ ধসে পড়েছে, উড়ে গেছে বিস্ফোরণের ধাক্কায়। আশপাশের প্রায় কোন বাড়ি-ঘরেরই জানালায় কাঁচ নেই। খোলা জায়গায় বিস্ফোরকের

বিস্ফোরণ সাধারণ কোন নিয়ম মানে না। বিস্ফোরণের কেন্দ্রবিন্দুর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে এমন একজন লোকের কিছুই অবশিষ্ট থাকার কথা নয়–গায়ের কাপড় হারিয়ে বিবস্ত্র হয়ে পড়বে সে, কানে শুনতে পাবে না, দেখতে পাবে না চোখে–তারপরও, টেকনিক্যালি, তার পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব নয়। বিস্ফোরণের ধাক্কায় একটা বিল্ডিঙের সমস্ত কাঁচ হয়তো চুরমার হয়ে গেল, বাড়িটার কোন ক্ষতি হলো না, কিন্তু দেখা গেল পাশের বাড়িটা সম্পূর্ণ ধসে পড়েছে।

টিভি ও উদ্ধারকর্মীদের সহায়তায় প্রচুর আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে, সাথে যোগ হয়েছে বিভিন্ন গাড়ির উজ্জ্বল হেডলাইট–আলোকিত রাস্তার ওপর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ক্যামেরাম্যান। এখানে সেখানে রক্তের দাগ দেখা গেল, লেডিজ ভ্যানিটি ব্যাগ পড়ে রয়েছে একটা, নর্দমার কিনারায় ঝুলছে একপাটি জুতো। রাস্তার পাশের দোকান-পাটগুলোর কোন অস্তিত্বই নেই।

সংবাদপাঠক গম্ভীর, বিষণ্ন সুরে পরিস্থিতির বর্ণনা দিচ্ছে। শোফারচালিত একটা রোভার নিয়ে রওনা হয়েছিলেন তিনি, পথে তাঁর তিন জায়গায় থেমে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেয়ার কথা ছিল। সন্ধ্যার দিকে প্রথমবার থামেন তিনি শেপটন ম্যালে–তে, সেখানে কোন ঘটনা ঘটেনি। গ্লাসটনবারির সভা শেষ করে সরাসরি ওয়েলস-এ যাওয়ার কথা ছিল, ওখানেও তাঁর ভাষণ শোনার জন্যে প্রচুর লোকজন ভিড় করে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, ওয়েলস-এর মানুষ তাদের প্রিয় নেতাকে আর কোনদিনই দেখতে পাবে না। তাঁর সফরের পরিকল্পনা তৈরি করা হয় মাত্র চারদিন আগে। দেশনেতা লর্ড

সেফারসকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র যারাই করে থাকুক, অমূল্য প্রাণ নিধনের স্থান হিসেবে দেশের সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ এলাকাটাকে বেছে নিয়েছে তারা। এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানাবার ভাষা আমাদের জানা নেই...

জনপ্রিয় নেতাকে দেখার জন্যে সমাবেশে প্রচুর লোক ভিড় জমায়। গ্লাসটনবারিতে রোভারটা প্রবেশ করা মাত্র স্থানীয় পুলিস একটা গাড়ি নিয়ে পথ দেখায় শোফারকে। চৌরাস্তার দিকে ধীরে ধীরে এগোয় গাড়িগুলো, কারণ রাস্তার সু'ধারে আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল জনতা। শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে রাস্তায় টহল পুলিসও ছিল। তবে ঘুণাক্ষরেও কেউ ধারণা করেনি যে লর্ড সেফারস টেরোরিস্টদের টার্গেট হতে পারেন।

চৌরাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ে রোভার, চারদিক থেকে লোকজন ঘিরে ধরে গাড়িটাকে। অবশ্য পুলিস তাদেরকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে দিতে সমর্থ হয়। একজন দলীয় কর্মী বৃদ্ধ নেতাকে গাড়ি থেকে নামতে সাহায্য করে। এই সময় শ্লোগানে ফেটে পড়ে জনতা। তাদের প্রিয় নেতা বয়োবৃদ্ধ হলেও, অসুস্থ নন বা নুয়ে পড়েননি। হাতের ছড়ির ওপর ভর দিয়ে শিরদাঁড়া খাড়া করে দাঁড়ান তিনি, মুখে স্মিত হাসি নিয়ে জনতার উদ্দেশে হাত নাড়ান। এই সময় খানিকটা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় উপস্থিত জনতার মধ্যে। পুলিস কর্ডন ভেদ করে নেতার কাছে চলে আসার চেষ্টা করে কিছু তরুণ। এই তরুণদের মধ্যে থেকেই বেরিয়ে আসে আগুনের গোলাটা। চোখ-ধাঁধানো আলোর সাথে বিস্ফোরণ ঘটে। পুরো দৃশ্যটাই ধরা পড়েছে ক্যামেরায়, টিভি দর্শকদের সবটুকুই দেখতে দেয়া হলো।

'মাই গড!' আটক রাখা নিঃশ্বাস ছাড়লেন মারভিন লংফেলো, কয়েক সেকেন্ড শ্বাসকষ্টে ভুগলেন। 'এ যে অবিশ্বাস্য! কি দেখলাম! কারা এরা, আত্মহত্যা করতে ভয় পায় না? মৃত্যুকে এত তাচ্ছিল্য করে কি করে।'

রানা এবং মিচেল, এ-ধরনের বীভৎস দৃশ্য আগেও ওরা অনেক দেখেছে, তারপরও রীতিমত অসুস্থ বোধ করল।

শেষ হলো টিভির খবর সম্প্রচার। চেম্বারে উপস্থিত তিনজনেরই কাঁপ ধরে গেছে বুকে। ইন্টারকমের শব্দ শুনে প্রায় লাফ দিয়ে উঠলেন বি.এস.এস. চীফও। রিসিভারে কথা বললেন তিনি, শুনলেন, তারপর আবার কথা বললেন, 'সোজা পাঠিয়ে দাও তাঁকে।' রিসিভার নামিয়ে রেখে রানা আর মিচেলের দিকে তাকালেন তিনি। 'উইলবার জেফারসন , এস.বি-র। বলছেন, আমাদের জন্যে জরুরী একটা ইনফরমেশন আছে তাঁর কাছে।'

সংক্রামক ব্যাধির মত, পুলিস সুপারের চেহারাও ঝুলে পড়েছে। ইঙ্গিতে তাঁকে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন মারভিন লংফেলো।

'কেউ কৃতিত্ব দাবি করছে না,' ক্লান্তস্বরে বললেন পুলিস সুপার। 'এখন পর্যন্ত আমরা জানি না ঠিক কিভাবে ঘটল ঘটনাটা। পরিচিত কোন টেরোরিস্ট গ্রুপ বা আন্ডারগ্রাউন্ড পার্টি ফোন করবে বলে আশা করছি। আশ্চর্য , এত দেরি করছে কেন ওরা! এমন কি ভুয়া কোন ফোন কলও পাচ্ছি না। সাধারণত ঘটনা ঘটার একঘণ্টার মধ্যে কৃতিত্ব দাবি করা হয়।' রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছলেন ভদ্রলোক। 'ব্যাপারটা ভারি উদ্বেগজনক। তিক্ত হলেও বলব, এটা প্রথম ও শেষ ঘটনা নয় বলেই আমার

ধারণা ওরা আবার আঘাত করবে।'

'আমি বলতে পারি কারা দায়ী,' শান্তসুরে বলল রানা। 'তবে কিভাবে ঘটেছে জানতে পারলে খুশি হব। বোমাটা কি ছোঁড়া হয়েছিল, পোঁতা ছিল, নাকি রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে ফাটানো হয়েছে?'

'কারা দায়ী?' একযোগে জানতে চাইলেন মারভিন লংফেলো, পুলিস সুপার আর মিচেল।

'আমার রেকর্ডারটা অন করে দু'জনের কথা শোনাতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু টিভিতে খবর শুরু হওয়ায়...'

রাগ করলেন মারভিন লংফেলো। 'আগে কেন বলোনি, রানা? বুঝতে পারছ না, ফলো-আপ করতে হলে সমস্ত তথ্য জনা দরকার আমাদের?'

'সত্যবাবার সমিতিই এরজন্যে দায়ী,' থমথমে গলায় বলল রানা।

ডোনার রোমহর্ষক, আধিভৌতিক ভবিষ্যদ্বাণী ও হুমকি শোনার সময় একচুল নড়ল না কেউ। তার বক্তব্য আরও পরিষ্কার হলো বিলবার্নে আহত হামলাকারীর কণ্ঠে।

'লোকটা আরও কিছু জানত...জানে। তাকে আরও জেরা করা দরকার,' রেকর্ডার অফ করে বলল রানা। 'ডোনার ব্যাপারটা আলাদা। প্রায় অচেতন অবস্থা থেকে কথা বলছে সে।' মেয়েটার ব্যাপারে প্রফেসর ওয়েদারবাই কি বলেছেন তাও জানাল রানা, তার শরীরে এখনও ড্রাগের প্রভাব রয়ে গেছে, ড্রাগমুক্ত হবার পর এখন যা কিছু বলছে তার হয়তো কিছুই মনে করতে পারবে

না সে।

'সত্যদর্শীরাই যদি দায়ী হয়ে থাকে, এই মুহূর্তে জরুরী অপারেশন শুরু করা উচিত আমাদের।' মারভিন লংফেলোর চেহারায় ভাবাবেগের কোন অবকাশ নেই, ইস্পাতের তৈরি কঠিন দেখাল মুখটা। 'এই মুহূর্তে লোকবলের অভাব রয়েছে আমাদের, তাই সবাই মিলে একটা ফোর্স গঠন করতে হবে–বি.এস.এস. স্পেশাল ব্রাঞ্চ, লোকাল পুলিস আর অ্যান্টিকোরাপশন।'

'সাথে আমেরিকানরা থাকতে পারে, স্যার,' বলল মিচেল। 'পীর হিকমতকে সি.আই.এ-ও খুঁজছে। ওদেরকে দলে নিলে তদন্তে বোধহয় সুবিধেই হবে।'

'নিতে পারি যদি প্রয়োজন হয়। ঠিক আছে। তোমরা তো জানো, ওদের ব্যাপারে আমার অনুভূতিটা কি...' সবাই ওরা জানে কি বলতে চাচ্ছেন বি.এস.এস. চীফ। হঠাৎ ঝনঝন শব্দে ফোনটা বেজে ওঠায় বাধা পেলেন তিনি। রিসিভার তুলে লিজার কথা শুনলেন, তারপর বললেন, 'ও! ইয়েস, আই সী! ঠিক আছে, দাও তাঁকে ...' নরম সুরে কথা বলছেন। নিঃশব্দে দৃষ্টি বিনিময় করল রানা আর মিচেল।

ছয় কি সাত মিনিট ধরে কথাবার্তা হলো। অপরপ্রান্তের বক্তা সম্পর্কে কারও মনে কোন সন্দেহ থাকল না। 'ইয়েস, প্রাইম মিনিস্টার, ইয়েস...আমার বরং ধারণা, ঠিক পথেই এগোচ্ছি। তবে, ব্যাপারটা অত্যন্ত জটিল। ...অবশ্যই...জ্বী, তা তো বটেই...অ্যাকশন নেয়ার পর রিপোর্ট করব আমি...হ্যাঁ, মাঝরাতে...পৌঁছে যাব আমি, প্রাইম মিনিস্টার।' রিসিভার

নামিয়ে রাখলেন তিনি, সবার দিকে একবার করে তাকালেন চার্চিলসুলভ যুদ্ধংদেহী ভাব নিয়ে, ঘোষণা করলেন, 'ফোন করেছিলেন প্রাইম মিনিস্টার!' জানা কথা অহেতুক নতুন করে বলায় আরেকটু হলে হেসে ফেলছিল মিচেল, তাড়াতাড়ি মুখটা আরেক দিকে ঘুরিয়ে নিল সে। ব্যাপারটা মারভিন লংফেলো লক্ষ করলেন না, কারণ ইতোমধ্যে আবার তিনি কথা বলতে শুরু করেছেন। 'কম্বাইন্ড অপারেশন হবে। যদিও আমরা একটা সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতির মধ্যে রয়েছি, তবু কোবরা অ্যাসেম্বল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পি.এম.। মাঝরাতে তাঁর সাথে আমার মীটিং হবে।'

এই সময় কে যেন খুক করে কাশল। কে কাশল দেখার জন্যে তিনজনের দিকেই কটমট করে তাকালেন বি.এস.এস. চীফ। নির্লিপ্ত, নিরীহ চেহারা দেখে অপরাধীকে সনাক্ত করতে পারলেন না।

'আশা করি কোবরা সম্পর্কে সবাই তোমরা জানো?'

বিশেষ একটা কমিটির নাম কোবরা, নামটা গ্রহণ করা হয়েছে চারটে শব্দ থেকে–কেবিনেট অফিস ব্রিফিং রুম। কমিটির চেয়ারম্যান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অ্যান্টিকোরাপশন, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, মেট্রোপলিটান পুলিস ও স্পেশাল ব্রাঞ্চ থেকে পাঠানো প্রতিনিধিরা সদস্য নির্বাচিত হন। অন্য যে-কোন বিভাগ থেকে সদস্য গ্রহণ করার ক্ষমতা রয়েছে কমিটির।'ব্যাপারটার সাথে মার্কিনীদের স্বার্থ জড়িত,' বলে চলেছেন মারভিন লংফেলো, 'কাজেই আমি প্রস্তাব করছি সি.আই.এ-র হার্বার্ট রকসনকে কো-অপ্ট করা যেতে পারে। তাকে নিলে, তার ওপর চোখ রাখতে

সুবিধে আমাদের। এবার, রানা...'

'ইয়েস, মি. লংফেলো?'

'এবার তুমি তোমার কাজ শুরু করো। তোমাকে নিশ্চয়ই ব্যাখ্যা করে বলার দরকার নেই যে ইংল্যান্ডকে নেতৃত্বহীন করার ষড়যন্ত্র চলছে। একটু নাটকীয় শোনালেও, কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি–ইংল্যান্ডের ইতিহাসে এত বড় বিপদ গত দুশো বছরে দেখা দেয়নি। আমাদের দুর্ব...মানে, অসুবিধের কথাও তোমার অজানা নেই–কাজেই, এই বিপদ থেকে ইংল্যান্ডকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমি তোমাদের ওপর দিতে চাই। পরীক্ষিত বন্ধু তুমি...'

খুক করে কেশে রানা বলল, 'এ-সব কথা থাক না, মি.লংফেলো। আসল সমস্যা হলো, এখনও আমরা জানি না ঠিক কিভাবে কি ঘটছে...,' কথা শেষ না করেই পুলিস সুপার উইলবার জেফারসনের দিকে তাকাল ও।

মৃদু কাঁধ ঝাঁকিয়ে পুলিস সুপার বললেন, 'স্পেশাল ব্রাঞ্চের ফরেনসিক এক্সপার্টরা অ্যান্টি-টেরোরিস্ট স্কোয়াডের সাথে কাজ শুরু করেছে। তাদের রিপোর্ট পাওয়ামাত্র জানিয়ে দেয়া হবে। টিভির ছবিটা তো আপনিও দেখেছেন,' সবশেষে বললেন তিনি। 'আমাদের হেডকোয়ার্টারে ছবিটার ওপরও কাজ চলছে।'

মারভিন লংফেলো বললেন, 'রানা, তুমি যদি কাউকে সাথে নিতে চাও...'

'সার্জেন্ট বিল রেম্যান কি ফিরে এসেছে?' জানতে চাইল রানা।

'এসেছে, তবে এখনও আমি তার রিপোর্ট পাইনি।'

'তাকে আমি সাথে রাখতে পারি?' রানা জানে, ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাচ্ছে। বলা যায় না, বিল রেম্যান শত্রুপক্ষের লোকও হতে পারে। তবে, ওর সিদ্ধান্তের পক্ষে জোরাল যুক্তিটা হলো, যাকে বিশ্বাস করা যায় না তাকে কাছাকাছি রাখাই সব দিক থেকে ভাল।

'হ্যাঁ, তার রিপোর্ট কি বলে জানার পর।'

'আরেকজনের কথা ভাবছি আমি,' বলল রানা। 'যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি, নিনি খন্দকার। আমার চেয়ে আগে থেকে কেসটার তদন্ত করছে সে।' নিনিও অচেনা একটা চরিত্র, তার পরিচয়-পত্র যা-ই বলুক। তাকেও সম্ভব হলে কাছে রাখা উচিত বলে সিদ্ধান্ত নিল রানা। চোখ রাখো, সতর্ক থাকো। তবে নিজের কাছে স্বীকার না করে উপায় নেই যে ওর মনে তুমুল একটা ঢেউ তুলেছে মেয়েটা।

'তা বটে,' বললেন বি.এস.এস. চীফ, একটু যেন অন্যমনস্ক। 'ঠিক আছে, রানা–তবে, সাবধান থেকো। ইন্টারোগেশন রিপোর্টটা দেখেছি আমি, মেয়েটার পার্সোনাল ফাইলেও চোখ বুলিয়েছি।' ক্ষীণ হাসলেন তিনি। 'ফাইলটা আসলে আমাকে খুশি করার জন্যে দেখতে দেয় রকসন। যোগ্য বটে, তবে মেয়েটার বসের কাছ থেকে ক্লিয়ার‍্যান্স পেতে হবে। সেটা পাওয়া গেলে তাকে তুমি সাথে রাখতে পারো।' আবার তিনি ফোনের দিকে হাত বাড়াচ্ছেন, পুলিস সুপার জানতে চাইলেন এবার তিনি উঠতে পারেন কিনা।

'জরুরী কোন খবর পাওয়ামাত্র যোগাযোগ করব, স্যার।'

ইঙ্গিতে পুলিস সুপারকে বিদায় জানালেন মারভিন লংফেলো,

তারপর কি ভেবে একটা হাত তুলে থামিয়ে দিলেন তাঁকে। 'জানি না বিল রেম্যান আমাদের জন্যে কোন খবর এনেছে কিনা। সত্যদর্শীদের সম্পর্কে রানা যে এভিডেন্স যোগাড় করেছে, তার প্রেক্ষিতে ভাবছি প্যাঙবোর্নে ফরেনসিক এক্সপার্টদের একবার পাঠানো দরকার। আপনি ব্যবস্থা করতে পারবেন, নাকি আপনাদের ডিরেক্টরকে ফোন করব আমি?'

'পারব, স্যার। আমার ওপর ছেড়ে দিন।'

পুলিস সুপারের পিছনে চেম্বারের দরজা বন্ধ হতেই রানার দিকে ফিরলেন বি.এস.এস. চীফ। 'আগে রকসনের সাথে কথা বলি, তারপর সার্জেন্টকে ডাকব, কেমন?' কিন্তু এলিজাবেথ জানাল, মার্কিন দূতাবাস থেকে রওনা হলেও, বি.এস.এস. অফিসে এখনও এসে পৌঁছাননি রকসন। 'তাহলে,' লিজাকে বললেন মারভিন লংফেলো, 'সার্জেন্টকে পাঠিয়ে দাও, অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে সে।'

সার্জেন্ট বিল রেম্যান নয়, চেম্বারে উদয় হলো যেন একটা ভূত। তার চওড়া কাঁধ ঝুলে পড়েছে, সারামুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, কাপড়চোপড়ে ধুলোবালি।

'একি! তুমি কি তোমার কমান্ডার অফিসারের কাছেও এই চেহারা নিয়ে রিপোর্ট করো?' স্পষ্টতই বিরক্ত হয়েছেন মারভিন লংফেলো। 'তোমাকে দেখে রীতিমত আতঙ্ক বোধ করছি আমি!'

'আমি দুঃখিত, চীফ। কিন্তু আমি নিরুপায়।'

'কি বলতে চাও বুঝলাম না!' ধমক দিলেন বি.এস.এস. চীফ।

'সত্যি কথা, বসকে আমি বলেছিলাম,' রানাকে ইঙ্গিতে

দেখাল সার্জেন্ট, 'সাহায্য দরকার হলে ডাকবেন আমাকে। কিন্তু আমি কি তখন জানতাম, প্যাঙবোর্নের মত একটা গ্রামে, ঝোপের আড়ালে কাদার মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হামাগুড়ি দিয়ে থাকতে হবে? না বিশ্রাম, না খাওয়া, কিছুই জোটেনি কপালে। তারপর এখানে আমাকে ডেকে পাঠানো হলো। এখানেও সেই একই অবস্থা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করছি, কখন আমার পালা আসে...'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' ভুরু কোঁচকালেন মারভিন লংফেলো। 'বুঝলাম। এখানের কাজ শেষ করে নিজের একটু যত্ন নেবে তুমি, কেমন? এবার বলো, রিপোর্ট করার কিছু আছে তোমার?'

খশখশ করে দাড়ি চুলকাল সার্জেন্ট। 'বেশি কিছু না, স্যার। সামান্যই।'

'বেশ।'

'জমিদারবাড়ির ভেতরটা তন্নতন্ন করে সার্চ করেছি, স্যার। সিঁধ কেটে পথ করি, মানে পাঁচিলের ওপারে যাই, তারপর পিছন দিকের একটা জানালা ভেঙে ভেতরে ঢুকি। জ্বী-না, স্যার, কোথাও হাতের ছাপ রেখে আসিনি। ওখানে যদি কোন এভিডেন্স থেকে থাকে, জ্বী-না, তা-ও নষ্ট করে আসিনি। তবে, হ্যাঁ, একটা কথা বলতে পারি, স্যার–ব্যাটারা জানত, ওদের চলে যেতে হবে। গোটা ব্যাপারটা আগে থেকে প্ল্যান করা ছিল। অন্তত দিন কয়েক আগের প্ল্যান।

'কেন বলছি কথাটা? গোটা জায়গাটা একদম খালি দেখলাম, স্যার। কোথাও কিচ্ছুটি পড়ে নেই। একেবারে ঝকঝক তকতক

করছে। সব একেবারে মুছে নিয়ে চলে গেছে। ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে একটুকরো কাগজ পড়ে নেই, ডাস্টবিন সম্পূর্ণ খালি। তাড়াহুড়ো করে গেলে কোথাও না কোথাও একটা শার্ট, বা একটা মোজাও তো পড়ে থাকবে? কিচ্ছু না। দেখে মনে হলো, স্যার, জায়গাটায় কেউ কোন দিন বাস করেনি।'

সার্জেন্ট কথা বলছে, হাসি হাসি ভাবটা লুকোবার জন্যে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রাখল রানা।

'রানা?'

'ইয়েস, মি. লংফেলো?'

'সার্জেন্টকে তুমি কোন প্রশ্ন করতে চাও?'

'চাকার দাগ? কোন্ দিকে গেছে তার কোন চিহ্ন?'

মাথা ঝাঁকাল বিল রেম্যান। 'জ্বি, বস্। বাড়ির পিছন দিকে চাকার দাগ দেখেছি। কিন্তু গাড়িগুলো, মানে অন্তত চারটে প্রাইভেট কার আর দুটো ছোট ভ্যান, খালি অবস্থায় নিয়ে গেছে ওরা। আরও অনেক গাড়ি ছিল। তা থাকলেও, অত লোক আর মাল-সামানের জায়গা হয়নি। অনেক লোককে হেঁটে যেতে হয়েছে বলে আমার ধারণা।'

'চারটে গাড়ি দুটো ভ্যান খালি ছিল? কিভাবে জানলে তুমি?'

'চাকার দাগ দেখে, বস্। লোড করা থাকলে দাগগুলো আরও গভীর হত।'

'বাড়িটায় কত লোক ছিল বলে তোমার ধারণা?'

'দেড়শোর কম নয়, দুশোও হতে পারে।'

'কিভাবে বুঝলে?'

বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসল সার্জেন্ট। 'বিছানা দেখে,

বস্। সিঙ্গেল ও ডবল বেড। তোষক, গদি, চাদর, এ-সব নিয়ে যায়নি। প্রতিটি খাটে তৈরি করা ছিল বিছানা। বললাম না, একেবারে ঝকঝক তক...'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' তাড়াতাড়ি বললেন মারভিন লংফেলো।

'বিছানাগুলো তৈরি করা ছিল, কিন্তু বুঝতে পারলাম চাদরগুলো তিন চারদিনের পুরানো, বদলানো হয়নি।'

'বেশ,' বলল রানা। 'আর কি বুঝলে তুমি?'

'হঠাৎ সবাই একসাথে, তা কিন্তু নয়, বস্! দু'দিন ধরে বাড়িটা খালি করে ওরা। সম্ভবত ভারী জিনিসগুলো আগে পাঠিয়ে দেয়া হয়। তারপর তারা দু'জন দু'জন, তিনজন তিনজন করে বেরিয়ে পড়ে। হন্তদন্ত হয়ে নয়, শান্তশিষ্টভাবে। রাস্তা থেকে কিছু লোককে ভ্যানে বা গাড়িতে তুলে নেয়া হয়। বাজারের কাছে একটা চায়ের দোকানে গিয়ে কথা বলি আমি। ঠিক বলিনি, শুনেছি। বুঝলাম, আমার ধারণাই ঠিক। কোথায় যেতে হবে আগে থেকেই জানত ওরা।'

তার বক্তব্যের তাৎপর্য উপলব্ধি করে আড়ষ্ট হয়ে উঠল রানা। বাঘের মত, 'হুম,' করে উঠে গম্ভীর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন বি.এস.এস. চীফ।

আবার টেলিফোন বেজে উঠল, নিচু গলায় নির্দেশ দিলেন মারভিন লংফেলো। তারপর রানার দিকে ফিরলেন তিনি। 'সার্জেন্টকে তুমি নির্দেশ দিতে চাও?'

'তা সম্ভব নয়, মি. লংফেলো, আমি ওকে অনুরোধ করতে পারি।'

'ঠিক আছে...ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি সারো। পুলিস সুপার ফিরে এসেছেন,পৌঁছে গেছে রকসনও।'

'রেম্যান,' সার্জেন্টের দিকে ফিরে মৃদু হাসল রানা। 'তুমি কি এখনও আমাদের সাহায্য করতে রাজি আছ?'

'আমাকে যদি দরকার হয়...হ্যাঁ, অবশ্যই, বস্।'

'কাল সকাল ন'টায়।' নিজের ফ্ল্যাটবাড়ির কাছাকাছি একটা জায়গার কথা বলল রানা। 'প্যাঙবোর্নে আরেকবার যাব আমরা।'

'ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় আমাকে দেখতে পাবেন, বস্। আর কিছু, বস্?'

মাথা নাড়ল রানা, একটা হাত তুলে দরজাটা দেখিয়ে দিলেন মারভিন লংফেলো।

'প্রথমে পুলিস সুপার,' বললেন তিনি, সার্জেন্ট বিদায় নেয়ার সাথে সাথে। 'বলছেন, কিভাবে কাজটা করা হয়েছে তা নাকি ওঁরা বুঝতে পেরেছেন। সাথে একটা ভিডিও রয়েছে। স্পেশাল ব্রাঞ্চ থেকে দিয়ে গেছে কেউ, বিল্ডিঙ ছেড়ে কোথাও যাননি তিনি।'

আগের চেয়েও বিধ্বস্ত লাগল উইলবার জেফারসনকে। বগলে একটা ভিডিও রেকর্ডার নিয়ে ঢুকলেন তিনি, পোর্টেবল টিভির সাথে সেট করা হলো। 'টেপটা স্লো করা হয়েছে, আমাদের এক্সপার্টরা ছবিটার গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো জুম লেন্সের সাহায্য নিয়ে আকারে অনেক বড় করেছে।'

'রেজাল্টস?' তির্যকদৃষ্টিতে আধুনিক ইলেকট্রনিক যন্ত্র দুটোর দিকে একবার তাকালেন বি.এস.এস. চীফ।

'নিজের চোখেই দেখুন, স্যার। প্রথমে, অরিজিনাল টেপটা

দেখুন।' প্লে বাটনে চাপ দিলেন পুলিস সুপার, টিভির পর্দায় ফুটে উঠল আগের সেই দৃশ্য, যা দেখে অসুস্থবোধ করেছিল ওরা। গাড়িগুলো এগিয়ে আসছে, চারদিক থেকে স্লোগান দিচ্ছে হাসিখুশি জনতা, বয়োবৃদ্ধ লর্ড সেফারসকে রোভার থেকে নামতে সাহায্য করা হলো, হাসছেন তিনি, জনতার উদ্দেশ্যে হাত নাড়ছেন, দাঁড়িয়ে আছেন ছড়িতে ভর দিয়ে। তারপর অকস্মাৎ বিশৃঙ্খলা দেখা দিল, পরমুহূর্তে ঘটল বিস্ফোরণ।

'এবার,' পুলিস সুপার বললেন, 'এটা দেখুন।' প্লে বাটনে আবার চাপ দিলেন তিনি। এবারও সেই একই দৃশ্য ফুটল টিভির পর্দায়, তবে মনে হলো জনতার একটা বিশেষ অংশের ওপর ক্যামেরা জুম করা হয়েছে, ভিড় থেকে কিছু তরুণ জোরজার করে সামনে বাড়ছে। তাদের এগিয়ে আসাটা স্লো মোশন-এ দেখতে পাচ্ছে ওরা। ধীরে ধীরে ফ্রেমের ভেতর চলে আসছে রোভারের বনেট।

'সবুজ জ্যাকেট পরা যুবককে লক্ষ করুন!' ফিসফিস করলেন পুলিস সুপার।

সহজেই তাকে দেখতে পেল ওরা। রানা ধারণা করল, যুবকের বয়স হবে ছাব্বিশ কি সাতাশ। অকস্মাৎ, বিস্ময়কর স্লো মোশনের মধ্যে, লাফ দিয়ে সামনে বাড়তে দেখল ওরা যুবকটিকে, চকিতে গাড়ির প্রায় বনেটের ওপর এসে পড়ল সে। আর ঠিক সেই সাথে তার একটা হাত জ্যাকেটের ভেতর ঢুকে গেল, পরমুহূর্তে অজ্ঞাত পরিচয় যুবক পরিণত হলো আগুনের একটা গোলায়–বিস্ফোরিত হলো মাংস, হাড়, রক্ত আর কাপড়।

'মাই গড!' হাঁপিয়ে উঠলেন মারভিন লংফেলো, রিভলভিং

চেয়ারটা ছেড়ে প্রায় দাঁড়িয়ে পড়েছেন। 'মাই গড! ছোকরা নিজেকে ডিটোনেট করল! দ্যাট্স্ টু হরিবল! টেরিবল!'

'কিন্তু সত্যি যা ঘটেছে তাই দেখছি আমরা, স্যার,' আবার ফিসফিস করে বললেন উইলবার জেফারসন। 'আসলেও গ্লাসটনবারিতে একটা হিউম্যান বম্ব বিস্ফোরিত হয়েছে, লর্ড সেফারসের গায়ের কাছে।'

দৃশ্যটা আবার দেখালেন তিনি। এবার প্রায় বমি এসে গেল রানার।

'ধরো ওদের, রানা!' পরস্পরের সাথে চেপে বসা দু'সারি দাঁতের মাঝখান দিয়ে কথা বললেন মারভিন লংফেলো। 'ইংল্যান্ডের মাটি থেকে নিশ্চিহ্ন করো ওদের। ধরো, মারো, খতম করে দাও! এ-ধরনের নির্দেশ দেয়ার কথা পরে হয়তো আমি স্বীকার করব না, কিন্তু এই মুহূর্তে শুনতে তুমি ভুল করছ না। গো আউট অ্যান্ড ফাইন্ড দ্য ডেভিলস। কিল দেম!'

এগারো

ঘড়ির অ্যালার্ম ঘুম ভাঙিয়ে দিল রানার। চোখ মেলল, সচেতন প্রতিটি ইন্দ্রিয় উপলব্ধি করল শুরু হয়েছে নতুন একটা দিন। কিচেন থেকে শব্দ ভেসে আসছে, এরইমধ্যে নাস্তা তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে রাঙার মা। চোখ বুজে আরও ক'মিনিট বিছানায় পড়ে থাকতে ইচ্ছে করল ওর, আলসেমির সাথে কালকের ঘটনাগুলো

বিশ্লেষণ করাও হবে। কিন্তু না, সাড়ে সাতটা বাজে। চিন্তা-ভাবনার কাজটা সেরে নেয়া যাবে দিনটার জন্যে নিজেকে তৈরি করার সময়।

বাড়িতে থাকুক বা বাইরে, কিংবা দেশে বা বিদেশে, রানার সকালের রুটিন প্রায় কখনোই বদলায় না। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘেমে নেয়ে উঠল ও। ভি-সিটাপ করল বিশবার, পঞ্চাশবার ওঠ-বস, স্টেশনারি রানিং করল বিশ মিনিট, হাত দিয়ে পায়ের আঙুল ছুঁলো পঞ্চাশবার, বুকডন দুই কিস্তিতে পঞ্চাশ-পঞ্চাশ একশোবার। গায়ের ঘাম শুকোবার পর বাথরুমে ঢুকল ও। প্রথমে গরম, তারপর হিম শীতল পানিতে শাওয়ার সারল।

রানার মন-মেজাজ বুঝতে পারে রাঙার মা, টের পেয়ে গেল আজ কথা বলার দিন নয়। রানার প্রিয় খাবার দিয়ে সাজানো ব্রেকফাস্ট ট্রেটা ডাইনিং রুমে রেখে কিচেনে ফিরে গেল সে। তার প্রতি সামান্যই মনোযোগ দিল রানা। কিচেনে ফিরে গিয়ে গজ গজ করছে বুড়ি, 'রাত করে বাড়ি ফিরবে, সকাল বেলা হাঁড়ি করে রাখবে মুখটাকে–কেন, বিয়ে করে বউ আনলেই তো পারে! দেশে ছিলাম ভাল ছিলাম, এই হতচ্ছাড়া ভাব দেখতে হত না আমাকে। তা না, খেস্টানদের মাঝখানে এনে ফেলা হয়েছে। এই বুড়ো হাড়ে আমি আর পারি না, বাপু...'

শুনেও না শোনার ভান করল রানা। তবে সত্যি, কাল অনেক রাতে বাড়ি ফিরেছে ও। ভিডিওতে লর্ড সেফারসের হত্যাকাণ্ড চাক্ষুষ করার পর সত্যদর্শী আর তাদের গুরুকে ধরার জন্যে কিভাবে তদন্ত শুরু করবে তার একটা ছক তৈরি করে ও। তারপর মারভিন লংফেলোর সাথে হার্বার্ট রকসনের মীটিং হলো,

উপস্থিত থাকতে হলো ওকেও। পরিস্থিতিটাকে নাজুকই বলতে হবে, কারণ রকসনকে ব্যক্তিগতভাবে ওর অপছন্দ নয়, কিন্তু মি. লংফেলো তাকে দু'চোখে দেখতে পারেন না।

যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারনাল রেভিনিউ-এর এজেন্ট নিনি খন্দকার অনুমতি ছাড়াই ইংল্যান্ডে তৎপরতা চালাচ্ছে, অভিযোগটা আনুষ্ঠানিকভাবে জানাবার সময় অত্যন্ত কড়া ভাষা ব্যবহার করলেন মারভিন লংফেলো। শান্ত, হাসিখুশি থাকার চেষ্টা করল হার্বার্ট রকসন। সবিনয়ে জানাল সে, নিনি খন্দকারকে চেনে বটে, কিন্তু তার দায়িত্ব বা তৎপরতা সম্পর্কে কিছুই তার জানা নেই। বি.এস.এস. সত্যি যদি কোন অভিযোগ করতে চায়, সরাসরি অ্যামব্যাসাডরকে চিঠি পাঠাতে হবে। 'চিঠি, পাল্টা চিঠি, এইসব করতে করতে প্রচুর সময় বেরিয়ে যাবে। আমার মনে হয়, তার দরকার নেই...।'

'দরকার নেই মনে করব আমিও, যদি আপনারা ক্ষমা প্রার্থনা করেন, এবং এই কেসটায় আমাদেরকে সাহায্য করার প্রস্তাব দেন!' দাবিনামা পেশ করলেন মারভিন লংফেলো।

'আমরা তো, স্যার,' সহাস্যে বলল রকসন, 'আপনাকে সাহায্য করার জন্যে একপায়ে খাড়া।'

এত বিনয়, বি. এস. এস. চীফের বোধহয় সহ্য হলো না, গা-জ্বালা ভাবটা দূর করার জন্যে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকলেন তিনি। তারপর অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন, বললেন, 'টেরোরিস্টদের জঘন্য ব্যাপারটা...'

'লর্ড সেফারস, স্যার? সত্যি আমরা আতঙ্ক বোধ করছি...'

'কোবরা কমিটিতে আপনাকে কো-অপ্ট করা হতে পারে,' মারভিন লংফেলো বাধা দিয়ে বললেন। 'তার আগে ওয়াশিংটন থেকে অনুমতি নিতে হবে আপনার। নিনি খন্দকারের জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারটাও আপনাকে সামলাতে হবে।'

অনুরোধ করায় ফোন সহ নিরিবিলি একটা কামরা ছেড়ে দেয়া হলো হার্বার্ট রকসনকে। কোবরা কমিটিতে থাকার জন্যে ওয়াশিংটনের অনুমতি চাইল সে। তার অনুরোধে ইন্টারন্যাল রেভিনিউ কর্তৃপক্ষ রাজি হলো, বি.এস.এস-কে নিনি খন্দকার সাহায্য করতে পারলে খুশিই হবে তারা।

রকসন ফোনে কথা বলছে, এই ফাঁকে রানাকে মারভিন লংফেলো জানালেন, 'কোবরা কমিটির ধরন-ধারণ আমার জানা আছে, সারারাত ধরে মীটিং চলবে–সিদ্ধান্ত হবে কাল বিকেল নাগাদ। আশা করি ইতিমধ্যে তুমি অনেকদূর এগিয়ে যাবে, রানা।'

আমারও তো বিশ্রাম আর ঘুম দরকার, নাকি?–মনে মনে ভাবল রানা, মুখে কিছু না বলে শুধু মাথা ঝাঁকাল। চেম্বারে ফিরে এসে এক গাল হাসল রকসন, বলল, 'দুটো টেলেক্স আসছে–কোবরায় থাকার অনুমতি দেয়া হয়েছে আমাকে, নিনিও বি.এস.এস-কে সাহায্য করার অনুমতি পেয়েছে।' রানার দিকে ফিরল সে। 'তুমি ভাগ্যবান হে। মেয়েটা দারুণ।' মারভিন লংফেলোকে আড়াল করে রানার উদ্দেশ্যে একটা চোখ টিপল সে।

'মি. রকসন উপস্থিত থাকায় কিছু আসে যায় না,' মারভিন লংফেলো বললেন, 'রানা, তোমার অপারেশনের কোড নেম ঠিক

করা হয়েছে–ফারমার। তোমার কাছ থেকে ভাল ফসল চাই আমি। এবার দু'জনেই বিদায় হও তোমরা, ওপরতলায় গিয়ে নিনি খন্দকারের সাথে কথা বলো।' রকসনের দিকে তাকালেন তিনি। 'সরাসরি এখানে ফিরে আসবেন, দেখতে হবে আপনাকে কোবরায় কো-অপ্ট করতে সদস্যরা রাজি হয় কিনা।'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল রানা, দেখাদেখি রকসনও, তার মুখে ক্ষীণ ব্যঙ্গাত্মক হাসি লেগে রয়েছে।

নিনি খন্দকারের সাথে হার্বার্ট রকসনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা হলো। ওদের সাথে পাঁচ মিনিট থাকার পর, 'সিকিউরিটির ব্যাপারে এক লোকের সাথে আলাপ করে আসি,' বলে ওদেরকে একা ছেড়ে দিল রানা।

কথা যা বলার একা নিনিই বলল, রানার সাথে রওনা হবার জন্যে তৈরি হতে বেশি সময় নিল না সে। কাজেই আবার ওদের কাছে ফিরে এসে রকসনকে বলল রানা, 'তুমি বরং ছ'তলায় ফিরে যাও। নিনি, তোমাকে আমি তোমার ফ্ল্যাটে পৌঁছে দেব। আমি চাই, প্রচুর বিশ্রাম নিয়ে সমস্ত ক্লান্তি কাটিয়ে ওঠো তুমি। আমাদের লোক তোমার ফ্ল্যাটের ওপর নজর রাখছে। কথা দিচ্ছি, রাতে তোমার ধারে কাছে কেউ ঘেঁষতে পারবে না।'

'সত্যি?' কৃত্রিম হতাশায় চেহারা ম্লান করে তুলল নিনি। 'আমি ভেবেছিলাম তুমি অন্তত একবার কাছাকাছি হওয়ার চেষ্টা করবে, রানা!'

স্মিত হাসল রানা, নিনির বাম কাঁধে একটা হাত রাখল। 'ধন্যবাদ, আমার ওপর বিশ্বাস রাখো জেনে খুশি হলাম। কিন্তু, আমারও বিশ্রাম দরকার।'

গাড়ি নিয়ে অভিজাত কেনসিংটন এলাকায় পৌঁছুল ওরা। অ্যাপার্টমেন্ট ভবনটা নতুন তৈরি হয়েছে, চারটে কামরা নিয়ে নিনির ফ্ল্যাট। তার সাথে ওপরে উঠে এল রানা, গোটা বিল্ডিঙে বা ফ্ল্যাটের ভেতর কেউ লুকিয়ে আছে কিনা দেখাটাই অন্যতম উদ্দেশ্য।

সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ল না। ভাড়া করা ফ্ল্যাট হলেও, আসবাব-পত্র ও অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জায় নিজস্ব রুচি ও ব্যক্তিত্বের ছাপ রেখেছে নিনি। ড্রইংরুমে ছোট একটা বার দেখল রানা, রাশিয়ার ভোদকা থেকে শুরু করে সব রকম পানীয়ই আছে। কে. জি. বি-র প্রতীক চিহ্ন ছাপা একটা পোস্টার রয়েছে একদিকের দেয়ালে, নিচে লেখা, 'সাবধান! নৌ, বিমান বা স্থলবাহিনী সম্পর্কে কোন আলাপ নয়।' শোবার ঘরে দুটো প্রিন্ট পেল, একটা হকনি-র পানামা হ্যাট, অপরটা ফ্রিঙ্ক-এর স্পিনিং ম্যান সেভেন।

এক এক করে সবগুলো কামরাই পরীক্ষা করল রানা। অজুহাত আগেই তৈরি করে রেখেছে, নিনির অবর্তমানে কেউ ভেতরে ঢুকেছিল কিনা জানা দরকার। সত্যি বটে ঠিক তাই জানার চেষ্টা করছে রানা, তবে এ-কথাও বিশ্বাস করে ও যে বেঁচে থাকার ধরন দেখে একটা মেয়েকে বোঝা যায়। দেখেশুনে মনে হলো, নিনি খন্দকার পরিচ্ছন্ন, সুরুচিসম্পন্ন, বিদূষী, শিল্পীমনা, এবং অত্যন্ত চৌকশ আন্ডারকভার এজেন্ট। ড্রেসিং টেবিলের ওপর প্রচুর বিদেশী সেন্ট রয়েছে। ওয়ার্ডরোবটাও খুলে পরীক্ষা করল রানা। কাপড়চোপড়ের মধ্যে শাড়ি কম, বেশিরভাগই স্কার্ট, শার্ট আর জিনস্। টেলিফোনটা বেডরুমে। রানা লক্ষ করল, সাদা স্টিকার দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে নম্বরটা।

'কোথাও কোন গলদ নেই,' অবশেষে বলল রানা।

'চা? কফি? নাকি অন্য কিছু?' নিনির চোখে আমন্ত্রণ, কিংবা রানার দেখার ভুলও হতে পারে।

মাথা নাড়ল রানা। 'কাল অনেক ছুটোছুটি আছে, নিনি। দু'জনেরই ফ্রেশ থাকা দরকার।'

'ছুটোছুটি.·· কেন, কোথায় যাচ্ছি আমরা, রানা?' আরও কাছে সরে এল নিনি, আবার যাতে তার চুলের গন্ধ পায় রানা। এখন আর বারুদের ঝাঁঝ নেই, তার বদলে রানার নাকে ঢুকল হালকা একটা মিষ্টি সুগন্ধ। নিজেকেই প্রশ্ন করল রানা, কখন, কোত্থেকে পেল?

'প্রথমে যাব সত্যদর্শীরা যেখানে ছিল, প্যাঙবোর্নে,' বলল রানা। 'সাথে লোক থাকবে, আমাদের টীমের একজন সদস্য সে।'

'আচ্ছা।' আওয়াজটা শুনে মনে হলো নিনির গলায় কি যেন আটকে গেছে। দৃঢ়চেতা, অবিশ্বাসী মেয়েটা হঠাৎ করে রানার কাঁধে মুখ গুঁজে দিল, ফুঁপিয়ে কাঁদছে, শক্ত করে জড়িয়ে ধরল রানাকে।

প্রায় নিজের অজান্তেই, তাকে কাছে ধরে রাখল রানা। তারপর, অনিচ্ছাসত্ত্বেও, অনুভব করল মেয়েটার বুক আর ঊরুর চাপে সাড়া দিচ্ছে ওর শরীর। তার পিঠে সান্ত্বনাসূচক মৃদু চাপড় দিল ও, কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'শান্ত হও, কি হয়েছে? কি ব্যাপার, নিনি?'

ফোঁপাতে ফোঁপাতে রানাকে কলাপাতা রঙের সোফার দিকে টেনে নিয়ে এল নিনি। এখনও রানাকে ধরে ঝুলে আছে সে,

ফোঁপানোর আওয়াজের সাথে কেঁপে কেঁপে উঠছে তার শরীর। নিজেকে বোকা বোকা লাগছে রানার, শান্ত করার জন্যে বিড়বিড় করছে।

এক সময়, দশ কি পনেরো মিনিট পর, রানাকে ছেড়ে দিল নিনি, জোরাল একটা ঢোক গিলল, চোখ মোছার জন্যে ব্যবহার করল হাতের উল্টোপিঠটা। 'দুঃখিত, রানা,' নিচু গলায় বলল সে। হয় মেয়েটা অত্যন্ত ঘাবড়ে গেছে, নয়তো পাকা অভিনেত্রী, ভাবল রানা। ফর্সা মুখ লাল হয়ে উঠেছে নিনির, চোখের চারপাশে ধুয়ে গেছে মেকআপ, গালে লেগে রয়েছে পানির দাগ, ভিজে গেছে নাকের ফুটো, ফুটো জোড়ার কিনারা চোখ জোড়ার মতই লালচে হয়ে উঠেছে। সোফা ছেড়ে দাঁড়াল সে, বেডরূমে ঢুকে বেরিয়ে এল একটু পরই, হাতে টিস্যু। নিজেকে পরিষ্কার করে গুছিয়ে নেয়ার সময় কোন কথা বলল না।

বিব্রতবোধ করছে রানা। কাঁদুনে মেয়ে একদম পছন্দ করে না ও, কিন্তু এখনকার ঘটনাটা কেন যেন অন্য রকম। আরেকবার কারণটা জানতে চাইল ও।

'কারণ.··কি কারণ, তুমি বোঝো না, রানা?' আবার ফুঁপিয়ে উঠল নিনি, তার চোখে রাগ, ঠোঁট দুটো ফোলা ফোলা। 'কি আবার কারণ হতে পারে!'

'জানি, দিনটা খুব খারাপ গেছে তোমার। সত্যি আমি.··'

ব্যঙ্গাত্মক, ছোট্ট হাসির শব্দটা বদলে গেল ধীরে ধীরে, ফোঁপানোর আওয়াজে পরিণত হলো। 'জানি, জানি, সবাই তাই বলবে–আমি ট্রেনিং পাওয়া আন্ডারকভার এজেন্ট। কিন্তু.··কাকে

বোঝাব? কে বুঝবে? হপ্তার পর হপ্তা, মাসের পর মাস সাধনা করে সত্যদর্শীদের কাছাকাছি পৌঁচেছি আমি। তারপর? তারপর কি হলো? একইদিনে দু'দু'বার সত্যিকারের ভায়োলেন্সের মধ্যে পড়তে হলো আমাকে। জীবনে এই প্রথম মৃত্যুকে আমি কাছ থেকে দেখলাম! একবার নয়, দু'বার। একই দিনে। বুঝতে পারছ না, এর প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে...?'

'আমি তোমাকে উপদেশ দিতে চাই না, নিনি, তবে এ-সব...'

'এ-সব মেনে নিয়েই বাঁচতে শিখতে হবে আমাকে! জানি, ট্রেনিঙের সময় এ-কথাই বলা হয়। কিন্তু আমার দ্বারা তা সম্ভব কিনা সত্যি আমি তা জানি না।' বড় করে শ্বাস টানল নিনি, শরীরটা কেঁপে উঠল। 'ওই লোকটাকে... রবার্টসনকে...রানা, তাকে কি আমি খুন করেছি?'

'তোমার ট্রেনিং খুব ভাল হয়েছে, নিনি। হয় তার বাঁচার কথা, নয়তো তোমার–কিংবা আমার। তোমার মত ট্রেনিং পাওয়া একটা মেয়ের যা করা উচিত তাই করেছ।'

'সে কি আমার হাতে মারা গেছে?' নিনির চোখে এখন পানি নেই, পানির জায়গায় অন্য কি যেন রয়েছে ওখানে। রাগ? অনুশোচনা? জিনিসটা আগেও দেখেছে রানা, তবে শুধু পুরুষদের চোখে।

'হ্যাঁ,' দৃঢ়তার সাথে বলল রানা, গলার স্বরে খানিকটা নিষ্ঠুরতারও প্রকাশ ঘটল। 'লোকটাকে তুমি খুন করেছ, নিনি। ওই পরিস্থিতিতে সবাই তাই করত–অন্তত আমাদের পেশায়। লোকটাকে খুন করেছ, কিন্তু বেঁচে থাকতে হলে কথাটা তোমাকে

মন থেকে মুছে ফেলতে হবে, তা না হলে পরের বার তোমার লাশটাই মর্গে যাবে। সময় থাকতে মন থেকে সব মুছে ফেলো।'

'কিভাবে?' প্রায় চিৎকার করে জানতে চাইল নিনি।

এক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা, তারপর বলল, 'রবার্টসনের ভূতটাকে আদেশ করো–ভাগ ব্যাটা! মন থেকে কেটে পড়।'

রানার দিকে নিশ্চলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল নিনি। টিক-টিক করে বয়ে চলল সেকেন্ডগুলো। এক সময় আরও একটা দীর্ঘশ্বাস টানল সে। 'ধন্যবাদ, রানা। তোমার কথাই ঠিক। আসলে...প্রথমবার তো! ভয়ানক নাড়া দিয়ে গেছে আমাকে।'

'ভেবে দেখো, তুমি যদি সামলে উঠতে না পারো, আমার কি করার থাকে? হয় তোমাকে আমাদের অফিসে আটকে রাখতে হবে, তা না হলে ফেরত পাঠাতে হবে ওয়াশিংটনে। এ-ধরনের অনিশ্চয়তা বা ভাবাবেগ আমার পোষাবে না, যদি একসাথে কাজ করতে হয় আমাদের।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল নিনি। 'আমি সামলে নেব। ধন্যবাদ, রানা।' সামনে ঝুঁকে রানাকে চুমো খেলো সে, অপ্রত্যাশিতভাবে সরাসরি ঠোঁটে।

মৃদু ধাক্কা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল রানা। চিন্তাটা আবার উদয় হলো ওর মনে, মেয়েটার সাথে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়া যেন খুব বেশি সহজ। তবে, তার সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ব্যাপারটা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। 'নিনি, আমি দুঃখিত, কিন্তু এবার আমাকে যেতে হয়।'

মাথা ঝাঁকাল নিনি, চোখভরা বিষণ্ণতা নিয়ে হাসল। 'বুঝতে পারছ তো, নিজেকে আমি সামলে নিয়েছি। রানা, আমি যদি

তোমাকে বিব্রত করে থাকি, নিজগুণে ক্ষমা করে দিয়ো।'

কথা না বলে বিশ্বাস, আস্থা আর আন্তরিকতা ভরা দৃষ্টি উপহার দিল রানা।

'থাকো, রানা। প্লীজ,' বিড়বিড় করে অনুরোধ জানাল নিনি।

'কাজ, নিনি, কাজ। তোমারও বিশ্রাম দরকার। ঠিক আছে, একসাথে আরও খানিকটা পথ হাঁটি আমরা, তারপর নাহয় দেখা যাবে, কেমন?'

ঠোঁট ফুলিয়ে অভিমান প্রকাশ করতে গিয়ে মুখ তুলে হাসল নিনি।

সকালে কখন তাকে তুলে নেবে ইত্যাদি জানিয়ে বিদায় নেয়ার জন্যে তৈরি হলো রানা। সার্জেন্ট বিল রেম্যানকেও সময় দিয়েছে ও, নিনিকে সময় দিল দশ মিনিট পর। বিদায়ের মুহূর্তে ঝোঁকের মাথায় মেয়েটাকে আলিঙ্গন করল একবার, সান্ত্বনাসূচক চাপ দিল, আলতোভাবে ঠোঁট ছোঁয়াল দুই গালে। 'বিদায়, নিনি। গুডনাইট। মন খারাপ করে ঘুমটা নষ্ট কোরো না।'

'ঠিক আছে।'

'তাহলে কাল সকালে, কেমন?'

'নতুন একটা দিনে, গত চব্বিশ ঘণ্টার তুলনায় প্যাঙবোর্ন ভ্রমণকে মনে হবে পিকনিক। আবার দেখা হবে, রানা।'

অ্যাপার্টমেন্ট ভবন থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তার শেষ মাথায় নিঃসঙ্গ ভ্যানটাকে দেখতে পেল রানা, পাশের বাড়ির গেটের কাছ থেকে ফুটপাথে এসে দাঁড়াল টহল পুলিসদের একজন। নিরাপত্তারক্ষীরা নিজেদের দায়িত্ব ঠিকমতই পালন করছে।

গাড়ি ছেড়ে দিয়ে রানা ভাবল, বিল রেম্যানকে যতটুকু বিশ্বাস

করে ও, ঠিক ততটুকুই বিশ্বাস করে নিনি খন্দকারকে, পরিমাণটা অবশ্যই বেশি নয়। তারপর একটা কথা ভেবে মনে মনে হাসল ও—কাল সকালে প্যাঙবোর্ন যাওয়াটা ওদের প্রথম কাজ নয়। অন্য একটা প্ল্যান আছে ওর। এখন শুধু দেখতে হবে, প্যাঙবোর্ন যাওয়া সংক্রান্ত খবরটা ফাঁস হয়ে যায় কিনা।

আজ সকালে, নিজের নিরাপদ বাড়ির ভেতর দিনটার জন্যে নিজেকে তৈরি করার সময়, কিছু প্রশ্ন আর ক্লু নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে রানা। বলা যায় না, দেখতে পায়নি এমন কিছু ধরা পড়তে পারে মনের চোখে।

প্রথম থেকে যা যা ঘটেছে, স্মরণ করার চেষ্টা করল রানা।

নদীতে ডুবে মারা গেল নাদিরা রহমান। তার নোটবুকে একা শুধু ওর টেলিফোন নম্বর পাওয়া গেল। এমন হতে পারে, নম্বরটা উদ্দেশ্যমূলকভাবে রাখা হয়েছিল নোটবুকে? সন্দেহ নেই, মারভিন লংফেলো ওকে লন্ডনে ফেরার নির্দেশ দেয়ার সাথে সাথে ওর ওপর নজর রাখতে শুরু করে কেউ। নাদিরা রহমানের মৃত্যু একটা সেট-আপ কিনা। ওকে ফাঁদে ফেলার কোন ষড়যন্ত্র? মেয়েটা হয়তো জানতই না তার নোটবুকে ওর ফোন নম্বর ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে।

এমন কি হতে পারে, ড্রাগের সাহায্যে আচ্ছন্ন করার পর, তার মাথায় উদ্ভট কিছু ধারণা ঢুকিয়ে দেয়ার পর, ডোনা চেস্টারফিল্ডকে ছেড়ে দেয়া হয়? কিন্তু কেন? এম. ভি. এফ. সত্যবাবার মত একজন লোক, কিংবা পীর হিকমতের মত একজন লোক, রানা বা বি. এস. এস-কে কেন টোপ গেলাতে চাইবে? ব্যাপারটা কি স্রেফ তার অহমিকা বা দম্ভ হতে পারে?

'দেখো, তোমাকে আমি আগেই যথেষ্ট সাবধান করে দিয়েছিলাম। এখন বোঝো, কি করার ক্ষমতা রাখি আমি! খুন করতে পারি, আভাসে তোমাদের জানাইনি? ধাঁধার অর্থ বুঝতে না পারলে আমার কি দোষ! মন দিয়ে শোনো, কান খোলা রাখো–আরও ধাঁধা দেয়া হবে।'

পীর হিকমতের পক্ষে এ-ধরনের চিন্তা করা সম্ভব। তার ডোশিয়েই বলছে, অত্যন্ত জটিল মন মানসিকতার অধিকারী একজন ভিলেন।

একটা ব্যাপারে সন্দেহ নেই, কেউ জানত লন্ডনে ডেকে পাঠানো হবে ওকে। যেমন জানতে পারে, অ্যাভং কার্ট অফিসে যাবে ও।

তারপর, নিনিকে যে কিলবার্ন সেফ হাউসে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তা-ও জেনে ফেলে ওরা। ওখানে ওরা হামলা করল কেন–নিনিকে খুন করার জন্যে, নাকি তাকে উদ্ধার করার জন্যে? ইতোমধ্যে পরিষ্কার হয়ে গেছে, জীবনের কোন মূল্য দেয় না ওরা। নাকি আত্মবলিদান?

কে বেঈমানী করছে, কার দ্বারা সম্ভব? সার্জেন্ট রেম্যান? নাকি নিনি খন্দকার? অথবা অন্য কেউ? হার্বার্ট নয়তো? কোথাও পৌঁছুতে পারছে না রানা, ঘুরপাক খাচ্ছে চিন্তাগুলো।

কিলবার্ন সেফ হাউসের পরিস্থিতি নিয়ে ভাবতে শুরু করল রানা। হফম্যান দৃঢ়তার সাথে জানিয়েছে, ওখান থেকে কাউকে ফোন করার উপায় নিনি খন্দকারের ছিল না। সত্যি কি তাই? বেচারা মাইকেল একবার বাইরে বেরিয়েছিল, হফম্যান সে-সময়টায় ব্যস্ত ছিল অপারেশন রুমে। রানা জানে, মনিটরে ধরা না

পড়েও ওই বাড়ির এক্সটারনাল লাইন ব্যবহার করা সম্ভব। সম্ভব রিসিভার থেকে আড়িপাতার সরঞ্জাম খুঁজে পাওয়া। হফম্যান সম্পর্কেও একটা প্রশ্ন জাগল ওর মনে। নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল, তার ফাইলে একবার চোখ বুলাতে হবে। একটা কথা নিশ্চয় করে বলা যায়। কাউকেই বিশ্বাস করা যাবে না। এমন কি নিজেকেও নয়। কাল রাতের কথা মনে পড়ে গেল ওর। ওর আলিঙ্গনের ভেতর নিনির কোমল স্পর্শ, মিষ্টি হালকা নারীসুলভ গন্ধ। লোভনীয়, আকর্ষণীয় নারী। সতর্ক না হতে পারলে পরিস্থিতি যে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ব্রেকফাস্ট শেষ করে বেডরুমে ফিরে এল রানা, কোমরে জড়ানো তোয়ালেটা ছেড়ে দিয়ে একজোড়া স্ল্যাকস, শার্ট আর হালকা জ্যাকেট পরল, তার আগে নাইনএমএম এএসপি-র হারনেসের স্ট্র্যাপ আটকে নিয়েছে বগলের নিচে। ওর সাথে ছোট্ট, টেলিস্কোপিক কনসিলেবল অপারেশনস ব্যাটনটাও রয়েছে–ভোঁতা একটা অস্ত্র, নাগালের মধ্যে চলে এলে একজন লোককে থামাতে ওটার কোন জুড়ি নেই, দক্ষ হাতে পড়লে ওটা দিয়ে খুন করাও সম্ভব।

গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করার আগে একটা ফোন করল রানা। তিন মিনিট কথা বলল জন মিচেলের সাথে। হ্যাঁ, কিলবার্নে আহত টেরোরিস্ট লোকটাকে সারের ক্লিনিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, কাল বিকেলে যেখানে প্রফেসর ওয়েদারবাই আর ডোনা চেস্টারফিল্ডের সাথে দেখা হয়েছে ওর। ওকে আশ্বাস দিয়ে জানাল মিচেল, প্যাঙবোর্ন জমিদারবাড়ির ওপর নজর রাখছে

একটা টীম। কোড ওয়ার্ড বলতে না পারলে ধারেকাছে কাউকে ঘেঁষতে দেবে না তারা। রানার ধারণাই ঠিক, জানাল মিচেল, মি. লংফেলো এখনও কোবরা কমিটির মীটিং থেকে ফেরেননি। 'বাজি ধরে বলতে পারি, আজ বিকেলের আগে কোন সিদ্ধান্তেই একমত হতে পারবেন না ওঁরা।' রিসিভার রাখার আগে দু'জনেই একচোট হাসল।

রাঙার মাকে ডেকে বলল রানা, আজ কখন ফিরতে পারবে বলা যাচ্ছে না। জবাবে নাতিদীর্ঘ একটা বক্তৃতা শুনতে হলো–শুধু কাজ আর ব্যায়াম করলেই কি চলবে, শরীরের জন্যে বিশ্রাম আর ঘুম দরকার নেই? গজগজ করতে করতে চোখের আড়ালে সরে গেল বুড়ি, কিন্তু তার কথাগুলো অস্পষ্টভাবে হলেও ঠিকই শুনতে পেল রানা। 'কি জানি বাপু, কি দিনকাল পড়ল! জামার কলারে ওগুলো কিসের দাগ আল্লা মাবুদ বলতে পারবে। কেন, দেশে কি ভদ্রঘরের মেয়ে ছিল না?'

ঠিক জায়গা থেকে, ঠিক সময়মতই সার্জেন্ট বিল রেম্যানকে গাড়িতে তুলে নিল রানা। ওর পাশে, প্যাসেঞ্জার সীটে উঠে বসল সার্জেন্ট। দাড়ি কামিয়েছে লোকটা, পকেটবহুল গাঢ় রঙের সুতী কাপড়ের স্যুট পরেছে। 'এবার আমাকে আপনার পছন্দ হবে তো, বস্?' দাঁত বের করে হাসল সে।

'তোমাকে অন্যরকম লাগছে।' হাসিটা ফিরিয়ে দিল রানা, তার পরিচ্ছন্ন চেহারার দিকে ভাল করে তাকাল, খুঁজে পাবার চেষ্টা করল লোকটার দৃষ্টিতে বিদ্রূপের কোন ভাব আছে কিনা।

কেনসিংটনের মোড়ে আজও ভ্যানটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রানা। বিল্ডিঙের নিচে নেমে এসে ফুটপাথের কিনারায়

দাঁড়িয়েছে নিনি, কালো ডেনিমে ঝলমলে লাগছে ফর্সা চেহারা। উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে মুখ। তার চোখে এমন একটা দৃষ্টি দেখল রানা, এরকম দৃষ্টি নিয়ে শুধু একজন প্রেমিকাই তার প্রেমিকের দিকে তাকায়। নিনি আর রেম্যানকে পরস্পরের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো, বাঁক নিয়ে যানবাহনের স্রোতে মিশে গেল রানার বেন্টলি।

'প্রথম চাষী। কাঠঠোকরা প্রথম চাষীকে ডাকছি। প্রথম চাষী সাড়া দাও।'

অলসভঙ্গিতে হ্যান্ডমাইকের দিকে হাত বাড়াল রানা। 'কাঠঠোকরা, প্রথম চাষী বলছি। তোমার ডাক শুনতে পাচ্ছি আমি। জবাব দাও, কাঠঠোকরা।'

'কাঠঠোকরা প্রথম চাষীকে বলছি। ভূমিকম্প আবার বলছি, ভূমিকম্প।'

'প্রথম চাষী। বুঝতে পেরেছি, কাঠঠোকরা। আমি যোগাযোগ করব। রজার। ওভার অ্যান্ড আউট।'

কিছুই বুঝতে বাকি থাকল না রানার। আগেই একমত হওয়া গেছে, আজ সকালে যদি প্যাঙবোর্নের জমিদারবাড়িতে কোন ঘটনা ঘটে সেটাকে ভূমিকম্প বলে অভিহিত করা হবে। আজ খুব ভোর থেকে জায়গাটার ওপর নজর রাখছে একটা টীম। মেসেজটার মানে হলো, কিছু একটা ঘটেছে ওখানে। আর ওখানে কিছু ঘটার মানে হলো, রানার প্রস্তাবিত ট্যুর সম্পর্কে কেউ একজন সত্য সমিতি বা তাদের লীডার পীর হিকমতকে আগেই জানিয়ে দিয়েছে।

এখনও লন্ডন শহরে রয়েছে ওরা, ব্যাক সীট থেকে নিনি

বলল, 'আমরা ঠিক রাস্তা ধরে যাচ্ছি তো, রানা?' রানা ভাবল, নিনির গলায় কি শুধুই বিস্ময়?

'আপনি যেন বলেছিলেন, বস্,' বলল সার্জেন্ট বিল রেম্যানকে, 'আমরা প্যাঙবোর্নে যাব। সেখানে যেতে হলে তো উল্টো দিকের পথ ধরতে হবে।' রানা অনুভব করল, সার্জেন্টের বলার সুরে কি যেন একটা আছে। অসন্তোষ?

'আরে, তাই তো! রানা?' নিনি কি আঁৎকে উঠল?

'প্ল্যান সামান্য একটু বদলেছে।' নাক বরাবর সামনে তাকিয়ে আছে রানা। 'না, শেষ পর্যন্ত প্যাঙবোর্নে যাওয়া হচ্ছে না। কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তার আগে বরং দু'একজনকে ইন্টারোগেট করা দরকার।'

'ইন্টারোগেট?' গলা সামান্য চড়ল নিনির।

'কাকে ইন্টারোগেট করা হবে, বস্?' সার্জেন্টের ভঙ্গিটা প্রায় মারমুখোই বলা যায়।

'কিলবার্নে যে লোকটা আহত হলো,' বলল রানা। 'নিনিকে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছিল যে।' রানার স্বরে কোন উত্থান-পতন নেই।

চুপ হয়ে গেল সবাই।

বেন্টলির ভেতর নতুন, অপ্রীতিকর একটা উত্তেজনা দেখা দিল।

বারো

'একান্ত নিজস্ব কোন ব্যাপার, বস্, নাকি আমরাও ধাঁধার আসরে অংশগ্রহণ করতে পারি?' সতর্ক সঙ্কেত আসার পর পনেরো মিনিট পেরিয়ে গেছে, এই সময় প্রশ্নটা করল সার্জেন্ট।

'দুঃখিত।' শরীরের পেশী শিথিল করে দিয়ে শান্তভাবে গাড়ি চালাচ্ছে রানা, চোখ দুটো রাস্তার ওপর, তবে জানে সার্জেন্ট বা নিনির ভেতর থেকে কিছু একটা উথলে উঠতে পারে। 'দুঃখিত, ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা উচিত ছিল আমার। তোমরা জানো, গোপন একটা অপারেশনে রয়েছি আমরা। তোমাদের দু'জনকেই আমার সাথে কাজ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। অপারেশনের নাম ঠিক হয়েছে, চাষী। প্রথম চাষী, মানে আমি।'

'ভূমিকম্প?' পিছনের সীট থেকে জানতে চাইল নিনি। রিয়ারভিউ মিররে তাকে দেখতে পেল রানা, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

'আমরা সত্য সমিতির আস্তানায় যাচ্ছিলাম, তাই না? ভাল কথা, সার্জেন্ট রেম্যান আগেও ওখানে গেছে, জায়গাটা সম্পর্কে তার কাছ থেকে পরে জেনে নিয়ো। আমাকে নতুন নির্দেশ দেয়া হয় একেবারে শেষ মুহূর্তে। ভূমিকম্প শুনে যাই মনে হোক, ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর কিছু নয়। এর মানে হলো, ক্লিনিকে ওরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। ক্লিনিকটা সারের কাছাকাছি।'

'ওই ক্লিনিকেই তাহলে আছে গুলি খাওয়া লোকটা?'

সকৌতুকে একটু হাসল রানা। 'বলো, নিজের হাতে গুলি খাওয়া। আমাদের পেশায় সবারই মনে রাখা দরকার, শটগানের গুলি খুব কাছ থেকে করতে নেই, বিশেষ করে তুমি যখন ইস্পাতের পাত দিয়ে মোড়া দরজাকে টার্গেট করছ।'

'দেখে কিন্তু মনে হয়নি ওটা ইস্পাত দিয়ে মোড়া,' খেদ প্রকাশ পেল নিনির কণ্ঠে, যেন লোকটার জন্যে দুঃখ অনুভব করছে সে।

'ওটা যদি সাধারণ কাঠের তৈরি হত, তুমি খুশি হতে?' সত্যিসত্যি হাসি দেখা গেল রানার ঠোঁটে। নিনি আর সার্জেন্ট, দু'জনকেই উত্তেজনায় টান টান বলে মনে হলো ওর। সন্দেহ হলো, দু'জনেই শত্রুপক্ষের গুপ্তচর কিনা। সত্য সমিতির একজোড়া সদস্য? স্লিপার বা পেনিট্রেশন এজেন্ট, জায়গামত রোপণ করা হয়েছে কর্তৃপক্ষ ধর্মীয় সংগঠনটার বিরুদ্ধে কি ধরনের তৎপরতা চালায় দেখার জন্যে? নাকি গোটা ব্যাপারটাই ওর কল্পনা?

ফাঁকা রাস্তায় উঠে এসে গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিয়েছে রানা। তারপরও সারেতে পৌঁছুতে একঘণ্টার ওপর লেগে গেল। ক্লিনিকের গেটে নিরাপত্তা রক্ষীরা দাঁড় করাল গাড়িটাকে। গার্ডহাউসের বাইরে দু'জন লোককে দেখল রানা, জানে আরও দু'জন লোক বাড়ির ভেতর বসে আছে, ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা অপারেট করছে তারা, নজর রাখছে ক্লিনিকের ভেতর ও বাইরে।

উঠানের একধারে একটা অ্যাম্বুলেন্স আর তিন চারটে গাড়ি পার্ক করা রয়েছে। প্রফেসর ওয়েদারবাইয়ের গাড়িটা চিনতে

পারল ও, একটা ল্যানসিয়া।

আজ সকালে সূর্যটা নিশ্প্রভ, লক্ষ করল রানা। আকাশে কিছু কিছু মেঘ আছে।

প্রাক্তন নৌবাহিনীর একজন সদস্য বসে আছে রিসেপশনে, ভাল করেই চেনে তাকে রানা। কোন অনুরোধ করার আগেই ফোনের রিসিভার তুলে শান্ত সুরে কথা বলল সে, কাকে যেন জানাল, প্রফেসর ওয়েদারবাইয়ের সাথে দেখা করার জন্যে দলটা এইমাত্র পৌঁচেছে। গদিমোড়া চেয়ারে চুপচাপ বসে অপেক্ষা করছে ওরা। রানা অনুভব করল, ওর সঙ্গী দু'জন ঠিক যেন স্বস্তি বোধ করছে না। বিরক্তিকর দাঁত ব্যথার মত আগের সন্দেহটা আবার ফিরে এল ওর মনে।

দশ মিনিট পর রিসেপশনে ঢুকলেন প্রফেসর ওয়েদারবাই, উজ্জ্বল হাসিখুশি চেহারা, এক করা হাতের নড়াচড়া দেখে মনে হলো বেসিনের পানিতে ধুয়ে নিচ্ছেন। তাঁর আসতে দেরি হওয়ায় আজেবাজে অনেক কথা ভাবছিল রানা, মনের এমন অবস্থা হয়েছে যে ছায়া দেখলেও লাফিয়ে উঠবে–প্রফেসরের হাত কচলানো দেখে একজন সাইকিয়াট্রিস্টের ব্যাখ্যাটা মনে পড়ে গেল ওর। অবচেতন মনে অপরাধবোধ থাকলে মানুষ এভাবে হাত কচলায়। লক্ষণটাকে কী সিনড্রোম যেন বলা হয়, ঠিক স্মরণ করতে পারল না।

সঙ্গীদের 'সহকর্মী' বলে পরিচয় করিয়ে দিল ও, নাম বলল না। পালা করে দু'জনের সাথেই করমর্দন করলেন প্রফেসর। নিনিকে 'মাই ডিয়ার' বলে সম্বোধন করলেন, ক্ষমা চেয়ে নিলেন অপেক্ষা করিয়ে রাখার জন্য। 'ডোনাকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম।'

রানার দিকে ফিরে ক্ষীণ হাসলেন তিনি।

'তার অবস্থা এখন ভালর দিকে?'

'যতটুকু আশা করেছিলাম তার চেয়ে ভাল। জ্ঞান ফিরে পেয়ে বেশ কয়েক ঘণ্টা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল আজ ভোরে। তার পর আবার খানিকটা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। ফিরে গেছে স্বপ্নের জগতে। আরও দিন কয়েক সময় লাগবে, বুঝলে। ভালই হয়েছে, তার বাবা ফিরে গেছেন শহরে। তবে তার দুই কাকা আর ভাই দেখতে এসেছে।

ঝট্ করে মুখ তুলল রানা। 'তার কোন ভাই আছে বলে তো শুনিনি।'

'আরে, কি বলো! নেই মানে, অবশ্যই আছে। শুধু তোমাকে বলছি, ভাইটাকে আমি পছন্দ করতে পারিনি। বড় বেশি কথা বলে। আ লিটল মেডিকেল নলেজ ইজ আ ডেঞ্জারাস থিং, রানা। অক্সফোর্ডে ডাক্তারী পড়ত ছোকরা। রাজনীতি না কি যেন করত, বের করে দেয়া হয়।'

'আমাদের কাজ শেষ হলে তার সাথে আলাপ করা যেতে পারে।' নিনি আর সার্জেন্টকে নিয়ে উদ্বেগ তো রয়েছেই রানার মনে, লর্ড চেস্টারফিল্ডের ছেলেকে নিয়ে কেন যেন মনটা খুঁতখুঁত করতে শুরু করল। কি যেন একটা মনে পড়ার কথা, কিন্তু স্মরণে আসছে না। কোথাও কিছু শুনেছে, বা পড়েছে? হাতের গুরুত্বপূর্ণ কাজটার স্বার্থে মাথা থেকে চিন্তাটা সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল ও। 'আর আমাদের রোগী?' প্রফেসরকে জিজ্ঞেস করল ও।

মৃদু হাসলেন প্রফেসর–সবজান্তার, গোপন হাসি। 'তার কেবিনে যেতে পারো তোমরা। ধরে নিচ্ছি, এ-ধরনের ব্যাপারে

তোমার সহকর্মীদের অভিজ্ঞতা আছে?'

'কি জানি।' নিনি আর সার্জেন্টের দিকে ফিরল রানা। 'ড্রাগ অ্যাসিসটেড ইন্টারোগেশন সম্পর্কে কোন কোর্স করেছ তোমরা?'

'হ্যাঁ,' জানাল নিনি।

'না,' বলল বিল রেম্যান।

'ওয়েল।' ওদের দিকে ফিরে হাসলেন প্রফেসর। 'আগের চেয়ে পরিস্থিতি অনেক উন্নত হয়েছে। আগে সাসপেক্টকে সোডিয়াম পেনটাথোল ইঞ্জেকশন দিয়ে প্রশ্ন করা হত। এখন অনেক বেশি ফ্যাসিলিটি পাচ্ছি আমরা। যেমন, হিপনোটিকস্। ওটার সাহায্যে মন আর অবচেতন মন, দুটোকেই সাফ করে নিতে পারি। ব্রেনটাও হালকা করা যায়।' রানার দিকে ফিরলেন তিনি। 'যা করার তুমিই করবে, ধরে নিতে পারি?'

'চিকিৎসার দিকটা যদি আপনি দেখেন।'

'আগেই দেখা হয়েছে, ডিয়ার বয়, আগেই দেখা হয়েছে। লোকটা অঘোরে ঘুমাচ্ছে। জনপ্রিয় থ্রিলার উপন্যাসে যেমন দেখা যায়, শুধু একটা ট্রুথ সেরাম দিলেই কেল্লা ফতে–তোমার সব কথার জবাব পেয়ে যাবে।' নিনির দিক থেকে সার্জেন্টের দিকে, তারপর আবার নিনির দিকে তাকালেন প্রফেসর। 'আসলে জিনিসটা ট্রুথ সেরাম নয়। তবে সঠিক প্রশ্ন করা গেলে রোগীর অনেক গভীরে পৌঁছুনো সম্ভব।' চকচকে, উজ্জ্বল চোখে রানার দিকে তাকালেন এবার। 'আশা করি সঠিক প্রশ্ন করার জন্যে তৈরি হয়ে এসেছ তুমি, রানা?'

'আশা করি। লোকটাকে এখানে আনার পর তার কাছ থেকে নতুন কোন তথ্য আদায় করা গেছে? নাম বা এ-ধরনের কিছু?'

'দু'একবার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু বোবা আর কালার ভূমিকা নেয় সে। মি. লংফেলো একমত হয়ে জানালেন, এটাই একমাত্র উপায়। কাল রাতে তিনি যখন বললেন তোমাকে পাঠানো হবে, ভারি খুশি হলাম।'

ওঝা ব্যাটা সব ভেস্তে দিল, রাগের সাথে ভাবল রানা। নিনি আর সার্জেন্টের দিকে তাকালই না ও, যদিও জানে মন্তব্যটা ওদের শুনতে না পারার কোন কারণ নেই। তারমানে এখন ওরা জানে, অপরাধী হোক বা না হোক, অকস্মাৎ প্ল্যান বদল সম্পর্কে মিথ্যে কথা বলেছে রানা। যদি অপরাধী হয়, আরও সতর্ক হয়ে যাবে। অপরাধী না হলে, রেগে উঠবে।

কয়েক সেকেন্ডের নিস্তব্ধতা ভেঙে নিনি বলল, 'দেরি করে লাভ কি?'

করিডর ধরে এগোল ওরা, ইস্পাতের একটা দরজাকে পাশ কাটাল–রানা জানে, নিরাপত্তা রক্ষীরা ওই কামরার ভেতর ক্যামেরা অপারেট করছে। এই মুহূর্তে সম্ভবত একটা টিভি মনিটরে করিডরে যারা রয়েছে তাদের সবার ছবি ফুটে উঠেছে। বাড়ির গেট থেকে ভেতরের প্রতিটি ইঞ্চির ওপর নজর রাখছে ওরা।

হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছেন প্রফেসর। লন্ডন ক্লিনিক থেকে রোগীকে সারেতে আনার সময় কড়া সিকিউরিটির ব্যবস্থা করা হয়েছিল, দেখে মুগ্ধ হয়েছেন তিনি। গোটা ব্যাপারটাকে তিনি 'স্মুথ অ্যাজ আ কিডনি ট্র্যান্সপ্ল্যান্ট' বলে বর্ণনা করলেন। ঘরোয়া আলোচনায় মেডিকেল টার্মস ব্যবহার করেন তিনি, তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা তা জানেন। শোনা যায়, তিনি নাকি একবার এক ডিনার

পার্টিতে পরিবেশিত পুডিং দেখে বলেছিলেন, জিনিসটা গল ব্লাডারের মত দেখতে। কেলেঙ্কারির চূড়ান্ত হয়েছিল সেদিন, অনেকেই অভুক্ত অবস্থায় পার্টি ছেড়ে চলে যান।

রোগীর মুখ থেকে বেশিরভাগ ব্যান্ডেজ সরিয়ে ফেলা হয়েছে, তার বদলে জায়গা করে নিয়েছে ছোট আকারের কিছু অ্যাডেসিভ ড্রেসিং। জানালাগুলোয় ভারী পর্দা ঝুলছে, ঘাড় বাঁকা দুটো টেবিল ল্যাম্প থেকে আলো পড়েছে বিছানার ওপর। লোকটার মাথার কাছে ফেলা একটা চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করলেন প্রফেসর। 'দেখে যেন মনে হয় দাড়ি কামাতে গিয়ে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করেছে, তাই না?' চেয়ারটায় বসছে রানা, ওর দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসলেন তিনি।

'সন্দেহ হচ্ছে, আমাদের যেন কোন প্রয়োজনীয়তা নেই–অবাঞ্ছিত,' নিনির গলায় খেদ প্রকাশ পেল। যে-কোন মুহূর্তে রেগে উঠতে পারে।

'বস্, আমাদের ওপর আপনার বিশ্বাস থাকা দরকার, আপনি কি বলেন?' ভারী গলায় জানতে চাইল সার্জেন্ট।

'অবশ্যই,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'না, না–তোমরা অবাঞ্ছিত হতে যাবে কেন! নিনি, এ-ধরনের সাবজেক্ট আগেও তুমি দেখেছ। সার্জেন্টকে ব্রিফ করা হয়েছে। ইন্টারেস্টিং কিছু লক্ষ করলে, আমাকে জানাবে তোমরা। প্রশ্নের ধারা ঠিক করতে সুবিধে হবে আমার।' শরীরটা ঘোরাল ও, যাতে নিনির দিকে তাকানো যায়। 'এই লোকটা...একে আগে কখনও দেখেছ তুমি?'

বিছানার আরও কাছে সরে এল নিনি, রানার কাঁধের ওপর দিয়ে লোকটার দিকে তাকাল। দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড সময় নেয়ার

পর জবাব দিল সে, 'পরিচিত। অ্যাভং কার্ট অফিসে চাকরির জন্যে আমার ইন্টারভিউ নেয় তিনজন লোক। ইন্টারভিউয়ের সময় কোন মহিলাকে আমি দেখিনি। আশপাশে আরও লোকজন ছিল। তাদেরকে আমি একজিকিউটিভ বলে ধরে নিই। তাদের সাথে এই লোকটাও ছিল।'

'ওর সম্পর্কে আর কিছু জানো তুমি?'

'লোকটা ছোটখাট হলেও, ওকে আমার খুব স্মার্ট বলে মনে হয়েছিল। সুন্দরভাবে কাটা একটা দামী স্যুট পরে ছিল...ও, হ্যাঁ, মনে পড়ছে, আরও একবার ওকে আমি দেখেছি।'

'কোথায়?'

'অফিস থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিচ্ছি, দেখলাম একটা গাড়িতে চড়ছে লোকটা।'

'ওটার ওপর নজর রেখেছিলে? গাড়িটার ওপর? তোমাকে ফলো করেছিল?'

'হতে পারে। ঠিক জানি না। রাস্তায় তখন প্রচুর গাড়ি। অন্ত ত দেখতে পাইনি।'

নিনি কি সত্যি কথা বলছে? তার সব কথা কি সত্যি? ভাবছে রানা। নাকি নিজের কভার পোক্ত করার চেষ্টা করছে সে? 'সব কাজেই ওস্তাদ, বোঝা যাচ্ছে,' প্রায় স্বগতোক্তির সুরে বলল ও। তারপর প্রফেসরের দিকে তাকাল। 'আসুন, শুরু করা যাক। আপনি রেডি তো, প্রফেসর?'

ইঞ্জেকশনে কাজ হতে দু'মিনিট সময় লাগল। নিঃসাড় শুয়ে থাকল রোগী, বালিশে মাথাটা স্থির। হঠাৎ শুধু চোখের পাতা দুটো কেঁপে উঠল একবার। তারপর, এক মিনিটের মধ্যে, সম্পূর্ণ জেগে

উঠল সে–চোখ দুটো পুরোপুরি খোলা, তাকিয়ে আছে সিলিঙের দিকে, পলক পড়ছে না। বড় করে শ্বাস টেনে শুরু করল রানা, 'সত্যদর্শীরা দুনিয়াটা দখল করে নেবে।'

'বাবাদের রক্ত সন্তানদের ওপর ঝরবে। রক্ত ঝরবে মায়েদেরও,' স্বাভাবিক, শান্ত কণ্ঠস্বর। কথার সুরে সামান্য একটু হিন্দী টান আছে।

'তোমার নাম বলো,' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমার ইহজগতের নাম, নাকি পরলোকের?'

সামান্য শিরশির করে উঠল রানার গা। 'দুটোই। প্রথমে তোমার ইহজগতের নাম।'

'আমার নাম খলিল। ইব্রাহিম খলিল।'

'কোত্থেকে এসেছ তুমি?'

'মাটির দুনিয়ায় আমার দেশ হলো গুজরাট। তবে, স্বভাবতই, আমি আমার দেশকে বিসর্জন দিয়েছি। আমি একজন স্বর্গযাত্রী, স্বর্গযাত্রীদের এ-দুনিয়ায় নির্দিষ্ট কোন সীমান্ত নেই। সত্যদর্শী বা স্বর্গযাত্রীরা গোটা পৃথিবীর নাগরিক, গোটা পৃথিবীই একদিন আমাদের পদানত হবে।'

'আর তোমার পরলোকের নাম?'

'পরলোকের নাম বা মৃত্যু নাম–জোসেফ গুজরাল।'

'তোমার এই নামের কোন বিশেষ তাৎপর্য আছে কি?' কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না দেখে তাড়াতাড়ি আবার বলল রানা, 'স্বর্গযাত্রীরা দুনিয়াটা দখল করে নেবে।'

'তা যদি তুমি জানো, তা হলে তুমি এ-ও জানো যে মৃত্যুনাম যে-কোন একটা বেছে নেয়া হয়। মৃত্যুই হলো একমাত্র

তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।'

'কেন, মৃত্যু একমাত্র তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হবে কেন?'

'শুধু মৃত্যুর কোন তাৎপর্য নেই। একজন সত্যদর্শীর মৃত্যুকে বরণ করার ধরনটাই তাৎপর্যপূর্ণ। অসম সাহসের সাথে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করছে সে। কেন সে এভাবে আলিঙ্গন করছে মৃত্যুকে, এর তাৎপর্য কি? কারণটা হলো, এভাবেই, খাঁটি একজন বিশ্বাসী হিসেবে, নিজের স্বর্গে যাবার পথ তৈরি করছে সে। স্বর্গযাত্রীরা দুনিয়াটা জয় করতে পারবে, যদি আমরা–যারা আগে যাব বলে ঠিক হয়েছে–দুনিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি বদলে দিতে পারি।'

'ভাল,' বলল রানা, যেন মনোযোগী একজন ছাত্রের ভূমিকা নিয়েছে ও, যার শেখার আগ্রহ প্রবল। 'স্বর্গযাত্রীরা কিভাবে বদলে দেবে দুনিয়াটা?'

'আহুতি দিয়ে। দুনিয়ার বুকে সর্বশেষ বিপ্লবটি ঘটিয়ে, যে-বিপ্লব সফল হলে দুনিয়ার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা মানুষের তৈরি রাজনৈতিক জোয়াল থেকে মুক্তি পাবে। পৃথিবী ও সভ্যতার সত্যিকার বিকাশ ঘটতে পারে, শুধু যদি যারা শাসক–ভাল বা মন্দ–তাদেরকে খতম ও নিশ্চিহ্ন করা যায়। আর যখন সবাই প্রকৃত সত্যকে বুকের ভেতর স্থান দেবে।'

'শুধু তখন?'

'শুধু তখন, যখন ত্রুটিপূর্ণ আদর্শ, মানুষ যাকে রাজনীতি বলে, ঘৃণা ভরে হিংস্রতার সাথে পরিত্যাগ করা হবে। রাজনীতি নামক বিষবাষ্প থেকে মানুষকে সরিয়ে আনতে পারলেই বিকাশ ঘটবে সভ্যতার, সত্যিকার অর্থে মুক্তি পাবে মানুষ। আজ পর্যন্ত যত বিপ্লব হয়েছে, সবই ছিল ভুয়া–যেমন ভুয়া ছিল সমস্ত দর্শন

আর নীতিকথা। স্বর্গযাত্রীরা দুনিয়াটাও দখল করে নেবে, তবে শুধু যদি প্রতিশোধের চাকা পুরো বৃত্তটা ঘুরে আসতে পারে।'

'সত্যদর্শীরা সবাই কি এর জন্যে তৈরি হয়েছে?'

'যাদেরকে বাছাই করা হয়েছে, যারা চাক্ষুষ করেছে সত্যকে, তারা সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে।'

'কোথায় অপেক্ষা করছে তারা?'

'যার যার নির্ধারিত জায়গায়। অবিবাহিত আর সন্তানহীনরা সহজ কাজগুলো করবে। বিবাহিতরা, যাদের সন্তান আছে, তারা করবে বিরাট সব কাজ। প্রত্যেককেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে, বা হবে। এই মুহূর্তে তারা সবাই দুনিয়ার চারটে কোণে ছড়িয়ে রয়েছে। তারা সন্তানের জন্ম দেবে, তারপর মারা যাবে, যাতে তাদের সন্তানরা সন্তান জন্ম দিয়ে মৃত্যুকে বরণ করতে পারে–যতক্ষণ না প্রতিশোধের চাকা পুরো বৃত্তটা ঘুরে আসে।'

'তোমাকে কি নির্দেশ দেয়া হয়েছে?'

'আমি আমার প্রথম কাজটা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছি।'

'জোসেফ গুজরাল, তোমার প্রথম কাজটা কি ছিল?'

'কালনাগিনীটাকে শেষ করা। ওই কালনাগিনী আমাদের ভগবানকে খুন করার জন্যে ইংল্যান্ডে এসেছে। আমাদের পিতা সত্যবাবার শত্রুর কোন অভাব নেই। প্রতিটি শত্রুকে খুঁজে খুঁজে বের করে খতম করা হবে। প্রথমবার আমি ব্যর্থ হয়েছি। পরেরবার হব না।'

'তোমাকে নতুন কোন কাজ দেয়া হয়েছে, জোসেফ?'

'ব্যর্থ হয়েছি, কাজেই নতুন কাজ অবশ্যই দেয়া হবে আমাকে।'

'যেভাবে দেয়া হয়?'

'হ্যাঁ।'

'সরাসরি ভগবান সত্যবাবার তরফ থেকে?'

'সরাসরি, সরাসরি তাঁর মুখ থেকে। কিংবা যে তাঁর মৃত্যুনাম বলতে পারবে, তার কাছ থেকে।'

'তাঁর মৃত্যু নামটা কি, জোসেফ?'

সাবজেক্ট চুপ করে থাকল, কোন সাড়া নেই।

'ভগবান সত্যবাবার মৃত্যুনাম? জোসেফ?' আবার জিজ্ঞেস করল রানা।

'শুধু আমাদের পিতা সত্যবাবার মৃত্যুনাম বদলায়, সূর্য আর চাঁদের সাথে। এ এমন একটা শব্দ, যা আমরা উচ্চারণ করতে পারি না–নিজেদের মধ্যেও না।'

'কিন্তু কোন সন্দেহ নেই, তিনি আসবেন?'

বিছানায় পড়ে থাকা লোকটা হাসল, যেন পরম বিশ্বাসে। 'অবশ্যই আসবেন তিনি, কিংবা তাঁর কাছে আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে কাউকে পাঠাবেন। আমি জানি, খুব তাড়াতাড়ি আসবেন তিনি।'

'তিনি এসে তোমাকে একটা কাজ দেবেন, যে কাজটা তোমাকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যেতে পারে?'

'আমি এক সন্তানের পিতা হয়েছি, কাজেই বাছাই করা স্বর্গযাত্রীদের একজন ধরা হয় আমাকে। আমাকে একটা মৃত্যুকাজ বরাদ্দ করা হবে, সেটা শেষ করতে পারলে আমার জীবন হবে অনন্ত সুখের, আমার স্ত্রী ও সন্তান হবে দুর্লভ সম্মানের অধিকারী। হ্যাঁ, পরবর্তী কাজটা হবে মৃত্যুকাজ।'

'তুমি কি জানো, এই মুহূর্তে আমাদের পিতা সত্যবাবা কোথায় আছেন?'

'আমরা সত্যদর্শীরা চারদিকে ছড়িয়ে আছি, কিন্তু আমাদের পিতা জানেন, যেমন ভগবান বা যীশু জানেন, কখন কোথায় রয়েছে তাঁর শিষ্য বা উম্মতরা। যে-কোন মুহূর্তে আমাদের যে কোন সত্যদর্শীর কাছে পৌঁছুতে পারেন তিনি, বরাদ্দ করতে পারেন নতুন কাজ।' রানার ঘাড়ের পিছনে চুলগুলো খাড়া হয়ে গেল, আতঙ্কের একটা অনুভূতি চামড়ার তলায় কিলবিল করছে। বুঝতে যদি ভুল না হয়, যতটুকু আশঙ্কা করেছিল পরিস্থিতিটা তারচেয়ে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর।

'ঠিক আছে, আমাদের পিতা সত্যবাবা তোমার কাছে আসুন, বা তাঁর মৃত্যুনাম বলতে পারে এমন কাউকে তোমার কাছে পাঠান। ব্যাপারটা মঙ্গল বয়ে আনবে, জোসেফ। এখন তুমি বিশ্রাম নাও।' প্রফেসরকে সঙ্কেত দিল ও, সাবজেক্টকে ঘুম পাড়াবার জন্যে যা করার করতে পারেন তিনি। রানা জানে, ঘুম থেকে জাগার পর কি কথাবার্তা হয়েছে তার কিছুই লোকটার মনে থাকবে না।

'এত সব কাণ্ড কি নিয়ে?' করিডরে বেরিয়ে এসে সশব্দে হাঁফ ছাড়ল নিনি।

'লোকটা উন্মাদ, বস্!' শব্দ করে হেসে উঠল সার্জেন্ট। 'মৃত্যুনাম, মৃত্যুকাজ, ভগবান! সত্যবাবা নাকি বলে দিতে পারে ওরা কে কোথায় কখন থাকে! যত্তোসব গাঁজাখুরি গল্প।'

'চিন্তা করো, সার্জেন্ট।' রানার গলা গম্ভীর, চেহারা থমথমে। 'দু'জনেই তোমরা চিন্তা করে দেখো, লোকটা যা বলল তার অন্ত

র্নিহিত অর্থ কি হতে পারে। স্মরণ করো, কাল রাতে গ্লাসটনবারিতে কি ঘটেছে। তারপর দেখো, হাসতে পারো কিনা!'

কেবিন থেকে বেরিয়ে করিডরে ওদের সাথে মিলিত হলেন প্রফেসর ওয়েদারবাই। 'আমি একজন নার্সকে ডেকে পাঠিয়েছি, রানা। যে-ধরনের কথাবার্তা হলো, তারপর সিকিউরিটির ব্যবস্থা আরও কড়া না করে উপায় কি!' রানার মতই গম্ভীর তিনি।

'কিন্তু কি...?' শুরু করল নিনি।

'লোকটাকে আবার আমাদের সরিয়ে ফেলতে হতে পারে,' বলল রানা, নিনি আর সার্জেন্টের দিকে সবেগে ফিরল। 'এখনও তোমরা বুঝতে পারছ না?' কেবিনের দিকে একটা হাত তুলল ও। 'ওই লোক বিশ্বাস করে সত্যবাবা ঈশ্বরের মত সবজান্তা। কিন্তু তার আসল পরিচয় যে কি আমরা তো তা জানি। সত্যবাবাই পীর হিকমত বাগদাদী। দুনিয়ার অর্ধেকের বেশি টেরোরিস্ট গ্রুপের হাতে অস্ত্র যোগান দিচ্ছে লোকটা, তারপরও ব্যাখ্যা করার দরকার আছে, কি ধরনের বিপজ্জনক চরিত্র? ওই লোক,' আবার কেবিনের দিকে একটা হাত তুলল রানা, 'সবচেয়ে মারাত্মক নেশা, ধর্মীয় উন্মাদনার শিকার। সে, এবং তার মত হাজার হাজার সত্যদর্শী ব্যাপারটা বিশ্বাস করে।'

'কি বিশ্বাস করে? মৃত্যুনাম? মৃত্যুকাজ? কি বিশ্বাস করে ওরা, বস্?'

'সত্যি তুমি বুঝতে পারছ না, রেম্যান? অসম্ভব মনে হচ্ছে আমার। নাকি হাবাগোবার অভিনয় করছ, আমাকে শান্ত রাখার জন্যে?' বড় একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে অস্বস্তি প্রকাশ করল রানা। 'এবার আমাদের ফেরার জন্যে তৈরি হতে হয়। তার আগে

প্রফেসরের আরেকজন রোগিণীকে দেখব আমি, কয়েকজন ভিজিটরের সাথেও কথা বলব। যাও, গাড়িতে বসে আমার জন্যে অপেক্ষা করো তোমরা। আমি আসছি।' গাড়ির চাবিটা ওদের দু'জনের দিকে ছুঁড়ে দিল ও, যে পারে লুফে নেবে।

রানা জানে চাবিটা দিয়ে একটা ঝুঁকি নিচ্ছে ও। সুযোগ পাওয়ায় পালিয়ে যেতে পারে নিনি বা সার্জেন্ট। দু'জন একসাথে পালিয়ে গেলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। খলিল ইব্রাহিমের অশ্লীল যুক্তি বুঝতে পারেনি ওরা, রানার কাছে এখনও ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য লাগছে। সামান্য একটু ভুল হয়ে গেছে, নিনি আর সার্জেন্টের সামনে নিজের উপলব্ধি প্রকাশ করে ফেলেছে–ওদেরকে বুঝতে দিয়েছে, সত্যদর্শীদের হেঁয়ালিপূর্ণ কথাবার্তার অন্তর্নিহিত অর্থ জেনে ফেলেছে ও।

চাবিটাকে লুফে নিল সার্জেন্ট বিল রেম্যান। 'আমার বুদ্ধিতে কুলোচ্ছে না, বস্।' নিঃশব্দে হাসল সে। 'তবে আপনি যদি বলেন, সত্যদর্শীরা মৌলবাদে দীক্ষা নিয়েছে, ভূমিকা নিয়েছে ভাড়াটে খুনীর, তাহলে আলাদা কথা।'

'ঠিক তাই বলছি আমি, সার্জেন্ট–তুমিও তা জানো। যেমন জানো, সত্যদর্শীরা শুধুই ভাড়াটে খুনী নয়। ওদের মনে একটা বিশ্বাস ঢুকিয়ে দিয়েছে সত্যবাবা, সেজন্যেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্যে অপেক্ষা করছে তারা। আল্লাহ বলতে পারবে, এ অসাধ্যসাধন সে কিভাবে করছে। শুধু তার মুখের কথায় যে কাজ হয়নি, বাজি রেখে বলতে পারি। ঠিক আছে, যাও তোমরা। আমি আসছি।'

নিনির চেহারায় এখনও রাগ, সার্জেন্টের চেহারায় রাজ্যের

অবিশ্বাস। করিডর ধরে সিঁড়ির দিকে এগোল ওরা। সিঁড়ি বেয়ে উঠলেই আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে পৌঁছে যাবে রিসেপশন রুমে।

'পরিস্থিতিটা সত্যি বিপজ্জনক,' ফিসফিস করে বললেন প্রফেসর। 'দেখো তো, ব্যাপারটা আমি ঠিকমত বুঝেছি কিনা। কেবিনের লোকটা সাধারণ সত্যদর্শীদের একজন। সত্যবাবা তাকে যা যা বলেছে, সব সে বিশ্বাস করে। তার ধারণা, দুনিয়াটাকে বিপ্লবের মাধ্যমে বদলাতে হবে। তার আরও ধারণা, যাদেরকে বাছাই করা হয়েছে তারা বিপ্লবের স্বার্থে মৃত্যুকে বরণ করে নেবে, এবং এই আত্মত্যাগের বিনিময়ে এক ধরনের স্বর্গ পাবে হাতে।'

সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকাল রানা। হঠাৎ ভীষণ ক্লান্তি অনুভব করল ও। 'হ্যাঁ, আমিও ঠিক তাই বুঝেছি। নতুন কিছু বলছে ওরা, ঠিক তা নয়। অনেক ধর্মপুস্তকে এ-ধরনের প্রতিশ্রুতি পাবেন আপনি। কিন্তু স্বর্গযাত্রীদের বৈশিষ্ট্য হলো, এরা স্বেচ্ছায় বরণ করে নিচ্ছে মৃত্যুকে। সুইসাইড স্কোয়াডের মত। সত্যবাবা নির্দেশ দিলেই মারা যাবার জন্যে তৈরি হয়ে যাচ্ছে ওরা।

'পীর হিকমতের রেকর্ড বলছে সন্ত্রাস নিয়েই ব্যবসা তার। এখানেও তাই দেখছি আমরা, সত্যদর্শীদের সাহায্য নিয়ে সন্ত্রাস বিস্তৃত করছে সে। বিশেষ ধরনের হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে ব্রিটেনকে নেতৃত্বহীন করার পরিকল্পনা নিয়েছে।'

রানার কাঁধে একটা হাত রাখলেন প্রফেসর ওয়েদারবাই। 'আমার ভয় লাগছে, রানা, আতঙ্ক বোধ করছি। মি. লংফেলোকে আমি বলব তিনি যেন আরও কড়া সিকিউরিটির ব্যবস্থা করেন।'

'তারপর ধরুন,' অন্যমনস্কভাবে বলল রানা, 'একজনের কথা

শুনে কেন যেন খুঁত খুঁত করছে আমার মন। ডোনা চেস্টারফিল্ডের ভাই। তার সাথে, তার কাকাদের সাথে দেখা করতে চাই আমি।'

সিকিউরিটির স্বার্থে ইব্রাহিম খলিল ওরফে জোসেফ গুজরালকে ক্লিনিকের সবচেয়ে নিচের তলায় রাখা হয়েছে। এলিভেটরকে পাশ কাটিয়ে কয়েক প্রস্থ সিঁড়ি ভেঙে তিনতলায় উঠল ওরা, ডোনাকে যেখানে রাখা হয়েছে।

তার কেবিনের বাইরে কোন পাহারা নেই, করিডরেও গার্ডদের কাউকে দেখা গেল না। রানার তলপেটের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল, হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল ও, তারপর ছুটতে শুরু করল। ওকে ধরার জন্যে প্রৌঢ় প্রফেসরও হন হন করে হাঁটছেন, তাঁর চেহারাও কালো হয়ে গেছে।

এক ধাক্কায় দরজা খুলে স্থির হয়ে গেল রানা। আতঙ্কে যেন এক সেকেন্ডের জন্যে পাথর হয়ে থাকল ও। প্রথমে নার্সকে দেখতে পেল ও, হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে মেঝেতে, মাথাটা অসম্ভব বাঁকা হয়ে আছে একদিকে। গোটা কেবিনের ওপর দিয়ে যেন প্রচণ্ড একটা ঝড় বয়ে গেছে–বিছানার কিনারা থেকে নিচের দিকে ঝুলে রয়েছে ডোনার অর্ধেক শরীর। ভয়ঙ্কর স্থির লাগল তাকে। লম্বা চুল মেঝেতে লুটোচ্ছে। সেলাইনের সুঁচ হাত থেকে ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে।

'সর্বনাশ হয়ে গেছে! আমিই দায়ী!' দম ফেলল রানা, ওকে ধাক্কা দিয়ে পাশ কাটালেন প্রফেসর। 'ওদের দু'জনকে একা ছাড়াই উচিত হয়নি আমার!' জ্যাকেটের ভেতর থেকে অস্ত্রটা বেরিয়ে এল ওর হাতে, ঘুরল, সিঁড়ির দিকে ছোটার জন্যে তৈরি।

ডোনার পাশ থেকে প্রফেসরের গলা শুনতে পেল রানা,

বলছেন, মেয়েটা এখনও বেঁচে আছে। হাত বাড়িয়ে একটা বোতামে চাপ দিলেন তিনি, নার্সদের সাহায্য চাইবেন।

'পাঠিয়ে দিচ্ছি কাউকে,' বলে সিঁড়ির দিকে ছুটল রানা। এই সময় ইউনিফর্ম পরা একজন নার্সকে দেখা গেল সিঁড়ির মাথায়। 'তাড়াতাড়ি কেবিনে যান!' চিৎকার করল ও। 'প্রফেসর ওয়েদারবাই আপনাকে খুঁজছেন।'

কিন্তু কাছ থেকে লক্ষ করল রানা, ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে নার্স। মুখে রক্তের ছিটেফোঁটাও নেই। চেহারা দেখে মনে হলো কেঁদে ফেলবে। 'নিচতলায়!' ফুঁপিয়ে উঠল নার্স। 'নিচতলায় সিকিউরিটির লোকজন! কেউ তারা...ওমা গো!' হাউমাউ করে কেঁদে উঠল সে। 'কেউ তারা বেঁচে নেই...প্লীজ, জলদি! ওদের মধ্যে আমার স্বামীও...!'

'প্রফেসর ওয়েদারবাইয়ের কাছে চলে যান,' নির্দেশ দিল রানা। 'বাকি সব আমি সামলাব।' তিনটে করে সিঁড়ি টপকে নামতে শুরু করল ও।

হাতে উদ্যত পিস্তল, নিচতলার করিডরে নেমে এল রানা। সিকিউরিটি রুমটা এখানেই। ইস্পাতের দরজাটা খোলা রয়েছে। দোরগোড়ায় এক মুহূর্তের জন্যে থামল ও, ভেতরের দৃশ্যটার ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল। দু'জন গার্ডই মারা গেছে। কামরাটা ছোট, প্রথমদর্শনে ওর মনে হলো, এত ছোট জায়গায় এত বেশি রক্ত আগে কখনও দেখেনি।

লোকগুলোর জন্য করার কিছু নেই, এক ছুটে রিসেপশন রুমের সামনে চলে এল রানা। এখানেও নৃশংসতার চূড়ান্ত করা

হয়েছে। বিস্মিত হলো রানা, এতগুলো লোককে মেরে ফেলা হলো অথচ কোন শব্দ ওরা পেল না!

কামরাটার ভেতর সাবধানে ঢুকল রানা। ঢোকার সময় মনে পড়ে গেল ব্যাপারটা, বুঝতে পারল কি কারণে খুঁত খুঁত করছিল ওর মন। ডোনার এক ভাই সত্যি ছিল বটে! ছিল। ডোনার ভাই গিলবার্ট পাঁচ বছর আগে মারা গেছে রোড অ্যাক্সিডেন্টে। সুইটজারল্যান্ডে না কোথায় যেন।

কিন্তু এখন কোন লাভ আছে, মাথার চুল ছিঁড়ে?

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)

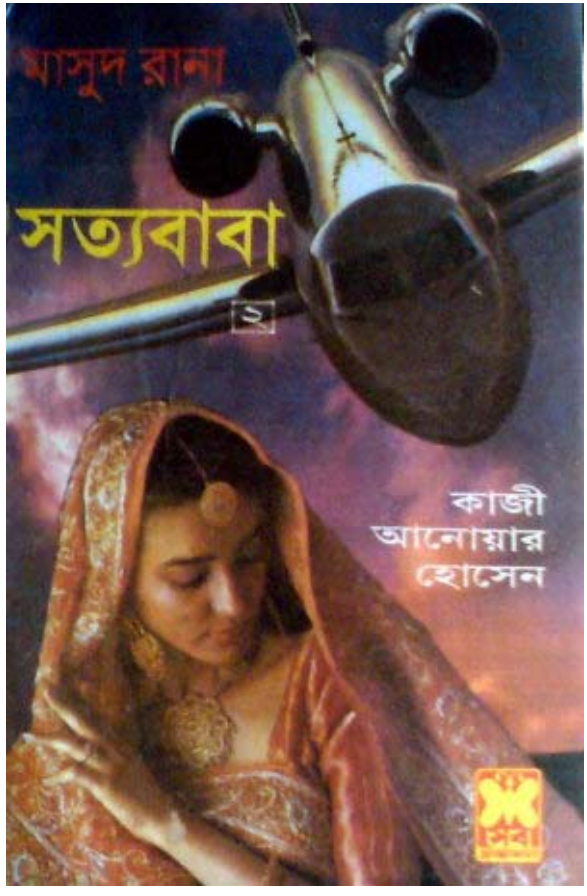

মাসুদ রানা

সত্যবাবা-২

কাজী আনোয়ার হোসেন

প্রথম প্রকাশ: জুন, ১৯৯১

এক

বি.এস.এস. ক্লিনিকের নিচতলার রিসেপশন রক্তে ভেসে যাচ্ছে। সামরিক বাহিনীর প্রাক্তন কর্মচারী, রিসেপশনিস্ট লোকটার মুখে হেভী ক্যালিবারের এক পশলা বুলেট লেগেছে। শুধু শারীরিক গঠন আর ইউনিফর্ম দেখে তাকে চিনতে পারল রানা। অপারেশন রুমে যেমন দেখে এসেছে ও, এখানেও সেই একই দৃশ্য, চারদিকে শুধু রক্ত আর রক্ত। এত রক্ত একা শুধু রিসেপশনিস্টের হতে পারে না।

তারপর আরেকটা বীভৎস দৃশ্য ধরা পড়ল চোখে। দু'জন নার্স, একজন চিৎ হয়ে পড়ে আছে। অপর মেয়েটা উপুড় হয়ে, হাত-পা ছড়ানো। দেখে মনে হলো, দেয়াল লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দেয়া হয়েছিল তাকে, ধাক্কা খেয়ে নিচে পড়েছে, তারপর আর তার মর্যাদার কথা ভাবা হয়নি। অভাগিনীর স্কার্ট ঊরু ছাড়িয়ে ওপর দিকে উঠে গেছে, প্রায় নগ্নই বলা যায়।

দু'জনকেই গুলি করে মারা হয়েছে। গুলির শব্দ পায়নি কেন!–বিস্ময়সূচক প্রশ্নটা আবার ফিরে এল রানার মনে।

বুলেটগুলো কয়েকটা শিরা ছিঁড়ে দিয়েছে, ফলে ফিনকি দিয়ে চারদিকে ছুটে গেছে রক্ত, অনেক দূর পর্যন্ত।

ঘটনা ঘটার খানিক আগে ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে সার্জেন্ট বিল রেম্যান আর নিনি খন্দকার। এই হত্যাযজ্ঞের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল কিনা জানতে হবে রানাকে। আসল কালপ্রিট, সন্দেহ নেই, ডোনা চেস্টারফিল্ডের ভাই আর কাকার ভুয়া পরিচয় দিয়ে ক্লিনিকে ঢুকেছিল যারা। প্রশ্ন হলো, সার্জেন্ট আর নিনি তাদেরকে সাহায্য করেছে কিনা।

বাইরে আরও একটা লাশ দেখল রানা, ধাপের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, ধাপ গড়িয়ে নেমে গেছে রক্তের ধারা। দশাসই একজন লোক, ডোরাকাটা কাপড়ের স্যুট পরা। 'কাকাদের' একজন, নাকি ডোনার 'ভাই'? লোকটা অবশ্যই সার্জেন্ট রেম্যান নয়।

বারান্দার ধাপ থেকে ক্লিনিকের গার্ডরুম আর গেটটা দেখতে পাচ্ছে রানা। গেটটা হা-হা করছে, গার্ডরুমের জানালার কাঁচ চুরমার হয়ে গেছে। শক্ত করে ধরা অটোমেটিক নিয়ে ধাপ বেয়ে নেমে এল ও, গেটের দিকে ছুটল। সামনে পৌঁছে দাঁড়িয়ে পড়ল। গার্ডদের জন্যে ওর করার কিছু নেই, দু'জনেই মারা গেছে। একজন এখনও বসে আছে জানালার সামনে, বুকের কাছে ইউনিফর্মটা লাল হয়ে আছে। মুখে অবিশ্বাস আর রাজ্যের বিস্ময়।

ঘুরল রানা, ফিরে আসছে ক্লিনিকের দিকে। জরুরী কয়েকটা কাজ দ্রুত সারতে হবে ওকে। হঠাৎ খেয়াল করল, প্রায় চমকে গিয়ে, ওর গাড়িটা সেই আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। শুধু

অ্যাম্বুলেন্সটা নেই। সার্জেন্ট আর নিনি তাহলে গেল কিভাবে।

ভেতরে ফিরে এসে ফোনের রিসিভার থেকে রক্ত মুছতে হলো রানাকে। বি.এস.এস. ইমার্জেন্সী নাম্বারে ডায়াল করল ও। সবচেয়ে কাছাকাছি সার্ভিস শাখার সাথে যোগাযোগ হলো। মাছরাঙা, নিজের সাংকেতিক পরিচয় দিল রানা। তারপর উচ্চারণ করল, খাঁচা। খাঁচা মানে বি.এস.এস. ক্লিনিক। টপ লেভেল ইমার্জেন্সী বোঝাবার জন্যে বলল, জবাফুল। সব মিলিয়ে তিনটে শব্দ উচ্চারণ করে রিসিভার নামিয়ে রাখল ও। কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে যাবে 'ডিজপোজাল ইউনিট', সাথে দক্ষ নিরাপত্তা রক্ষীরা।

কাঁধ থেকে দায়িত্ব নেমে গেল, এখানে আর রানার থাকার দরকার নেই। রিসিভার নামিয়ে রেখে বারান্দায় বেরুবার আগেই লন্ডন হেডকোয়ার্টার খবরটা পেয়ে যাবে। বাইরে বেরিয়ে এসে ধাপের ওপর পড়ে থাকা লাশটা আবার দেখল রানা। মাটিতে একটা পিস্তল পড়ে রয়েছে–তুলে হাতে নেয়ার আগেই চিনতে পারল, ওয়ালথার পি-ফোর, ব্যারেল থেকে কুৎসিত দর্শন একটা সিলিন্ডার বেরিয়ে আছে, তিনগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে ওটার দৈর্ঘ্য। কোন শব্দ না পাবার কারণটা বোঝা গেল।

লন্ডনের পথে রওনা হবার আগে প্রফেসর ওয়েদারবাইয়ের সাথে কথা বলা দরকার। তাড়াতাড়ি আবার ভেতরে ঢুকল রানা। গাড়িটা যখন রয়েছে, ফিরে যেতে কোন অসুবিধে নেই ওর। গাড়ির চাবি সার্জেন্টকে দিয়েছিল ও, তবে গাড়ির ভেতরই লুকানো আছে আরেকটা চাবি। তাছাড়া, ইচ্ছে করলে রিমোট কন্ট্রোলও ব্যবহার করতে পারে রানা।

ডোনার কেবিনেই পাওয়া গেল ওদেরকে। প্রফেসর

ওয়েদারবাইকে সাহায্য করছে দু'জন নার্স, দু'জনের মধ্যে একজন পুরুষ। ডোনার ওপর ঝুঁকে রয়েছেন প্রফেসর। রানার পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন তিনি। 'বিপদ কাটিয়ে উঠবে,' রানাকে আশ্বস্ত করে বললেন। ডোনাকে একটা ইঞ্জেকশন দিতে যাচ্ছিলেন। 'বোঝা যাচ্ছে, আমাদের নিরাপত্তা রক্ষীরা ভিজিটরদের ভাল করে চেক করেনি।'

'সেজন্যে চড়া মূল্য দিতে হয়েছে ওদের।' মহিলা নার্সের দিকে তাকাল রানা, বেচারির স্বামী নিরাপত্তা রক্ষীদের একজন ছিল। কালো একটা ছায়া পড়ল মেয়েটার চেহারায়, কাজে কোন ছেদ পড়ল না। মনে মনে তার ট্রেনিং ও দায়িত্ববোধের প্রশংসা না করে পারল না রানা। সঙ্কটের সময় ক'জন আমরা এভাবে ভাবাবেগের রাশ টেনে রাখতে পারি? 'প্রফেসর, আপনার স্টাফদের খবর নিলে ভাল হয়–রোল-কল করতে পারেন।'

জবাব দিল পুরুষ নার্স, 'করা হয়েছে, স্যার।'

প্রফেসর জানালেন, দু'জন নিয়মিত সার্জেন ক্লিনিকের উদ্দেশে এরইমধ্যে রওনা হয়ে গেছেন।

'তাঁরা কোন সাহায্যে আসবেন বলে মনে হয় না,' বলল রানা, দোরগোড়া থেকে এক পা ভেতরে ঢুকল। 'নতুন একদল নিরাপত্তারক্ষী আসছে। বাইরে যে অ্যাম্বুলেন্সটা ছিল, সেটাকে দেখছি না। ওটার নম্বর বলতে পারবেন?'

নম্বরটা জানাল পুরুষ নার্স, তাকে ধন্যবাদ দিল রানা। 'কোন দিকে গেছে ওটা বলতে পারব না, তবে নম্বরটা সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছি। ক্লিনিক থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে যাবার পর ওটা রাস্তার কোথাও ফেলে যাবে ওরা।'

কেউ কথা বলল না, ডোনাকে নিয়ে ব্যস্ত সবাই।

'প্রফেসর, আমাকে এবার যেতে হয়,' বলল রানা। 'আপনার দ্বিতীয় রোগীর ওপর কড়া নজর রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। ওরা শুধু ডোনাকে খুন করতে আসেনি–আমার ধারণা, লোকটাকেও ছিনিয়ে নিতে এসেছিল।'

মাথা ঝাঁকালেন প্রফেসর। 'দেখে শুনে মনে হচ্ছে, তোমার সহকর্মীরা ওদেরকে বাধা দেয়।'

হতে পারে, ভাবল রানা। আবার এ-ও হতে পারে যে ডোনার ভুয়া আত্মীয়দের সাহায্য করেছে তারা–নিনি আর সার্জেন্ট।

বারান্দায় ফিরে এসে দুটো ট্রাক, একটা প্রাইভেট কার ও একটা অ্যাম্বুলেন্স দেখতে পেল ও। সাদা পোশাক পরা একজন অফিসার চ্যালেঞ্জ করল রানাকে। ওর পরিচয়-পত্র দেখেও সন্তুষ্ট হলো না সে, হেডকোয়ার্টারে ফোন করে নিশ্চিত হবার পর ক্লিনিক ত্যাগ করার অনুমতি দিল।

নিজের গাড়ির কাছে এসে থামল না রানা, কয়েক পা এগিয়ে সাদাটে একজোড়া দাগের সামনে দাঁড়াল। এখানেই পার্ক করা ছিল অ্যাম্বুলেন্সটা। হঠাৎ কি যেন ঠেকল ওর পায়ে। সরে গিয়ে ঝুঁকে তাকাতেই বেন্টলির চাবিটা দেখতে পেল ও। লক্ষ করল চাবির রিঙের সাথে কি যেন একটা লেগে রয়েছে। রিঙটা হাতে নিল রানা। দেখল, রিঙের ভেতর একটা পিন ঢোকানো হয়েছে। পিনের ভোঁতা দিকটায় কালো একটা মার্কার দেখা গেল, মার্কারের গায়ে তিনটে অক্ষর পাশাপাশি সাজানো রয়েছে, খালি চোখে কোন রকমে পড়া গেল–আইআরএস।

আচ্ছা, ভাবল রানা, নিনি তাহলে সম্ভবত একটা মেসেজ

রেখে যাবার চেষ্টা করেছে। তবু কোন ঝুঁকি নিল না রানা, ট্রাউজারের পিছনের পকেট থেকে গাড়ির রিমোট কন্ট্রোল বের করে দূর থেকে দরজা খুলল, তারপর স্টার্ট দিল। স্টার্ট দেয়ার পরও গাড়িতে উঠল না, তার আগে গাড়ির তলাটা ভাল করে পরীক্ষা করে নিল।

ড্রাইভিং সীটে বসার পর আরেকবার ভেতরটা ভাল করে দেখে নিল রানা, সব ঠিক আছে বলেই মনে হলো। ক্লিনিক থেকে তিন মাইল দূরে এসে রেডিও অন করল ও, যোগাযোগ করল হেডকোয়ার্টারের সাথে।

প্রথমে জরুরী তথ্যটা জানাল রানা–অ্যাম্বুলেন্সের বিবরণ। তারপর হতাহতদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট করল। অ্যাম্বুলেন্স সম্পর্কিত কোন তথ্য পেলে প্রথমে ওকে জানাতে হবে, এই আবেদনের পর সর্বশেষ অনুরোধটা করল ও। 'উইথ রেসপেক্ট, আই আস্ক পারমিশন টু ইউজ নকশি-কাঁথা ইমিডিয়েটলি।'

অপরপ্রান্তে দীর্ঘ নীরবতা। রানা জানে, স্পেশাল সাইফারের লম্বা তালিকার ওপর চোখ বুলাচ্ছে ডিউটি কন্ট্রোলার। আরও জানে, নকশি-কাঁথার নিচে তেরোটা শব্দ দেখতে পাবে লোকটা–'নকশি-কাঁথা ব্যবহারের অনুমতি শুধু চীফের কাছ থেকে পাওয়া যেতে পারে'। এর মানে হলো, রেডিও রুমের কারও পক্ষে নকশি-কাঁথার অর্থ জানা সম্ভব নয়–এমনকি মারভিন লংফেলো অনুমতি দেয়ার বা প্রত্যাহার করার সময়ও।

নকশি-কাঁথার অর্থ শুধু মাত্র মারভিন লংফেলো, তাঁর চীফ অভ স্টাফ জন মিচেল আর মুষ্টিমেয় কয়েকজন অফিসার ছাড়া আর কেউ জানে না। বি.এস.এস-এর সবচেয়ে গোপন আস্তানার

সাঙ্কেতিক নাম নকশি-কাঁথা। জায়গাটা এতই গোপনীয় যে শুধু মারভিন লংফেলোর সাথে জরুরী ও নিভৃত বৈঠকের প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়, দু'চার বছরে এক-আধবারের বেশি নয়। নকশি-কাঁথা ব্যবহার করতে চাওয়ার পিছনে কারণ হলো, সত্যদর্শীদের চোখের আড়ালে থাকতে চায় রানা। ওর দৃঢ় বিশ্বাস, তারা ওর পিছনে লেগে আছে, যে-কোন মুহূর্তে ওকে নাগালের মধ্যে পেয়ে যেতে পারে। নকশি-কাঁথা ব্যবহারের অনুমতি চাওয়ার পর রানা এখন জানে, ওর সাথে দেখা করবেন মি. লংফেলো। তাঁর সাথে অনেক বিষয়ে জরুরী আলাপ আছে ওর।

সারে থেকে লন্ডনে ফিরছে রানা, হিথরো এয়ারপোর্টের কাছাকাছি কোথাও গন্তব্য। ঘণ্টায় ষাট মাইল স্পীডে ছুটছে গাড়ি, জ্যান্ত হয়ে উঠল রেডিওটা। 'মাছরাঙাকে ডাকছে কাঠঠোকরা। মাছরাঙা সাড়া দাও।'

নিজের পরিচয় দিয়ে অপেক্ষায় থাকল রানা।

একটু পরই মেসেজটা এল। 'মাছরাঙা, আপনি যে অ্যাম্বুলেন্সের বর্ণনা দিয়েছেন সেটা বাইফ্লিট-এর কাছাকাছি রাস্তার ধারে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। চাকার দাগ দেখে বোঝা গেছে, ওখানে আরেকটা গাড়ি থেমেছিল। বোঝা গেছে, গাড়ি বদলের সময় ওখানে ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটেছে। আউট।'

সংশয় ও প্রশ্ন জাগল রানার মনে। ও কি সার্জেন্ট আর নিনির ওপর অবিচার করছে? দু'জনই, অথবা দু'জনের একজন অন্তত নির্দোষ? অনুভব করল, শরীরের ভেতর উত্তপ্ত হয়ে উঠছে রক্ত। ভেবেচিন্তে দেখল, তারপর সিদ্ধান্ত নিল নির্যাতন করা হয়েছে

নিনির ওপর। কে জানে কি অবস্থায় আছে মেয়েটা। তারপরই আরেকটা চিন্তা ঝাঁকি দিয়ে গেল ওকে–নিনি এখনও বেঁচে আছে তো? সরাসরি শত্রুতা করছে এমন কাউকে সত্যদর্শীরা হাতে পেলে বাঁচিয়ে রাখবে বলে মনে হয় না।

অলিমিয়ায় পৌঁছুল রানা, তে-মাথা থেকে বাঁক নিয়ে একটা লেন-এ ঢুকল, সামান্য একটু এগিয়ে সুদৃশ্য একটা বাড়ির সামনে দাঁড় করাল বেন্টলি। আশপাশে সবগুলো বাড়িই সুন্দর, পরিচ্ছন্ন আর প্রায়-নির্জন। বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই, নকশি-কাঁথার ভেতরটা দুর্গের মতই দুর্ভেদ্য। বাড়িটা চারতলা। বাড়ির সামনে ঘাস মোড়া খানিকটা জায়গা রয়েছে। রেডিও বন্ধ করে অ্যালার্ম সেটটা অন করল রানা। নেমে পড়ল গাড়ি থেকে।

নকশি-কাঁথার দু'পাশে দুটো বাড়িও একইরকম দেখতে, সুড়ঙ্গপথে একটা থেকে আরেকটায় যাওয়া যায়। মিসেস ওয়াকার হলো নকশি-কাঁথার কেয়ারটেকার, পঞ্চাশোত্তীর্ণা বিধবা মহিলা মারভিন লংফেলোর দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়া বা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ কোন বন্ধুর ভগ্নীস্থানীয় কেউ হবেন, রানার ঠিক জানা নেই। এক সময় স্কুল-শিক্ষয়িত্রী ছিলেন মহিলা। তাঁর একটা বৈশিষ্ট্য হলো, মারভিন লংফেলোর ভাষায়, 'গাছের মত চুপচাপ'।

দরজা খুলে দিয়ে রানাকে ভেতরে ঢোকার আহ্বান জানালেন তিনি। বললেন, 'একটা অঘটন ঘটেছে...'

'আমি জানি।' একটা চেয়ারে বসল রানা, জানালার দিকে মুখ করে, পুরো তে-মাথাটা যাতে দেখতে পায়।

'সত্যি জানেন কি?' এরই মধ্যে মিসেস ওয়াকার ছোট একটা ব্যাগে নিজের জিনিস-পত্র গুছিয়ে নিয়েছেন। নকশি-কাঁথা ব্যবহার

করা হলে, বাড়ি ছেড়ে তাঁর চলে যাওয়াই নিয়ম। একমাত্র মারভিন লংফেলো জানেন কোথায় তিনি যান, কিভাবে তাঁকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে।

'জ্বী?'

'এখানে পৌঁছেই আপনাকে ফোন করতে বলেছেন তিনি। সাদা ফোনটা ব্যবহার করবেন। টেবিলের ওপর চাবি। সমস্ত অ্যালার্ম সিস্টেম চালু করা হয়েছে। অডিও-ভিডিও রেকর্ডিং ফ্যাসিলিটি অফ করা হয়েছে। আমি তাহলে যাই।' রানার দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ হাসলেন মিসেস ওয়াকার, দীর্ঘ ও দৃঢ় পদক্ষেপে বেরিয়ে গেলেন কামরা থেকে।

জানালার পাশে, একটা বুককেসের কার্নিসের ওপর দুটো টেলিফোন। একটা সাদা, অপরটা লাল। সাদাটা স্ক্র্যাম্বলার, সরাসরি মারভিন লংফেলোর সাথে কথা বলা যায়। ডায়াল করল রানা।

দু'বার রিঙ হবার পর অপর প্রান্তে রিসিভার তুললেন বি.এস.এস. চীফ। সাঙ্কেতিক পরিচয় বিনিময় হলো।

রানার ভয় ছিল, এভাবে গা ঢাকা দেয়ায় ওর ওপর হয়তো রেগে আছেন ভদ্রলোক। কিন্তু না, তিনি বিড়বিড় করে বললেন, 'আমি খুশি হয়েছি নকশি-কাঁথায় গেছ তুমি।'

'ক্লিনিকের অবস্থা, মি. লংফেলো, ভয়াবহ...'

'শুধু ক্লিনিকেরই নয়, রানা।'

'জ্বী?' দমবন্ধ হয়ে এল রানার।

'হ্যাঁ,' নিশ্চিত করলেন বি.এস.এস. চীফ।

'আর কোথায়, মি. লংফেলো?'

'শিচেস্টার। ক্যাথেড্রালের কাছে। লিবারেল পার্টির প্রার্থী তাঁর জনসভায় সভাপতিত্ব করার জন্যে লন্ডন থেকে সাবেক শ্রমমন্ত্রীকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন।' দু'জনের নামই জানালেন বি.এস.এস. চীফ।

'মারা গেছেন?' রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করল রানা।

'দু'জনেই, তাঁদের সাথে বিশজন শ্রোতাও। আহতদের সংখ্যা ত্রিশ।'

'মি.....লংফেলো...সে...সেই একই পদ্ধতি...?'

'হ্যাঁ, সম্ভবত। এখনও ডিটেলস্ পাইনি আমরা। এখানে আমাদের সাথে পুলিস সুপার মি. উইলবার জেফারসন রয়েছেন। টিভি দেখো, রানা। খানিকটা বিশ্রাম নাও। আমি আসব।' যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

জানালার দিকে মুখ করে গালে হাত দিয়ে বসে থাকল রানা। অসহায় বোধ করছে ও। এক মিনিট পর টিভি সেটটা অন করল। চারটে চ্যানেল থেকেই সর্বশেষ হত্যাযজ্ঞের বিবরণ প্রচার করা হচ্ছে।

জনসভা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। মাঠের এক কোণে একটা ক্যাথেড্রাল দাঁড়িয়ে রয়েছে। এটা নিয়ে দ্বিতীয়বার রাজনৈতিক নেতাদের ওপর হামলা চালাল সত্য সমিতির সদস্যরা। এভাবে যদি চলতে থাকে, নির্বাচনী সভায় যেতে সাহস পাবে না শ্রোতারা। সাধারণ নির্বাচন একটা প্রহসন হয়ে দাঁড়াবে। স্বর্গযাত্রীরা সম্ভবত সেটাই চাইছে, সাধারণ নির্বাচন বানচাল করাই তাদের উদ্দেশ্য। তাদের উদ্দেশ্য, নাকি তাদের বিদেশী প্রভুদের উদ্দেশ্য, যারা তাদেরকে মোটা টাকা দিয়ে এই কাজে নামিয়েছে?

ধ্বংসস্তূপের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে ক্যামেরা। এ-ধরনের দৃশ্য নতুন নয়, টেরোরিস্টরা আজকাল কোথায় না হানা দিচ্ছে। তারপর, হঠাৎ দেখা গেল, কয়েকটা গাড়িকে পথ করে দেয়ার জন্যে মেইন রোডের ওপর ব্যস্ত হয়ে উঠেছে একজন ট্রাফিক পুলিস।

হাত তুলে একটা সাদা মার্সিডিজকে থামানো হলো, পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে দেয়া হলো একটা ট্রাককে। এক মুহূর্তের জন্যে মার্সিডিজের ওপর স্থির হয়ে থাকল ক্যামেরা।

প্রথমে রানা দেখতেই পেল না, তারপর সামনের সীটে বসা লোকটাকে চিনতে পেরে ভূত দেখার মত চমকে উঠল ও। চেহারা চিনতে ভুল হবার কথা নয়, কারণ তার ফটোটা গভীর মনোযোগের সাথে দেখেছে রানা। চারদিকে চোখ বুলিয়ে, নিজের হাতের কাজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে, আর কেউ নয়, খোদ এম.ভি.এফ. সত্যবাবা। মিটিমিটি হাসছে লোকটা। পিছনের সীটে, দুই হোঁৎকা চেহারার গুণ্ডা প্রকৃতির লোক বসে আছে, তাদের মাঝখানে সিটকে রয়েছে একটা মেয়ে। পলকের জন্যে তার ফ্যাকাসে মুখটা দেখতে পেল রানা। সত্যবাবার সাথে একই গাড়িতে বসে রয়েছে নিনি খন্দকার।

একেবারে শেষ মুহূর্তে মার্সিডিজের নম্বরটা দেখতে পেল রানা। যাতে ভুলে না যায়, বারবার আওড়াতে লাগল সংখ্যাগুলো। রিসিভার তুলে ডায়াল করার সময় লক্ষ করল, হাত দুটো কাঁপছে।

দুই

সন্ধ্যার বেশ খানিক পর পৌঁছুলেন মারভিন লংফেলো। রানার এমনকি ঘাড়ির দিকে তাকাবার কথাও মনে নেই–খবরের সময় টিভিতে সেই বীভৎস দৃশ্যটা দ্বিতীয়বার দেখার পর সময় যেন তার সমস্ত তাৎপর্য হারিয়ে ফেলেছে। নিজেকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিতে হলো ওকে, যা দেখছে সবই নির্মম বাস্তব, কোন চিত্রনাট্যকারের কল্পনা নয়।

বিধ্বস্ত আর অথর্ব লাগল বি.এস.এস. চীফকে। তাঁকে আগে কখনও এতটা মুষড়ে পড়তে দেখেছে কিনা মনে করতে পারল না রানা। তাঁর হাঁটাচলা ও কথাবার্তা থেকে হঠাৎ করে যেন স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণশক্তি লোপ পেয়েছে, যেন শরীরের গাঁটে গাঁটে ব্যথা অনুভব করছেন, প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করার সময় দম নিচ্ছেন।

জানালেন, একা আসেননি। 'মনে হলো, নজর রাখার দরকার আছে। আধ মাইলের মধ্যে পাহারায় রয়েছে দুটো টীম, যদিও কেউ তারা জানে না ঠিক কোথায় রয়েছি আমি। তে-মাথার কাছাকাছি রেখে এসেছি পুলিস সুপার উইলবার জেফারসনকে। মনে হলো তাঁকে বিশ্বাস করে নিয়ে আসা যায়।'

'এখন কি আর কাউকে বিশ্বাস করার উপায় আছে?' ভদ্রলোককে অসহায় লাগল রানার, কোট খুলতে সাহায্য করল তাঁকে, ফ্লাস্ক থেকে কফি ঢালল।

সোফায় বসার পর কথা হলো। প্রথমে একাই বলে গেল রানা, বি.এস.এস. চীফ নীরব শ্রোতার ভূমিকা পালন করলেন। ইব্রাহিম খলিলকে ইন্টারোগেট করেছে ও–ড্রাগ অ্যাসিসটেড ইন্টারোগেশন–তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসা বিচিত্র কথাবার্তা শুনে ওর কি ধারণা হয়েছে ব্যাখ্যা করল।

রানা থামতে মুখ তুলে তাকালেন মারভিন লংফেলো, তাঁর চোখে বরফ শীতল দৃষ্টি। 'এ কি সম্ভব, রানা?'

'এটাই একমাত্র ব্যাখ্যা, মি. লংফেলো।'

'একজন লোক ধর্মকথা শুনিয়ে মানুষকে বশ করছে, মানলাম। স্বর্গে জায়গা বরাদ্দ দেয়ার লোভ দেখিয়ে অন্ধ ভক্ত বানাচ্ছে, তা-ও বুঝলাম। কিন্তু তার কথায় তারা মরতেও রাজি? অ্যাকটিং অ্যাজ আ হিউম্যান বম্ব?'

'আমার ধারণা ঠিক তাই ঘটেছে শিচেস্টারে, আর গ্লাসটনবারিতে যে ঘটেছে তা তো আমরা নিজের চোখেই দেখেছি।'

মাথা ঝাঁকালেন মারভিন লংফেলো। 'হ্যাঁ, শিচেস্টারেও তাই ঘটেছে। একটা মেয়ে। হামলাটা হয়েছে খোলা জায়গায়, বিস্ফোরণ আর জনতার মাঝখানে কোন আড়াল ছিল না।' খানিক বিরতি নিলেন তিনি, তারপর আবার বললেন, 'স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিরেক্টর আর মেট্রোপলিটান পুলিস চীফের সাথে মীটিঙে বসেছিলেন পুলিস সুপার, নির্বাচনী সভাগুলোয় জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে কিছু ব্যবস্থা নেয়া হবে। কিন্তু এ-ধরনের ব্যবস্থা খুব একটা কাজে আসবে বলে মনে হয় না। রানা, এই বিপদ থেকে আমরা রক্ষা পাব কিভাবে?'

'বুঝতে পারছি না, মি. লংফেলো,' বিড়বিড় করে বলল রানা। 'পীর হিকমত ...বা সত্যবাবা, যাই বলুন তাকে, দেখেশুনে মনে হচ্ছে, একটা কিলিং মেশিন চালু করে দিয়েছে লোকটা।'

'ওদের আদর্শ আর নীতি সম্পর্কে যা শোনা যাচ্ছে, তা কি সত্যি?' জানতে চাইলেন বি.এস.এস. চীফ।

'ইব্রাহিম খলিলের কথা শুনে মনে হলো, সত্যি। জীবনযাপনে সংযম আর পবিত্রতা রক্ষা করে চলে ওরা, ধর্মগুরু সত্যবাবাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে ব্যভিচারমুক্ত থাকতে বলার কারণ হলো, কেউ যাতে সেক্সুয়াল ডিজিজে আক্রান্ত না হয়। একজন পুরুষের জন্যে একটা মাত্র মেয়ে, তা-ও মিলন ঘটতে পারে শুধু বিয়ের পর, এর ব্যতিক্রম সত্যবাবা মানবে না। সত্য সমিতি বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে জনপ্রিয় হবার আরেকটা কারণ, মি. লংফেলো, ওদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ নেই। কোন দম্পত্তির একটা বাচ্চা হবার পর মা-বাবা যে-কোন একজন বিপ্লবের স্বার্থে আত্মত্যাগ করার জন্যে প্রস্তুত হয়, জানে সে তার সন্তানকে রেখে যাচ্ছে, উপযুক্ত সময়ে সে-ও তার পথ অনুসরণ করবে।'

'তার মানে একটা বৃত্ত রচনা করা হচ্ছে, যার কোন শেষ বা প্রান্ত নেই?'

'হ্যাঁ। ওদের বিশ্বাস, মহৎ একটা উদ্দেশ্য নিয়ে মৃত্যুকে বরণ করছে ওরা। এভাবে, এই আত্মত্যাগের ফলে স্বর্গপ্রাপ্তি নিশ্চিত হবে ওদের, তারপর দুনিয়াটা একসময় স্বর্গে পরিণত হবে। একটা কথা ঠিক, অসংখ্য মানুষকে জাদু করেছে সত্যবাবা। হতে পারে এর জন্যে অজ্ঞতা, অশিক্ষা, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন-ই দায়ী।'

'এসবের পিছনে পীর হিকমতের আসল উদ্দেশ্যটা কি?'

'সন্ত্রাস নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। তার পলিটিক্যাল অ্যামবিশন থাকতে পারে। আমার বিশ্বাস, আন্তর্জাতিক টেরোরিস্ট গ্রুপগুলো তাকে সাহায্য করছে, বিপুল আর্থিক সহায়তা দেয়ার ক্ষমতা রাখে তারা। পীর হিকমতের মত লোক যদি বিশ্বাস করে সন্ত্রাসের সাহায্যে একটা দেশকে নেতাশূন্য বানাবার পর ক্ষমতা দখল করা সহজ হবে, আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ওরা যে নির্বাচনটা বানচাল করতে চাইছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'তাকে যদি এখুনি থামানো না যায়, একমাত্র ঈশ্বরই বলতে পারবেন কি ঘটতে যাচ্ছে।' ভদ্রলোককে দেখে রানার মনে হলো বোঝাটা যেন তাঁর জন্যে অনেক বেশি ভারী হয়ে গেছে। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার মুখ খুললেন তিনি, যেন ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছেন। 'নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে বিধি-নিষেধ আরোপ করতে হবে, রানা। সভায় যারা যোগ দেবে, যতদূর সম্ভব তাদের সবার ওপর চোখ রাখতে হবে। প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। নজর রাখতে হবে রেস্তোরাঁ, থিয়েটার, সিনেমা হল, আর ফুটবল খেলার মাঠে। মানুষ স্বাধীনভাবে চলাফেরা করবে, সে উপায় আর থাকল না।'

'রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আর নির্বাচনে যাঁরা সম্ভাব্য প্রার্থী হতে যাচ্ছেন, বিশেষ করে তাঁদের জন্যে কড়া নিরাপত্তা-ব্যবস্থা করা দরকার, মি. লংফেলো।' হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল রানার। 'ভূমিকম্প সম্পর্কে এখনও আমাকে কেউ কিছু জানায়নি কেন?'

'ভূমিকম্প?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন মারভিন লংফেলো।

'ক্লিনিকে যাবার পথে সিগন্যালটা পাই আমি। আপনি

প্যাঙবোর্নের জমিদারবাড়িতে আমার বদলে একটা টীম পাঠিয়েছিলেন...'

'ও, হ্যাঁ। হ্যাঁ, ব্যাপারটা তোমাকে জানানো হয়নি। স্বর্গযাত্রীদের ছ'জন সদস্যকে গ্রেফতার করেছি আমরা। তাদের আটক করা হয়েছে ড্রাগ নেয়ার অভিযোগে। ইন্টারোগেট করার একটা সুযোগ পাওয়া গেছে।'

'স্বর্গযাত্রীদের বিরুদ্ধে ড্রাগ গ্রহণ করার অভিযোগ?' বিস্মিত হলো রানা।

বার কয়েক ঘন ঘন মাথা ঝাঁকালেন মারভিন লংফেলো। 'জমিদার বাড়িতে নজর রাখার জন্যে একটা টীম পাঠিয়েছিল মিচেল, ভোর চারটে থেকে ওত পেতে ছিল ওরা। পুলিস সুপার জেফারসনও তার দু'জন লোককে ধার দিয়েছিল, সাদা পোশাকে। ভোরের আলো ফুটতেই স্বর্গযাত্রীদের ছোট্ট দলটাকে আসতে দেখে তারা। চারজন পুরুষ, দুটো মেয়ে। সবার কাছে অস্ত্র ছিল, মরার জন্যে একপায়ে খাড়া। একটু সকাল হতে আমাদের টীম ভেতরে ঢোকে, দুটো গুলির শব্দ হয়। ভাব দেখে মনে হয়েছে, পুলিসী হানার জন্যে তৈরি ছিল তারা, যদিও স্বীকার করেনি। বলছে ভুল করে ফেলে যাওয়া কিছু জিনিস-পত্র নিতে এসেছিল।'

'কিন্তু সার্জেন্ট রেম্যান তার রিপোর্টে বলেছিল, তন্নতন্ন করে খুঁজেও বাড়িটায় কিছু পায়নি সে!'

'তার চোখ এড়িয়ে গেছে। সার্ভেন্ট কোয়ার্টারের ভেতর একটা মাচা আছে, মাচার ওপর সিলিঙে পাওয়া গেছে ট্র্যাপডোরটা। চোরা-কুঠরির ভেতর হেরোইন, কোকেন,

প্যাথেডিন থেকে শুরু করে মদ, গাঁজা, ভাঙ সবই পাওয়া গেছে–বিপুল পরিমাণে।'

'কিন্তু সত্য সমিতির সবচেয়ে কড়া নীতি হলো মদ বা ড্রাগ ছোঁয়া যাবে না!'

'যতটুকু বোঝা যাচ্ছে, ওগুলো ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে ওখানে রাখা হয়নি। একটা মেয়ে স্বীকার করেছে, ওগুলো বিনা পয়সায় সেনাবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে বিলি করার কথা ছিল।'

'মাই গড!' আঁতকে উঠল রানা। মারভিন লংফেলোর দৃষ্টি লক্ষ করে কেমন যেন লাগল ওর। 'মি. লংফেলো, আর কি জানি না আমি?'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকলেন বি.এস.এস. চীফ, তারপর হাতঘড়ির দিকে তাকালেন। 'সময় হোক, রানা। নকশি-কাঁথায় আরও একজনকে নিয়ে আসা হচ্ছে। দ্বিতীয়, কিংবা হয়তো তৃতীয় একটা সূত্র পেয়েছি আমরা।'

'মার্সিডিজ সম্পর্কে কোন খবর পাওয়া যায়নি?' জানতে চাইল রানা। 'যে-গাড়িটায় হিকমত আর নিনিকে দেখা গেল টিভিতে।'

'পুলিসকে সতর্ক করা হয়েছে। নম্বরটা ঠিক বলেছ তুমি–টেপটা আরেকবার দেখেছি আমরা। দেশের প্রতিটি পুলিস খুঁজছে গাড়িটা। কিন্তু, রানা...,' দম নিলেন মারভিন লংফেলো, 'হিকমতকে যদি বা ধরতেও পারি, তার কিলিং মেশিনটাকে থামাবার উপায় কি?'

'আমি তো কোন উপায় দেখছি না। যদি না সত্য সমিতির প্রত্যেককে –নারী-পুরুষ-শিশু সবাইকে–এক এক করে গ্রেফতার করা যায়। কিন্তু গ্রেফতার করা সম্ভব কিনা আমি জানি না।'

'তা সম্ভব না হলে আমাদের সামনে একটাই পথ খোলা থাকে। কিন্তু খুনের বদলে খুন, এতে আমার বিশ্বাস নেই।'

'এমন হতে পারে, মি. লংফেলো, ব্যক্তিগত বিশ্বাসের মূল্য দিতে গিয়ে আমাদেরকে হয়তো অনেক বড় খেসারত দিতে হবে। অন্তত পীর হিকমতের ব্যাপারে কথাটা বিশেষভাবে সত্যি। তাকে গ্রেফতার করা সম্ভব, কেন যেন কথাটা আমার বিশ্বাস হয় না। খুন করা, সম্ভব হলেও হতে পারে। তার অনুসারীদের ব্যাপারে...সেটা অবশ্য আলাদা প্রসঙ্গ।'

'না, তাকে জীবিত চাই আমি,' মারভিন লংফেলোর কণ্ঠস্বর সামান্য কঠিন শোনাল।

এক সেকেন্ড পর বলল রানা, 'হিকমতকে জীবিত ধরতে পারলেও যে তার বর্তমান অপারেশন থামাতে পারব আমরা, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। নির্বাচন উপলক্ষে নেতারা কে কোথায় কখন বক্তৃতা করবেন, ইতিমধ্যে তা ঠিক হয়ে গেছে, দৈনিক পত্রিকাগুলোয় তা ছাপাও হয়েছে। স্বর্গযাত্রীরা তা জানে...'

'কয়েকটা রাজনৈতিক দলের সাথে যোগাযোগ করেছি আমরা, অনেকগুলো সভা বাতিল করা হয়েছে, বা পিছিয়ে দেয়া হয়েছে। দুটো প্রধান রাজনৈতিক দল আমাদের পরামর্শ মত কাজ করতে রাজি হয়েছে। সভা হবে ঠিকই, তবে অন্য দিন, অন্য জায়গায়, অন্য সময়। কিন্তু সভা যখন, হাতে খানিকটা সময় থাকতে কিছু লোক খবরটা জানবেই–জানতে পারবে সত্যদর্শীরাও, তাই না? সেজন্যে আর কি ব্যবস্থা নেয়া যায় চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে। কোবরা কমিটি এখনও সর্বসম্মত কোন

সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। আমি প্রস্তাব দিয়েছি, প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে সাধারণ মানুষকে সাবধান করে দেয়া হোক, তারা যেন সভায় না যায়, আর গেলেও সতর্ক থাকে। কিন্তু এটাও কোন সমাধান নয়...'

আরও কিছুক্ষণ আলোচনার পর নিস্তব্ধতা নামল কামরার ভেতর। তারপর এক সময় মারভিন লংফেলো জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কি মনে হয়, পীর হিকমত সুস্থ মানুষ?'

'সুস্থ নয় কোন অর্থে?' মনে মনে ভাবল রানা, আসলে ঠিক কি বলতে চাইছেন ভদ্রলোক? 'শয়তানকে আমরা অসুস্থ বা উন্মাদ বলি না। হিকমতকেও উন্মাদ মনে করার কোন কারণ নেই। বেআইনী অস্ত্রের দক্ষ একজন ডিলার সে। তার ব্যক্তিত্ব চুম্বকের মত, বিপুল টাকার মালিক। সুস্থ তো বটেই, সম্পূর্ণ সুস্থ।'

'হুম।' একমত হয়ে মাথা ঝাঁকালেন মারভিন লংফেলো। 'তাহলে রানা–নিজেকে সম্পূর্ণ সুস্থ একজন মানুষ ধরে নিয়ে ভাবো তুমিই আসলে পীর হিকমত। পীর হিকমত হিসেবে তুমি প্রমাণ করেছ বিরাট ক্ষমতা রয়েছে তোমার। কারও সাথে তোমার চুক্তি হয়েছে, ব্রিটেনের সাধারণ নির্বাচন বানচাল করে দেবে তুমি। চুক্তিতে বলা হয়েছে, এই কাজটায় তুমি যদি সফল হও, আরও বড় একটা কাজ দেয়া হবে তোমাকে। ধরো, পরবর্তী কাজটা হবে ইউরোপের কোন দেশের বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেনশিয়াল ইলেকশন বানচাল করা। এই পরিস্থিতিতে কি করবে তুমি? ব্রিটেনে অপারেশনটা শুরু করে দিয়েছ তুমি, সমস্ত নির্দেশ দেয়া হয়ে গেছে, এরপর তুমি কি করবে?'

কোন রকম ইতস্তত না করে জবাব দিল রানা, 'কেটে পড়ব,

মি. লংফেলো। অনেক দূরে সরে যাব। দূরে বসে অপেক্ষা করব আর খবর রাখব কি ঘটছে এখানে।'

'গুড, ভেরি গুড। কোবরা কমিটিও ঠিক তাই ঘটবে বলে ভাবছে।'

'তাহলে আমি ধরে নিতে পারি, এয়ারপোর্ট আর সীমান্তের ওপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে?'

'অবশ্যই,' বললেন মারভিন লংফেলো। 'তবে নরম্যাল রুট ধরে পালাবে সে, বিশ্বাস হয় না। বেরিয়ে যাবার নিরাপদ কোন উপায় সম্ভবত আগেই ঠিক করা আছে তার।'

'হ্যাঁ, আটঘাট বেঁধেই কাজে নেমেছে লোকটা। তার কোন একজন লোক আমাদের খুব কাছাকাছি রয়েছে, মি. লংফেলো। আমরা কি করছি না করছি সব খবরই সময় মত পেয়ে যাচ্ছে সে।'

'কথাটা এখনও তুমি বিশ্বাস করো?'

'ব্যাপারটা স্পষ্ট।'

'কাকে সন্দেহ করো তুমি, রানা?'

'দু'জনকে। প্রথম থেকেই সন্দেহ করি। সার্জেন্ট বিল রেম্যান আর নিনি খন্দকার। তবে, আরও একজন থাকতে পারে। ঘটনাগুলো খতিয়ে দেখলে, যে-দিক থেকেই দেখেন, মনে হবে কে যেন আমাদের চেয়ে এক পা এগিয়ে আছে।'

চেহারা থমথমে হয়ে উঠল মারভিন লংফেলোর। বললেন, 'ব্যাখ্যা করো।'

'নাদিরা রহমানের লাশ পাবার পর আমাকে ডেকে পাঠালেন আপনি। খবরটা লিক হয়ে যায়, তা না হলে লন্ডনে আসার পথে

ওরা আমার পিছু নিল কিভাবে?'

'তারপর?'

'ডোনা চেস্টারফিল্ডের ব্যাপারটা চিন্তা করুন, এখানেও একধাপ এগিয়ে আছে স্বর্গযাত্রীরা। হঠাৎ করে মেয়েটা যেন এক গাদা ধাঁধা নিয়ে আকাশ থেকে পড়ল অথচ তার কথার কোন অর্থ এখনও আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়।'

'বলে যাও।'

'ওরা জানত, নিনি খন্দকারকে ঠিক কোথায় সরিয়েছি আমরা। তারপর, ধরুন সার্জেন্ট আর নিনিকে আমি বললাম, আমার প্যাঙবোর্নে যাচ্ছি, কিন্তু আসলে যাচ্ছিলাম ওদের আহত লোকটাকে ইন্টারোগেট করতে। পরিষ্কার বুঝলাম, উত্তেজনায় টানটান হয়ে উঠেছে দু'জন। তারপর কি ঘটল? ম্যাসাকার। ডোনাকে খুন করার চেষ্টা হলো, ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল নিজেদের লোকটাকে।'

'হুম।'

'যেভাবেই হোক, দু'জায়গাতেই লোক পাঠায় ওরা–প্যাঙবোর্ন আর সারেতে। কেউ নিশ্চয়ই আগে থেকে জানত। নিশ্চয়ই কেউ আমাদের সমস্ত খবর পাচার করে দিচ্ছে। যেমন করে হোক তাকে খুঁজে বের করতে...'

'উইচ হান্টস রেয়ারলি হেলপ, রানা। তবে, তোমার সাথে আংশিক একমত আমি। সন্দেহের তালিকায় সার্জেন্ট বিল রেম্যানকে ফেলা যায় বটে। তুমি বলছ, কিলবার্নে যাবার সময় কেউ তোমাকে ফলো করেনি। বলছ, প্ল্যান বদলের কথা শুনে অস্থিরতা প্রকাশ করে সার্জেন্ট। কিন্তু তার ভূমিকা যদি শিকারীর

সামনে ঘোড়াটার মত হয়? গোপনে একটা টেলিফোন করে দিল সে, প্রতিপক্ষ কিছু তথ্য পেয়ে গেল। হয়তো অত্যন্ত দক্ষ কোন টীম তৎপর রয়েছে তার পিছনে। তোমাদের সবাইকে হয়তো সারে পর্যন্ত অনুসরণ করা হয়েছিল। আরও বেশি সম্ভব বলে মনে হয়, ডোনাকে যে তিনজন দেখতে গিয়েছিল, তারা একটা ফোন পায়। এদিকটা চিন্তা করে দেখেছ?'

'ব্যাপারটা কি চেক করে দেখা যায়?'

ফোনের দিকে হাত বাড়ালেন মারভিন লংফেলো, রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন, আলাপ শুরু করলেন নিচু গলায়। এই ফাঁকে নিজের চিন্তা-ভাবনা নতুন করে গুছিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল রানা।

এক সময় রিসিভার নামিয়ে রেখে রানার দিকে তাকালেন মারভিন লংফেলো। 'কথাটা আরও আগে ভাবা উচিত ছিল, রানা। তোমরা পৌঁছুবার পনেরো মিনিট আগে ডোনার ভাই একটা ফোন কল রিসিভ করে। বেচারা রিসেপশনিস্ট খাতায় সেটা টুকে রেখেছিল। কিন্তু পরে আর কেউ ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামায়নি।'

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলতে যাবে রানা, ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল ফোনটা। তিনবার বাজল, তারপর থেমে গেল। এরপর দু'বার বাজল। বিরতির পর আবার বাজতে শুরু করতে, রিসিভারটা তুলে নিলেন মারভিন লংফেলো। আবার নিচু গলায় কথা বললেন তিনি। এবার রিসিভার নামিয়ে রেখে রানার দিকে কটমট করে তাকালেন। 'মার্সিডিজটা পেয়েছে ওরা,' কোন রকম উৎসাহ বা উত্তেজনা নেই তাঁর কণ্ঠে। 'একটা খাদের নিচে,

ডালপালা দিয়ে ঢাকা অবস্থায়। একটা বি রোডের শেষ মাথায়, কেন্টে। ওদিকে লোকজন যায় না বললেই চলে। একটা ল্যান্ডিং ফিল্ড থেকে পাঁচ মাইল দূরে।'

'কখন?' জানতে চাইল রানা।

'এই তো ঘণ্টাখানেক আগে। দু'চারদিন দেখতে পাবার কথা ছিল না। রাস্তাটা খুব কমই ব্যবহার করা হয়। ভাগ্যই বলতে হবে, মদ খেয়ে মাতাল অবস্থায় বাড়ি ফিরছিল এক চাষী, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাক নিয়ে খাদে পড়ে যায়। স্থানীয় গ্যারেজে খবর দেয় লোকটা, ট্রাকটা তোলার জন্যে লোকজন আসে। তখনই চোখে পড়ে যায় মার্সিডিজটা।'

'এয়ারফিল্ডটা থেকে কোন খবর আসেনি?'

'ঠিক ধরেছ, রানা। রাতের অন্ধকারে, আশপাশের লোকজনকে বিস্মিত করে দিয়ে, ওখান থেকে একটা প্লেন টেক-অফ করেছে। এয়ারফিল্ড মানে কংক্রিটের খানিকটা লম্বা বিস্তৃতি—না কোন বিল্ডিং আছে, না আছে আলোর ব্যবস্থা বা কন্ট্রোল টাওয়ার। পরিত্যক্তই বলা যায়। তবে কংক্রিটের কোথাও বড় কোন গর্ত নেই। স্থানীয় ফ্লাইং ক্লাবের সদস্যরা মাঝে-মধ্যে ব্যবহার করে ওটা। স্থানীয় লোকজন কৌতূহল নিয়ে ছুটে যায়, জানার চেষ্টা করে সাহায্য দরকার আছে কি না। পরে তারা পুলিসকে জানিয়েছে, পাইলট অত্যন্ত মিশুক আর হাসিখুশি প্রকৃতির লোক ছিল। এঞ্জিনে সমস্যা দেখা দেয়ায় বাধ্য হয়ে ল্যান্ড করতে হয়েছে তাকে, যাচ্ছিল ফ্রান্সে। স্পেয়ার পার্টস দরকার। স্থানীয় ক্লাবের ফোন ব্যবহার করে কার সাথে কথা বলে, স্পেয়ার পার্টস নিয়ে চলে আসতে বলে। ইতিমধ্যে রাত

হয়ে যায়। ক্লাবের সদস্যরা খাওয়ার আমন্ত্রণ জানায়, বিশ্রাম নেয়ার অনুরোধ করে, কিন্তু সবিনয়ে তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে পাইলট। জানায়, প্লেনের কাছে থাকা দরকার তার। তারপর, বেশ অনেক রাতে, সবাইকে অবাক করে দিয়ে টেক-অফ করে প্লেনটা।'

'প্লেনটা সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি?'

'দুই এঞ্জিনের পাইপার কোমাঞ্চি...'

'ছয় সীটের।'

'হ্যাঁ।'

'তারমানে হিকমত পালিয়েছে?'

'আমার তাই ধারণা, তুমি কি বলো?'

'সম্ভবত তাই,' চিন্তিত স্বরে বলল রানা। চিন্তা-ভাবনা নতুন করে গুছিয়ে নিয়েছে ও, উপসংহারটা উদ্বেগজনক। অকস্মাৎ অন্য এক প্রসঙ্গ তুলে বি.এস.এস. চীফকে অবাক করে দিল ও। 'এমন যদি হয়, নাদিরা রহমানকে পালিয়ে আসার সুযোগ করে দেয়া হয়েছিল?' জানতে চাইল। 'কিংবা যদি বলি, তার নোটবুকে আমার ফোন নম্বরটা আসলে গোপনে লিখে রাখা হয়েছিল?'

কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনলেন মারভিন লংফেলো। 'বলে যাও,' অনুরোধ করলেন তিনি।

আমাকে কেন? এটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, আর এটারই কোন সন্তোষজনক উত্তর পাচ্ছে না রানা। 'আমাকে কেন জড়ানো হলো, এইমাত্র তার একটা ব্যাখ্যা পেয়েছি আমি,' বলল ও, নিজেকে মনে করিয়ে দিল, এটাও সম্ভাব্য উত্তর, সত্যি না-ও হতে পারে। 'একটা মাত্র কারণে নাদিরা রহমানকে পালিয়ে আসার সুযোগ

দেয়া হতে পারে, পুলিসের মাধ্যমে আমরা যাতে জানতে পারি যে তার নোটবুকে আমার ফোন নম্বর রয়েছে।' ধীরে ধীরে নিজের চিন্তা-ভাবনা প্রকাশ করল রানা।

পীর হিকমত আর তার সত্য সমিতি তাদের অপারেশন শুরু করতে যাচ্ছে। অপারেশন শুরু হলে বি.এস.এস. চুপচাপ বসে থাকবে না, তারা জানত। তাই বি.এস.এস-এর তৎপরতার খবরাখবর জানার জন্যে ভেতরে একজন লোক থাকা দরকার ওদের। যে-কোন সিদ্ধান্তই নেয়া হোক, আগেভাগে জানতে হবে ওদের। ফোন নম্বরটা নাদিরা রহমানের নোটবুকে লেখাই হয়েছিল ব্যক্তিগতভাবে রানাকে গেলাবার জন্যে একটা টোপ হিসেবে। প্রথম থেকেই পরিষ্কার বোঝা গেছে ব্যাপারটা। মেয়েটা মারা যাবে, তা হয়তো ভাবা হয়নি। তবে মারা যাওয়াতেও হিকমতের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়নি। ফোন নম্বরটা রানার, কথাটা প্রকাশ পাবার সাথে সাথে জড়িয়ে পড়বে রানা। টোপ গিলিয়ে রানাকে যদি জড়ানো যায়, তাহলে বি.এস.এস-কেও জড়ানো সম্ভব হবে। ঘটেছেও ঠিক তাই। এভাবে সাজালে যোগফলটা বেরিয়ে আসে। আর সেটা হলো, একজন পেনিট্রেশন এজেন্ট–যে সরাসরি হিকমতের কাছে বা তার নির্বাচিত কোন লোকের কাছে রিপোর্ট করতে পারবে। 'অবশ্যই আমাদের খুব কাছাকাছি রয়েছে লোকটা,' সবশেষে বলল রানা।

'খানিকটা যুক্তি আছে তোমার কথায়,' স্বীকার করলেন মারভিন লংফেলো। রানা কথা বলছিল, ঘন ঘন হাতঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিলেন তিনি। 'আমাদের খুব কাছাকাছি নিজের একজন লোক থাকায় পীর বাবাজী টোপ ফেলে আমাদেরকে জড়িয়েছে।

প্রশ্ন হলো, কোথায় লোকটা? কে সে? আমার কান নিয়ে একজন পেনিট্রেশন এজেন্ট, নাকি তোমার কান নিয়ে?'

'হয়তো দু'জনেরই...'

'হুম।' গম্ভীর হলেন মারভিন লংফেলো, উদ্বেগের সাথে আবার হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলালেন। কি মনে করে দাঁড়ালেন তিনি, এগিয়ে গেলেন জানালার দিকে। বিড়বিড় করে বললেন, 'আলোটা নিভিয়ে দেবে, প্লীজ?'

বিস্মিত হলেও, বি.এস.এস. চীফের অনুরোধ রক্ষা করল রানা। বাইরে থেকে লাইটপোস্টের সামান্য আলো ঢুকছে কামরার ভেতর, অন্ধকার তাতে দূর হলো না।

জানালার সামনে দাঁড়ালেন মারভিন লংফেলো, খানিক ইতস্ত ত করে পর্দার একটা কোণ সামান্য একটু সরিয়ে বাইরে উঁকি দিলেন। কয়েক সেকেন্ড সম্পূর্ণ স্থির, অনড় হয়ে থাকল তাঁর শরীর। তারপর ফিসফিস করে উচ্চারণ করলেন, 'যাক!'

বাইরে থেকে ভেসে এল এঞ্জিনের শব্দ, রানার মনে হলো বাড়ির সামনে একটা গাড়ি থামল। মারভিন লংফেলো বললেন, তিনি না বললে রানা যেন আলো না জ্বালে। এরপর দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। খানিক পরই দরজার বাইরে থেকে ভেসে এল নিচু কণ্ঠস্বর, পায়ের আওয়াজ। 'ঠিক আছে, লেট দেয়ার বি লাইট।' প্রথম থেকেই গোটা ব্যাপারটা নিয়ে অতি নাটকীয় আচরণ করছেন ভদ্রলোক।

আলো জ্বালল রানা।

দোরগোড়ায় জন মিচেলকে দেখা গেল, পরমাসুন্দরী জেসমিনের একটা বাহু ধরে দাঁড়িয়ে আছে। জেসমিনের চোখে

কালো একটা পট্টি বাঁধা রয়েছে। বি.এস.এস. ইলেকট্রনিক্স ল্যাব-এর রিসার্চ অফিসার সে।

'চোখের পট্টি এবার খুলে দাও,' নির্দেশ দিলেন মারভিন লংফেলো, রানার দিকে ফিরলেন। 'এই বাড়ি চেনার কোন প্রয়োজন নেই জেসমিনের, সেজন্যেই ওর চোখে পট্টি দেখতে পাচ্ছ।'

পট্টি খুলে দেয়ার পর চোখ পিটপিট করল জেসমিন, আলোটা সয়ে আসতে রানার ওপর স্থির হলো তার দৃষ্টি। 'হ্যালো, রানা।' উজ্জ্বল হাসি নিয়ে বলল সে। 'আগেই আমার বোঝা উচিত ছিল যে তোমাকে ব্রিফ করতে হবে।'

'বসো, জেসমিন। তাড়াতাড়ি শেষ করো ব্যাখ্যাটা,' তাগাদা দিলেন মারভিন লংফেলো।

কাছাকাছি বসল ওরা। দুটো সোফায় মিচেল আর মারভিন লংফেলো, দুটো চেয়ারে জেসমিন আর রানা সামনাসামনি। হাতব্যাগ থেকে প্লাস্টিকের একটা টুকরো বের করল জেসমিন, দেখেই জিনিসটা অ্যাভং কার্ট বলে চিনতে পারল রানা। 'এখনও এটা পুরোপুরি পরীক্ষা করা হয়নি,' বলল জেসমিন। 'তবে, এরইমধ্যে জানা গেছে, দেখতে সাধারণ এক টুকরো প্লাস্টিক হলে কি হবে, জাদুর কাঠির মত আশ্চর্য ক্ষমতা রাখে এটা।'

এরপর 'স্মার্ট কার্ড' সম্পর্কে ছোটখাট একটা বক্তৃতা দিল সে, ব্যাখ্যা করল কিভাবে কাজ করে জিনিসটা–কার্ডের ভেতর ম্যাগনেটিক স্ট্রিপ আছে অনেকগুলো, নির্দিষ্ট টাইপের কমপিউটর ওঅর্কস্টেশনে তথ্য যোগান দেয় ওগুলো। ম্যাগনেটিক স্ট্রিপগুলোর আরেকটা কাজ হলো, ওঅর্কস্টেশনের স্ক্রীনে প্রদর্শিত

অপেক্ষাকৃত বড় ডাটাব্যাংকের তথ্য সংগ্রহ করা।

কঠিন, দুর্বোধ্য টেকনিক্যাল টার্মস ব্যবহার করল জেসমিন, যার প্রায় কিছুই বুঝল না রানা। তবে শুধু ক্রেডিট কার্ড সম্পর্কে সীমাবদ্ধ রাখল সে তার ব্যাখ্যা, যে ক্রেডিট কার্ডটা ব্যাংকের একটা ডিসপেনসিং মেশিন থেকে অবশিষ্ট মোট টাকা তোলার অনুমতি দেয়–তুলতে চাওয়া টাকার অঙ্ক 'স্থিতি'-র চেয়ে বেশি হলে মেশিনটা তার ধাতব ঠোঁট থেকে উগরে দেবে কার্ডটাকে। 'তুমি বোধহয় জানো,' বলে গেল সে, 'ব্যাংক বন্ধ হয়ে গেলে টাকা তোলার সুবিধা ছাড়াও, কিছু কার্ড আরও অনেক কাজ করে। তোমার অ্যাকাউন্টের সর্বশেষ অবস্থা কি জানতে পারো তুমি। কোন কোন ক্ষেত্রে এই কার্ডের সাহায্যে নিজের অ্যাকাউন্টে টাকা জমাও দিতে পারো।'

সুবোধ বালকের মত, যেন মনোযোগী ছাত্র, জেসমিনের কথাগুলো গোগ্রাসে গিলছে রানা।

অ্যাভং কার্টটা দুই আঙুলে ধরে রানাকে দেখাল জেসমিন। 'এটা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা, সাধারণ ক্রেডিট কার্ডের সাথে এর কোন তুলনাই হয় না। ডোনা চেস্টারফিল্ডের কার্ড এটা, কাল পরীক্ষা করা হবে। নাদিরা রহমানের কার্ডটার প্রতিটি অংশ আলাদা করা হয়েছে, ফলে বেরিয়ে এসেছে অনেক অনেকগুলো সিক্রেট। তথাকথিত অ্যাভং কার্ট আমার দেখা স্মার্ট কার্ডগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সফিস্‌টিকেটেড।

'কারণ, এটাতে শুধু ম্যাগনেটিক স্ট্রিপ রয়েছে তাই নয়, ভেতরে খুদে অনেকগুলো মেমোরি স্লিভার-ও দেখতে পাবে তুমি। কমপিউটরের লোকেরা এগুলোকে আরওএম অর্থাৎ রিড ওনলি

মেমোরি বা আরএএম অর্থাৎ র‍্যানডম অ্যাকসেস মেমোরি বলে। এর মানে হলো, কার্ডটা ছোট একটা কমপিউটর হিসেবেও কাজ করবে। নির্দিষ্ট কোন কাজ করানোর জন্যে বিশেষভাবে তৈরি প্রোগ্রাম ভরে দেয়া যাবে এটায়, আর এটার সবচেয়ে ভীতিকর উপকরণ হলো ইনপুট-আউটপুট চিপ।'

জেসমিন লক্ষ করল, বি.এস.এস. চীফের চোখ চকচকে হয়ে উঠেছে। এ-সব আগেই শুনেছেন তিনি, কাজেই তাড়াতাড়ি আসল কথায় চলে এল সে। 'কার্ডটা কি কি করতে পারে, আমি শুধু সেটাই তোমাকে জানাচ্ছি। কাজগুলো করার কোন ইচ্ছে কারও ছিল কিনা সেটা আলাদা প্রশ্ন। শুরু করি তাহলে। একটা ইলেকট্রনিক ক্যাশ ডিসপেনসিং মেশিনে ঢুকিয়ে দাও কার্ডটা, সাজানো কিছু সংখ্যার চাবি টেপো, ব্যস–ব্রিটেনের সবগুলো ক্লিয়ারিং ব্যাংকের মেইনফ্রেম কমপিউটরের মনোযোগ আদায় করে নেবে তোমার কার্ড। এর কি অর্থ, ভেবে দেখো। ব্রিটেনের সব ক'টা বড় ব্যাংকের সমস্ত রেকর্ডস তোমার হাত চলে আসছে।

'শুধু তাই নয়, এখানেই শেষ নয়, এর অর্থ হলো রেকর্ডগুলোকে পাশ কাটাতে পারো তুমি, সেই সাথে রেকর্ডে পরিবর্তন আনতে পারো, কমবেশি করতে পারো। সবচেয়ে পরিষ্কার খারাপ দিকটা হলো, তত্ত্বগতভাবে, তোমার কার্ডটা যদি কোন মাস্টার কমপিউটরকে দিয়ে প্রোগ্রাম করানো হয়, আর তুমি যদি বড় কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাউন্ট নম্বর জানো, তোমার পক্ষে টাকা সরানো কোন সমস্যাই নয়–ইলেকট্রনিক্যালি–একটা ক্যাশ ডিসপেনসার-এর মাধ্যমে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের টাকাটা তুমি নিজের অ্যাকাউন্টে বা তোমার নির্বাচিত অন্য কোন অ্যাকাউন্টে

সরিয়ে আনতে পারো। বাকিটা স্পষ্ট।'

'তুমি বলতে চাইছ, আমি ইচ্ছে করলে কাউকে দেউলিয়া করে দিতে পারি অথবা একদিনের জন্যে নিজেকে কোটিপতি বানাতে পারি?'

'নগদ টাকা হাতে পাওয়ার জন্যে যথেষ্ট সময়ও তোমার হাতে থাকবে।' অপর হাত দিয়ে অ্যাভং কার্টের ওপর টোকা দিল জেসমিন। 'জিনিসটা অত্যন্ত কুৎসিত এক টুকরো প্লাস্টিক, রানা। এটার ক্রিমিন্যাল অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্স উপযোগিতা ব্যাপক।'

'ইতিমধ্যে জিনিসটা কি কি কাজে ব্যবহার করা হয়েছে?' জানতে চাইল রানা।

সপ্রশ্নদৃষ্টিতে মারভিন লংফেলোর দিকে তাকাল জেসমিন নিঃশব্দে। মাথা ঝাঁকালেন মারভিন লংফেলো।

'মজার ব্যাপার হলো,' রানার দিকে ফিরে বলল জেসমিন, 'ডোনার কার্ডটা একবারও ব্যবহার করা হয়নি। তবে, আমাদের ধারণা, তাকে ব্যবহার করা হয়েছে–তার বাবার মেইন অ্যাকাউন্টসের নম্বর সংগ্রহ করার জন্যে।'

'তারমানে লর্ড চেস্টারফিল্ডের টাকা চুরি করেছে ওরা?'

'ঠিক তা নয়, রানা,' এই প্রথম মুখ খুলল মিচেল। 'বরং উল্টোটা ঘটেছে।'

'মানে?' রানা বিস্মিত।

মৃদু হাসল মিচেল। 'এ-ধরনের ঘটনা গল্প-উপন্যাসে দুর্লভ, তবে বাস্তব জীবনে প্রায়ই ঘটে।' ধীরে ধীরে ব্যাখ্যা করল সে।

'দু'বছর ধরে একটা অ্যাকাউন্টের কোন খোঁজ-খবর নেন না লর্ড চেস্টারফিল্ড। বেশ কিছু টাকা রয়েছে ওখানে, বছরে বছরে

ইন্টারেস্টের পরিমাণ বাড়ছে, তাঁর গোপন ইচ্ছে শেষ পর্যন্ত টাকাগুলো ডোনাকেই দিয়ে দেবেন। কি মনে হলো, আজ সকালে মোট টাকার পরিমাণ জানতে চাইলেন তিনি। সব মিলিয়ে এক লাখ পাউন্ডের মত থাকার কথা। ব্যাংক থেকে মোট টাকার পরিমাণ বলা হলো তাঁকে। শোনার পর ঘাবড়ে গেলেন লর্ড চেস্টারফিল্ড, ম্যানেজারকে বললেন, আবার চেক করে দেখুন। চেক করার পর তাঁকে জানানো হলো, হিসেবে কোন গোলমাল নেই। যে অ্যাকাউন্টে কমবেশি এক লাখ পাউন্ড থাকার কথা, সেখানে রয়েছে প্রায় তিন কোটি পাউন্ড।'

মিচেল থামতেই মারভিন লংফেলো বললেন, 'আর টাকাগুলো গত এক হপ্তার ভেতর তাঁর অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে, ইলেকট্রনিক্যালি। ব্যাপারটা বুঝতে পারছ, রানা?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'হ্যাঁ। কেউ একজন, যদি প্রয়োজন হয়, ওই টাকাটা আরও সেনসিটিভ কোন অ্যাকাউন্টে সরিয়ে দেবে। প্রমাণ হবে, লর্ড চেস্টারফিল্ডের রাজনৈতিক দলের জন্যে টাকাটা লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। ধারণা করা হবে, নিশ্চয়ই অবৈধ কোন পন্থায় আয় করা হয়েছে।'

'ঠিক ধরেছ এবং সময়মত পত্রিকাগুলো ব্যাংক স্টেটমেন্টও পেয়ে যাবে। সবাই জানবে, অজ্ঞাত অ্যাকাউন্ট থেকে পার্টিকে বিপুল আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়েছে।'

'নির্বাচন বানচাল করার আরেকটা কৌশল।'

আরও প্রায় ঘণ্টাখানেক আলোচনা হলো। তারপর মারভিন লংফেলো জানালেন, তাঁর ওঠার সময় হয়েছে। জেসমিনের চোখে আবার কালো পট্টি বাঁধা হলো, তাকে গাড়ি পর্যন্ত পথ দেখাল

মিচেল। বিদায় নেয়ার আগে বি.এস.এস. চীফ রানাকে বললেন, 'আমি চাই আজ রাতটা তুমি এখানে গা ঢাকা দিয়ে থাকো। তোমার নিরাপদ থাকাটা সবচেয়ে জরুরী এখন। তোমাকে তো আর নতুন করে বলার দরকার নেই যে, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের সবেধন নীলমণি বলতে একমাত্র এখন তোমাকেই বোঝায়।' তাঁর কণ্ঠস্বর হঠাৎ খাদে নেমে গেল, 'ফ্রান্স, জার্মেনি, বেলজিয়াম আর স্পেনের সাথে যোগাযোগ করেছি আমি। কাল নাগাদ নতুন কিছু তথ্য পাব বলে আশা করছি, পীর হিকমত সম্পর্কে। দুপুরের পর আমাকে ফোন কোরো একবার। আশা করি তখন আমি তোমাকে আঙুল তুলে দেখাতে পারব, কোথায় আছে লোকটা।' আড়চোখে রানার দিকে তাকালেন তিনি। 'অবশ্য তুমি যদি কোন সূত্র পাও, চুপ করে বসে থেকো না। মনে রেখো, তোমার ওপরই নির্ভর করছে সব।'

নকশি-কাঁথায় আবার একা হয়ে গেল রানা। কিচেনে ঢুকে রাতের জন্যে কিছু খাবার তৈরি করল ও। বার-এ প্রচুর ওয়াইন থাকলেও, লোভটা দমন করল।

খাওয়া-দাওয়া সেরে প্রতিটি লক আর অ্যালার্ম চেক করল। শাওয়ার সেরে মাথার চুল শুকাল, তারপর উঠে পড়ল বিশাল বিছানায়। ভীষণ ক্লান্ত হলেও, চিৎ হয়ে পড়ে থাকল বিছানায়, ঘুমাতে ইচ্ছে করছে না। সারাটা দিন যা যা ঘটেছে, সব আরেকবার স্মরণ করল ও। তারপর বুজে এল চোখ জোড়া।

ঘুমটা কেন ভাঙল, বলতে পারবে না রানা। ঝট করে চোখ মেলল ও, এক সেকেন্ড দেরি না করে হাতটা ঢুকিয়ে দিল

বালিশের তলায়, পিস্তলের খোঁজে। টেবিল ঘড়ির আলোকিত লাল ডায়ালটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে–পাঁচটা বেজে এগারো মিনিট।

পরমুহূর্তে স্থির হয়ে গেল শরীরটা। বালিশের তলায় পিস্তলটা নেই। সেই সাথে উপলব্ধি করল ও, যদিও তা কোনভাবেই সম্ভব নয়, কামরার ভেতর কেউ একজন আছে।

ধীরে ধীরে পা দুটো নাড়ল রানা, চোখে অন্ধকার সয়ে আসার সাথে সাথে যাতে লাফ দিতে পারে। আগাম কোন আভাস না দিয়ে লোহার মত কঠিন একটা হাত ওর মুখ চেপে ধরল, আঙুলগুলোর চাপে বালিশে সেঁটে থাকল মাথাটা, ভারী একটা শরীর লম্বা হলো ওর ঊরুর ওপর। এক চুল নড়তে পারছে না রানা। প্রতিপক্ষ অসম্ভব শক্তিশালী।

ওর কানের কাছে গরম নিঃশ্বাস অনুভব করল রানা। তারপর ফিসফিস শব্দ, 'সত্যি আমি দুঃখিত, বস্। কিন্তু আর কোন উপায় নেই। এভাবেই বরং আপনার অনেক কষ্ট কমে যাবে।' আর কোন ব্যাখ্যার দরকার নেই। রানার ধারণাই সত্যি প্রমাণিত হলো। ওর নিজের অটোমেটিকের ঠাণ্ডা মাজল ঠেকল কপালের পাশে। মুহূর্তের জন্যে আতঙ্কবোধ করল রানা, সার্জেন্ট বিল রেম্যান সম্ভবত এখুনি সমস্ত ঝামেলা মিটিয়ে দেবে।

হাত বাড়িয়ে কামরার আলোটা জ্বেলে দিল সার্জেন্ট, রানাকে এখনও বিছানার সাথে চেপে ধরে আছে সে। 'গুড মর্নিং, বস্,' বলল সে। 'এক জায়গায় বেড়াতে যাচ্ছি আমরা, তবে সাথে কোন কাপড়চোপড় নিতে হবে না। আপনাকে একটা গল্পও শোনাব আমি। আপনার আত্মার শান্তির জন্যে।'

তিন

এএসপি অটোমেটিকের নগ্ন, কুৎসিত চোখ তাকিয়ে আছে লোলুপদৃষ্টিতে। কাপড় পরছে রানা, গোসল করা বা দাড়ি কামানোর সুযোগ নেই, এই অবস্থাতেই যেতে হবে।

রাতের উপযোগী কালো কাপড়চোপড় পরেছে সার্জেন্ট–কালো জিনস, কালো শার্ট, কালো জুতো-কালো একটা ভূত যেন। তার কথা হলো, হাতে সময় নেই। 'আমি কোন ঝুঁকি নিতে পারি না, বস্। আপনার কোন লোক চলে আসার আগেই আপনাকে নিয়ে কেটে পড়তে হবে আমাকে। তাছাড়া, মি. রানা, স্যার, আপনার সম্পর্কে আমার জানা আছে, আপনি বাইন মাছের মত পিচ্ছিল। জ্বী-না, হুজুর, আপনাকে আমি কোন সুযোগ দিতে পারি না।'

'তুমি শুধু শুধু ভয় পাচ্ছ। আমি খবর না দিলে এখানে কোন লোক আসবে না। আর তুমি যেভাবে পিস্তল তাক করে রেখেছ, খবর পাঠাব কিভাবে?'

'এই বাড়ি সম্পর্কে অনেক কিছু জানি আমি, বস্, কিন্তু সবটুকু হয়তো জানি না। ঈশ্বরই জানে, বাথরুমে ঢুকতে দিলে কি কাণ্ড করে বসেন আপনি! উঁহু, না।'

ঘুমাতে যাবার আগে ক্লজিটের ভেতর কাপড়চোপড় সব

গুছিয়ে, ভাঁজ করে রেখেছিল রানা, সেগুলো বের করে এক এক করে পরছে ও। কাপড় পরছে, আর চিন্তা করছে কিভাবে লোকটার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। গোটা বাড়ির এখানে-সেখানে লুকানো রয়েছে অসংখ্য বোতাম, যে-কোন একটা ছুঁয়ে দিতে পারলেই বি.এস.এস. হেডকোয়ার্টারের ডিউটি অফিসারের টেবিলে অ্যালার্ম বেজে উঠবে। কিন্তু তাতে লাভ কি? অ্যালার্ম শোনার পর এখানে পৌঁছুতে সময় নেবে ওরা। সার্জেন্ট রেম্যান কি ততক্ষণ এখানে থাকার সুযোগ দেবে ওকে? নকশি-কাঁথার ঠিকানা সবাইকে জানানো সম্ভব নয়, ডিউটি অফিসারকে প্রথমে তালিকা দেখতে হবে।

দক্ষ, ট্রেনিং পাওয়া লোকের মত সতর্ক আচরণ করছে রেম্যান। রানাকে কাপড় পরার অনুমতি দেয়ার পর নিরাপদ দূরত্বে সরে গেছে সে। 'যার দিকে পিস্তল তাক করেছ, তার কাছাকাছি থেকো না,' ট্রেনিঙের সময় শেখানো হয়। কথাটা মূল্যবান, কারণ সশস্ত্র একজন লোককে নাগালের মধ্যে পেলে তাকে নিরস্ত্র করার বহু কায়দা আছে।

'আঙুলের ফাঁকে আঙুল ঢোকান, তারপর হাত দুটো মাথার পিছনে তুলুন, এক করা কনুই দুটো থাকবে নাকের সামনে–ভঙ্গিটা আপনার জানা আছে, বস্।'

নির্দেশ পালন করল রানা।

'এরপর, বস্, নিচতলায় নামব আমরা। এমনভাবে হাঁটবেন, যেন ডিমের ওপর পা ফেলছেন। যদি পড়ে যান, বা পড়ে যাবার ভান করেন, কোন সুযোগ পাবেন না। স্ট্রেট লাশ হয়ে যাবেন। রিয়েলি, বস্, আমি সিরিয়াস। ব্যাপারটা আমি পছন্দ করব না,

কারণ আপনাকে দিয়ে কিছু কাজ করিয়ে নেয়ার ইচ্ছে রয়েছে আমার। কিন্তু এ-ও সত্যি, কোন ঝুঁকিও আমি নেব না। এবার, চলুন, নামা যাক।'

কোন বিকল্প নেই। সার্জেন্ট রেম্যানের গলার স্বরই বলে দিল রানাকে, কথামত কাজ করবে সে। পা পিছলালে, ইচ্ছাকৃত হোক বা দুর্ঘটনাবশত, তার অর্থ দাঁড়াবে অনিবার্য মৃত্যু। ভাগ্য যদি ভাল হয়, আর কর্তৃপক্ষ যদি সদয় হন, কালকের কাগজে ছোট্ট একটা খবর বেরুবে, বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর প্রাক্তন মেজর মাসুদ রানা অজ্ঞাত পরিচয় আততায়ীর হাতে লন্ডনে নিহত হয়েছেন।

করিডর ধরে সিঁড়ির মাথায় চলে এল রানা, ধাপ বেয়ে নামল, ঠিক যেন ডিমে পা ফেলছে। সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁচেছে ও, পিছন থেকে সার্জেন্ট বলল, 'দাঁড়ান, বস্। স্থিরভাবে। বেশ। এবার, আমি যখন বলব, "এগোন", আপনি এক পা এক পা করে এগিয়ে সিটিংরুমে ঢুকবেন।' দু'সেকেন্ড পর নির্দেশ এল, 'এগোন।'

সিটিংরুমে ঢুকে হাত দুটো মাথা থেকে নামাতে গেল রানা, পিছন থেকে বাধা দিল সার্জেন্ট, 'না। হাত নামাবেন না! বুককেসটার পাশের চেয়ারটা দেখতে পাচ্ছেন, ওদিকে এগোন।...ঘুরুন এবার, চেয়ারটায় বসুন। সাবধানে, বোকার মত কিছু করে বসবেন না। বিশ্বাস করুন, তাতে কোন লাভ নেই। কারণ সমস্ত অ্যালার্ম ডিঅ্যাকটিভেট করা হয়েছে, বস্।'

চেয়ারে বসার পর রানা দেখল, প্রায় পাঁচ-ছয় হাত দূরে সার্জেন্টও একটা চেয়ারে বসেছে। তার হাতের পিস্তল এখনও ওর দিকে তাক করা, পিস্তল ধরা হাতটা অনড়, ট্রিগারের ওপর চেপে

বসেছে আঙুলটা।

'তুমি ভেতরে ঢুকলে কিভাবে, রেম্যান? অ্যালার্ম ডিঅ্যাকটিভেট করেছ...তাই বা কিভাবে সম্ভব?'

'আপনি বুদ্ধিমান লোক, বস্, তারপরও প্রশ্ন করেন কেন? আমার জায়গায় আপনি হলে, নিজেকেই জিজ্ঞেস করুন, কিভাবে করতেন কাজগুলো?'

'এখনও আমি বুঝতে পারছি না, কিভাবে আমাকে খুঁজে পেলে তুমি। বাড়িটার খবর বের করাই তো অসম্ভব!'

'সবই সময়মত জানতে পারবেন, বস্। প্রথমে একটু ধৈর্য ধরে আমার গল্পটা শুনুন। একবার একটা গল্পের বই পড়েছিলাম আমি, সেই বইয়ের একজন অফিসার, গোয়েন্দা অফিসার, বলল, তার কাহিনী বলা শেষ হলে, যারা শুনছে, তাদের জীবন নাটকীয় ভাবে বদলে যাবে। বিশ্বাস করুন, বস্, আপনি দেখতে পাবেন, আমার এই গল্পটারও সেই একই বৈশিষ্ট্য রয়েছে।'

'তাহলে বলো, শোনা যাক।'

'আমরা দু'জনেই অনেক অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে এসেছি, তাই না, বস্? প্রচুর মৃত্যু দেখেছি আমরা, কি বলেন?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'ভয়ানক, বীভৎস, কুৎসিত সব মৃত্যু। দুনিয়াটা খুব খারাপ সময়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে, বস্। সুস্থ, সবল, সুখী একজন মানুষ, হঠাৎ তার খুন হয়ে যাওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। বাইবেলে কি বলেছে জানেন? দেয়ার'স আ টাইম ফর লিভিং অ্যান্ড আ টাইম ফর ডাইং। আমরা যে যুগে বাস করছি, যুগটা মরার–অকস্মাৎ, সবচেয়ে বেশি যুদ্ধে, কিংবা সন্ত্রাসীদের

হাতে। আমাদের মত লোকেরা, বস্, ওভাবে মরার জন্যেই জন্মেছে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'ব্যাপারটা আমার কুৎসিত লাগে, বস্। বীভৎস। ঠিক আপনার যেমন লাগে, রাইট?'

আবার মাথা ঝাঁকাল রানা।

'ঠিক আছে, তাহলে শুরু করি। তার আগে, বস্, একটা গান শোনাই আপনাকে। আমার মা আমাকে শোনাত। তার কথা বিশেষ মনে নেই, আমার বারো বছর বয়েসে মারা গেল। তার শোকে প্রায় পাগল হয়ে গেল বাবা, ঘর-সংসার ছেড়ে ভবঘুরেদের খাতায় নাম লেখাল। তারপর কোথায় গেল, কি হলো, বলতে পারব না। আমাকে মানুষ করল আমার দাদীমা। মা যে গানটা গাইত, আমার দাদীমারও সেটা খুব প্রিয় ছিল।'

'গান-টান নাহয় থাক, রেম্যান। তুমি বরং...'

'বিরক্ত হচ্ছেন, বস্?' আহত দেখাল সার্জেন্টকে। 'ঠিক আছে, আপনি যখন গান পছন্দ করেন না, থাক। তবে শুনলে ভাল করতেন–কারণ আমাকে আপনার বুঝতে হবে। ওই গানটা শুনলে আমাকে বুঝতে সুবিধে হত আপনার।'

'তোমার কাছে সিগারেট আছে?'

'দুঃখিত, বস্। থাকলেও দেয়া যাবে না। অন্যের হাতের আগুনকে আমার বিশ্বাস নেই।'

নিঃশব্দে কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

'গানটা...ঠিক গান নয়, কবিতা, বস্। পরে আমি জানতে

পেরেছি। কবিতাটার নাম, "ডাউন বাই দ্য স্যালি গার্ডেনস"। শুনুন তাহলে...

শি বিড মি টেক লাভ ইজি, অ্যাজ দ্য লিভস গ্রো অন দ্য ট্রি;

বাট আই, বিইঙ ইয়াং অ্যান্ড ফুলিশ, উইথ হার উড নট অ্যাগ্রি।

ইন আ ফিল্ড বাই দ্য রিভার মাই লাভ অ্যান্ড আই ডিড স্ট্যান্ড,

অ্যান্ড অন মাই লিনিং শোল্ডার শি লেইড হার

প্লে-হোয়াইট হ্যান্ড।

শি বিড মি টেক লাইফ ইজি, অ্যাজ দ্য গ্রাস গ্রোজ অন দ্য উইয়ারস, বাট আই ওয়াজ ইয়াং অ্যান্ড ফুলিশ, অ্যান্ড নাউ অ্যাম ফুল অভ টিয়ারস।'

ইতস্তত একটা ভাব দেখা গেল বিল রেম্যানের মধ্যে, যেন ইয়েটস-এর কবিতা সত্যি সত্যি নাড়া দিয়েছে তাকে। 'সেন্টিমেন্টাল ব্যাপার, কি বলেন, বস্? হতে পারে। কিন্তু আমারও বয়স কম ছিল আর বোকা ছিলাম আমি, আর ছিল একটা মেয়ে। সারাটা জীবন, বস্, ডিসিপ্লিন মেনে চলেছি আমি। পনেরো বছর বয়েসে খুদে সৈনিক হয়ে উঠি, ছুটিগুলো কাটাতাম বুড়ো দাদু আর দাদীমার কাছে, যদিও আমার মা বলুন বাবা বলুন ভাইবোন বলুন সবই ছিল আর্মি। তবে এই মেয়েটা ছিল।

'সে আজ প্রায় বিশ বছর আগের কথা, বস্। আমাদের বিয়ে হতে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ করে আমাকে বদলি করা হলো বিদেশে। আর্মিতে এ-ধরনের আকস্মিক কাণ্ড ঘটে, আপনি জানেন। টেলিগ্রাম এল, ছুটি বাতিল করা হয়েছে। বলা হলো,

রেডিও সাইলেন্স মেইন্টেইন করতে হবে। বিদেশ থেকে চিঠি লিখলাম মেয়েটাকে। তাকে লিখলাম, তার মা-বাবাকে লিখলাম। কিন্তু কারও কাছ থেকেই কোন জবাব পেলাম না। বিদেশ থেকে ফিরে এসে শুনলাম, আমার বাচ্চার জন্ম দিতে গিয়ে মারা গেছে মেয়েটা। ঠিক যেন মেয়েদের পাঠযোগ্য প্রেমের কাহিনী, তাই না, বস্? তবে আপনাকে আমি নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি, যে-কোন বুলেটের চেয়ে বেশি আঘাত দিয়েছিল ঘটনাটা।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'প্রতিজ্ঞা করলাম, খুকির আমি যত্ন করব। করেছিও, বস্। আমার খুকি আমার, আর কেউ তাকে ভালবাসবে কিভাবে? তাই আর বিয়ে করলাম না। সমস্ত বাজে খরচ বন্ধ করলাম, মেয়ের জন্যে টাকা জমাই, ছুটিগুলো তার সাথে কাটাই। সে তার নানা-নানীর কাছে মানুষ হতে লাগল। এরপর একটা সিলেকশন কোর্স করলাম আমি, ঢুকলাম এসএএস-এ। পরবর্তী সময়ে জীবনের ওপর যত ঝুঁকি নিয়েছি, সব আমার খুকির জন্যে। আমার মেরির জন্যে। মেয়ের নাম রাখি আমার নামের সাথে মিলিয়ে, বস্। মেরি রেম্যান। বাপকে মেয়েটা ভালবাসে, বস্। অন্তত গত বছর পর্যন্ত বাসত। ছুটিতে বাড়ি ফিরে শুনলাম, মেয়ে আমার চলে গেছে। তার নানা-নানী শুধু পাগল হতে বাকি আছে। তাদের শোক, স্বধর্ম ত্যাগ করেছে মেরি।

'কিন্তু আমার শোক আরও বড়, বস্। মেরি তার বাপকে ত্যাগ করেছে। যার কথা ভেবে সারাটা জীবন একা থাকলাম, সে আমাকে এভাবে ছেড়ে চলে গেল?

'খোঁজ নিয়ে জানলাম, কোথায় গেছে সে। প্যাঙবোর্নের

জমিদারবাড়িতে হাজির হলাম আমি। একজন বাপের যা কর্তব্য, আমিও তাই করলাম। যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলাম মেয়েকে। কিন্তু কার সাথে কথা বলছি আমি? একে তো আমি চিনি না! সে শুধু তার নতুন ধর্ম, সত্যবাবা, স্বর্গযাত্রী, সত্যদর্শী আর সত্য সমিতির কথা বলে। দুনিয়ার আর কোন বিষয়ে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। এমন কি সে তার বাবাকেও গুরুত্বের সাথে নিল না। মেরি আমাকে বলল, "সত্যবাবার সাথে তোমার অনেক মিল আছে, বাবা। তোমরা দু'জনেই সাংঘাতিক সংযমী। সেজন্যেই তো তোমার মত শ্রদ্ধা করি তাঁকে"।'

'তারমানে তোমার মেয়েও একজন স্বর্গযাত্রী?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল বিল রেম্যান। 'ধর্মের কথা বলে কি করছে ওরা, বস্? গ্লাসটনবারিতে যা ঘটল, ওটার সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে? কিংবা শিচেস্টারের ঘটনাটার সাথে? কিংবা আজ যে কাণ্ডটা ঘটবে, ঈশ্বরই বলতে পারবে কোথায়, তার সাথে?'

'কি ঘটবে জানো তুমি, রেম্যান? আজ? কোথায় ঘটবে, রেম্যান?'

হেসে উঠল বিল রেম্যান। 'আপনি প্রথম থেকেই আমাকে ওদের একজন বলে মনে করছেন, তাই না, বস্? ব্যাপারটা আমি অনুভব করতে পারি, হেরিফোর্ড থেকে লন্ডনে আসার পথে আপনি আমাকে সন্দেহ করতে শুরু করেন। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছিলেন আপনি। একদিক থেকে আপনার সন্দেহ ঠিকই ছিল। কিন্তু, আরেক দিক থেকে, ভুল হয়েছে আপনার। ভুলটা এতই বড় যে চাইলেও মুখ খুলতে পারিনি আমি।'

'সেজন্যেই কি রাতের অন্ধকারে আমার কাছে এসেছ, রেম্যান? আমারই পিস্তল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছ আমার ওপর?'

'শুধু এভাবেই যদি আপনি আমার কথা শোনেন, বস্। শুধু এভাবেই যদি আপনার সার্ভিসকে আমার কথা বোঝানো যায়। হ্যাঁ, স্বর্গযাত্রীদের সাথে জড়িয়ে পড়ি আমি। জড়িয়ে পড়ি শয়তানের ভাই সত্যবাবার সাথে। আমার কাছে শয়তানের ভাই সে, কিন্তু স্বর্গযাত্রীদের কাছে তার পরিচয়–ঈশ্বরের পুত্র। সত্যদর্শীদের উদ্ধারকর্তা সে। তার প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে ওরা। যাও, ছুটে গিয়ে অমুক রাজনীতিকের পাশে আত্মহত্যা করো, বা অমুক ভি.আই.পি-র সামনে বোমা ফাটাও। বিনাদ্বিধায় নির্দেশ পালন করছে ওরা। কোন প্রশ্ন কোরো না বা পিছন ফিরে তাকিয়ো না, তাহলে নিশ্চ্রাণ পাথর হয়ে যাবে। কেউ কোন প্রশ্ন তোলে না, পিছন ফিরে তাকায় না।

'আর আমার মেয়ে, এখনও বিশে পা দেয়নি, বলা হচ্ছে ওই বেজন্মাটার জীবনে সে নাকি একটা আলো। কারণ তার একটা বাচ্চা হয়েছে–অবশ্যই বিয়ের পর। উৎসব সম্পন্ন হবার আগেই রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে আইনসম্মত একটা চেহারা দেয়া হয়েছে বিয়েটার। এর অর্থ কি, বুঝতে পারছেন, বস্?'

'কি অর্থ?'

'অর্থ হলো, সহস্র টুকরোয় বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বর্গে যাবার সমস্ত প্রস্তুতি শেষ করেছে আমার মেয়ে।'

'মাই গড!'

'কথায় বলে না, অতি চালাকের গলায় দড়ি? আমার অবস্থা হয়েছে ঠিক তাই, বস্। কারও সাথে যদি এঁটে উঠতে না পারো,

কি করা উচিত? তার সাথে হাত মেলাও। আমিও ঠিক তাই করেছি, বস্।'

'কিভাবে...কিরকম?'

'প্রথমবার যখন মেরিকে দেখতে গেলাম, ওরা ওদের ঈশ্বর পুত্রের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। প্রথম থেকেই সত্যবাবা আমার সাথে এমন আচরণ করল, আমি যেন তার অতি ভক্ত একজন শিষ্য। আমিও ভান করে গেলাম। প্যাঙবোর্নে গেলাম দু'তিনবার। বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকলাম। বাধা দেব, সে-শক্তি আমার ছিল না। পাত্র ছেলেটা ড্রাগ অ্যাডিক্ট ও টেরোরিস্ট ছিল, ড্রাগ ছাড়লেও, সন্ত্রাস ত্যাগ করেছে কিনা জানি না আমি। আরও শুনলাম, ছোকরা নাকি পাঁড় কমিউনিস্ট ছিল। সত্যবাবার আদর্শে তার বিশ্বাস স্থাপনের কারণ, এই পথেই নাকি মহান বিপ্লব অর্জিত হবে। আজ এগারো মাস আগের ঘটনা সেটা। ক'দিন হলো মেরির একটা বাচ্চা হয়েছে, আমি হয়েছি বাচ্চার নানু। সত্যবাবা তার নাম রেখেছে–ভগবান কৃষ্ণ। আচ্ছা, বলুন, খ্রিস্টান পরিবারের একটা ছেলের নাম কৃষ্ণ হতে পারে?

'বিয়ের অনুষ্ঠানে সত্যবাবা টোপ ফেলল আমার সামনে। বলল, "আমি চাই না তুমি আমাদের সাথে বাস করো, বিল। আমি জানি, তোমার মেয়ে আমাদের সাথে আছে, এই ঘটনা থেকে শক্তি পাও তুমি। আমি উপলব্ধি করি, আমাদের আদর্শে তোমার পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে।" বুঝতেই পারছেন, অভিনয়টা আমার ভালই হয়েছিল, আমাকে নিজেদের একজন বলে ধরে নেয় ওরা। "তোমাকে আমার ইহজগতে, পার্থিব দুনিয়ায় দরকার, বিল। আমি চাই তুমি কান খোলা রাখবে, মন দিয়ে শুনবে, কি

শুনলে না শুনলে সব আমাকে রিপোর্ট করবে।" তার কথাগুলো স্পষ্ট মনে আছে আমার, "ইউ শ্যাল বি লাইক দ্য স্পাইজ দ্য ব্লেসেড মোজেস সেন্ট টু স্পাই আউট দ্য ল্যান্ড অভ ক্যানান।" উদ্ধৃতি আওড়াতে তার জুড়ি মেলা ভার, বস্। বাইবেল, কোরান, উপনিষদ ছাড়াও কয়েকশো বই তার মুখস্থ। আমার সন্দেহ, এমন অনেক বইয়ের কথা বলে সে, যেগুলোর কোন অস্তিত্বই নেই।'

'তারপর কি হলো?' অনেকক্ষণ ধরে মাথার ওপর তুলে রাখায় হাত দুটো ব্যথা করছে রানার, তবু সাহস করে ওগুলো নামাবার কথা ভাবতে পারছে না। যতটা আশা করা গিয়েছিল, বিল রেম্যানের গল্প তারচেয়েও ইন্টারেস্টিং লাগছে ওর। কিছু সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছে রানা, কাজে লাগানো যেতে পারে।

বিরতি ছাড়াই বলে চলেছে বিল রেম্যান, 'সত্যবাবা...অথবা পীর হিকমত, যাই বলুন তাকে, জানাল, সময় হলে নির্দিষ্ট কোন কাজের কথা আমাকে বলবে সে। আপাতত তার শুধু তথ্য দরকার। তারপর, মাসখানেক আগে, আমাকে একটা তালিকা দিল সে। অনেক লোকের নাম। শুধুই নাম। নামগুলো জীবনে কখনও শুনিনি আমি, চিনি না। আমাকে বলা হলো, এদের মধ্যে কাউকে যদি হেরিফোর্ডের ফরেস্ট ক্যাম্পে দেখি, সাথে সাথে তাকে জানাতে হবে। তালিকায় আপনার নামটা ছিল, বস্। আপনাকে দেখেই রিপোর্ট করি আমি। ফলাফল, দু'জনেই আমরা খুন হয়ে যাচ্ছিলাম। তবে, সত্যবাবা জানাল, আমার ওপর ভারি খুশি হয়েছে সে। বাধ্য হয়ে আমাকেও খুশি হবার ভান করতে হলো। তারপর বোকার মত ভাবলাম, লোকটাকে ফাঁদে ফেলতে

হবে। সমস্ত তথ্য যোগান দিয়ে গেলাম তাকে। গ্লাসটনবারির কথা ধরুন, স্মরণ করুন তারপরের ঘটনার কথা। এতদিনে আমি বুঝতে পারলাম, আসলে তার উদ্দেশ্যটা কি। উদ্বেগে অসুস্থ বোধ করলাম আমি, বস্, কারণ শেষবার তার সাথে যখন দেখা হলো আমার, কৃষ্ণ জন্মাবার পরপরই, সে আমাকে জানাল যে বিরাট একটা সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। সুযোগটা কাজে লাগানো গেলে মহান বীরদের বসবাসের জন্যে যোগ্য হয়ে উঠবে ব্রিটেন। ব্রিটেনে দৃষ্টান্ত স্থাপিত হবে, গোটা দুনিয়া অনুসরণ করবে সেটা। সে আমাকে আরও জানাল, এই মহৎ কাজে আমার খুকি মেরিই সম্ভবত সবচেয়ে বড় অবদান রাখবে। বলল, সে যা করবে তার জন্যে বাপ হিসেবে গর্ব অনুভব করব আমি।'

সার্জেন্টের প্রতিটি কথা বিশ্বাস করছে রানা। সত্যি না হলে এ-ধরনের একটা গল্প কেউ বলতে পারে না। 'ক্লিনিকে কি ঘটেছিল, রেম্যান?' জানতে চাইল ও।

'কাল? বেরিয়েই দেখি কাজ সেরে ফিরে আসছে ওরা। আমেরিকান মেয়েটা দেখি স্কার্ট তুলছে। ভোঁতা নাকের একটা কোল্ট বের করেই গুলি ছুঁড়ল। বাধ্য হয়ে আমাকে অতি চালাকের ভূমিকা নিতে হলো। নিনিকে ধরলাম আমি, বললাম নোড়ো না, সত্যদর্শীরা ভাবল আমি বোধহয় ওদেরকে ছোট্ট একটা উপহার দান করলাম–এক অর্থে তাই-ই ব্যাপারটা, কারণ কিলবার্নে ওরা নিনিকে কিডন্যাপ করার চেষ্টা করেছিল। আমাকে গা ঢাকা দেয়ার পরামর্শ দিয়ে নিনিকে নিয়ে কেটে পড়ল ওরা। গাড়িটা বোধহয় দূরে কোথাও রেখে এসেছিল, সেজন্যেই অ্যাম্বুলেন্সটা নিয়ে যায়। সত্যি আমি দুঃখিত, বস্। মেয়েটা খুব ভাল–তাকে ওরা ধরে

নিয়ে গেছে, দোষটা আমারই...'

'তারপর কি ঘটল? তুমি আমার কাছেই বা এসেছ কেন, রেম্যান?'

'সত্যবাবার দেয়া একটা ইমার্জেন্সী নম্বর ছিল আমার কাছে, বস্। বড় কোন বিপদে পড়লে যোগাযোগ করার জন্যে। ক্লিনিক থেকে বেরিয়ে লুকিয়ে পড়ি আমি, তারপর ফোন করি। ফোনে আমাকে জানানো হয়, কোথায় পাওয়া যাবে আপনাকে। এই বাড়ির ঠিকানাই শুধু নয়, এখানকার অ্যালার্ম ও সিকিউরিটি সিস্টেম সম্পর্কেও সব কিছু জানে ওরা। আমাকে আশ্বাস দিয়ে বলল, কাজটা পানির মত সহজ, কারণ আপনার ওপর বি.এস.এস-এর কোন লোক নজর রাখছে না। জায়গাটা এতই নিরাপদ, কোন পাহারার দরকার করে না। তবে, বস্, আপনি প্রথম থেকেই সন্দেহ করেছেন, তাই না? ভেতরে কেউ একজন আছে, বি.এস.এস-এর একেবারে হার্টের ভেতর। অনেক দিন থেকে সত্যবাবার পক্ষে কাজ করছে। সে যে-ই হোক, তাকে আপনারা বিশ্বস্ত বলে জানেন। সে-মেয়ে হোক বা পুরুষ-সত্যবাবাকে আপনাদের সমস্ত তৎপরতার খবর পাচার করে দিচ্ছে।'

'হ্যাঁ, কথাটা ভেবেছি বটে। ব্যাপারটা উদ্বেগজনক, এই জন্যে যে সে শুধু বিশ্বস্ত নয়, আমাদের প্রিয় কেউ হবারই সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু, রেম্যান, এখন তুমি কি করবে?'

'আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আপনাকে নিয়ে যেতে হবে। আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে সত্যবাবা।'

'নির্দেশটা তুমি মানবে? আমাকে তুমি জিম্মি বানাবে? তোমার

মেয়েকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্যে?'

'না। না, ব্যাপারটাকে আমি সেভাবে দেখছি না। আমি ভাবলাম, আমরা দু'জন যদি এক হয়ে লাগি, এই উন্মাদটাকে কাবু করা সম্ভব। আমি আপনাকে পার্টনার হিসেবে চাই, বস্। ওদেরকে ভাবতে দিতে চাই, আপনাকে আমি ওদের কাছে নিয়ে গেছি। মনে রাখবেন, আমার সন্দেহ, আপনাকে নিয়ে বড় কোন প্ল্যান আছে সত্যবাবার। আপনাকে আর নিনিকে নিয়ে। এখনও ওদের হাতে বন্দী সে।'

'প্ল্যানটা কি হতে পারে? আমাদের বলি দেবে?'

'সত্যবাবার কোন কিছুই আমাকে আর বিস্মিত করে না। আপনি কি যাবেন, বস্–মানে, শান্তভাবে–আমার জিম্মি হিসেবে নয়, পার্টনার হিসেবে?'

কিছু বলার আগে ইতস্তত করছে রানা।

হাতের পিস্তলটা কোলের ওপর রাখল বিল রেম্যান। 'আমি যদি আমার মেয়েকে এই বিপদ থেকে মুক্ত করতে না পারি, তাকে যদি আবার সুস্থ করে তুলতে না পারি, আমার বেঁচে থাকা না থাকা সমান কথা, বস্। গোটা ব্যাপারটা এখন আপনার ওপর নির্ভর করছে। সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব আমি আপনার ওপরই ছেড়ে দিলাম। এই দেখুন,' বলে এএসপি-র ব্যারেল ধরে রানার দিকে বাড়িয়ে দিল সে।

চেয়ার ছেড়ে কয়েক পা এগোল রানা, হাত বাড়িয়ে পিস্তলটা নিল। 'বেশ। কোথায় যেতে হবে, রেম্যান? কোথায় লুকিয়ে আছে সে?' পিস্তলটা পরীক্ষা করল ও, দেখল সেফটি অফ করা রয়েছে। সার্জেন্ট ওকে মিথ্যে হুমকি দেয়নি। দরকার হলে ওকে

খুন করত সে, যদিও ওর কাছে অন্য এক উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে সে, উদ্দেশ্যটা হলো রানার সাহায্য প্রার্থনা করা–দেশের স্বার্থে নয়, মেয়ের জন্যে।

'এখান থেকে বহুদূরে, বস্। সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করেছে সে। গোটা ব্রিটেনে সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়বে। কোন সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে না। সরকার বলে কিছু থাকবে না। বোমার সলতেতে আগুন ধরানো হয়ে গেছে, বস্। একটা নয়, অনেকগুলো বোমা। ওগুলো যখন ফাটবে, আশপাশে থাকবে না সে। বিশ্বস্ত অনুচরদের নিয়ে অনেক আগেই কেটে পড়েছে সত্যবাবা।'

'কোথায়?' রানার প্রশ্ন শেষ হতেই বাজতে শুরু করল ফোনটা। 'তুমি না বললে অ্যালার্ম আর সিকিউরিটি সিস্টেম অকেজো করে দিয়েছ?' ফোনের দিক থেকে সার্জেন্টের দিকে ফিরল ও।

'শুধু টেলিফোনটা বাদে। আপনি রিসিভার না তুললে, আপনার লোকজন শকুনের মত উড়ে আসবে, বস্। সাড়া দিন, প্লীজ।'

অপরপ্রান্তে মারভিন লংফেলো। 'আবার সেই ক্লিনিকেই, রানা,' সুরটা এমন, যেন শক্ত মাংস চিবাচ্ছেন।

'ক্লিনিকে কি?'

'যতটুকু জানি কেউ মারা যায়নি। তবে ডোনাকে তুলে নিয়ে গেছে ওরা, ওদের লোকটাও পালিয়েছে।'

'ইব্রাহিম খলিল? যার মৃত্যুনাম জোসেফ গুজরাল?'

'হ্যাঁ। অবশ্য পীর হিকমতের কোন খবর নেই।'

'আমি সম্ভবত জানি।'

'কি?'

পিছন থেকে সার্জেন্ট বিল রেম্যান ফিসফিস করে বলল, এবার তাদের রওনা হওয়া দরকার।

'আমার খোঁজ পাওয়া না গেলে চিন্তা করবেন না।'

'তোমাকে এখানে আমাদের দরকার।' সূত্রটা ধরতে পেরেছেন মারভিন লংফেলো। রানাকে তথ্য সরবরাহের সুযোগ দিচ্ছেন তিনি।

'একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ঠিকই আছে ব্যাপারটা। বড় ধরনের সাহায্য পেতে পারি। আলট্রা-সেনসিটিভ।'

'দূরে?' জানতে চাইলেন বি.এ.এস. চীফ।

'অপেক্ষা করুন। আপনার কাছে ফিরব আমি।' সাধারণ ভাষায় কথাগুলোর অর্থ দাঁড়ায়, হয়তো। একটা টীম দরকার হবে।

'পরিচয়টা কি?' মারভিন লংফেলো কভার ডকুমেন্ট-এর কথা জিজ্ঞেস করছেন, জানেন নিশ্চয় রানা কোথাও সযত্নে লুকিয়ে রেখেছে।

'এক আর ছয়।'

'এক ব্যবহার করো।'

'ঠিক আছে। যোগাযোগ রাখব।' রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা, জানে সার্জেন্টকে খানিকটা দেরি করিয়ে দিতে পারলে ওদেরকে ছোট একটা টীম অনুসরণ করার সুযোগ পাবে।

ঘাড় ফিরিয়ে বিল রেম্যানের দিকে তাকাল রানা। 'এসো, সুটকেসটা গোছাতে সাহায্য করবে আমাকে?'

'বস্, একেবারে খালি হাতে যেতে হবে। ওরা আশা করছে আপনাকে আমি জোর করে ধরে আনব। যা পরে আছেন...'

'হিকমত এখন কোথায়?' কামরা থেকে বেরুবার সময় জিজ্ঞেস করল রানা।

'তার সাথে ষাট-সত্তরজন শিষ্য আছে।'

'কোথায়, রেম্যান? না বললে এখান থেকে বেরুব না আমি–তোমার সাথে, বা একা।'

'ঠিক আছে। অখ্যাত একটা এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ধরে নর্থ ক্যারোলিনায় যাব আমরা, বস্। ওখান থেকে যাব ধনকুবেরদের স্বর্গ নামে পরিচিত সাউথ ক্যারোলিনায়। ওদিকে প্রচুর ট্যুরিস্ট থাকায় জায়গাটা লুকাবার জন্যে আদর্শ। জায়গাটার নাম হিলটন হেড আইল্যান্ড, বস্। কি কি আছে, শুনবেন? হোটেল, প্রাইভেট হোম, বিশাল সৈকত, সী গাল, কয়েক ডজন গলফ কোর্স, র‍্যাটলস্নেক, অ্যালিগেটর, আর ওয়াটার মোকাসিন। এমন একটা জায়গা, সব কিছুর মিশেল আছে।'

'হিকমতের উপযুক্ত জায়গাই বটে। ওয়াটার মোকাসিনের সান্নিধ্যে স্বস্তিবোধ করার কথা তার। ওগুলো বোধহয় তারচেয়ে একটু কমই বিপজ্জনক।' ওয়াটার মোকাসিন, রানা জানে, অত্যন্ত বিষাক্ত প্রজাতির সাপ।

'তার হয়তো ধারণা, ওয়াটার মোকাসিনের ভাল খোরাক হবেন আপনি।'

ইমার্জেন্সী আইডেনটিটি হাতে পাওয়ার জন্যে কিছুটা সময় দরকার রানার। মারভিন লংফেলো ওকে এক নম্বরটা ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছেন। ওটা ওর স্ট্যান্ডার্ড কাভার, মাসুদ কায়সার

নামে। হিকমতের সাথে সাক্ষাতের সময় হলে, ওর আশা, ছদ্ম পরিচয় বেঁচে থাকতে সাহায্য করবে ওকে।

চার

সেই রাতেই, তখন এগারোটা বাজে, নিউক্যাসল নির্বাচনী এলাকার শ্রমিকদের একটা ক্লাব থেকে বেরিয়ে এলেন অত্যন্ত বিতর্কিত একজন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা। এলাকাটা লেবার পার্টির অনুকূলে, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা লেবার পার্টির প্রার্থীর পক্ষেই ভাষণ দিয়েছেন। দু'জনেই তাঁরা খুশি, মীটিং অত্যন্ত সফল হয়েছে। প্রার্থী ভদ্রলোক তাঁর ভাষণে প্রথমেই জানিয়ে দেন, তিনি নির্বাচিত হয়ে এলে এলাকার জন্যে, বিশেষ করে শ্রমিকদের জন্যে সম্ভাব্য সবকিছু করবেন, যদিও কি কি করবেন তার কোন তালিকা দেননি। কাজেই ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ভাষণ দিতে উঠে দাবির একটা তালিকা পেশ করার সুযোগ পেলেন। তাঁর প্রতিটি দাবি সবিনয়ে মেনে নিলেন লেবার পার্টির প্রার্থী। কেউ জানল না, এ-ব্যাপারে আগেই তাঁদের নিজেদের মধ্যে একটা সমঝোতা হয়ে গেছে।

দেশের জরুরী পরিস্থিতির কথা ভেবে পুলিস বিভাগের উপস্থিত সদস্যরা ভাবল, দুই নেতাকে তাদের অপেক্ষারত গাড়িতে পৌঁছে দেয়ার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। ক্লাব বিল্ডিঙের পিছন দিকে রাখা হয়েছে ওগুলো। পনেরোজন

মোটাসোটা সেপাই ছোটখাট ভিড়টাকে ঠেলে সরিয়ে দিল, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একটা প্যাসেজ তৈরি করল তারা। নেতারা আলাদাভাবে নয়, একসাথে বেরিয়ে আসছেন দেখে খুশিই হলো সবাই। জনতা করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানাল তাঁদের। দুই নেতা হাসছেন, পরস্পরের সাথে হ্যান্ডশেক করছেন।

ইউনিয়ন লীডারের গাড়িটা সামনে পড়ল। দুই নেতা গাড়ির কাছে পৌঁচেছেন, এই সময় একজন প্রেস ফটোগ্রাফার খাটো এক সেপাইয়ের কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফিসফিস করল, 'আমাদের একটা সুযোগ দিন না, ভাই! একটা ছবি তুলি?'

মাথা ঝাঁকাল সেপাই লোকটা, এক মুহূর্তের জন্যে লাইন ভাঙল সে। ওটাই তার জীবনের শেষ মুহূর্ত।

কর্ডনের ভেতর ঢুকেই দুই নেতার দিকে ছুটে গেল ফটোগ্রাফার। বজ্রপাতের প্রচণ্ড শব্দের সাথে বিস্ফোরিত হলো লোকটা, প্রকাণ্ড একটা আগুনের ঝলক দেখা গেল। পনেরো জন পুলিস সবাই, দুই গাড়ির ড্রাইভার, ইউনিয়ন নেতা আর তাঁর সেক্রেটারি, প্রার্থী আর তাঁর এজেন্ট, তাদের কাছাকাছি দাঁড়ানো আরও বারোজন লোক সাথে সাথে মারা গেল। মারাত্মকভাবে আহত হলো ষোলোজন। তাদের মধ্যে একজন পরদিন মারা গেল হাসপাতালে।

পরদিন সন্ধ্যা ছ'টায় নর্থ ক্যারোলিনার আকাশে রয়েছে রানা, বাহনের পরিচয় ড্যাশ সেভেন স্টোল এয়ারক্রাফট। ভ্রমণের শেষ পর্যায়ে রয়েছে ও। হিলটন হেড আইল্যান্ডের খুদে এয়ারস্ট্রিপের দিকে নামছে প্লেনটা।

হিলটন হেডকে সাউথ ক্যারোলিনার সর্বদক্ষিণ বিন্দু বলা যায়, সী আইল্যান্ডগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় ওটা, ক্যারোলিনাজ থেকে ফ্লোরিডা পর্যন্ত বিস্তৃত সৈকতের দৈর্ঘ্য আড়াইশো মাইল। দ্বীপটায় সড়ক, আকাশ ও জলপথে পৌঁছানো যায়।

প্লেন থেকে দৃশ্যটা ক্যারিবিয়ানে আনন্দময় ছুটি কাটানোর কথা মনে করিয়ে দিল রানাকে। সবুজ তৃণভূমি, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় গাছপালা ভরা বনভূমি, ঝলমলে সৈকত, যেন সোনার বিস্তৃতি, বিশাল জায়গা জুড়ে বিলাসবহুল হোটেল, মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক দৃশ্যের মাঝখানে প্রাইভেট হাউস আর নাইট ক্লাব। এয়ারফিল্ডের দিকে যাবার পথে তিনটে গলফ কোর্সের ওপর দিয়ে উড়ে এল ওরা।

নকশি-কাঁথায় থাকতেই সিদ্ধান্ত হয়েছে, সার্জেন্ট রেম্যানের বন্দী হিসেবে অভিনয় করবে রানা। সার্জেন্টের ভাষায়, 'পীর হিকমতের বিরুদ্ধে কিছু করতে হলে এর কোন বিকল্প নেই।' তবু, আরও অনেক বিষয়ে কথা বলতে হয়েছে ওদের। চোখে ঠুলি পরে শয়তানের মুখে পড়তে চায় না রানা। কাজেই ওর অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছে রেম্যানকে। তার উত্তর থেকে যথেষ্ট তথ্য পেয়েছে রানা, বিশেষ করে স্বর্গযাত্রী আর তার মেয়ে মেরি সম্পর্কে। সে এমনকি মেরির একটা পাসপোর্ট সাইজ ফটোও দেখিয়েছে রানাকে।

মেরি রেম্যানের মাথার চুল লাল। তার মুখে অসংখ্য তিল রয়েছে। ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে হাসছে সে।

'ওই এক রোগ ছিল তার, সব সময় হাসত,' বলল সার্জেন্ট, গলার সুরে খেদ। 'তবে এখনকার মেরিকে আপনি অন্য রকম

দেখবেন, বস্। মেয়েটা কি করে যে এতটা সিরিয়াস হলো!'

নকশি-কাঁথায় বসে কফি বানিয়ে খাওয়াল সার্জেন্ট, তার সাথে রণকৌশল নিয়ে আলোচনা করল রানা। বাড়ির বাইরে ভোরের আলো ফুটল। ঝলমলে নয়, ম্লান, আকাশে রোদনভরা মেঘ নিয়ে। ধীরে ধীরে সকাল হলো।

'আর দেরি করা উচিত হবে না, বস্!' বারবার উদ্বেগ প্রকাশ করল সার্জেন্ট।

'যাবই তো, তার আগে সবদিক ভেবে দেখা দরকার,' বলল রানা। 'তুমি কি বলো, খালি হাতে যাওয়াটা কি ঠিক হবে?'

'অস্ত্র নিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, বস্,' বলল সার্জেন্ট, প্রধান বেডরূমের কাবার্ডটা তন্নতন্ন করে খুঁজছে রানা। ভাগ্য ভাল, জেসমিনের একটা ব্রীফকেস পেয়ে গেল। নকশি-কাঁথায় সাধারণত এ-ধরনের ব্রীফকেস দুটো থাকার কথা। বড় আকারের কালো ব্রীফকেস, ওটার একপাশে অতিরিক্ত একটা অংশ জুড়ে দেয়া যায়, আলাদা কমবিনেশন লক আছে।

'ঠিক বলেছ।' সার্জেন্টের দিকে নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে একবার তাকাল রানা। জেসমিনের ব্রীফকেস আসলেই বিচিত্র এক জিনিস। এয়ারপোর্ট সিকিউরিটির মেশিনকে ফাঁকি দেয়ার নিরাপদ ব্যবস্থা তো আছেই, আরও আছে অদৃশ্য ফলস সেকশন, এত বড় যে বি.এস.এস-এর তৈরি কিছু ইকুইপমেন্ট আর একটা অস্ত্র অনায়াসে রাখা যায়।

'দাড়ি কামাবার সরঞ্জামগুলো তো নিতেই হবে,' বাথরূমের দিকে পা বাড়াল রানা। বেডরূমে বসে ইন্টেলিজেন্স কোয়ার্টারলির পাতা ওল্টাচ্ছে সার্জেন্ট।

বাথরূমে ঢুকে ব্রীফকেসের তালা খুলে সেফ কমপার্টমেন্টটা পরীক্ষা করল রানা, ওর আগে অন্তত বিশজন সিকিউরিটি অফিসার পরীক্ষা করে ফোম-রাবার দিয়ে কিনারা ঢাকা গোপন জায়গাটুকু দেখতে পায়নি। দ্রুত হাতে কাজ করল রানা, প্রথমেই দেখে নিল জায়গামত অস্ত্রটা আছে কিনা। ওটা একটা ব্রাউনিং, এফএন হাই পাওয়ার-এর উন্নত সংস্করণ, ফুলপাওয়ার নাইন এমএম রাউন্ড ভরা যায়। বাকি সব আইটেমও জায়গা মত রয়েছে।

কমপার্টমেন্টটা বন্ধ করল রানা, তারপর ব্রীফকেসে রেজার, ডানহিল এডিশন শেভিং ক্রীম ও কোলন ভরল।

বেডরূমে ফিরে এসে পাঁচ-সাতটা ড্রয়ার ঘাঁটাঘাঁটি করল রানা। বাড়িটা বহু বছর ধরে বহু লোক ব্যবহার করেছে, বিভিন্ন রুচির ও সাইজের প্রচুর কাপড়-চোপড় রয়েছে এখানে। একজোড়া করে আন্ডারওয়্যার, শার্ট, মোজা আর পা'জামা নিল রানা।

এএসপি আর ব্যাটনটা বেডরূমের মেঝেতে, গোপন একটা খোপের ভেতর ঢুকিয়ে রাখল ও, স্পেয়ার অ্যামুনিশন সহ।

'বুদ্ধিমানের কাজ, বস্,' পত্রিকা থেকে মুখ তুলে বলল সার্জেন্ট। 'ব্রিটেন ছেড়ে যাবার সময় নিজেদের লোকের হাতে ধরা পড়তে চাই না আমরা।'

একমত হলো রানা। কিছু হার্ডওয়্যার সাথে থাকায় নিরাপদ বোধ করছে ও। বাথরূমে ঢুকে আরেকটা কাজ করেছে রানা। জেসমিনের ব্রীফকেসে নিরীহদর্শন কিছু কলম ছিল, সেগুলোর একটা বোতাম টিপে হোমিং ডিভাইস অন করে দিয়েছে।

ডিভাইসটার রেঞ্জ মাত্র পনেরো মাইল। এয়ারপোর্ট সিকিউরিটি পেরুবার সময় ওটাকে অফ করে দিতে পারবে ও। একসাথে বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এল ওরা। সার্জেন্ট বহন করছে নীল একটা রোল ব্যাগ, রানার হাতে জেসমিনের বড়সড় ব্রীফকেস।

বাড়িটা থেকে বেরুবার আগে ওপরতলার বেডরূমে একবার ঢুকল রানা, জানালার পর্দা খানিকটা সরিয়ে কার্নিসের ওপর কুৎসিতদর্শন একটা ফ্লাওয়ার ভাস রাখল। বেলা আরও বাড়লে বাড়ির সামনে দিয়ে দৈনন্দিন রুটিন ধরে হাঁটার সময় ওটা দেখতে পাবেন মিসেস ওয়াকার, বুঝতে পারবেন বাড়িটায় তাঁর ঢোকার সময় হয়েছে, সময় হয়েছে নিজের রিপোর্ট পাঠাবার জন্যে ফোন করার।

কেনসিংটন হাই স্ট্রীটে ট্যাক্সির খোঁজে এদিক-ওদিক তাকাল রানা, ওদিকে একটা পাবলিক টেলিফোন বুদে ঢুকল সার্জেন্ট বিল রেম্যান।

'এবার আমরা রওনা হতে পারি,' ট্যাক্সিতে উঠে বলল সার্জেন্ট।

'এক জায়গায় একটু কাজ আছে,' বলল রানা, ড্রাইভারকে ফুলহ্যাম স্ট্রীটের দিকে যেতে বলল। 'সিটি ব্যাংকের সামনে থামবে। আমি নেমে গেলেই ভাড়া মিটিয়ে দেবে তুমি, আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। যাব আর আসব।'

গলা খাদে নামাল বিল রেম্যান। 'বস্, আমাকে ধোঁকা দিয়ে পালিয়ে যাবেন না তো?'

'চিন্তা কোরো না। তুমি শুধু ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে কোথাও একটু গা ঢাকা দিয়ে অপেক্ষায় থাকবে।'

ফুলহ্যাম স্ট্রীটে থামল ট্যাক্সি, বি.এস.এস-এর একটা গাড়ি ওদেরকে পাশ কাটাল দেখে মনে মনে খুশি হলো রানা। সার্জেন্টকে পিছনে রেখে ব্যাংকের ভেতর ঢুকল ও। কাউন্টারে একটা কার্ড দেখাতেই কেরানী মেয়েটা সবিনয়ে বলল, 'আপনি যদি ওদিকটা ঘুরে কাউন্টারের শেষ মাথায় আসেন, আপনাকে আমি ভেতরে ঢুকিয়ে নিতে পারি, স্যার।'

দরজার তালা খোলা হলো। ম্যানেজারের কামরাকে ডানে রেখে মেয়েটার পিছু পিছু এগোল রানা, সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল ভল্টে। কার্ডের নম্বর আরেকবার দেখে নিয়ে একটা চাবি বের করল মেয়েটা। দু'জন এসে দাঁড়াল ৭০০ নম্বর বক্সের সামনে। পকেট থেকে নিজের চাবির গোছা বের করল রানা, নির্দিষ্ট একটা চাবি বেছে নিয়ে ডান দিকের তালাটায় ঢোকাল, বাম দিকের তালায় ঢোকানো হলো মাস্টার কী। দুটো চাবি একসাথে ঘোরানো হলো, বারো ইঞ্চি দরজাটা খুলে গেল।

'এক মিনিট লাগবে আমার,' বলে বক্সটা বের করল রানা, সেটা নিয়ে চলে এল প্রাইভেট একটা রূমে। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পকেট থেকে সমস্ত জিনিস বের করে একটা ম্যানিলা এনভেলাপে ভরল ও, শুধু টাকা বাদে। এরপর মোটা একটা এনভেলাপ বাক্সের ভেতর থেকে তুলে নিল। এটা থেকে বেরোল মাসুদ কায়সারের পাসপোর্ট, চেকবুক, মানিব্যাগ, ক্রেডিট কার্ড, চামড়া দিয়ে মোড়া ছোট্ট একটা নোটবুক, প্রতিটি পাতার নিচের প্রান্তে মাসুদ কায়সারের নাম ছাপা রয়েছে। আরও রয়েছে দুটো এনভেলাপ, ব্যক্তিগত চিঠি, মাসুদ কায়সারকে লেখা; কেউ যদি চেক করার জন্যে ঠিকানা ধরে যায়, তাকে বলা হবে, 'এই মুহূর্তে

মি. কায়সার বাড়িতে নেই।'

জিনিসগুলো বিভিন্ন পকেটে ভরল রানা। বক্স থেকে শেষ খামটা তুলে নিয়ে ভিসার একটা রসিদ আর ওয়েমব্লিতে ফেরার ফার্স্ট ক্লাস টিকিটের অর্ধেকটা মানিব্যাগে ভরল।

ভল্টে ফিরে এসে বক্সটা নির্দিষ্ট খোপে ঢুকিয়ে রাখার পর তালা দেয়া হলো। এ-ধরনের বক্স শুধু লন্ডনেই নয়, প্যারিস, রোম, ভিয়েনা, মাদ্রিদ, বার্লিন আর কোপেন হেগেনেও একটা করে আছে ওর জন্যে। এক ঘণ্টার নোটিসে কিভাবে এ-ধরনের জিনিস সংগ্রহ করা যায়, বিশেষ করে ওয়াশিংটন, মায়ামি আর লস অ্যাঞ্জেলসে, তা-ও জানা আছে ওর।

বাইরে বেরিয়ে এসে মাসুদ কায়সার সার্জেন্ট বিল রেম্যানের খোঁজে এদিক ওদিক তাকাল। একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে। রাস্তার উল্টোদিকে একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার সম্ভাব্য আরোহীর সাথে কথা বলছে। দুটো মুখই ওর পরিচিত, আশপাশে একটা টীম কাজ করছে দেখে স্বস্তি বোধ করল।

'তোমার ওপর ছেড়ে দিলাম নিজেকে,' বিল রেম্যানকে বলল রানা।

'ধন্যবাদ, বস্। হিথরোতে যেতে হবে। হাতে প্রচুর সময়, কাজেই তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই।' খালি একটা ট্যাক্সি দেখে হাত তুলল সে।

হিথরোতে পৌঁছে হেলিকপ্টার শাটল ডেস্কের দিকে পথ দেখাল সার্জেন্ট–হিথরো-গ্যাটউইক। 'দুপুরের ফ্লাইটে শার্লট, নর্থ ক্যারোলিনা যাব আমরা।' তার মধ্যে অতুষ্টির যে ভাবটা দেখা গেল, রানার জন্যে তা অস্বস্তিকর। এরইমধ্যে রেইনবো

এয়ারলাইন্সের একজোড়া টিকেট দেখিয়েছে সে। 'শাটলে আমাদের সীট রিজার্ভ করা আছে, এখানে একবার শুধু চেক করে নেব, আশা করি প্লেন ধরার জন্যে সময়মতই পৌঁছুতে পারব গ্যাটউইকে।'

হাতঘড়ি দেখল রানা। এগারোটা বাজে। কে জানে, সার্জেন্ট হয়তো সার্ভেইল্যান্স টীমকে ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করছে। তবে রানার বিশ্বাস, টীমটা ঠিকই ওদেরকে খুঁজে নিতে পারবে। সময়ের টানাটানিতে প্রথম টীমটা হয়তো প্লেনে ওঠার ব্যবস্থা করতে পারবে না, সেক্ষেত্রে টেলিফোনে খবর চলে যাবে যুক্তরাষ্ট্রে, ওর ওপর নজর রাখার দায়িত্ব পড়বে সি.আই.এ-র ওপর।

গ্যাটউইকে পৌঁছুবার পরও হাতে সময় থাকল ওদের। প্লেনে উঠছে, এই সময় এক লোককে দেখে প্রায় চমকে উঠল রানা। হার্বার্ট রকসন এখানে কেন? সেরেছে, ওদের পিছনে একজন সঙ্গীকে নিয়ে লাইন দিচ্ছে সে। স্বর্গযাত্রীরা যদি তার উপস্থিতি সম্পর্কে জানতে পারে, লোকটার নিরাপত্তা বলতে কিছু থাকবে না। যদি না-চিন্তাটা বিষাক্ত বর্শার মত বিঁধল রানার মনে–হার্বার্ট রকসন সত্য সমিতির তরফ থেকে একজন পেনিট্রেশন এজেন্ট হয়।

দুশ্চিন্তায় জর্জরিত হলো রানা। হার্বার্ট রকসন, সি.আই.এ-র লোক, সে-ও কি সত্যবাবার শিষ্য, পীর হিকমতের মুরিদ? অসম্ভব কি, এসপিওনাজ জগতে সবই সম্ভব।

পিছনে রকসন লেগে থাকায় নিজেকে নগ্ন লাগছে রানার। সি.আই.এ-র 'টপ ম্যান' হিসেবে রকসন বি.এস.এস-এর অনেক

তৎপরতারই খবর রাখে। এই সম্ভাবনাটা নিয়ে আগে চিন্তা করেনি ও। এখন তার উপস্থিতি বিরাট একটা তাৎপর্য নিয়ে দেখা দিয়েছে।

নির্বিঘ্নেই টেক-অফ করল প্লেন। ফার্স্ট ক্লাস কেবিনে বসেছে ওরা। সার্জেন্ট রেম্যানের দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করল রানা, 'তুমি যদি বলো আমাদের পিছনে ফেউ লেগেছে, আমি অবিশ্বাস করব না।'

'সেক্ষেত্রে শার্লটে পৌঁছে ওদেরকে ফাঁকি দিতে হবে। কোন অবস্থাতেই কোথাও থামা চলবে না, বস্। যদি সম্ভব হয়, তার সীট নম্বরটা আমাকে জানাবেন।'

'কিসের সীট, লোকটা সম্ভবত পাইলটের সাথে বসেছে।'

চাপা হেসে সার্জেন্ট বলল, 'কয়েকটা ব্যাপার আপনাকে জানানো দরকার, বস্। প্রথম কথা, আমরা শার্লটে না পৌঁছুনো পর্যন্ত নিশ্চিন্ত থাকুন।' ধীরে ধীরে ব্যাখ্যা করল সে। শার্লটে পৌঁছে কানেকটিং ফ্লাইট ধরে হিলটন হেডের উদ্দেশে রওনা হবে তারা, তখনই শুরু হবে খেলা বা মজা। 'আজ থেকেই এয়ারপোর্টের সবগুলো প্রবেশপথে নজর রাখার ব্যবস্থা করেছে পীর হিকমত। তার এজেন্টরা আমাদের দেখতে পাবার সাথে সাথে টেলিফোন করবে দ্বীপে। আপনার স্বাধীনতার ওখানেই সমাপ্তি। একটা লিমো নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হবে তারা।' না, আগে কখনও দ্বীপটায় যায়নি বিল রেম্যান, তবে ধারণা আছে দ্বীপের উত্তর-পশ্চিম দিকটায় বেশ খানিকটা বিস্তৃতি নিয়ে তৈরি করা হয়েছে সত্যবাবার আস্তানা। আগে চাষাবাদ করা হত, জায়গাটা তিনদিক থেকে গাছপালা দিয়ে ঘেরা, অপর দিকটায়

রয়েছে আটলান্টিক মহাসাগর। গোটা দ্বীপটায় অসংখ্য সিকিউরিটি চেকপয়েন্ট, আছে বিক্ষিপ্তভাবে বাড়িঘর। প্রতিটি বাড়ির জন্যে রয়েছে আলাদা আলাদা ইলেকট্রনিক সিকিউরিটি ব্যবস্থা, প্রহরী ছাড়াও। চেক পয়েন্টগুলোয় চব্বিশ ঘণ্টা লোক থাকে, কারণ প্রচুর ট্যুরিস্টের আসা-যাওয়া আছে দ্বীপে। 'আমাকে বলা হয়েছে, আবহাওয়ার দিক থেকে হিলটন হেড নাকি মাটির দুনিয়ায় এক টুকরো স্বর্গ বিশেষ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য শ্বাসরুদ্ধকর, তবে বেড়ানোর খরচ অত্যন্ত বেশি। লোকজন তো বসবাস করেই, বিশেষ করে গলফ টুর্নামেন্টের সময় আর কনভেনশন উপলক্ষ্যে বাইরে থেকেও বহু লোক ভিড় জমায় ওখানে।'

লিমোসিনটা সরাসরি ওদেরকে টেন পাইন প্ল্যানটেশনে নিয়ে যাবে। টেন পাইনেই হিকমতের আস্তানা। ওদের গল্পটা হবে নিনি খন্দকার সত্য সমিতির হাতে বন্দী হয়েছে, এ-কথা শোনার পর শান্তভাবে সার্জেন্টের সাথে চলে এসেছে রানা।

'নিনি ওখানে আছে তো?' জানতে চাইল রানা।

'আমাকে তো তাই বলা হয়েছে। আপনার খ্যাতি তো, বস্, মধ্যযুগের একজন বীর সেনাপতির চকচকে তলোয়ারের মত।' রানার দিকে আড়চোখে তাকাল বিল রেম্যান। 'আপনাকে কি বলতে হবে তা-ও শিখিয়ে দিয়েছে ওরা।'

'কি বলতে বলেছে?'

'শুধু আপনার মঙ্গলের জন্য নয়, নিনি খন্দকারের ভালমন্দও নির্ভর করছে আপনার যাওয়ার ওপর। আপনি আমার প্রস্তাব মত সত্যবাবার কাছে গেলে নিনির কোন ক্ষতি করা হবে না। ওরা বলল, আপনি নাকি মোটেও বাধা দেবেন না। সত্যি দিতেন কি,

বস্?'

'কি জানি। আসতে রাজি হয়েছি তোমার আর তোমার মেয়ের কথা ভেবে, রেম্যান।'

'আমি কৃতজ্ঞ, বস্। কিন্তু এটাই কি একমাত্র কারণ?'

'না, একমাত্র কারণ নয়। শয়তানটার কাছাকাছি হওয়ার আর কোন বিকল্পও নেই। কোথায় যেন পড়েছি, শয়তানকে যদি শায়েস্তা করতে চাও, তার কাছ থেকে পালিয়ো না, বরং তার কাছাকাছি যাবার চেষ্টা করো।'

'আর আপনার কাজই তো দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন, তাই না, বস্?'

এক সেকেন্ড পর, জবাব দেয়ার কোন প্রয়োজন না দেখে, জিজ্ঞেস করল রানা, 'এখনও আমার কৌতূহল, বিশেষ করে আমাকে কেন বেছে নিল ওরা।'

'একেবারে সেই প্রথম থেকেই তো আপনাকে বাছাই করা হয়। অন্তত, বলা যায়, হেরিফোর্ড থেকে আপনাকে বের করে আনার সময় থেকে।' ভুরু কোঁচকাল সার্জেন্ট, যেন নির্ভেজাল যুক্তি দিয়ে বিবেচনা করার চেষ্টা করছে বিশেষ করে রানাকেই কেন বাছাই করা হলো।

খানিক পর, খাওয়াদাওয়া শেষ হয়েছে ইতোমধ্যেই, রানাকে জানাল সে, ওকে হয়তো সত্যবাবার আস্তানায় বন্দীও করা হতে পারে। 'তবে চিন্তা করার কিছু নেই, বস্। একবার শুধু জানতে পারলে হয়, কোথায় আছে মেরি, তারপরই আপনাকে ছাড়াবার ব্যবস্থা করব আমি। আপনাকে আর নিনি খন্দকারকে।'

'খুশি হলাম, রেম্যান। হিকমতের কারাগারে বন্দী হয়ে থাকা,

ভাবতেও ভয় লাগে। তার বাড়ির একজন মেহমান কোন দুর্ঘটনায় পড়ে প্রাণ হারালেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।' তারপর, যেন স্বগতোক্তি করল রানা, 'ভাবছি ডোনা চেস্টারফিল্ডকেও ওরা ওখানে নিয়ে গেছে কিনা।'

'যেতে পারে,' বলে সীটে হেলান দিয়ে ফ্লাইট মুভিতে মনোযোগ দিল সার্জেন্ট। যদিও আগেও একবার দেখেছে রানা, ছবিটা নতুন করে উপভোগ করল আবার। দি আনটাচেবল। ওর একজন প্রিয় অভিনেতা শিকাগো পুলিস হিসেবে অভিনয় করেছে।

স্থানীয় সময় চারটে বিশ মিনিটে শার্লটে ল্যান্ড করল ওরা। রানার খুব কাছাকাছি থাকল বিল রেম্যান, বেশিরভাগ সময় ওর পিছনে, তার বাম কাঁধ থাকল রানার পিঠের ডানদিক ঘেঁষে। হিলটন হেড ফ্লাইট চেক করতে গিয়ে দেখল ওরা, হাতে সময় নেই। তাড়াতাড়ি ডিপারচার লাউঞ্জে চলে এল। ওখানে এক মিনিটের বেশি অপেক্ষা করতে হলো না, ওদেরকে তোলা হলো শান্ত ও আরামদায়ক ড্যাশ সেভেনে। মনে হলো, টেক-অফের জন্যে পুরোটা রানওয়ে না ছুটেই আকাশে উঠে পড়ল প্লেনটা। হার্বার্ট রকসনের কোন ছায়া পর্যন্ত দেখা গেল না কোথাও।

এখন ওরা পৌঁছে গেছে হিলটন হেডে, ছোট এয়ারফিল্ডের দিকে নামতে শুরু করেছে প্লেনটা, লাল একটা গোলার আকার নিচ্ছে সূর্য, আর এক ঘণ্টার মধ্যে চারদিকে নেমে আসবে সন্ধ্যা। নিচে তাকিয়ে এয়ারফিল্ডটাকে পরিচ্ছন্ন আর ঝকঝকে দেখল রানা। বেশ অনেকগুলো প্রাইভেট প্লেন রানওয়ের একধারে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

শার্লটগামী প্লেনে ওঠার জন্যে একটা দোচালার বাইরে গার্ডেন

চেয়ারে বসে রয়েছে আরোহীরা। ওই দোচালাটাই অ্যারাইভাল ও ডিপারচার লাউঞ্জের কাজ করে। প্লেন থেকে সিঁড়ি বেয়ে নামার সময়ই অভ্যর্থনা কমিটির লোকগুলোকে দেখতে পেল রানা। লম্বা একটা লিমোসিনের পাশে ইউনিফর্ম পরা একজন শোফার দাঁড়িয়ে রয়েছে, দেখে মনে হলো গাড়িটায় গোটা একটা ফুটবল টীমের জায়গা হবে। প্লেনের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে রয়েছে গ্রে রঙের লাইটওয়েট স্যুট পরা তিনজন যুবক, স্যুটের নিচে সাদা শার্ট। দূরত্ব কমে আসতে রানা লক্ষ করল, প্রত্যেকে নেভী ব্লু সিল্ক টাই পরেছে, প্রত্যেকের টাইয়ে একটা করে লোগো আঁকা রয়েছে–গ্রীক বর্ণমালার প্রথম ও শেষ অক্ষর দুটো, অ্যাভং কার্টে যেমন দেখেছে রানা।

'হাই, বিল,' যুবকদের একজন অভ্যর্থনা জানাল রেম্যানকে। সুদর্শন যুবক, দীর্ঘদেহী, পেশীবহুল, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, দাঁতগুলো যেন বিশেষ যত্নের সাথে চকচকে আর ধারাল করা হয়েছে লোহায় কামড় বসাবার জন্যে, আর মেয়েদের মন ভোলাবার উদ্দেশ্যে। বাকি দু'জনও যেন একই ছাঁচ থেকে বেরিয়েছে।

'কেমন আছ, জনি?' সাড়া দিল বিল রেম্যান।

'গ্রিটিংস ফ্রম দ্য বিগিনিং টু দি এন্ড,' তিনজন সমস্বরে কোরাস ধরল, সার্জেন্ট একই সুরে উচ্চারণ করল শব্দগুলো। বোঝা গেল, পরস্পরকে অভিনন্দন জানাবার এটাই স্বর্গযাত্রীদের রীতি।

'আর ইনি নিশ্চয়ই...,' বলল জনি, রানার দিকে কঠিন চোখে

তাকিয়ে আছে, '...সেই বিখ্যাত মাসুদ রানা?'

'কথাটা বোকার মত বললে,' যুবকের দিকে ধারাল, ঠাণ্ডা চোখে তাকাল রানা, যেন বলতে চায় কারও তামাশার পাত্র নয় ও। 'আমি মাসুদ কায়সার।'

'প্লীজ ইওরসেলফ।' পাল্টা জবাব হাত দিয়ে দিতে পারে জনি, কারণ তার দাঁড়াবার ভঙ্গিটা বদলে গিয়ে প্রায় আক্রমণাত্মক হয়ে দাঁড়াল, সেই সাথে বোঝা গেল তার স্যুটের নিচে মাংস আর হাড়ের বদলে ইস্পাত রয়েছে। 'নিজের যে-পরিচয়ই দিন আপনি, আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি যে, আমাদের পিতা, সত্যবাবা আপনাকে দেখে ভারি খুশি হবেন।' সার্জেন্টের দিকে ফিরল সে। 'তোমাকে কোন ঝামেলায় ফেলেননি তো?'

'ভেড়ার বাচ্চার মত শান্তভাবে চলে এলেন। ঠিক যেমন আমাদের পিতা সত্যবাবা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।'

'চলো তাহলে, পিতা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

ওদের আরও কাছে সরে এল যুবকরা, রানা অনুভব করল কে যেন দক্ষতার সাথে ওর হাত থেকে ব্রীফকেসটা নিয়ে নিল। লোকটা যে-ই হোক কৌশলে কিছু হাত করার ব্যাপারে ওস্তাদ সে–রানা কোন ব্যথা অনুভব না করলেও, টের পেল ওর হাতের উল্টোপিঠের একটা নার্ভে চাপ দেয়া হলো।

দ্রুত, কিন্তু কোন তাড়াহুড়ো না করে, গাড়িতে উঠে বসল ওরা। স্টার্ট নিল লিমোসিন, নিঃশব্দে রওনা হলো।

চুপচাপ থাকল রানা। ওর চারপাশে, গাড়ির বাইরে, বৈশিষ্ট্যগুলো চোখে পড়ার মত। প্রতিটি রাস্তা চওড়া, ফুটপাথে কোন ময়লা বা ডাস্টবিন নেই, সারি সারি পাম আর পাইন গাছের

ফাঁক দিয়ে সবুজ ঘাস মোড়া মাঠ দেখা যাচ্ছে, মাঠের দূর প্রান্তে লাল টালির ছাদ, প্রতিটি মোড়ে ফোয়ারা আর স্ট্যাচু। একটা শপিং সেন্টার পেরিয়ে এল ওরা। দোকানগুলো ঝলমল করছে, দেখে মনে হলো শুধু কোটিপতিদের প্রবেশাধিকার আছে। শপিং সেন্টারের আশপাশের সাইড রোডগুলোয় সিকিউরিটি ব্যারিয়ার দেয়া হয়েছে। খানিক পরপরই একটা দুটো করে হোটেল দেখা গেল, বেশিরভাগই পাঁচতারা। রাস্তায় প্রচুর গলফার চোখে পড়ল, দূরের কোন মাঠ থেকে খেলা শেষ করে ফিরছে। চারদিকে একবার চোখ বুলিয়েই বলে দেয়া যায়, অলস বিলাসে মগ্ন টাকার কুমীরদের জন্যে জায়গাটা। টেন পাইনস-এর দিকে যতই এগোল ওরা, ধীরে ধীরে আরও একটা ব্যাপার উপলব্ধি করল রানা। দ্বীপটা আসলে অবাস্তব। এখানে একবার পৌঁছুতে পারলে সময় ও বাস্তব দুনিয়া সম্পর্কে সমস্ত চেতনা লোপ পায়। স্বর্গযাত্রীদের দিয়ে আরও কু কাজ করাবার জন্যে আদর্শ জায়গাই বেছে নিয়েছে সত্যবাবা।

বাম দিকে বাঁক নিয়ে একটা টানেলে ঢুকল গাড়ি, বিশালাকার স্টর্ম ড্রেনের মত দেখতে ওটা, অপরদিকে বেরিয়ে এসে দেখল দু'পাশে সবুজ ঢাল, ঢালের গায়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে গাছপালা। রানার সন্দেহ হলো, টেন পাইনসকে চারদিক থেকে ঘিরে থাকা এই বনভূমিতে সশস্ত্র প্রহরীরা গা ঢাকা দিয়ে আছে।

বনভূমি ছাড়িয়ে নিখুঁত লনে বেরিয়ে এল গাড়ি, মাঠের মাঝখান দিয়ে রাস্তাটা চলে গেছে নাক বরাবর সোজা বিশাল, দোতলা একটা অট্টালিকার দিকে, দেখে ওটাকে বাড়ির চেয়ে হোটেল বলেই মনে হলো।

গোলাকার একটা ভবন, সম্পূর্ণটাই পাথরে তৈরি, মাথায় একটা আটকোনা টাওয়ার। গোটা এলাকা আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আছে, যদিও সন্ধ্যা হতে আর বেশি দেরি নেই।

বিশাল পোর্চওয়েতে থামল লিমোসিন। প্রায় দশ ফুট উঁচু একজোড়া দরজা দেখা গেল দু'পাশে। গাড়ি থামতেই অভ্যর্থনা কমিটির তিনজন সদস্য দ্রুত নেমে পড়ল, পজিশন নিয়ে যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল, সম্ভাব্য সব দিক থেকে কাভার দিচ্ছে লিমোসিন।

'কাজটা সেরে ফেলো, বিল,' বলল জনি, দ্রুত হাতে রানাকে সার্চ করল সার্জেন্ট।

'উনি নিরস্ত্র।'

রানার দিকে ফিরে ছোট করে মাথা ঝাঁকাল জনি। 'দুঃখিত, মি. রানা। এয়ারপোর্টে লোকজনের সামনে আপনাকে সার্চ করা সম্ভব ছিল না। অবশ্য গাড়িতে আপনাকে আমরা বিপজ্জনক মনে করিনি। চলুন, ভেতরে যাওয়া যাক।'

দরজা পেরিয়ে অর্ধবৃত্তাকার একটা হলে ঢুকল ওরা। ছাদটা অনেক ওপরে, তবে কোথাও সিঁড়ি দেখা গেল না। হলের দু'পাশে অনেকগুলো দরজা, সিলিং থেকে ঝুলছে একজোড়া ঝাড়বাতি, প্রথমটার চেয়ে দ্বিতীয়টা একটু বেশি উঁচুতে। ঝাড়বাতির বাম ও ডান দিকে অলসভঙ্গিতে ঘুরছে কয়েকটা ফ্যান, আলোড়িত হচ্ছে ঠাণ্ডা বাতাস। হলের দেয়ালে কোন ছবি নেই, শুধুই পালিশ করা কাঠ। রানা লক্ষ করল, মেঝেটাও পালিশ করা কাঠের তৈরি।

আবার সেই আগের পজিশনে চলে গেল বিল রেম্যান, রানার ডান কাঁধের পিছনে। মুহূর্তের জন্যে তিনজনই স্রেফ দাঁড়িয়ে

থাকল, যেন কিছু একটা ঘটার জন্যে অপেক্ষা করছে।

তারপর ওদের বাম দিকের একটা দরজা নিঃশব্দে খুলে গেল। ছোটখাট, একহারা এক লোক, গায়ের রঙ তামাটে, দু'বার লম্বা পা ফেলে ওদের মাঝখানে চলে এল। ফটো দেখে রানার ধারণা হয়েছিল, লোকটা লম্বা হবে। কিন্তু না, টেনেটুনে পাঁচফুট ছ'ইঞ্চি হবে। তবে চোখ আর কণ্ঠস্বরের নিজস্ব ক্ষমতা রয়েছে। নিচু গলা, মার্জিত, প্রায় ফিসফিসে।

'মি. রানা, এতটা দূরে আপনাকে আসতে হলো বলে সত্যি আমি দুঃখিত।' চট করে একবার বিল রেম্যানের দিকে দৃষ্টিপাত করল সে। 'ওয়েল ডান, বিল। আমি জানতাম, তুমি আমাকে হতাশ করবে না।' তারপর আবার রানার দিকে ফিরল। 'টেন পাইনসে স্বাগতম, মি. রানা। বিশ্বাসীরা আমাকে পিতা বলে ডাকে, পিতা বা সত্যবাবা, যার যা খুশি। ওয়েলকাম, অ্যান্ড গ্রিটিংস ফ্রম দ্য বিগিনিং টু দি এন্ড।'

তার কথা শেষ হওয়ামাত্র রোমহর্ষক একটা শব্দে ভরে উঠল হলওয়ে। আওয়াজটা এই আশ্চর্য বাড়ির গভীর কোথাও থেকে ভেসে আসছে। যেন কোন মানুষ অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। শিউরে উঠল রানা, চিৎকারটার উত্থান আর পতনের মধ্যবর্তী বিরতির সময় কণ্ঠস্বরটা চিনতে পারল।

সন্দেহ নেই, আর্তনাদ করছে নিনি খন্দকার।

শোনার ভঙ্গিতে এক দিক মাথাটা কাত করল সত্যবাবা। 'বাহ্,' বলল সে, গলার আওয়াজ কোমল, সুরটা যেন আদর করার। 'বাহ্, আপনাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে এরচেয়ে ভাল মিউজিক আর কি হতে পারে?'

পাঁচ

এক পা সামনে বাড়াল মাসুদ রানা। চিৎকারটার সাথে নতুন একটা মাত্রা যোগ হয়েছে, যেন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে নগ্ন আতঙ্ক আর নৃশংসতা। আরও এক পা সামনে বাড়ার চেষ্টা করল ও, কেউ বাধা দিতে এগিয়ে না এলেও দাঁড়িয়ে পড়ল, নড়ার শক্তি নেই, যেন পঙ্গু হয়ে গেছে।

সত্যবাবার দিকে তাকিয়ে আছে রানা। এই মুহূর্তে দরজার গায়ে হেলান দিয়ে রয়েছে সে, ঠোঁটে ক্ষীণ হাসি। লোকটার স্বাস্থ্য ও প্রাণশক্তিতে ভরপুর দেহভঙ্গির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সেই মিলটা আবার দেখতে পেল রানা, পীর হিকমতের ফটোতে যেটা দেখতে পেয়েছিল–একই বোন স্ট্রাকচার, সত্যবাবা আর পীরবাবার সাথে হুবহু মিলে যায়।

কান দুটোর দিকে তাকাল রানা। দাঁড়িয়ে রয়েছে সত্যবাবা, কিন্তু কান দুটো পীর হিকমতের। তারপর চুলের দিকে তাকাল, পাতলা হয়ে গেছে, তবু পরিপাটি করে আঁচড়ানো–হিকমতের চুল। চোয়ালের রেখা, একসময় ভোঁতা আর ভরাট ছিল, বর্তমানের টান টান চামড়ার নিচে মাংস বা চর্বি খুব কম–হিকমতের চোয়াল। সবশেষে চোখ দুটো। লর্ড ওয়ালটন চেস্টারফিল্ডের ভাষায়, রাতের মত কালো। সত্যবাবার কপালের নিচে ওগুলো পীরবাবার চোখ, সত্যি সত্যি রাতের মত কালো,

আর ওই চোখ দুটোই নিজের জায়গায় আটকে রেখেছে রানাকে, একচুল নড়তে দিচ্ছে না।

চকচক করছে চোখ দুটো, যেন ওগুলোর গভীরে আগুন আছে; মনে হলো মণির পিছনে আগুনের ভেতর নড়াচড়া করছে একটা পোকা। চোখ দুটোর পাতা বড় হতে শুরু করল, যেন গিলে ফেলবে ওকে। নিজের চোখ দুটো অন্য দিকে ফিরিয়ে নিল রানা, মাথার ভেতর পীর হিকমতের অন্য একটা ছবি ঢোকানোর চেষ্টা করল–যে ছবিটা নিজের অবচেতন মনের অনেক গভীর অন্ধকার থেকে তুলে এনেছে ও, একটা ছোরার মুখে থামানো হয়েছে হিকমতকে, হাতলটা কুৎসিত একটা সরীসৃপের মত দেখতে, সেটা দু'হাতে ধরে আছে রানা–হিকমতের গলায় ছোরার ফলাটা ঢোকাবার আগের মুহূর্তে লোকটার দিকে আবার তাকাবার শক্তি পেল ও, পা বাড়াল, পৌঁছে গেল লোকটার আরও খানিক কাছে।

'আহ্!' সকৌতুকে আওয়াজ করল সত্যবাবা, মুখে হাসিটা লেগে থাকলেও চোখ দুটো উজ্জ্বলতা হারিয়েছে, মনে হলো ক্ষীণ একটু যেন ভয়ের আভাসও ফুটে উঠল দৃষ্টিতে–এক পলকের জন্যে, তারপরই আর দেখা গেল না। 'আসুন, মি. মাসুদ রানা,' কণ্ঠস্বর আগের মতই মার্জিত কোমল, শ্রুতিমধুর। 'চলুন দেখা যাক কিসের শব্দ ওটা। আমার ধারণা আপনি রীতিমত অভিভূত হবেন।'

'আমার সন্দেহ আছে।'

'এই কি আমার আতিথেয়তার প্রতিদান? সন্দেহ, মি. রানা? সত্যি, এখনও অনেক কিছু শিখতে হবে আপনাকে। আসুন।'

একটা হাত উঁচু করল সত্যবাবা ওরফে পীর হিকমত, আঙুলগুলো ছড়ানো–মধ্যযুগীয় কোন রাজপুত্রের প্রিয় ভঙ্গি? সম্ভবত। পরমুহূর্তে আঙুলগুলো হাতছানি দেয়ার ভঙ্গিতে নড়ে উঠল। 'আসুন। সবাই তোমরা আমার সাথে উপাসনালয়ে চলো।'

তাহলে, ভাবল রানা, এটাই আসল রহস্য। অস্বীকার করার উপায় নেই পীর হিকমতের একটা ক্ষমতা রয়েছে, এ-ধরনের ক্ষমতা অনেক বিখ্যাত ও জনপ্রিয় লোকের মধ্যেই দেখা যায়, যে ক্ষমতার অস্তিত্ব অনেক সময় তারা নিজেরাও উপলব্ধি করতে পারে না। পীর হিকমতের রয়েছে প্রবল একটা উইল পাওয়ার বা ইচ্ছা শক্তি, তার সাথে যোগ হয়েছে কঠোর সাধনায় অর্জিত সম্মোহনী ক্ষমতা। এই বিশেষ গুণটা ইতোমধ্যে সে তার নিজের ভেতর এমনভাবে গেঁথে নিয়েছে যে ক্ষিপ্রতা যেমন কোন লোকের অস্তিত্বের সাথে মিশে থাকে, এটাও তেমনি তার অস্তিত্বের সাথে এক হয়ে মিশে গেছে। ক্ষমতাটা অবশ্যই সীমিত, তবে তার কথায় যারা বিশ্বাস রাখে তাদের প্রভাবিত করার জন্যে জাদুর মত কাজ হবে। যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার অধিকারী কোন পুরুষ বা নারীর ক্ষেত্রে অন্যান্য পদ্ধতি ব্যর্থ হতে বাধ্য–যেমন, হিপনোটিক ড্রাগস। কিন্তু তার ইচ্ছাশক্তি আর মানসিক ক্ষমতা এক হয়ে তাকে বিপজ্জনক প্রতিপক্ষ করে তুলেছে।

পীর হিকমত যদি শুধু ভোঁতা শারীরিক শক্তি ব্যবহার করত, কিংবা নাগালের মধ্যে যারা আছে তাদেরকে সন্ত্রস্ত ও আতঙ্কিত করতে যদি শুধু ইচ্ছাশক্তি ব্যবহার করত, প্রতিপক্ষ হিসেবে তাকে সামলানো অপেক্ষাকৃত সহজ হত। এখন রানা বুঝতে পারছে, যেরকম ধারণা হয়েছিল, কাজটা তারচেয়ে অনেক বেশি কঠিন।

বর্তমান শত্রুর বিরুদ্ধে শুধু পেশী আর বুদ্ধিমত্তা, কৌশল আর দক্ষতা নয়, এগুলোর সাথে ওকে ব্যবহার করতে হবে মেন্টাল পাওয়ারও।

এক সেকেন্ডের জন্যে সবাই যখন ওরা দাঁড়িয়ে আছে, সত্যবাবার ইঙ্গিতে সাড়া দিয়ে পা বাড়াবার জন্যে তৈরি, পুরোদস্তুর এক শয়তান ও চরম শত্রুকে চাক্ষুষ করল রানা–যে কিনা শুধু তার মুখনিসৃত অমৃতবাণীর সাহায্যে অন্যান্য মরণশীল মানুষকে অশ্লীলকে শ্লীল, সত্যকে মিথ্যে অন্যায়কে ন্যায় অশুভকে মঙ্গলময় বলে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করাতে পারে। পীর হিকমতের জগতে সমস্ত নৈতিকতার অর্থ উল্টো হয়ে যায়। মন্দ হয়ে ওঠে ভাল। ভুলকে বলা হয় শুদ্ধ।

উপাসনালয় শব্দটা উচ্চারিত হবার সাথে সাথে মনে ভক্তি আর পবিত্রতার একটা ভাব আসে, সত্যবাবার বেলায় ঘটল ঠিক উল্টোটা। 'উপাসনালয়ে চলো,' তার এই কথাটা শোনার সাথে সাথে রানার মনে হলো, ওখানে বীভৎস বা অশ্লীল কিছু অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে। ওর ধারণা হলো, সত্যবাবার উপাসনালয় এমন একটা জায়গা যেখানে কোন সুস্থ মানুষের যাওয়া উচিত না। তা সত্ত্বেও, পিছু নিল ও।

দরজা পেরিয়ে বড় একটা কামরায় ঢুকল ওরা। চারদিকে বুক শেলফ রয়েছে, একপ্রান্তে, জানালার পাশে সাধারণ একটা ডেস্ক। কামরার কোথাও কোন ছবি নেই, মেঝেতে নেই কার্পেট।

'আসুন,' আবার আহ্বান জানাল পীর হিকমত, ডান দিকের একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল খালি একটা করিডরে। করিডরের শেষ মাথার দরজা দিয়ে এবার ওরা একটা বিশাল

অ্যাম্ফিথিয়েটারে ঢুকল। কামরাটা কাস্তে আকৃতির, নিচের মঞ্চ থেকে সার সার আসন ক্রমশ ওপর দিকে উঠে এসেছে। অ্যাম্ফিথিয়েটারে কোন জানালা নেই, ছাদের কাছাকাছি ঢাকা পড়ে আছে আলোর উৎসগুলো। সীটগুলোর মাঝখান দিয়ে তিনটে প্যাসেজ মঞ্চের দিকে নেমে গেছে, মঞ্চটা কাঠের তৈরি, সেটার ওপর একটা টেবিল রয়েছে।

ষাট কি সত্তরজন লোক উপস্থিত রয়েছে, সবার মনোযোগ মঞ্চের দিকে। একজোড়া স্পটলাইটের উজ্জ্বল আলো ফেলা হয়েছে মঞ্চের ওপর। টেবিলটার সামনে বড় আকারের একটা চেয়ার দেখা গেল, পিঠটা উঁচু আর খাড়া। আলখেল্লা পরা দু'জন তরুণ, কাঁধে ভাঁজ করা রয়েছে টকটকে লাল চাদর, দাঁড়িয়ে আছে চেয়ারটার দু'পাশে, চেয়ারে বসা মানুষটার দিকে ফিরে।

চেয়ারে বসে রয়েছে নিনি খন্দকার।

সঙ্গীদের নিয়ে ভেতরে ঢুকল পীর হিকমত, এই সময় আবার রক্ত হিম করা আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল মেয়েটার গলা থেকে।

চেয়ারের সাথে চামড়া দিয়ে শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছে নিনি খন্দকারকে। শুধু হাত নয়, পা আর কোমরও। চিৎকারটা শুরু হলো, সেই সাথে শুরু হলো নিজেকে মুক্ত করার জন্যে ধস্তাধস্তি। বাঁধনগুলো তার মাংসের ভেতর দেবে গেল। তার শরীরটা অসহ্য যন্ত্রণায় মোচড় খেতে শুরু করল।

দাঁতে দাঁত চেপে একটা শব্দ করল রানা, ঝট করে ওর দিকে ফিরল পীর হিকমত। 'সতর্ক থাকুন, মি. রানা। এখানে আপনি এমন সব জিনিস দেখতে পাবেন যা বিশ্বাস্য বলে মনে না-ও হতে পারে। নতুন একটা ধর্মে দীক্ষা নিতে হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কিছু

কষ্ট স্বীকার করতেই হয়, মিস নিনি এই মুহূর্তে সেই কষ্টের ভেতর দিয়ে যাচ্ছেন, তার বেশি কিছু না। আমাদের পবিত্র সত্য সমিতির সদস্যা বানানো হচ্ছে তাকে।'

'অপবিত্র সমিতি!' গর্জে উঠল রানা। 'সে তার নিজের ইচ্ছায় এখানে আসেনি!'

'তাই? আর আপনার ব্যাপারটা কি, মি. রানা? আমার ধারণা আপনিও বোধহয় নিজের ইচ্ছায় আমাদের সাথে মোলাকাত করতে আসেননি?'

লোকটার চোখ দুটো এড়িয়ে গেল রানা। 'আমি এসেছি আপনার সাথে কথা বলার জন্যে। আপনি যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছেন, সেটা থেকে আপনাকে আমি নিবৃত্ত করতে চাই।'

'সত্যি? ভারি ইন্টারেস্টিং তো। স্বর্গযাত্রীদের কাছে সত্যি কেন আপনি এসেছেন, সেটা পরে দেখব আমরা।' তার ইঙ্গিতে একজন দেহরক্ষী এগিয়ে এল, হাতে লম্বা সাদা একটা সিল্ক চাদর নিয়ে, এ-ধরনের একটা চাদর ভ্যাটিকান সিটির পোপ আলখেল্লা হিসেবে ব্যবহার করেন। আলখেল্লার বোতাম লাগানোর পর সাদা সিল্কের একটা কাপড় দ্বিতীয় দেহরক্ষীর হাত থেকে নিয়ে কোমরের চারদিকে জড়াল পীর হিকমত। কারও দিকে না তাকিয়ে ধাপ বেয়ে নামতে শুরু করল নিচের মঞ্চের দিকে।

নিচে নামছে সে, উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে থেকে একটা চাপা গুঞ্জন উঠল। সবাই তারা তাদের সীটের সামনে মাথা নত করল, বিড়বিড় করে মন্ত্র উচ্চারণের সুরে বলল, 'সত্যবাবা আমাদের পিতা। গ্রিটিংস ফ্রম দ্য বিগিনিং টু দি এন্ড। আমাদের পিতা, সত্যবাবা। গ্রিটিংস, গ্রিটিংস, গ্রিটিংস। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত

আমরা আমাদের পিতার প্রশংসা করি। সত্যবাবা আমাদেরকে স্বর্গের পথ দেখাবেন, জাগতিক ও পারলৌকিক সমস্ত মঙ্গলের ক্ষমতা ধারণ করেন তিনি, আমাদের পিতা সত্যবাবাই সমাপ্তিহীন নতুন জগতের স্রষ্টা...'

চেয়ারের দু'পাশে দাঁড়ানো দুই উপাসক মঞ্চে হাঁটু গেড়ে মাথা নত করল, পীর হিকমতের উপস্থিতিতে তাদের মুখমণ্ডল অদ্ভুত এক আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

তবে নিনির চিৎকারটা বন্ধ হয়েছে। রানা দেখল, পীর হিকমত তার একটা হাত রাখল মেয়েটার মাথায়। তারপর মাথা তুলে মেয়েটার উদ্দেশ্যে কথা বলল সে, 'প্রিয় সিসটার, তুমি কি গভীর অন্ধকারের ভেতর তাকিয়েছ?'

'গভীর অন্ধকারের ভেতর তাকিয়েছি আমি,' চড়া সুরে বলল নিনি, যদিও গলার স্বরটা অচেনা, কর্কশ আর অস্বাভাবিক লাগল, রানা উপলব্ধি করল, কৃতিত্বটা শুধু সাধারণ হিপনোসিস-এর হতে পারে না। অবশ্যই পীর হিকমতই দায়ী, তবে এককভাবে শুধু তার অসাধারণ ক্ষমতা নিনিকে দিয়ে এভাবে যন্ত্রচালিত পুতুলের মত কথা বলাচ্ছে না। দু'জনের মধ্যে কি যেন একটা গোপন মন্ত্র বিনিময় ঘটছে।

'তুমি যে গভীর অন্ধকারে তাকিয়েছ সেটা আসলে বর্তমান দুনিয়ার চেহারা, সিসটার। কি দেখলে বলো তো?'

'দুর্নীতি, অসংযম, অশান্তি আর ব্যভিচার। পুরুষ আর নারী, এমনকি বাচ্চারাও, নিজেদের বোকামির জন্যে কষ্ট পাচ্ছে। সবাই তারা জাগতিক অর্থাৎ আর্থিক দুর্বলতার শিকার। পার্থিব বস্তুর জন্যে লালায়িত।'

'মানুষ যে নিজেদের সর্বনাশ করছে, ধ্বংস ডেকে আনছে সভ্যতার, বসবাস করছে মিথ্যা আর ঘৃণ্য একটা দুনিয়ায়, দেখে তোমার মনে কি প্রতিক্রিয়া হলো? বলছে বটে, এই দুনিয়াটাকে নাকি তারা স্বর্গ বানাবে। কিন্তু আসলে কি ঘটতে যাচ্ছে? উদ্ধার পাবার কোন রাস্তা কি খোলা আছে ওদের?'

'পরিচিত প্রায় সব লোককেই দেখলাম, ভুল নীতির ওপর আস্থা রেখে বোকার স্বর্গে বাস করছে সবাই। না, উদ্ধার পাবার কোন আশা নেই ওদের। ওদেরকে ক্ষমা করা হবে না। ওদেরকে দেখে আতঙ্ক বোধ করেছি আমি।'

'ওদের কষ্ট দেখে কাতর হয়েই তাহলে চিৎকার করছিলে তুমি?'

'আমার চিৎকার ছিল আসলে প্রার্থনা, ওরা যাতে সত্য উপলব্ধি করতে পারে।'

'তা কি ওরা উপলব্ধি করবে? সত্যকে কি দেখতে পাবে ওরা, আলিঙ্গন করবে?'

'মৃত্যু আর আগুনের দ্বারা নতুন একটা নিয়ম বা শৃঙ্খলা চালু না হলে সত্যকে ওরা দেখতে পাবে না। নতুন শৃঙ্খলা যত দিন না আসবে, ওদের উদ্ধারের পথ বেরুবে না।' নিনি নয়, যেন একটা রোবট কথা বলছে, চড়া সুরে, যন্ত্রণাকাতর স্বরে।

'শান্তি, সিসটার নিনি। শান্তিতে থাকো তুমি। তুমি সত্য অবলোকন করেছ। আরও দেখবে তুমি, উপলব্ধি করবে আরও অনেক কিছু। তবে এখন, শান্তিতে থাকো।' উপস্থিত দর্শকদের দিকে ফিরল পীর হিকমত। 'আমি তোমাদের জন্যে সংবাদ বহন করছি, প্রিয় ব্রাদার ও সিসটাররা। আমাদের এক সত্য ভাই, যার

মৃত্যুনাম গ্রাহাম, অনন্ত শান্তি লাভ করেছে, সেই সাথে ঠাঁই পেয়েছে স্বর্গে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দু'জন লোককে ধ্বংস করেছে সে, যারা নিজেদের তৈরি করা মিথ্যে নীতির ওপর ভরসা রেখে অন্ধকারে হাঁটত। সত্য ভাই গ্রাহাম স্বর্গকে আমাদের আরও কাছাকাছি এনে দিয়েছে। তার এই কাজ এক কি সোয়া ঘণ্টা আগে ব্রিটেনে সমাপ্ত হয়েছে। দুনিয়াটাকে স্বর্গে পরিণত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আমরা, তার এই কৃতিত্ব সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের পথে বেশ খানিকটা এগিয়ে দেবে আমাদেরকে। আমরা জানি, দুনিয়াটা স্বর্গে পরিণত হলে দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ সমানভাবে ভাগ করে দেয়া হবে সবাইকে, অন্ধকারের ভয় দূর হয়ে যাবে, আমরা মুক্ত বায়ু সেবন করব, দেহ-মনে আসবে পুলক আর শান্তি। আসুন, সত্যভাই গ্রাহামের প্রশংসা করি আমরা–তার স্বর্গবাস অনন্তকাল দীর্ঘ হোক। গ্রিটিংস, গ্রাহাম, ফ্রম দ্য বিগিনিং টু দি এন্ড।'

তার শেষ কথাটা পুনরাবৃত্তি করল ভক্তরা, যেন ক্রমশ উচ্চকিত হয়ে উঠল একটা গোঙানির শব্দ। তারপর নিস্তব্ধতা নামল অ্যাম্ফিথিয়েটারে। শুধু একা নিনি গোঙাচ্ছে তখনও, কান্নার সুরে অভিনন্দন জানাচ্ছে গ্রাহামকে, তার কণ্ঠ কখনও খাদে নেমে যাচ্ছে, কখনও চড়ছে, যেন কোন নিয়ন্ত্রণ নেই।

নিচু গলায় উপাসকদের একজনকে কি যেন বলল পীর হিকমত, দু'জনেই তারা চেয়ারের দু'দিকে সরে গেল। দেখে মনে হলো সামনের দিকে নেতিয়ে পড়েছে নিনি, শুধু লেদার স্ট্র্যাপগুলো থাকায় পড়ে যাচ্ছে না। উপাসকরা তার বাঁধন খুলে দিল, দাঁড়াতে সাহায্য করল মেয়েটাকে, ধীরে ধীরে হাঁটিয়ে

টেবিলের পিছন দিকে নিয়ে গেল।

ভক্তদের দিকে আবার ফিরল সত্যবাবা। আশীর্বাদ করার ভঙ্গিতে ডান হাতটা মাথার ওপর একবার তুলল সে। 'আজ রাতে তোমাদের শরীর ও মন যদি কোন আনন্দ বা পুলক পেতে চায়, তা সে যে-ধরনেরই হোক, তা উপভোগ করার অনুমতি আমি তোমাদের দিলাম,' নিচু গলায়, থেমে থেমে বলল সে। 'শিগ্‌গিরই আরও অনেক বিজয়ের সংবাদ এসে পৌঁছুবে, তারপর শুরু হবে আসল কাজটা। আমরা আশা করছি অসংখ্য নতুন বিশ্বাসীর আগমন ঘটবে আমাদের এই পবিত্র আখড়ায়, তারা যোগ দেবে আমাদের সত্য সমিতিতে। যারা এখনও বাঁধনমুক্ত হওনি অর্থাৎ স্বর্গে যাবার জন্যে অনুমতি পাওনি, শিগ্‌গিরই তাদের অনেকের বিয়ে হয়ে যাবে, তারাও সন্তানের জন্ম দিয়ে স্বর্গে যাবার সুবর্ণ সুযোগ পাবে। ধৈর্য ধরো, তোমাদের সময় সমাগত। এবার সবাই ধীরে ধীরে, শান্তি বজায় রেখে যে যার কোয়ার্টারে চলে যাও।'

লুকানো স্পীকার থেকে ভেসে এল যন্ত্রসঙ্গীতের শব্দ। শুনে ইলেকট্রনিক মিউজিক বলে মনে হলো রানার। কমবয়েসী ছেলেমেয়েদের কাছে এই সঙ্গীতের আবেদন প্রচণ্ড, বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার। আওয়াজটার মধ্যে অদ্ভুত একটা সম্মোহনী ভাব আছে।

মিউজিকের আওয়াজ বাড়ছে, সেই সাথে প্ল্যাটফর্মের মেঝে থেকে পাতলা, সাদাটে একটা ধোঁয়া উঠতে শুরু করল। নিশ্চয়ই ড্রাই আইস মেশিন, ভাবল রানা। দেখতে দেখতে সেই কুয়াশার মত ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেল পীর হিকমত, সে যেন এতগুলো লোকের চোখের সামনে ভোজবাজির মত মিলিয়ে গেল।

ভেঙে গেল সমাবেশ। লাইন ধরে অ্যাম্ফিথিয়েটার থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে সত্য সমিতির সদস্যরা। রানা লক্ষ করল, তাদের বেশিরভাগই নব্যযুবক, আঠারো থেকে কুড়ির মধ্যে বয়স। দু'একজন ব্যতিক্রমও চোখে পড়ল, ত্রিশ-বত্রিশ হবে। সত্যবাবার শিষ্যরা তিনজন দেহরক্ষী, সার্জেন্ট রেম্যান বা রানার দিকে তেমন মনোযোগ দিল না। ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ একটা মুখ দেখামাত্র চিনে ফেলল রানা। আজ ভোরেই মেয়েটার ফটো দেখেছে ও, ইংল্যান্ডে।

মুখটা মেরি রেম্যানের।

মেয়েটার চোখ দুটো সরাসরি সামনের দিকে স্থির হয়ে আছে, অথচ ওদের দলটার কাছাকাছি আসার পর তার হাঁটার গতি শ্লথ হয়ে পড়ল, যেন ঘুমের মধ্যে হাঁটছে সে, সবেমাত্র ঘুম ভাঙতে যাচ্ছে। এতক্ষণে তার চোখ নড়ে উঠল। সরাসরি তার বাবার দিকে তাকাল সে।

অনড় দাঁড়িয়ে থাকল মেরি, পরমুহূর্তে তিলে ভরা লালচে মুখটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। 'ড্যাডি!' রেম্যানের দিকে ছুটে এল সে, লম্বা করে দিল হাত দুটো, বাবার গলা জড়িয়ে ধরে ঝুলে পড়ল। 'কি মজা, আমাকে একেবারে অবাক করে দিয়েছ! আমাদের পিতা, সত্যবাবা কাল বলছিলেন একটা উপহার দিয়ে আমাকে চমকে দেবেন তিনি–বললেন, আমার স্বর্গে যাবার আগেই...' অকস্মাৎ নিজেকে সামলে নিল মেরি, চকিতে ভিড়ের চারদিকে তাকাল, বুঝতে পারছে নিষিদ্ধ একটা কথা মুখ ফস্কে বেরিয়ে যাচ্ছিল। 'ড্যাডি, ওহ্, ড্যাডি!' বারবার রেম্যানকে আলিঙ্গন করল মেয়েটা, যতক্ষণ না দেহরক্ষীদের একজন শান্ত

ভাবে তাকে সরিয়ে নিল।

'ব্যবস্থা করা হয়েছে, তুমি যাতে তোমার বাবার সাথে নির্দিষ্ট একটা সময়ে কথা বলতে পারো,' সুদর্শন, পেশল যুবক মৃদু, কঠিন সুরে বলল, মেরির কাঁধে হাত রেখে। 'কিন্তু এখন তোমাকে তোমার কোয়ার্টারে ফিরে যেতে হবে, বোন। তোমাকে এখন ধ্যান করতে হবে। আদর করতে হবে বাচ্চাটাকে। আর বেশি দেরি নেই, তোমাকে নিয়ে সবাই আমরা গৌরব বোধ করব।'

'কিসের গৌরব...?' ঝাঁঝের সাথে শুরু করল রেম্যান, তারপর কি মনে করে সিদ্ধান্ত পাল্টে রানার দিকে ফিরল। তার চোখে সাহায্যের আবেদন দেখল রানা।

মেরিকে নিয়ে চলে গেল দেহরক্ষীদের একজন। প্রায় সাথে সাথে রানার পিছনে এসে দাঁড়াল জনি। নিচু গলায় বিড়বিড় করে বলল সে, 'সত্যবাবার আশা, আপনি তাঁর সাথে ডিনার খেয়ে তাঁকে সম্মানিত করবেন, মি. রানা। ডিনারের আয়োজন করা হয়েছে তাঁর প্রাইভেট স্যুইটে, আজ সন্ধ্যায়। আমার এক লোক আপনাকে পথ দেখাবে। আপনাকে আমি খবর দেব, এই ধরুন আধঘণ্টা পর। হাত-মুখ ধুয়ে তাজা হয়ে নিন, বিশ্রাম নিন, সঙ্গী মেহমানের সাথে খোশগল্প করুন।'

'সঙ্গী মেহমান?' জিজ্ঞেস করল রানা, কিন্তু ওর প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে টমাস নামে তৃতীয় দেহরক্ষীকে ইঙ্গিত দিল জনি।

এগিয়ে এসে রানার বাহুটা শক্ত করে ধরল টমাস। 'এদিকে, মি. রানা। আমি চাই না সত্যবাবার ডিনারে পৌঁছুতে আপনি দেরি করে ফেলেন।' অ্যাম্ফিথিয়েটার থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়াল সে।

কিন্তু ঝাপটা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল রানা। 'হাত সরাও!'

'ভদ্রতা বজায় রাখুন, মি. রানা। পবিত্র উপাসনালয়ে কোন সিন ক্রিয়েট করতে চাই না আমরা, চাই কি?'

'তাহলে গায়ে হাত দিয়ো না।'

বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে মাথা নত করে সম্মান দেখাল টমাস, ইঙ্গিতে আগে বাড়ার অনুরোধ করল রানাকে। 'বেশ, সম্মানিত মেহমান যা বলেন। কখন কোন্‌দিকে যেতে হবে বলে দেব আমি।'

অনেকটা হাঁটতে হলো ওদেরকে। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল, দীর্ঘ কয়েকটা করিডর পেরুল। কোন্‌দিক থেকে কোন্ দিকে যাচ্ছে, খেয়াল রাখার চেষ্টা করল রানা। পীর হিকমতের স্টাডিতে দ্বিতীয়বার ঢুকল না ওরা, মেইন হলরুমের দিকেও গেল না। বাড়ির পিছন দিকে, নিচতলায় পৌঁছুতে আট মিনিটের মত লাগল ওদের।

ইতোমধ্যে প্যাসেজ, করিডর, অন্যান্য কামরায় তেমন কোন আসবাব বা সাজসজ্জা দেখেনি রানা। একটা ফায়ার ডোর পেরিয়ে এসে অবাক হতে হলো ওকে। লম্বা একটা করিডরে পৌঁচেছে ওরা। কাঠের দেয়ালে সূক্ষ্ম কারুকাজ যে-কোন শিল্প সমালোচকের মনোযোগ কেড়ে নেবে। মাথার ওপর গাঢ় রঙের ঝাড়বাতি ঝুলছে, দেখে মনে হলো মেক্সিকো থেকে আমদানি করা হয়েছে। পায়ের নিচে পুরু আর নরম কার্পেট, ঈজিপশিয়ান বলে মনে হলো রানার। করিডরটা প্রায় চল্লিশ ফুটের মত লম্বা হলেও, দরজা মাত্র চারটে–দুটো ডান দিকে, দুটো বাম দিকে–প্রতিটি ফলস কলাম দিয়ে সাজানো, কলামের গায়ে নারী-

পুরুষের ঘনিষ্ঠতার দৃশ্যাবলী নিপুণ হাতে খোদাই করা হয়েছে। এসবই বিসদৃশ লাগল, ঠিক যেন মানায় না, তারপর খেয়াল হলো রানার, আসল পীর হিকমতের সাথে গাঢ়, অরুচিকর রঙ আর যৌনমিলনের অশ্লীল শিল্পকর্ম ঠিকই মিলে যায়। ওর আসলে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই।

দ্বিতীয় দরজাটার সামনে থামল টমাস, নক করে কবাট খুলল। 'সিটিংরূম, স্যার। বেডরূম আর ড্রেসিংরূমগুলো ডান আর বাঁ দিকে। প্যাসেজে বেরুলেই বাথরূম পড়বে। আশা করি সবই আপনি সাজানো-গোছানো অবস্থায় পাবেন। তবু যদি কিছু দরকার হয়, টেলিফোনটা ব্যবহার করবেন।' সামান্য শব্দ করে হাসল সে। 'লাইনটা শুধু ভেতরে কথা বলার জন্যে। বাইরে যোগাযোগ করতে পারবেন না। ও, হ্যাঁ, ভাল কথা–আপনার রেজারটা সরিয়ে নিতে হয়েছে। রেজার আসলে খুব বিপজ্জনক একটা অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে। বাথরূমে সাধারণ একটা ইলেকট্রিক শেভার দেখতে পাবেন। বিশ মিনিটের মধ্যে জনি আপনাকে নিতে আসবে। ততক্ষণ সময়টা উপভোগ করুন।' আরেকবার বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে মাথা নত করে পিছিয়ে গেল টমাস, বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল দরজা। পরমুহূর্তে স্লাইডিং লকের শব্দ পেল রানা। চিন্তার কোন কারণ দেখল না ও, ওরা যদি ওর ব্রীফকেসের গোপন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে না পারে, ইলেকট্রিক লক কোন সমস্যা হবে না।

চারদিকে চোখ বুলাল রানা। কোন ব্রিটিশ রাজার ব্যবহৃত সিটিংরূমের আদলে তৈরি করা হয়েছে কামরাটা, শুধু পর্দাগুলো দৃষ্টিকটু রকমের গাঢ় রঙের। দেয়ালে দেয়ালে প্রচুর আধুনিক

প্রিন্ট রয়েছে। রাতের জন্যে এখনও পর্দাগুলো টেনে দেয়া হয়নি, ফলে দেখা গেল এদিকের পুরো দেয়ালটাই আসলে জানালা। বাইরে ফ্লাডলাইটের আলো রয়েছে, খানিকটা বালির বিস্তৃতির পর আগাছা ভরা জলাভূমি, তারপর শুরু হয়েছে সোনালি সৈকত আর উত্তেজিত সাগর।

প্যাসেজ হয়ে বাঁ দিকের বাথরূমে ঢুকল রানা। আধুনিক সমস্ত ফিটিংস দিয়ে সাজানো হয়েছে কামরাটা। ডান দিকের ড্রেসিংরূমটাকে বড়সড় একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর বলা যায়। সামনের দরজা দিয়ে বেডরূমে ঢুকল ও, সিটিংরূমের মতই অরুচিকরভাবে সাজানো। বিছানাটার মাথার দিকে বালিশের ওপর পড়ে রয়েছে ওর ব্রীফকেস। ডান দিকে আরও একটা দেয়ালজোড়া জানালা দেখা গেল।

বেডরূমটা যেন কোন হোটেলের একটা কামরা, বিপুল টাকা ঢালা হলেও রুচির প্রয়োগ ঘটেনি। দীনহীন অবস্থা থেকে হঠাৎ করে কেউ যদি টাকার কুমীর বনে যায়, এ-ধরনের রুচিবিকৃতি ঘটতে পারে তার। রানার মনে পড়ল, পীর হিকমতের ইয়ট একটা রহস্য হয়ে রয়েছে এখনও, কেউ আজ পর্যন্ত ওটার কোন ফটো তুলতে পারেনি। সম্ভবত সেটার ভেতরও এ-ধরনের রুচিবিকৃতির ছাপ খুঁজে পাওয়া যাবে।

ব্রীফকেসটার দিকে এগোল রানা, এক মুহূর্ত ইতস্তত করে বালিশ থেকে নামিয়ে বিছানায় রাখল। সাবধান, রানা, নিজেকে সতর্ক করে দিল ও। এ-ধরনের একটা আস্তানায় কামরার ভেতর আড়িপাতা যন্ত্র ও ক্যামেরা না থাকাটাই অস্বাভাবিক। তালাটা পরীক্ষা করল ও। হ্যাঁ, ভেতরে চাবি ঢুকিয়ে খোঁচানো হয়েছে।

সন্দেহ নেই, কমবিনেশন পেয়ে গেছে ওরা–সফিসটিকেটেড সিস্টেম নাগালের মধ্যে থাকলে কাজটা তেমন কঠিন নয়। তবে ব্রীফকেসের ওজনটা অনুভব করে নিশ্চিত হলো রানা, গোপন কমপার্টমেন্টে কারও হাত পড়েনি। জানা কথা, কোন এক্স-রে মেশিনে ওটা ধরা পড়বে না, ধরা পড়বে না মাপজোকেও।

শুধু রেজার আর স্পেয়ার ব্লেডগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে। ভেতর থেকে পরিষ্কার একটা শার্ট, মোজা আর আন্ডারওয়্যার বের করল ও, তারপর বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিল, ফেলে রাখল বিছানাতেই, যেন ওটার তেমন কোন গুরুত্ব নেই। পরে অস্ত্র বা অন্যান্য ইকুইপমেন্ট বের করার সুযোগ পাওয়া যাবে।

কাপড়চোপড় খুলে শাওয়ার সারল রানা। তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে মুছতে বেডরূমে ফিরে আসছে, সম্পূর্ণ নগ্ন। তোয়ালেটা বাথরূমের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে মাত্র, বেডরূমের দরজার কাছ থেকে চাপা একটা হাসির শব্দ ভেসে এল। ঝট করে মুখ তুলল রানা।

বুকে আর কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে নিনি খন্দকার, মুখটা ম্লান, চোখের নিচে ক্লান্তির ছাপ। তবে রানাকে সম্পূর্ণ দিগম্বর দেখে সকৌতুকে হাসছে সে।

'তুমি যে এসেছ, ওরা আমাকে জানিয়েছে, রানা। আল্লাহই পাঠিয়েছেন।' এক ছুটে রানার গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে, বিবস্ত্র পুরুষ তাকে দ্বিধায় ফেলতে পারল না, ওর গলাটা জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে চুমো খেলো ঘন ঘন, ঠোঁট জোড়া ওর কানের কাছে তুলে ফিসফিস করতে লাগল। 'আড়িপাতা যন্ত্র আছে এখানে, রানা–তবে, যতদূর জানি, ক্যামেরা নেই।' তারপর গলা

চড়াল, 'আমাদের পিতা, সত্যবাবা, তোমার কথা যখন বললেন, আমি বিশ্বাসই করতে পারিনি।'

আবার রানার কান ছুঁলো নিনির ঠোঁট। 'অবস্থা খারাপ করে দিয়েছে, রানা। ড্রাগস আর পাওয়ারফুল হিপনোটিজম ব্যবহার করেছে আমার ওপর। ওদের নীতি আর আদর্শের ওপর আমার বিশ্বাস আনাবার চেষ্টা করছে ওরা, আমাকেও একজন সত্যদর্শী বা স্বর্গযাত্রী বানাতে চায়। লোকটা প্রায় সফল হতে যাচ্ছিল, কিন্তু মানসিকভাবে প্রতিরোধ করায় শেষ পর্যন্ত সুবিধে করতে পারেনি–যে-সব সাজেশন দিয়েছে, সব আমি মনে করতে পারি।'

তারপর গলা চড়াল সে, 'প্রস্তাবটা কি আজ রাতেই তোমাকে দেবেন তিনি?'

'কিসের প্রস্তাব?' জিজ্ঞেস করল রানা, দুষ্ট হাসির সাথে একটা চোখ টিপল নিনি।

'ওহ্, ডার্লিং!' আবার রানাকে চুমো খেলো নিনি, সশব্দে, যেন চুমো খাওয়াটা তার ভান বা অভিনয় নয়। অভিজ্ঞতাটা তিক্ত, তা বলা যাবে না। রানার কানে ঠোঁট ঠেকিয়ে বিড়বিড় করল সে, 'নিজেকে শক্ত করো হে। বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেতে যাচ্ছ।'

'কিসের প্রস্তাব, নিনি?' আবার জিজ্ঞেস করল রানা।

'তুমি আমাকে বিয়ে করবে কিনা।' নিনি উত্তেজিত, তবে হাসল না। 'সত্যবাবা বলেছেন, তুমি যদি আমাকে বিয়ে করো, তারপর সত্য সমিতির আইনকানুন মেনে নিয়ে এখানেই বসবাস করো, তিনি আমাদের কোন ক্ষতি করবেন না। প্লীজ, রানা! হ্যাঁ বলো, প্লীজ!'

'নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে হলে কি আর করা,' বলল রানা। 'কিন্তু

পীর হিকমত এত সহজে আমাদেরকে রেহাই দেবে বলে মনে হয় না।' নিনির দিকে তাকাল রানা, দেখল চোখ দুটো নিষ্প্রভ হয়ে গেছে, যেন মরা মানুষের শূন্যদৃষ্টি ফুটে রয়েছে ওখানে। এই সময় মেইন সিটিং রুমের দরজায় মৃদু শব্দ হলো, কে যেন নক করছে। সম্ভবত রানাকে সত্যবাবার কাছে নিয়ে যেতে এসেছে জনি। 'সত্যি তো, রানা? সত্যি আমাকে তুমি বিয়ে করবে তো?' রানার গায়ের সাথে আরও সেঁটে এল নিনি।

উপায় কি, ভাবল রানা, অন্তত মৃত্যুর চেয়ে বিয়েটাকে ভাল বলা যেতে পারে, তাই না? তবে, এ-ও সত্যি যে মৃত্যুর হুমকি খুব একটা দূরে থাকবে না। ক্ষীণ হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। খানিকটা স্বস্তিবোধ করছে ও। 'ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করব, নিনি। সিরিয়াসলি চিন্তা করব।'

ছয়

'ডিনারে আসতে পেরেছেন, সেজন্যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, মি. রানা,' বলল পীর হিকমত, তার কণ্ঠস্বর মৃদু হলেও, সামান্য ঝাঁঝ মেশানো। গাঢ় রঙের স্ল্যাকস, সাদা সিল্ক শার্ট পরেছে সে, শার্টটা বুকের কাছে খোলা। শার্টের ভেতর, একটা মেডেলের কিনারা দেখতে পেল রানা, অবশ্যই সোনার তৈরি, গলায় জড়ানো ভারী চেইন থেকে ঝুলছে। তার বাম হাতে সেই বিখ্যাত ঘড়িটা দেখা গেল–ডায়ালে বারোটা হীরের টুকরো।

'না এসে উপায় ছিল আমার?' প্রশ্নটা করে পীর হিকমতের চোখে সরাসরি তাকাল রানা, সচেতনভাবে নিজের মস্তিষ্কে একটা ছবি ফুটিয়ে তুলল–এবারের দৃশ্যে দেখা গেল, রানার হাতে অসহায় অবস্থায় পড়েছে পীর হিকমত, একটা টেবিলের সাথে হাত-পা বাঁধা। তার বুক লক্ষ্য করে একটা ধারাল বর্শা ধরে আছে ও। মাথার ভেতর এ-ধরনের ছবি যদি ঘন ঘন ফুটিয়ে তোলা যায়, লোকটাকে সামান্যই ভয় পাবে ও। লোকটার চোখে সারাসরি তাকালেই শুধু অরক্ষিত বলে মনে হয় নিজেকে।

পরিষ্কার অনুভব করতে পারল রানা, মনে মনে একবার যেন শিউরে উঠল পীর হিকমত। 'আপনি খুব বুদ্ধিমান, মি. রানা।' তার কথা আর বলার সুর প্রায় নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করার পর্যায়ে পড়ে। 'আপনার এই ব্যাপারটা সম্পর্কে লোকে আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিল বটে, কিন্তু আমি ধরে নিয়েছিলাম আপনি স্রেফ শারীরিক অর্থে শক্তিশালী পুরুষ, মারপিট করতে অভ্যস্ত, লড়াকু প্রতিপক্ষ হিসেবে ভারি যোগ্য। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, আপনার ইচ্ছাশক্তিও প্রবল। আপনি খুব বুদ্ধিমান, এ-কথাও আগে আমাকে কেউ বলেনি। কে যেন কবে আপনাকে একবার ভোঁতা ইনস্ট্রুমেন্ট বলে অভিহিত করেছিল, ঠিক মনে করতে পারছি না। আমিও ধরে দিয়েছিলাম, ভোঁতা মুগুর জাতীয় কিছু একটা হবেন আপনি।'

দেহরক্ষী জনি গেস্ট কোয়ার্টারে নক করার পর তাড়াতাড়ি রানার বুক থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় নিনি, অত্যন্ত মনোলোভা ভঙ্গিতে দরজা পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে তাকে অপেক্ষা করতে বলে। 'কিছুক্ষণের মধ্যেই মি. রানা বেরিয়ে আসবেন।' কাপড় পরতে

মাত্র কয়েক মিনিট সময় নেয় রানা, ওর কানে ঠোঁট রেখে শুভেচ্ছা আর বিদায় জানায় নিনি, গালে হালকাভাবে চুমো খায়, ফিসফিস করে বলে, 'কিছু মুখে দেয়ার সময় সাবধান থেকো। প্রথম ড্রাগটা ওরা আমাকে খাবারের সাথেই দিয়েছিল।'

আবার করিডর ধরে ফিরিয়ে আনা হয়েছে রানাকে, তবে এবার পীর হিকমতের আসবাবহীন স্টাডির ভেতর দিয়ে। স্টাডিতে ঢুকে সরাসরি একটা বুককেসের দিকে এগোল জনি, জানালার সব চেয়ে কাছে ওটা। তৃতীয় শেলফ থেকে একটা বই সরাল সে। ক্লিক একটা শব্দ হলো, সেই সাথে দেখা গেল একটা দরজা খুলে গেছে। রানা লক্ষ করল, বইটার মেরুদণ্ডে টলস্টয়ের নিচে লেখা রয়েছে ওঅর অ্যান্ড পীস। পীর হিকমতের ভেতর কোথাও খানিকটা কৌতুক বোধ নেই, এ-কথা বলা চলে না।

রানা জানত না ঠিক কি আশা করবে। ডাইনিং রুমে ঢোকার পর দেখল; বিভিন্ন রুচির মেলা বসেছে জায়গাটায়। চারদিকে একবার চোখ বুলাতেই বোঝা গেল, বাড়ির মালিক অতীতে নামকরা যে-সব হোটেল-রেস্তোরাঁয় খাওয়াদাওয়া করেছে, ডাইনিং রুমটাকে সাজাবার সময় সেগুলোর প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি। লন্ডন হিলটনের প্যানেলিংটা চিনতে পারল রানা, চিনতে পারল প্যারিসের হোটেল দেজা ভু'র পর্দাগুলো। দুটো বিখ্যাত বইয়ের প্রচ্ছদ, আকারে বহুগুণ বড়, দেয়ালে শোভা পাচ্ছে তৈলচিত্র হিসেবে। লোকটা আসলে রিপ্রোডাকশনের ভক্ত। পাবলো পিকাসোর প্রচুর ছবি রয়েছে ডাইনিং হলে, সবই নকল। যে লোক আসলগুলো কিনতে পারে, তার এভাবে নকল সংগ্রহের বাতিককে কি বলা যায়? রানার মনে পড়ল, ধর্ম-ব্যবসাতেও এ-

ধরনের নীচ মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে লোকটা। বিভিন্ন ধর্মের ভাল ভাল কথা নিজের বলে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে সে, যদিও সেগুলো মেনে চলার কোন প্রয়োজনীয়তা কখনোই অনুভব করেনি।

'আমাদের জন্যে অতি সাধারণ খানাপিনার ব্যবস্থা করা হয়েছে, মি. রানা,' সহাস্যে বলল পীর হিকমত, তার কথায় শ্লেষের সুরটুকু চাপা থাকল না। 'খুবই সাধারণ। শুধু আপনার জন্যে, মি. রানা। এয়ারলাইনে যা খেতে দেয়া হয়, সেটাকে ঠিক ভারী কিছু বলতে পারি না, তবে আমার একটা বদভ্যাস হলো প্লেনে চড়ে আটলান্টিক পাড়ি দেয়ার পর চব্বিশ ঘণ্টা মুখে কিছু রোচে না।'

একটা হাত তুলল রানা। 'একটা কথা, ইয়ে...সত্যবাবা...'

'ইয়েস, মাই সান?'

মুহূর্তের জন্যে অসতর্ক হলো রানা, মুখ তুলে সরাসরি পীর হিকমতের চোখ দুটোর দিকে তাকাল। আবার কথা বলল সে, যেন অনেক দূর থেকে ভেসে এল তার কণ্ঠস্বর, 'ইয়েস, মাই সান?' পরমুহূর্তে জোর করে চোখ দুটো অন্য দিকে ফেরাল রানা, মনের পর্দায় পীর হিকমতের বুলেটবিদ্ধ একটা ছবি ফুটিয়ে তুলল।

'তুমি যখন শয়তানের সাথে খেতে বসবে, বলা হয়, লম্বা একটা চামচ ব্যবহার করতে ভুলো না। আপনি যেটাকে আতিথেয়তা বলছেন, সেটার অসম্মান হয়ে গেলে দুঃখিত, কিন্তু আমি বলব, যা-ই আমাকে খেতে দেয়া হোক না কেন, প্রতিটি খাবার আমার আগে আপনাকে টেস্ট করতে হবে।'

হেসে উঠল পীর হিকমত। 'তারচেয়ে ভাল উপায় আছে, মি. রানা। আপনার জন্যে আমার স্ত্রী টেস্ট করবেন। আমি সে ব্যবস্থা করছি। মি. রানা, আমাকে আপনার ভয় পাবার কোন কারণ নেই।'

'আপনাকে আমি ভয় পাই না।'

'আশ্চর্য, কেন যেন আমার মনে হয়েছে, আপনি আমাকে ভয় পাচ্ছেন। তা না হলে আমার টেবিলে একজন ফুড টেস্টার দরকার হবে কেন?'

'দরকার হবে এই জন্যে যে বিশেষ ধরনের কিছু ড্রাগের ব্যবহার সম্পর্কে আপনি একজন এক্সপার্ট।'

'বাহ্, আমার একটা গুণ সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে জানতে পারলাম।' রানার দিকে সামান্য ঝুঁকে পীর হিকমত হাসল। 'আমি আর কি ব্যাপারে এক্সপার্ট, মি. রানা? আপনার মূল্যবান অভিমত নিজের মূল্যায়ন করতে সাহায্য করবে আমাকে, এ আমি জোর দিয়ে বলতে পারি।'

'লোকজনকে ভেড়া বানাতেও আপনি একজন এক্সপার্ট। কিভাবে তাদেরকে ধর্মীয় আবর্জনা গেলাতে হয় তা আপনার ভালই শেখা আছে। সত্যি কথা বলতে কি, আপনার ভেতর একটা জাদুকরী ক্ষমতা আছে, সেজন্যেই স্মার্ট যুবকরা আপনার মুখের কথায় মৃত্যুকে বরণ করে নেয়ার জন্যে একপায়ে খাড়া হয়ে যাচ্ছে। তাদের মন থেকে বিবেক মুছে দিতে পারছেন আপনি, ফলে তাদের সাথে যে আরও অনেক নিরীহ মানুষ মারা যাচ্ছে, সেজন্যে তাদের মনে কোন অপরাধবোধ নেই। ভাল কথা, এ-সবের পিছনে আপনার আসল উদ্দেশ্যটা কি বলুন তো, পীর

হিকমত বাগদাদী? টাকা, তাই না?'

বেশি নয়, মাত্র এক সেকেন্ড চুপ করে থাকল সত্যবাবা। 'আচ্ছা।' কোনভাবেই তাকে বিস্মিত বা সন্ত্রস্ত বলে মনে হলো না। একটুও কাঁপল না তার গলা। 'আচ্ছা। কথাটা আমি বিশ্বাস করিনি। আমাকে বলা হয়েছে, কিন্তু আমি ভেবেছিলাম অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। আমার বোঝা উচিত ছিল, ইনফরমাররা আমাকে গুজব বা মিথ্যে খবর সরবরাহ করবে না। বোঝা উচিত ছিল, আগে হোক বা পরে, যতই সাবধান হই না কেন, আমার পরিচয় ঠিকই একসময় প্রকাশ হয়ে পড়বে।' গভীর একটা শ্বাস টানল সে। 'আর কে জানে, মি. রানা? আপনি, বি.এস.এস. চীফ, স্পেশাল ব্রাঞ্চ ছাড়া আর কে জানে? এখানে ওরা জানে কি, আমেরিকানরা?'

'এতক্ষণে,' এবার তার চোখের দিকে সরাসরি পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল রানা, কথা বলার সময় মনের আকাঙ্ক্ষা দিয়ে সাজানো ফ্যান্টাসীধর্মী একটা সুস্পষ্ট ছবি আঁকল মানসপটে, 'এতক্ষণে প্রচুর লোক জেনেছে। আমার ধারণা আপনার ডোশিয়ে সম্পর্কে আমেরিকান সার্ভিসের লোকেরাও জানে। তাদের ওপর আপনার যদি কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে তাহলে অবশ্য আলাদা কথা...'

'হয়তো আছে। দেখা যাবে। তবে সুখের কথা এই যে এই কাজটা শেষ হলে খুশি মনে অবসর নিতে পারব আমি।'

'এতটা নিশ্চিত হওয়া কি ঠিক হবে? আমি যাদের কথা বলছি তারা জানেন ঠিক কি করতে যাচ্ছেন আপনি, জানেন কিভাবে কাজটা করবেন।'

দু'দিকে হাত মেলে দিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল পীর হিকমত।

'তারপরও তারা আমাকে ঠেকাতে পারছে না। কাজটা বন্ধ করার কোন উপায়ই আসলে নেই–কারণ, মানুষের মীটিঙে যাওয়া বন্ধ করবেন কিভাবে, কিভাবে বন্ধ করবেন সিনেমাহল, স্টেডিয়াম, অপেরা হাউস, কনসার্ট হল, থিয়েটার আর রেস্তোরাঁগুলো? আমার সত্য সমিতির সদস্যরা যেখানে থাকবে, সেখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা ব্যর্থ হতে বাধ্য।'

'স্বর্গযাত্রীদের খুব শিগ্‌গিরই গ্রেফতার করা হবে।'

'কিভাবে? বলুন কিভাবে? তা সম্ভবই নয়, মি. রানা। আপনি বুঝতে পারছেন না। স্বর্গযাত্রীরা আইনের ঊর্ধ্বে, সবখানে ঘোরাফেরা করবে তারা, চিনতে পারবেন না।' রানা কিছু বলতে যাচ্ছে দেখে হাত তুলে বাধা দিল পীর হিকমত। 'তাছাড়া, আমাকে ছাড়াও অপারেট করতে পারবে তারা। এই অপারেশনের এটাই হলো সৌন্দর্য বা বৈশিষ্ট্য।

'শুধু বিবাহিত দম্পতিদের মৃত্যুকাজ বরাদ্দ করা হয়েছে, যারা অন্তত একটা শিশুর জন্ম দিয়েছে। তারপর, সময় হলে, ওই শিশু বিয়ে করে সন্তানের মা অথবা বাবা হবে, তখন তাকে বা তাদেরকেও একটা মৃত্যুকাজ বরাদ্দ করা হবে, অর্থাৎ প্রসেসটা একবার চালু হয়ে গেলে তার আর থামাথামি নেই, চলতেই থাকবে। আমার উপস্থিতির কোন দরকার নেই, চিরকালের জন্যে গায়েব হয়ে গেলেও কিছু আসে যায় না। শুধু চলতি অপারেশনটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত থাকতে হবে আমাকে। আমাকে দেখতে না পেলে ভক্তরা শোকে কাতর হবে, কিন্তু কাজ থেমে থাকবে না।

'সত্য সমিতির সদস্যদের এমন একটা নিয়ম-শৃঙ্খলার ভেতর বেঁধেছি আমি, মি. রানা, ধরুন কাল যদি আমি মারা যাই,

তাহলেও আমার তরুণ শিষ্যরা ক্ষান্ত হবে না বা হাল ছেড়ে দেবে না। চলতি অপারেশনটা দিন কয়েকের মধ্যে শেষ হবে, এমনকি আমিও এখন আর ওটাকে থামাতে পারব না। কারণ, তাদের সাথে আমার আর কোন যোগাযোগ ঘটবে না।

'ওদেরকে আপনি ওয়েল-প্রোগ্রামড রোবট বলতে পারেন। ওদের কাছে বিস্ফোরক আছে। কি করতে হবে সে নির্দেশও দেয়া আছে। নিজেদের মৃত্যুর বিনিময়ে ব্রিটিশ নেতাদের জান কবচ করবে ওরা, দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দেবে সম্ভাব্য নেতাদের, আরও সরাবে...,' হাসল পীর হিকমত। 'না, আমি চাই আপনি নিজেই জানুন। শুধু এটুকু বলি, ওদের ব্যর্থ হবার কোন সম্ভাবনাই নেই। আর আমার কথা যদি বলেন, কোথাও পেলে তবে তো আমাকে ধরবেন আপনারা? এই অপারেশনটা থেকে ভাল আয় করব আমি, টাকার অঙ্কটা শুনলে আপনি জ্ঞান হারাতে পারেন।'

'কোথাও আপনাকে পাওয়া যাবে না মানে কি?'

'মানে লুকাবার একটা জায়গা ঠিক করা আছে আমার। এমন একটা জায়গা, যেখানে কেউ আমাকে খুঁজে পাবে না।'

'সেরকম জায়গা দুনিয়ায় আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। সে যাক, আপনি বলছেন স্বর্গযাত্রীরা আপনার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। কেন? আপনার কথায় তারা মরতেও ভয় পাচ্ছে না, কারণটা কি?'

'সহজ ও একমাত্র কারণ হলো, তারা বিশ্বাস করে। ধর্মের প্রতি তাদের দুর্বলতা আছে, আমাকে তারা নতুন একটা ধর্মের প্রবর্তক বলে জানে, বিশ্বাস করে আমি তাদেরকে উদ্ধার করতে পারব, ঠাঁই দিতে পারব স্বর্গে। আমি চলে যাবার পর কাউকে

কোন নতুন নির্দেশ বা টাকা দিতে হবে না, কাজগুলো তারা করবে পবিত্র কর্তব্য হিসেবে।' ছোট্ট শব্দ করে হাসল পীর হিকমত। 'আপনাকেও স্বীকার করতে হবে, এ-ধরনের একটা চমৎকার আইডিয়া যার মাথা থেকে বেরিয়েছে নিশ্চয় সে একটা দুর্লভ প্রতিভা।'

'কিন্তু নির্বিচারে এভাবে মানুষ খুন করার মানেটা কি? আপনি এতটা কোল্ড-ব্লাডেড হতে পারেন কিভাবে? সত্যিকার একটা ধর্মীয় যুদ্ধ হলে কথা ছিল। কিন্তু মিথ্যে প্রতিশ্রুতি আর প্রতারণার ওপর ভিত্তি করে...'

'প্লীজ, হিপোক্রিট-এর ভূমিকা নেবেন না, মি. রানা। প্রতিটি পবিত্র ধর্মীয় যুদ্ধই হয়েছে লাভের কথা ভেবে। সেটা লক্ষ করেই আইডিয়াটা আমার মাথায় প্রথম ঢোকে। পবিত্র যুদ্ধে উপকরণ সরবরাহ করে বহু বছর ধরে লাভবান হচ্ছি আমি। তারপর ভাবলাম, শুধু অস্ত্র কেন, জনশক্তি সরবরাহে অসুবিধে কি? এক অর্থে, বহু মূল্যবান জীবন রক্ষা করছি আমি–ভাবাবেগতাড়িত মেধাবী তরুণ, যারা কোন আদর্শের স্বার্থে মরতে চায়, তাদেরকে মরার সুযোগ দিয়ে সমাজের মস্ত উপকার করছি। আজকের এই তরুণরা যদি বেঁচে থাকে, কাল এরাই তো হবে নেতা, ধর্মীয় কিংবা অন্য কোন যুদ্ধে নেতৃত্ব দেবে, পিঁপড়ের মত মানুষ মারবে, তাই না? অসংখ্য, হাজার হাজার যুদ্ধের চেয়ে একটা যুদ্ধ ভাল না? বিশ্বাস করুন, আমার শুরু করা এই যুদ্ধ একবার শেষ হলে দুনিয়ায় আর কোন যুদ্ধ হবে না। পৃথিবীতে অপার শান্তি কায়েম করবে স্বর্গযাত্রীরা, সত্য সমিতি হবে সুপ্রীম কমান্ড। দুনিয়াটা হবে একটা মাত্র রাষ্ট্র। সত্য সমিতি ছাড়া আর কোন ধর্মীয় বা

রাজনৈতিক সংগঠনও দরকার হবে না।'

ঘৃণায় অবশ হয়ে এল রানার শরীর, দরজার দিকে পিছু হটল ও।

'যাবেন না, মি. রানা। শুনে আপনি খুশি হবেন এমন একটা কথা এখনও বলা হয়নি। স্বর্গযাত্রীদের থামাবার কোন উপায় আছে কিনা জানার খুব ইচ্ছে আপনার, তাই না? সত্যি কথা বলতে কি, উপায় একটা আছে বটে। আমি যদি ইচ্ছে করি, উপায়টা আপনার জানা হয়।'

মাথা নাড়ল রানা। 'আমার ধারণা ছিল, দুনিয়ার সবচেয়ে খারাপ লোকটার সাথে ইতিমধ্যেই আমার দেখা হয়েছে। কিন্তু আপনি আমার ভুল ভেঙে দিয়েছেন। আপনি আসলে একটা দুঃস্বপ্ন, বর্তমান যুগের অভিশাপ। আপনার দ্বারা কোন ভাল কাজ আমি আশা করি না। আপনার তুলনায় হিটলার...'

'যদি বলি, এই অপারেশনটা শেষ হবার পর, আমার ভক্তদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা আর তাদের অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত সবকিছু জানিয়ে দেব আপনাকে, কি বলবেন আপনি? আপনি জানেন, আমি তা পারি। নাকি আমার কথা আপনি বিশ্বাস করেন না?'

'তা যদি জানাতে চানও, বিনিময়ে এমন একটা কিছু চাইবেন যা দেয়ার সামর্থ্য আমার নেই।'

'হয়তো আছে। কোন মানুষই আসলে জানে না কতটুকু তার দেয়ার ক্ষমতা। বন্ধুবর, দুনিয়ার অসৎপথে আপনার চেয়ে অনেক বেশি বছর ধরে হাঁটছি আমি। ভবিষ্যতের বিশদ পরিকল্পনা আপনাকে আমি জানাতে পারি, বিনিময়ে আপনি যদি আমার একটা উপকার করেন।' পীর হিকমতের চোখে ভীতিকর কিছুই

এখন আর নেই, যেন আন্তরিকতার সাথেই একটা প্রস্তাব দিতে চাইছে সে, যদিও রানার মনে কোন সন্দেহ নেই যে লোকটা ভণ্ড, কপট, মিথ্যেবাদী, তার যে-কোন প্রস্তাব ছল বা চাতুরি না হয়েই যায় না।

'ভেবে দেখুন না, সার্জেন্টের সাহায্য নিয়ে আপনাকে এখানে আনালাম কেন?' জিজ্ঞেস করল পীর হিকমত, ফিসফিস করে। নিচু, নিয়ন্ত্রিত তার এই কণ্ঠস্বর আধিভৌতিক একটা পরিবেশ তৈরি করল ডাইনিং হলের ভেতর।

'জানি না। আচ্ছা, আমি কেন...? আমাকে কেন জড়ানো হলো?'

'সহজ একটা উত্তর আছে। নয় কেন? বিপদে-আপদে, দুঃখে-শোকে, দুঃসময়ে আর কষ্টে পড়লেই মানুষ প্রশ্ন করে–আমাকে কেন? আমাকে কেন? আমাকে কেন?' প্রতিটি প্রশ্নের সাথে নিজের বুকে মুঠো করা হাত দিয়ে ঘুসি মারল পীর হিকমত। 'আর নিয়তি ওই বোকাদের প্রশ্নের উত্তরে বলে–তুমি নও কেন? আপনার বেলায়, মি. রানা, কারণটা হলো, ওখানে আপনি ছিলেন। ঘটনাচক্রে ঠিক জায়গায় ঠিক সময়টিতে ছিলেন আপনি।

'আমার একজন ইনফরমারকে আপনার পাশে দাঁড় করানো সম্ভব ছিল। সে যদি আপনার পাশে থাকে, আমাকে তথ্য যোগাতে পারবে, ফলে একপা এগিয়ে থাকব আমি। ঘটেছেও ঠিক তাই, মি. রানা। ঠিক সময়টিতে ঠিক জায়গায় ছিলেন আপনি। এখনও, মি. রানা, ঠিক সময়টিতে ঠিক জায়গায় আপনি আছেন।'

'কি রকম?'

'সে-কথা বলার আগে, আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আরও দুটো কথা বলে নিই। আপনাকে জড়িয়ে, সত্যি কথা বলতে কি, আসলে আমি এক ঢিলে দুটো পাখি মারছি। ইংল্যান্ডে আমার যে অপারেশন শুরু হয়েছে, আগে থেকেই জানতাম আমি, সেটা বানচাল করার দায়িত্বটা আপনাকেই দেয়া হবে। কারণটা সবাই জানে, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস বর্তমানে একটা অশ্বডিম্ব। তা এই ঘোড়ার ডিমের উপদেষ্টা কে? মাসুদ রানা। মাসুদ রানা কে? বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের অন্যতম এক স্পাই। তাহলে আমি যে এরপর বাংলাদেশে অপারেশন শুরু করব, তখনও কি আমার প্রধান শত্রু এই মাসুদ রানা হবে? মি. রানা, আপনি আমার চিন্তাধারাটা ফলো করতে পারছেন তো? ঠিক এভাবেই চিন্তা করি আমি, আর সমাধানও পেয়ে যাই। একেই, এই লোককেই জড়াতে হবে, দুটো পাখি মারতে হবে এক ঢিলে। চিড়িয়া হয়তো আপনি একটাই, তবে দ্বৈত ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে যাচ্ছিলেন। সে-সুযোগ আর আপনার থাকল না।'

'এরপর সত্য সমিতি বাংলাদেশে অপারেশন শুরু করবে?'

'ওখানে সুবিধে হলো, একাত্তরের রাজাকারদের পুনর্বাসিত করা হয়েছে, তাদের মধ্যে আমার ভক্তের সংখ্যা অগুনতি,' নিচু গলায়, সহাস্যে বলে চলেছে পীর হিকমত। 'শুধু বাংলাদেশে নয়, তৃতীয় বিশ্বের প্রায় সব দেশেই ধর্মীয় উন্মাদনা প্রবল। ক্ষেত্র তৈরি হয়েই আছে, দরকার শুধু সুষ্ঠু একটা পরিকল্পনা। ইংল্যান্ডে এটা আমাদের পরীক্ষামূলক অপারেশন, ইচ্ছে করেই কঠিন একটা ক্ষেত্র বেছে নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে শুরু করব তৃতীয়

বিশ্ব দখল অভিযান।

'এবার আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিই। স্বর্গযাত্রীদের ভবিষ্যৎ অপারেশন সম্পর্কে সবই আপনাকে জানানো হবে, বিনিময়ে আপনি যদি শুধু আমার একটা ছোট্ট উপকার করেন।'

'তার আগে অবশ্যই অকল্পনীয় ক্ষতি যা হবার হয়ে যাবে, তাই না?' ভান করতে হবে, নিজেকে বোঝাল রানা, ভাব দেখাতে হবে লোকটার কথা যেন আমি বিশ্বাস করছি।

'হ্যাঁ, স্বভাবতই চলতি অপারেশনটা শেষ হবার পর।'

'তা ছোট্ট উপকারটা কি?' মনে মনে জানে রানা, এমন একটা কাজের কথা বলবে পীর হিকমত, মৃত্যুর ঝুঁকি নিতে হবে ওকে।

'বলছি। তার আগে কিছু ইকুইপমেন্ট দেখাই আপনাকে।' কামরার দীর্ঘতম দেয়ালের দিকে এগোল পীর হিকমত। দেয়ালটার সামনে জিঙ্কবার দাঁড়িয়ে রয়েছে, বারের ওপর ঝুলছে দুটো ফ্রেমে বাঁধানো বিখ্যাত শিল্পীর একজোড়া তৈলচিত্রের রিপ্রোডাকশন। বারের নিচে হাত গলাল পীর হিকমত, এক সেকেন্ড পর ছবি দুটো ওপর দিকে উঠে গেল, বেরিয়ে পড়ল ইংল্যান্ডের একটা লার্জ-স্কেল ম্যাপ। বারের নিচ থেকে একটা ড্রয়ার টেনে বের করল সে, ড্রয়ারের গায়ে অনেকগুলো সুইচ রয়েছে। একটা সুইচে চাপ দিল সে। সাথে সাথে ম্যাপের গায়ে একটা আলো জ্বলে উঠল। আলোটা মিটমিট করছে ঠিক গ্লাসটনবারিতে।

'দেখতে পচ্ছেন?' রানার মনে হলো, পীর হিকমতের চোখে আগের সেই জাদুকরী দৃষ্টির কিছুমাত্র অবশিষ্ট নেই। 'টেন পাইনস প্ল্যানটেশন থেকে কেউ কখনও পালাতে পারে না, তাই

এটা আপনাকে দেখতে দিয়ে আমি কোন ঝুঁকি নিচ্ছি না। অপারেশনটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত এখানে আপনি থাকছেন, মেক নো মিসটেক অ্যাবাউট দ্যাট। এই দেয়ালগুলোর বাইরে কি আছে, আপনি জানেন? শুধু মৃত্যু নয়, মি. রানা, বীভৎস আর তীব্র যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু। কাজেই, আমি কোন ঝুঁকি নিচ্ছি না। প্রথমে, দেখতেই পাচ্ছেন, ছোট্ট একটা সুন্দর শহর গ্লাসটনবারি–তবে ওখানে কি ঘটেছে আপনি জানেন। ওখানে আর শিচেস্টারে।' ম্যাপে আরও একটা আলো জ্বলে উঠল। 'ওখানে কি ঘটেছে তাও আপনি জানেন। ভাবছি কয়েক ঘণ্টা আগে নিউক্যাসল-এ কি ঘটেছে সে-সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা আছে কি না।' আরও একটা আলো জ্বলে উঠল, সেই সাথে ট্রেড ইউনিয়ন নেতা আর লেবার পার্টির প্রার্থী ভদ্রলোকের নাম উচ্চারণ করল পীর হিকমত। 'আর কোথায়? আর কোথায় কি ঘটবে? আর কি ঘটনা ঘটতে চলেছে যা আমি থামাতে পারি না? আসুন, দেখা যাক।' বারের সাথে সংযুক্ত ড্রয়ারের আরেকটা বোতামে চাপ দিল সে। ম্যাপের গ্যায়ে ম্যানচেস্টার আলোকিত হয়ে উঠল, প্রাক্তন একজন কেবিনেট মন্ত্রীর নাম ঘোষণা করল সে। 'এটা কাল ঘটবে,' বলল হিকমত, যেন ব্যাখ্যা করছে কিভাবে ছুটি কাটাবে, এর সাথে প্রভাবশালী কোন রাজনীতিকের বা তার সাথে নিরীহ পনেরো-বিশজন লোকের মৃত্যুর প্রসঙ্গ জড়িত নয়। আরেকটা বোতামে চাপ দিল সে–বারমিংহাম–ওখানে খুন হবেন পার্লামেন্টের একজন সদস্য। অক্সফোর্ড–দু'জন প্রার্থীকে পরপারে পাঠানো হবে, দু'জনেই নির্বাচন প্রার্থী, লেবার আর কনজারভেটিভ পার্টির। 'একই দিনে

দু'জন, হেডিং হওয়া উচিত।'

এভাবে একের পর এক বোতামে চাপ দিল পীর হিকমত। তার এই পরিকল্পনার নির্দিষ্ট কোন প্যাটার্ন আছে বলে মনে হলো না, সব পার্টির লোককেই বেছে নেয়া হয়েছে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী, দু'জন সাবেক চীফ হুইপ, লর্ড চ্যান্সেলর। লন্ডন, গ্লাসগো, এডিনবার্গ, আবার লন্ডন। কেনসিংটন, আগের রাতে রানা যেখানে গা ঢাকা দিয়েছিল তার কাছাকাছি। তারপর কেমব্রিজ, ক্যানটারবারি, লিডস। ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড আর ওয়েলসের কোন বড় শহরকেই বাদ দেয়া হয়নি। বেলফাস্টও আছে। প্রতিটি আলো জ্বলে ওঠার সাথে সাথে তারিখগুলোও পড়া গেল। টার্গেট বাছাইয়ের কাজও শেষ। প্রতিটি মিটমিটে আলোর পাশে নির্বাচিত ভিক্টিমদের নাম লেখা রয়েছে, প্রতিটি নামের নিচে লেখা রয়েছে আরও একটা করে নাম –অক্ষরগুলো এত ছোট যে এতটা দূর থেকে পড়া গেল না। সন্দেহ নেই, ওগুলো স্বর্গযাত্রীদের নাম। সুইসাইড মিশনের সদস্য।

'সময় বা তারিখ বদল হতে পারে, তখন কি হবে?' জিজ্ঞেস করল রানা, ওর তলপেটের ভেতরটা মোচড় খাচ্ছে।

'সময় আর তারিখ বদলেছে ওরা।' রানার মুখের ওপর হাসল পীর হিকমত। আবার তার দৃষ্টি রানার মনে গেঁথে যাচ্ছে। অসতর্ক ছিল রানা, কাজেই তাড়াতাড়ি মাথাটা একদিকে কাত করে কল্পনা করল, পীর হিকমত তার নিজের তৈরি বোমায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। 'সময় আর তারিখ তারা বদলেছে বটে, কিন্তু নতুন তালিকাও ইতিমধ্যে পেয়ে গেছি আমরা।'

'কি করে বুঝলেন ওটা নির্ভুল? তালিকাটা?' আসলে উত্তরটা

জানাই আছে রানার। দাম্ভিক লোকটা স্রেফ নিজের ক্ষমতা জাহির করছে।

'আমি জানি তালিকাটায় কোন ভুল নেই। কারণ তথ্যগুলো এসেছে আমার বিশ্বস্ত ইনফরমারের কাছ থেকে।'

'আপনার নিজের সম্পর্কে যে তথ্য আসে, আপনি তো সেগুলোই বিশ্বাস করেননি!'

'না, করিনি! না করাটা আমার মস্ত বোকামি হয়েছে। প্রথম নিয়মটাই তো তাই, নয় কি? এত বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে আপনি একজন অপারেটর, আপনার জানার কথা। প্রথম নিয়মটাই হলো, তুমি যা বিশ্বাস করতে চাও তার বিপরীত কোন তথ্য পেলে সেটাকে বাতিল করে দিয়ো না। তুমি যা বিশ্বাস করতে চাও, শুধু সেগুলোর সমর্থনে প্রাপ্ত তথ্যে বিশ্বাস রেখো না। ঠিক?'

'ঠিক।' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'কিন্তু আমি লক্ষ করছি, ভিক্টিমদের মধ্যে এমন একজন নেই যার অবশ্যই থাকার কথা।'

'তাই? কে হতে পারে সে?'

'ব্রিটেনের প্রাইম মিনিস্টার। নাকি তাঁকে বাঁচিয়ে রাখার বিশেষ কোন কারণ আছে?'

চেহারায় উল্লাস ফুটে উঠল পীর হিকমতের, হাসল সে। 'ওহ্ নো, মি. রানা। প্রাইম মিনিস্টারের কথা ভুলে যাওয়া হয়নি। ম্যাপে নেই সত্যি, তবে তাঁর জন্যে অত্যন্ত স্পেশাল ধরনের আয়োজন করা হয়েছে।'

রানার চোখ আর মন; দুটোই দ্রুত কাজ করছে–মানচিত্রের লেখাগুলো গেঁথে নিচ্ছে মনের পর্দায়। আশা, সত্যবাবার এই কারাগার থেকে কোন না কোন ভাবে বেরুতে পারবে ও, সতর্ক

করে দিতে পারবে কর্তৃপক্ষকে। 'আপনি তখন বললেন, অপারেশনটা থামাবার কোন উপায় আপনার হাতেও নেই।'

'ঠিকই বলেছি।'

'তাহলে যাদেরকে মৃত্যু কাজ দেয়া হয়েছে তাদেরকে আপনি তারিখ আর সময় বদলের কথা জানাতে পারেন কিভাবে?'

'খুব সহজেই। আমি জানি কোথায় তারা আছে। আমার পক্ষে যোগাযোগ করা সম্ভব। পরিবর্তিত সময় আর লোকেশন জানিয়ে দিতে পারি আমি। প্রত্যেকের একটা করে নির্দিষ্ট টার্গেট আছে, শুধু সেটাই আমি বদলাতে পারি না।' এরপর পীর হিকমত ব্যাখ্যা করল কিভাবে স্বর্গযাত্রীদের আটকানো হয় জালে। বাছাই পর্বেই সতর্কতা অবলম্বন করা হয়, কারণ সবাইকে সম্মোহিত করা যায় না বা নতুন ধর্মের প্রতি সবারই ভক্তি আসে না। বাছাই করার পর তাদের নিয়ে কাজ করা হয়। প্রথম কাজ সত্যবাবার ধর্মের প্রতি ভালবাসা আর ভক্তি জাগানো। তারপর তাদের মন থেকে মৃত্যুভয় মুছে ফেলা হয়। বলা হয়, মৃত্যুর পর স্বর্গে চলে যাবে তারা। 'এসবই বলা যেতে পারে বেশ সহজ কাজ,' তার ভাব দেখে মনে হলো নীরস ইতিহাসের ওপর মহাপণ্ডিত কোন অধ্যাপক লেকচার দিচ্ছে। 'তবে, টার্গেট বরাদ্দের সময় যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, সেটা অত্যন্ত জটিল, পদ্ধতিটিতে কোন ভুলত্রুটি থাকলে চলবে না। আমার হিউম্যান মিসাইলের সাবকনশাসের অত্যন্ত গভীরে টার্গেটের পরিচয় গেঁথে দেয়া হয়, এতই গভীরে, যে সচেতন মনের অগোচরেই থেকে যায় ব্যাপারটা। কোন দুর্বল হিউম্যান মিসাইল যদি গ্রেফতার হয়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ইন্টারোগেট করা হলেও টার্গেটের নাম

বলতে পারবে না সে। কয়েকটা ক্ষেত্রে ইন্টারোগেটররা হয়তো অনুমান করতে পারবে, কিন্তু নিশ্চিত হতে পারবে না।'

'এবং আপনি বলছেন, এই অপারেশন বা ভবিষ্যৎ কর্মসূচী বন্ধ করা আপনার দ্বারা সম্ভব নয়?'

'না, বন্ধ করতে পারি না। বন্ধ করবও না। জায়গার নাম, সময় আর নামগুলো যদি আপনাকে বা আপনার মত কাউকে বলে দিই, তারপর বলে দিই কারা কোন কাজটা করবে, তাহলে হয়তো...'

'কিন্তু টার্গেট যদি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট জায়গায় হাজির না হয়? তাহলে কি ঘটবে?'

'আমার মিসাইল তার টার্গেট ঠিকই খুঁজে নেবে। শুধু তার জন্যে বরাদ্দ করা টার্গেটকেই খুঁজে নেবে সে। প্রতিটি টার্গেটই আসলে ইতিমধ্যে মারা গেছে, কারণ একজন লোক তাকেই শুধু খুঁজছে, তার জন্যে বরাদ্দ করা টার্গেটকে। সময় যতই বয়ে যাক–এক হপ্তা, এক মাস, এক বছর–এক সময় না এক সময় আমার কোন সাহায্য ছাড়াই টার্গেটকে ঠিকই খুঁজে পাবে সে। তারপর কি হবে? বুম!' ডান হাতের চারটে আঙুল একসাথে ফোটাল পীর হিকমত। 'বিস্ফোরণ!'

ইতোমধ্যে নিজের মাথায় সমস্ত তথ্যই গেঁথে নিয়েছে রানা। ওর স্মৃতিতে ওগুলো গাঁথা থাকবে–স্থান, কাল, পাত্র। কাজটায় এত মনোযোগী ছিল ও, কয়েক মুহূর্ত শুনতেই পায়নি কি বলছে পীর হিকমত।

'ওই দেখুন!' ম্যাপের গায়ে বারো নম্বর টার্গেটটা দেখাল পীর হিকমত। গোটা ম্যাপটাই এখন ক্রিসমাস ট্রির মত ঝলমল

করছে। 'ওখানে, ওই জায়গায়, সম্পূর্ণ অন্য রকম একটা জিনিস বিস্ফোরিত হবে। আগুনে ঝাঁপ দেবে আরেকটা পোকা।'

'কি ধরনের পোকা?'

'না, মানে, ওটা আসলে একটা অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান এনে দেবে।'

'আপনি বোধহয় অ্যাভং কার্ট আর লর্ড ওয়ালটন চেস্টারফিল্ডের অ্যাকাউন্টের কথা বলছেন...?' কথার মাঝখানে থেমে গেল রানা, কারণ দরজা খুলে তৃতীয় একব্যক্তি কামরায় ঢুকেছে।

'লর্ড চেস্টারফিল্ড? আহ্-হাহ্। লর্ড চেস্টারফিল্ড তো, মহিলা ডিটেকটিভ লেখিকারা যাকে বলেন–আ লিটল হেরিং। দুটো অ্যাভং কার্ট দেখেছেন আপনি, মি. রানা। কিন্তু জানেন কি, ওগুলোর ভেতরে সূক্ষ্ম ফাইনানশিয়াল বোমা তৈরি করা আছে? লর্ড চেস্টারফিল্ডের কথা আমরা ভুলে যেতে পারি, কি বলো, ডার্লিং?' রানাকে ছাড়িয়ে দরজার দিকে চলে গেল পীর হিকমতের দৃষ্টি। 'আপনার সম্ভবত, মি. রানা, আমার স্ত্রীর সাথে আগেই পরিচয় হয়েছে, তাই না? যদি না হয়ে থাকে, আসুন, মিসেস হিকমতের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই।'

'হ্যাঁ, পরিচয় হয়েছে আমাদের। সত্যি কথা বলতে কি, পরিচয় হয়েছে সে এক মজার পরিবেশে। আর হিকমত ঠিকই বলেছে, বেচারা ড্যাডির কথা আমরা ভুলে যেতে পারি,' বলল ডোনা চেস্টারফিল্ড। সম্পূর্ণ সুস্থ আর প্রাণচঞ্চল দেখাচ্ছে তাকে। 'এবার তাহলে ডিনারে বসতে পারি আমরা, কেমন? মি. রানা, আমার ধারণা, হিকমত আপনাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব দেবে।'

সাত

'আচ্ছা, লন্ডনে ও-সব তাহলে তোমার ভান ছিল? আর সেই ভৌতিক কণ্ঠস্বর–বাবাদের রক্ত ঝরবে সন্তানদের ওপর? কোমা, হিস্টিরিয়া, সবই তাহলে অভিনয় ছিল?' প্রথমে সত্যবাবা, তারপর অনারেবল ডোনা চেস্টারফিল্ডের দিকে তাকাল রানা।

'ঠিক তা নয়,' বলল ডোনা। 'অভিনয়ে অতটা পাকা নই আমি।' পীর হিকমতের বাহুতে মৃদু চাপ দিল সে।

রানা লক্ষ করল, স্বামীর বাহু ধরতে যাওয়ার সময় ডোনার হাতটা সামান্য কাঁপল। মেয়েটা কি সত্যি পীর হিকমতের স্ত্রী?

লন্ডনে যে-ক'বার ডোনাকে দেখেছে রানা, ওদের বাড়িতে বা বি.এস.এস-এর সারে ক্লিনিকে, হয় অজ্ঞান অবস্থায় ছিল মেয়েটা, নয়তো অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায়, চাদর দিয়ে ঢাকা ছিল শরীর। তবু, তার কাঠামো লক্ষ করে আন্দাজ করতে অসুবিধে হয়নি রানার, অপূর্ব দেহসৌষ্ঠবের অধিকারী সে, যে-কোন প্রথম শ্রেণীর ফ্যাশন ম্যাগাজিনে মডেল হবার সব রকম গুণ তার আছে। ওর অনুমান মিথ্যে নয়। নাটকীয় কাটিং-এর একটা ড্রেস পরেছে সে, রঙটাও নাটকীয়, টকটকে লাল। তার লম্বা চুল সম্প্রতি ছাঁটা হয়েছে, বদলে ফেলা হয়েছে আগের স্টাইলটা। আরও একটা উৎকট ব্যাপার চোখে না পড়ে উপায় নেই। তা হলো, মেকআপ। চোখে মুখে উদার হস্তে ব্যবহার করা হয়েছে। সব মিলিয়ে কোনভাবেই

মানায় না।

সুগঠিত চোয়াল, সরু নাক, সুডৌল চিবুক, বাদামী চোখ, চওড়া আর সরু ঠোঁট, গায়ের দুধে-আলতা রঙ–এত কিছুর পর কোন সুস্থ মস্তিষ্কের মেয়ে, এভাবে সঙ সাজতে পারে না। আরও একটা ব্যাপার রানার চোখ এড়াল না। কি কারণে কে জানে, উত্তেজিত হয়ে আছে মেয়েটা। যখনই সে কথা বলল, হয় হাত বাড়িয়ে ধরল পীর হিকমতকে, নয়তো তার দিকে একবার তাকিয়ে নিল, যেন অভয় পেতে চাইছে।

'ব্যাপারটা অভিনয় ছিল না, ছিল কি, ডিয়ার হার্ট?' ডোনার নখগুলো পীর হিকমতের বাহুতে দেবে গেল, সজোরে ঝাঁকি দিয়ে বাহুটা ছাড়িয়ে নিল সে, তারপর ঝাপটা দিয়ে সরিয়ে দিল হাতটা, ওটা যেন অস্বস্তিকর একটা পোকা।

'ডোনা ভলান্টিয়ার ছিল,' বলল পীর হিকমত, তার কণ্ঠস্বর আগের মতই শান্ত, ঠাণ্ডা ও নিচু।

ডোনা চেস্টারফিল্ডের আকস্মিক আবির্ভাবে আগের চেয়ে সতর্ক হয়ে উঠেছে রানা। পীর হিকমতের কথাগুলো মন দিয়ে শুনছে ও।

'বেচারি নাদিরা রহমানের প্রসঙ্গ উঠে পড়ে। তাকে নাহয় পাঠালাম আমরা, কিন্তু একটা ব্যাকআপ থাকতে হবে তো? বেচারি মারা যাবে, এ আমরা কল্পনাও করিনি। নাদিরার মৃত্যু আমাদের জন্যে বিরাট আঘাত হয়ে দেখা দেয়।'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই। মৃত্যুর ব্যাপারে আপনি খুবই স্পর্শকাতর।'

রানার তিক্ত মন্তব্যে কান দিল না পীর হিকমত। 'নাদিরা

সত্যিসত্যি ধরে নিয়েছিল, সে পালিয়ে যেতে পারছে। আসলে আমরা তাকে পালিয়ে যাবার সুযোগ করে দিয়েছিলাম। আমাদের কর্মসূচী সম্পর্কে খানিকটা আঁচ করতে পারে সে, আমরাই তাকে জানার সুযোগ করে দিই। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, মেয়েটাকে বিভিন্নভাবে কাজে লাগানো। আপনি তো জানেনই, নাদিরা যখন আমাদের আস্তানা ছেড়ে চলে গেল, তার সাথে কিছু ক্লু দিয়ে দিই আমরা–যেমন, আপনার টেলিফোন নম্বর। আমাদের কন্ট্যাক্টের মাধ্যমে যখন খবর এল, নদীতে ডুবে মারা গেছে সে, খুবই চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। ভয় পেলাম, তার সাথে ক্লুগুলোও হারিয়ে যায়নি তো?'

'ক্লু মানে তো শুধু আমার টেলিফোন নম্বর?'

'ওটা, তারপর যেটাকে আপনি হেঁয়ালি বা স্লোগান বলছেন–বাবাদের রক্ত ঝরবে সন্তানদের ওপর। ওটা আমি নাদিরার সাবকনশাসে গেঁথে দিই। ওই সময়, মি. রানা, আমার উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে সজাগ করে তোলা। প্রথম মৃত্যুকাজটা সফল হবার পর আমি আশা করলাম, নিশ্চয়ই তারা উপলব্ধি করবে যে অপরাজেয় একটা শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে হবে তাদের। কাজটার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল আতঙ্ক ছড়ানো, সবাই যাতে সিকিউরিটি সিস্টেমের অকার্যকারিতা উপলব্ধি করতে পারে, যার ফলে আপনাআপনি বাতিল হয়ে যাবে সাধারণ নির্বাচন।'

ব্যাখ্যা বা গল্পটা মেনে নিতে পারল না রানা। এই প্রথম পীর হিকমতের কথায় অনিশ্চিত একটা সুর অনুভব করল ও। যেন বানানো একটা কাহিনী শোনাচ্ছে সে। কিন্তু এই পর্যায়ে লোকটাকে চ্যালেঞ্জ করা নেহাতই বোকামি হবে। লোকটা এরই

মধ্যে প্রমাণ করেছে যে জাদুকরী, মহা ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা রয়েছে তার আঙুলের ডগায়। ভান করে যাও, নিজেকে বলল রানা। এমন ভাব দেখাও তার প্রতিটি কথা তুমি বিশ্বাস করছ।

'ওই সময়টায় বিভিন্ন মহলের সাথে চুক্তিতে আসার কাজে ব্যস্ত ছিলাম আমি, আলোচনা হচ্ছিল সত্য সমিতির সদস্যরা কিভাবে গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিতে পারে সন্ত্রাস। সত্য সমিতির কিছু অসুবিধে আছে, তার মধ্যে একটা হলো, সদস্য সংখ্যা–আমার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার জন্যে যথেষ্ট নয়, বিশেষ করে ইউরোপের অন্যান্য দেশে। সদস্য সংখ্যা আশানুরূপ হারে বাড়ছে না দেখে ভাবলাম, আমার স্বপ্ন কিছু কাটছাঁট করা দরকার...' হিকমতের চোখ দুটো যেন মরা মানুষের, কথাগুলো যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও বেরিয়ে আসছে মুখ থেকে।

'কি কাটছাঁট করা দরকার, ডার্লিং?' ডোনার মেকআপ করা চেহারায় সন্ত্রস্ত একটা ভাব ফুটে উঠল।

'তোমার উদ্বিগ্ন হওয়ার মত কোন ব্যাপার নয়, মাই ডিয়ার।' ডোনার হাতটা চাপড়াল পীর হিকমত, হাতটা একটু একটু কাঁপছে।

'আমার উদ্বেগ শুধু তোমাকে নিয়ে, ডার্লিং।' স্বামীর দিকে তাকাল সে, পরমুহূর্তে ঝট করে মুখ ফিরিয়ে নিল।

গোটা ব্যাপারটা, ওদের দু'জনের সম্পর্ক আর কথাবার্তা, অবাস্তব বলে মনে হলো রানার। 'তারমানে ডোনাকে আপনি পাঠিয়েছিলেন ব্যাকআপ হিসেবে...?'

'ও তো বললই, দায়িত্বটা স্বেচ্ছায় নিয়েছিলাম আমি,' বলল

ডোনা, হাসছে সে। 'আসলে ওর প্রতি আমি চিরঋণী হয়ে আছি, মি. রানা। অন্ধকার থেকে এই যে আলোয় এসেছি আমি, সম্পূর্ণ ওর কৃতিত্ব। আমার যখন কোন আশাই ছিল না, ড্রাগের অভিশাপ থেকে মুক্ত করে আমাকে ও।'

'সবই বুঝলাম, কিন্তু তোমার মত একটা মেয়ে ওর মত একজন লোককে স্বেচ্ছায় বিয়ে করবে, ভাবা যায় না। বয়সের পার্থক্যটা না হয় ছেড়েই দিলাম...'

'ওকে যখন প্রথম বললাম, তোমাকে আমি ভালবাসি, ভারি চিন্তায় পড়ে গেল ও,' রানাকে বাধা দিয়ে বলল ডোনা। 'সাইকিয়াট্রিস্টরা যেটাকে ট্যান্সফারেন্স বলে, ওর ধারণা হলো, আমারও তাই হয়েছে। একজন রোগিণী যেমন অসুস্থতার বিকল্প হিসেবে তার ডাক্তারের প্রেমে পড়ে। মাদকাসক্তির অভিশাপ থেকে মুক্তি পেলাম আমি, তার বদলে আমার ভেতর মাথাচাড়া দিল প্রেম।' এত কথা একসাথে বলার অনুমতি ডোনাকে এই প্রথম দিল পীর হিকমত।

'বুঝতে পারছি,' বলল রানা, সত্যবাবার দিকে ফিরল। 'ড্রাগ অ্যাডিক্টদের সত্যি আপনি সুস্থ করতে পারেন। কিভাবে, হিকমত? রহস্যটা কি আসলে?'

'আমার এই পদ্ধতি নতুন কিছু নয়, অনেক ক্লিনিকেও ব্যবহার করা হয়। কেউ যদি সত্যি বেঁচে থাকতে চায়, তার নেশা ছাড়ানো আসলে কোন সমস্যা নয়। ভিটামিন ইঞ্জেকশন, ডিসিপ্লিন, মেথাডোন, আর সাইড এফেক্ট কাটাবার জন্যে অত্যন্ত গভীর হিপনোসিস।' থামল সে, যেন আশা করছে মুগ্ধ বিস্ময়ে হাততালি দিয়ে উঠবে রানা। প্রায় বিশ সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর আবার

শুরু করল সে।

'এমন হতে পারে, কৃতিত্বটা আসলে আমার বিশেষ ধরনের হিপনোসিসের। ক্লিনিকগুলোয় সুস্থ হতে রোগীদের অনেক কষ্ট পেতে হয়, আমার চিকিৎসায় কোন কষ্ট নেই। তবে এমন অনেক কেসও আছে, যাদের সাহায্য করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়–যারা বাঁচুক বা মরুক গ্রাহ্য করে না। ওদেরকে আমি ডেথ-উইশ অ্যাডিক্ট বলি। ওরা হয়তো কিছুদিনের জন্যে সুস্থ হয়। আমি যাদের মৃত্যুকাজ বরাদ্দ করেছি, তারা বেশিরভাগই এই শ্রেণীতে পড়ে। কিন্তু যথেষ্ট হয়েছে, চলুন এবার খাবার টেবিলে বসা যাক।'

বোতামে চাপ দিতেই ম্যাপটা আবার জোড়া তৈল চিত্রে ঢাকা পড়ল। বোতামটা কোথায় লুকানো আছে, অন্যমনস্কতার ভান করে সেটা দেখে নিতে ভুল করল না রানা। পরে এক সময় এই কামরায় একা ফিরে আসার দৃঢ় একটা সংকল্প রয়েছে ওর মনে, যাদের মৃত্যুকাজ বরাদ্দ করা হয়েছে তাদের নামের তালিকাটা নোট করবে। ও বিশ্বাস করে, টেন পাইনস প্ল্যানটেশন থেকে জীবিত ফিরে যাবে ও, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

বারের এক কোণের একটা বোতামে চাপ দিয়ে বেল বাজাল পীর হিকমত। ধূসর রঙের স্যুট পরা দেহরক্ষীরা ওয়েটার হিসেবে দায়িত্ব পালন করল। মোট ছ'জন ওরা, তাদের ফ্যাশন দুরস্ত পোশাক নিচের ফোলা ভাবগুলো ঢাকতে পারেনি, বুঝতে অসুবিধে হয় না যে সবাই ওরা সশস্ত্র।

কামরার ভেতর সুরুচির স্বাক্ষর বহন করছে শুধুমাত্র ক্যারোলিন ডাইনিং টেবিলটা, মর্যাদার প্রতীক সাথের

চেয়ারগুলোও নকল নয়। বারোজনের বসার মত যথেষ্ট জায়গা রয়েছে টেবিলের চারধারে। তবে আজ রাতে টেবিলটা সাজানো হয়েছে মাত্র তিনজনের জন্যে। ডিশ, প্লেট, পিরিচ, চামচ ইত্যাদি দেখে মনে হলো জর্জিয়ান সিলভারওয়্যার, গ্লাসগুলো সম্ভবত ওয়াটারফোর্ড ক্রিস্টাল। দেহরক্ষী জনি ঘোষণা করল, ডিনার পরিবেশন করা হয়েছে। বিরাট একটা রূপালি পাত্র টেবিলের মাঝখানে রেখে পিছিয়ে গেল দু'পা। পাত্রটা থেকে সবাইকে সামার সুপ পরিবেশন করল ডোনা–বরফশীতল, সাথে টমেটো, পিঁয়াজ, রসুন আর মরিচ।

'আশা করি সুপটা আপনার ভাল লাগবে, মি. মাসুদ রানা। নাকি তোমাকে আমি শুধু রানা বলে ডাকব?'

'অসুবিধে কি, ডোনা। অচিরেই ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব দরকার হবে তোমার।'

ঝট করে মুখ তুলল ডোনা, প্রায় চমকে উঠেছে, চামচ থেকে ছলকে উঠল খানিকটা সুপ। 'কি বলতে চাও তুমি?' চোখে পরিষ্কার আতঙ্ক, গলাটাও চড়ল।

'ওঁর কথায় কান দিয়ো না, ডিয়ার,' অভয় দিল পীর হিকমত। 'আমাকে পছন্দ করেন না উনি, সত্য সমিতির বিরুদ্ধে আক্রোশ রয়েছে। সেজন্যেই তোমাকেও ওঁর পছন্দ নয়। এটা কোন ব্যাপারই না। প্রতিটি পুরুষ তোমাকে ভালবাসবে, তাই কি হয়?'

মশলাদার সুপ পরিবেশন করা হলো রানাকে। মুখ তুলে পীর হিকমতের দিকে তাকাল রানা। 'আপনি আমার সুপ টেস্ট করবেন?'

'তার কি কোন প্রয়োজন আছে? আমার স্ত্রীই তো আপনার সাথে খাচ্ছেন।'

'তখন কি বললাম মনে নেই আপনার? শয়তানের সাথে খেতে বসলে সতর্ক থাকতে হয়।'

ছোট্ট করে কাঁধ ঝাঁকাল সত্যবাবা, রানার পেয়ালায় চামচ ডোবাল। এক চামচ সুপ খেয়ে হাসল সে। 'সন্তুষ্ট?'

'হ্যাঁ।'

'এটা ভদ্রতার পর্যায়ে পড়ে না,' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল ডোনা, হঠাৎ যেন রাগ হয়েছে তার। 'ভুলে যেয়ো না, হিকমতের অতিথি তুমি। কোন অতিথি এ-ধরনের আচরণ করে না।'

'আমাদের দেশে একটা কথা আছে–যেমন কুকুর তেমনি মুগুর,' বলল রানা। 'আচরণের কথা যদি বলো, তোমার স্বামীর যেমন আচরণ প্রাপ্য ঠিক তেমনটিই পাচ্ছেন। উনি যদি সন্ত্রাস সৃষ্টির বর্তমান অপারেশনটা বাতিল করে দেন, যদি স্বর্গযাত্রীদের নামের তালিকা আমাকে লিখে দেন, তাহলে হয়তো আরও ভাল আচরণ পেতে পারেন উনি–বিশেষ করে আমি যখন তোমাদের দু'জনের সাথে দেখা করার জন্যে জেলখানায় যাব।'

'ওই একটা জায়গায় কখনোই আমাদের যেতে হবে না,' দ্রুত বলল পীর হিকমত, চোখ ঘুরিয়ে তাকাল ডোনার দিকে। কথা শেষ করে হাসল সে, কেন কে জানে তার কথা বিশ্বাস করল রানা। সন্ত্রাস আর মৃত্যু যার খেলার বস্তু, এমন একটা উন্মাদ যদি ধরা দেয়ার চেয়ে আত্মহত্যাকে শ্রেয় জ্ঞান করে, আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এত লোককে মারছে, প্রিয় সঙ্গিনীকে মারতেই বা তার বাধবে কেন?

তবে আত্মহত্যার প্রশ্ন আসবে একেবারে শেষ মুহূর্তে, যখন আর কোন বিকল্প থাকবে না।

মেইন ডিশ আসার আগে টুকটাক গল্প করল ওরা। রোজমেরি ও অন্যান্য সবজির সাথে রান্না করা বাচ্চা ভেড়ার মাংস পরিবেশন করা হলো, সাথে রোস্ট করা আলু আর বীন।

'নিন, শুরু করুন,' উৎফুল্লকণ্ঠে বলল পীর হিকমত। 'আপনি ইংরেজ নন, তবে ইংরেজদের সাথে হাত মিলিয়েছেন, সেজন্যেই ইংলিশ ডিশের আয়োজন করতে বলেছিলাম। সমস্ত আয়োজন আপনার কথা মনে রেখে করা হয়েছে, মি. রানা। হেলপ ইওরসেলফ। ওই একই ডিশ থেকে আমরাও খাব। আপনি হয়তো ভাবছেন ওয়াইনের সাথে ভয়ঙ্কর কোন বিষ মেশানো আছে, তাই ওটাও টেস্ট করব আমি।' আবার শব্দ করে হাসল সে, রানা অনুভব করল, হাসিটার মধ্যে ভীতিকর কি যেন একটা আছে।

নিজেই উঠে গিয়ে জিঙ্ক বার থেকে ওয়াইনের দুটো বোতল নিয়ে এল সত্যবাবা। দুটো থেকেই এক ঢোক করে ওয়াইন খেলো সে।

সবশেষে, মনে মনে স্বীকার করল রানা, এত ভাল ডিনার অনেক দিন খায়নি ও। ভেড়ার মাংসটা ছিল অত্যন্ত নরম আর সুস্বাদু।

খানাপিনা চলছে, এটা-সেটা অনেক বিষয়ে প্রশ্ন করল রানা, বিশেষ করে ডোনার বাড়ি ফেরা প্রসঙ্গে। 'আমি তো ওকে অসহায়, অসুস্থ অবস্থায় দেখলাম, মনে হচ্ছিল যে-কোন মুহূর্তে মারা যেতে পারে।'

'ঝুঁকি হয়তো ছিল, তবে সামান্যই,' জবাব দিল সত্যবাবা। 'ঝুঁকিটা নেয়ার ব্যাপারে দু'জনেই একমত হই আমরা। আসলে, ওর মনে যে কথাগুলো গেঁথে দিই আমি সেগুলোর অর্থ জানত ও। ডোনা তো সত্য সমিতির অত্যন্ত বিশ্বস্ত একজন সদস্যা, সেই প্রথম থেকে। আমাদের উদ্দেশ্যের প্রতি পূর্ণ সমর্থন রয়েছে ওর।

'প্যাঙবোর্ন থেকে লন্ডনে ফেরার পথে আমি ওর সাথে গাড়িতে ছিলাম, এলএসডি-র ফাইন্যাল ডোজটা তখনই দেয়া হয় ওকে, ওর বাবার বাড়ির কাছাকাছি এসে। ওকে আমি সাতদিন গভীরভাবে সম্মোহিত করে রাখি।' ঠোঁট টিপে মিটিমিটি হাসল পীর হিকমত।

'ওর বাবার সাথে আপনার সম্পর্কটা কি?' জানতে চাইল রানা।

'সম্পর্কটা ঋণের, আরও পরিষ্কার করে বলতে হলে বলা উচিত, ঋণ পরিশোধের। তিনি আমার অমর্যাদা করেন। অ্যাভং কার্ট ভেঞ্চারটা তাঁর ব্যাংক যদি সমর্থন করত, আমার অনেক উপকার হত।'

'তাহলে বি.এস.এস-এর সারে ক্লিনিকে আপনার লোকেরা ডোনাকে ছিনিয়ে আনতে গিয়েছিল, এই সময় ওদেরকে পালিয়ে আসতে হয়? অথচ আমরা ভেবেছিলাম, ওরা ডোনাকে খুন করতে গিয়েছিল।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। ডোনাকে উদ্ধার করাটাই ওদের উদ্দেশ্য ছিল। আমার লোকেরা তাকে খুন করতে চাইবে কেন? তবে, গোটা ব্যাপারটা দুর্ভাগ্যজনক। সার্জেন্ট রেম্যান ওখানে উপস্থিত ছিল, কিন্তু সব গোলমাল করে দিল নিনি খন্দকার। নিনির প্রসঙ্গ

যখন উঠল, মি. রানা আবার আপনাকে সেই প্রস্তাবটা দিতে হচ্ছে। আপনি যদি আমার ছোট্ট একটা উপকার করেন, তাতে লাভ হবে আপনার।'

'প্রস্তাবটা কি?' জিজ্ঞেস করল রানা, ভাব দেখাল হিকমতের দেয়া প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে গেছে ও। আসলে ভোলেনি। ও জানে, পীর হিকমত তার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই রক্ষা করবে না, কিংবা ছোট্ট কোন উপকার চাওয়ার লোকও সে নয়।

আগের সেই কথাই পুনরাবৃত্তি করল পীর হিকমত, 'ছোট, নগণ্য একটা উপকার চাইছি আমি। বিনিময়ে স্বর্গযাত্রীদের নাম-ঠিকানা আপনাকে জানিয়ে দেব। এমনকি এখানে যারা আছে, তাদের নাম-ঠিকানাও। তবে, এখনকার অপারেশন শেষ হবার পর।'

হাসল রানা, তাকিয়ে রয়েছে খালি প্লেটটার দিকে। 'এরকম ভুরিভোজনের পর ব্যবসা নিয়ে আলোচনা থাক। আপনার প্রস্তাবটা পরে শোনা যাবে, হিকমত।'

'আপনার যেমন খুশি। বারের সামনে চলুন, ওখানে পুডিং দেয়া হয়েছে। এবারও, সবাই আমরা একই ডিশ থেকে খাব।'

'তুমি ওকে মাথায় তুলছ, হিকমত,' রাগতঃকণ্ঠে বলল ডোনা।

হাসল পীর হিকমত। 'বলো, গাছের মাথায়, মাই ডিয়ার। মইটা কার হাতে, তুমিই বলো? ওটা কেড়ে নিতে কতক্ষণ?'

বারের সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। পীচ ফল চিনির সিরাপে ভিজিয়ে রাখা হয়েছে কয়েক ঘণ্টা ধরে। কথামত, পুডিঙের স্বাদ প্রথমে পীর হিকমতই নিল, তারপর রানা আর ডোনা।

'আচ্ছা,' খেতে খেতে বলল রানা, 'আপনি বললেন, এখান থেকে আমি নাকি কোনদিন পালাতে পারব না। কারণটা কি?'

'মি. রানা, পালাবার কথা আপনি চিন্তাও করবেন না।'

'কেন?'

'আপনাকে বললেও কিছু আসে যায় না। টেন পাইনস প্ল্যানটেশন থেকে পালাবার কোন উপায়ই নেই, আমি যদি অনুমতি না দিই।'

'গেস্টরুমের জানালা দিয়ে সৈকত আর সাগর দেখা যায়। কাঁচের স্লাইডিং ডোর দেখেছি আমি, তালা দেয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। দরজা খুলে আমি যদি বেরিয়ে যাই? সৈকত পেরিয়ে সাগরে নামতে পারি। আমি সাঁতার জানি। পালাতে অসুবিধে কি? নাকি সশস্ত্র গার্ডরা চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দিচ্ছে?'

'ওটা বাড়ির পিছন দিক, ওদিকে কোন গার্ড নেই। গার্ড শুধু বাড়ির সামনের দিকে আছে।' মিটিমিটি হাসছে পীর হিকমত, যেন রানার সাথে কৌতুক করছে সে। 'বাড়ির সামনের দিকে বড় বড় গাছপালাও নিশ্চয়ই আপনি দেখেছেন, ওখানে শুধু সশস্ত্র গার্ড নয়, ট্রেনিং পাওয়া কুকুরও আছে–অচেনা কাউকে দেখামাত্র ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু সাগরের দিকে গার্ড বা কুকুর কোনটাই দরকার নেই। কারণ? কারণ ওদিকটা পাহারা দেয়ার ব্যবস্থা প্রকৃতিই করে রেখেছে। প্রকৃতির ব্যবস্থার সাথে আমার নিজস্ব কিছু ব্যবস্থাও যোগ হয়েছে।'

'যেমন? হাঙর?'

'এদিকের সাগরে হাঙর নেই। আসলে বাড়ির পিছন আর মূল সৈকতের মাঝখানে খানিকটা জলাভূমি আছে, আগাছায় ভরা–বড়

বড় নোটিস বোর্ড রাখা হয়েছে, ট্যুরিস্টদের সাবধান করে বলা হয়েছে, ওদিকে পা বাড়ানো মানে নির্ঘাত মৃত্যু। বোকা মানুষদের কথা কি আর বলব, তারপরও দুর্ভাগ্যজনক অ্যাক্সিডেন্ট প্রায়ই ঘটে। আজ পর্যন্ত কোন লোক–কোন লোকই–ওই জলাভূমির ওপর দিয়ে হেঁটে সৈকতে পৌঁছুতে পারেনি। জলাভূমি তো নয়, ওটাকে নরকই বলতে পারেন। মি. রানা, আপনি নিশ্চয়ই ওয়াটার মোকাসিনের কথা শুনেছেন?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'সাধারণত ওগুলোকে কটনমাউথ বলা হয়–হ্যাঁ।'

'তাহলে আপনি আমার সাথে একমত যে ওগুলো বিপজ্জনক সাপ?'

'একমত, যদি না আপনি খুব তাড়াতাড়ি চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারেন।'

'ঠিক তাই। ওয়াটার মোকাসিনের বিষ ওষুধ হিসেবে ব্যবহার হয়, হেমোরেজিক কন্ডিশনের চিকিৎসায়। লাল রক্তকণিকা ধ্বংস করে ওটা, রক্তকে জমাট বাঁধায়। তাড়াতাড়ি চিকিৎসা না হলে একটা কামড়ই বিপজ্জনক। একাধিক কামড়ে মৃত্যু অনিবার্য।'

'একাধিক?'

গম্ভীরভাবে মাথা ঝাঁকাল পীর হিকমত। 'বাড়ির পিছনের জলাভূমিটা, দু'পাশ থেকে দশ ফুট উঁচু ইস্পাতের প্লেট দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। মি. রানা, ওই ঘেরা জলাভূমিতে ওয়াটার মোকাসিনের একটা কলোনি তৈরি করেছি আমরা। কলোনিটা বেশ কয়েক বছর আগে তৈরি করা হয়েছে। সাপগুলো নিরুপদ্রবে বাস করছে ওখানে। ওগুলোর কথা এলাকার লোকজন খুব ভাল

করেই জানে।'

'জলাভূমি থেকে এগুলো সাগরে বেরিয়ে যায় না?'

'না, ওগুলোকে নিশাচর প্রাণী বলা যায়, সাগরের প্রতি খুব একটা টান নেই। দু'বছর পরপর প্রতিটি নারী মোকাসিন পনেরোটা করে বাচ্চা পয়দা করে। এবার আপনি বুঝে নিন, কেন ওদিকে সশস্ত্র গার্ড রাখার দরকার হয় না।'

শিউরে উঠল ডোনা, অভয়দানের জন্যে তার কাঁধে একটা হাত রাখল পীর হিকমত। 'আমার তরুণী স্ত্রী ওগুলোকে অসম্ভব ভয় পায়। প্রথম যেদিন এখানে এল ও, একটা ঘটনা ঘটে যায়। এক লোককে, আমাদের কাছে তার কোন গুরুত্ব ছিল না, কামড় দেয় ওয়াটার মোকাসিন। সর্বমোট চল্লিশবার কামড় খায় সে। ওর ভয় পাবার কারণটা, আশা করি, আপনি বুঝতে পারছেন, মি. রানা? ওয়াটার মোকাসিন সম্পর্কে সরকারী সতর্কবাণী লেখা নোটিসবোর্ড আছে এলাকায়, কিন্তু র‍্যাটলার, ব্ল্যাক উইডো, স্করপিয়ন বা এরকম আরও বিপজ্জনক সরীসৃপ সম্পর্কে কোন সতর্কবাণী এলাকার কোথাও আপনি দেখতে পাবেন না–অথচ ওগুলোরও কোন কমতি নেই আমাদের জলাভূমিতে।' আবার ঠোঁট টিপে হাসল সে। 'পেলিক্যান আর সান্ড পাইপার দেখতে ভারি সুন্দর, কিন্তু ওগুলোও দেখতে এসে ট্যুরিস্টরা ভুলেও জলাভূমির কিনারায় পা ফেলে না। এলাকার হোটেল কর্তৃপক্ষ নানা ধরনের সাবধানতা অবলম্বন করে, তারপরও তো প্রায় গলফারদের তাড়া করে অ্যালিগেটরগুলো। খবরদার, ওগুলো ধাওয়া করলে ভুলেও সোজা দৌড়াবেন না। কাকে কি বলছি, এ-সব নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে?'

'আমি যতটুকু জানি, ওগুলোকে উত্তেজিত করা হলে খুব জোরে ছুটে আসে, তবে সোজা একটা পথ ধরে। আপনি যদি এঁকেবেঁকে ছোটেন, ভয়ের কোন কারণ নেই।'

'ডিনারটা তুমি উপভোগ করেছ, রানা?' জানতে চাইল ডোনা, যেন প্রসঙ্গটা বদলাতে চাইছে সে।

রানা জানাল, হ্যাঁ, খুবই। কফি দেবে কিনা জানতে চাইল ডোনা, প্রত্যাখ্যান করল রানা।

'কাজেই, মি. রানা,' পীর হিকমত সেই একই প্রসঙ্গের খেই ধরে বলল, 'পরে আপনি দুঃখ করে বলতে পারবেন না যে আপনাকে আমি সাবধান করে দিইনি। নিজেকে যদি মরণশীল বলে মনে না করেন তাহলে আলাদা কথা, সেক্ষেত্রে আপনি হয়তো পালাবার চেষ্টা করবেন। তবে, আমার পরামর্শ হলো, এভাবে নিজের মৃত্যু ডেকে আনাটা আপনার জন্যে ঠিক মানানসই হবে না। সাপের কামড় খেয়ে মারা গেছে মাসুদ রানা, লোকে শুনলে হাসবে যে!' রানা বুঝল, পীর হিকমত মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছে না। তবে, ভাবল ও, বিপদসংকুল বলেই, সাগরের দিকে যাবার কোন না কোন পথ বা উপায় এককালে ওখানে নিশ্চয়ই ছিল। সেই উপায় বা পথটা ওর পক্ষে হয়তো ব্যবহার করা সম্ভব হবে, জেসমিনের গুছিয়ে দেয়া ইমার্জেন্সী প্যাক-এর সাহায্যে, ব্রীফকেসের ভেতর যেটা লুকানো আছে।

'ভোজনপর্ব শেষ হয়েছে,' যেন জানা কথাটাই নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিতে চাইল পীর হিকমত।

'কাজেই?'

'কাজেই আমার প্রস্তাবটা নিয়ে এবার আলোচনা হওয়া

দরকার নয়?'

'কি জানি।' উন্মাদ লোকটার সাথে কোনরকম চুক্তিতে আসার কথা ভাবতেও ঘৃণা বোধ করছে রানা, তাকে এমনকি মানুষ বলেও ভাবতে পারছে না ও।

'আসুন,' রানার বাহুতে চাপড় দিল পীর হিকমত, তার স্পর্শে রী-রী করে উঠল রানার গা। 'আসলে কি জানেন, আমার পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ার পর, আমি উপলব্ধি করতে পারছি, সত্য সমিতির আর কোন তাৎপর্য নেই। স্বর্গযাত্রীদের দ্বারা আমার আর কোন কাজ হবে না। তাদের ভবিষ্যৎ আপনার হাতে তুলে দিতে চাই আমি, দেখব তাদের সবাইকে জালে আটকানোর মত বুদ্ধি আপনার আছে কিনা। আপনি বোধহয় আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছেন না, তাই না? ঠিক আছে, প্রস্তাবটা অন্তত শুনতে আপত্তি কি?'

শয়তান যেন মধু ঢালছে রানার কানে, বিষ মেশানো মধু। রানার ধারণা হলো, লোকটা ওকে মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে প্রতারিত করার চেষ্টা করবে। তবু, আশাবাদী হয়ে ওঠার প্রচুর উপাদান রয়েছে তার কথায়। রানা হয়তো আরও সন্ত্রাস, আরও মৃত্যু ঠেকাতে পারবে। সত্যি হোক আর মিথ্যে, শুনতে অসুবিধে কি? শেষ পর্যন্ত ভান করে যেতে হবে ওকে। 'ঠিক আছে, বলুন। কি উপকার চান আপনি?'

'দীর্ঘ ভূমিকা করে আমি আপনার বিরক্তি উৎপাদন করব না। ব্যাপারটা নিনি খন্দকারকে নিয়ে।'

মেয়েটা বলেছে ওকে, তাকে যদি বিয়ে করে ও, পীর হিকমত ওদেরকে স্বর্গযাত্রীর সাথে শান্তিতে বেঁচে থাকতে দেবে। কথাটা

বিশ্বাস করেনি রানা। এখন বুঝতে পারছে, সেই প্রসঙ্গটাই তুলতে চাইছে পীর হিকমত।

'সে বহু বছর আগের কথা,' বলে চলেছে সত্যবাবা, তার গলা খাদে নেমে গেল, খসখসে একটা কর্কশ ভাব ফুটল, কেমন যেন অনিশ্চিত একটা সুর। 'এইটুকুই বলা যথেষ্ট যে নিনির বাবার কাছে এক সময় আমি ঋণী ছিলাম। কাকতালীয় ব্যাপারে কারও হাত নেই।' রানার মনে হলো, সুদূর অতীতে ফিরে গেছে লোকটা। 'আপনার কাছে হয়তো অবিশ্বাস্য বলে মনে হতে পারে, কিন্তু ঘটনা সত্য। নিনি আমার মেয়ে–আমি ওর ধর্মের বাবা, ইংরেজিতে যেমন বলা হয় গডচাইল্ড। আমার স্বাধীনতা আর জীবন, বলতে পারেন এ-সব নিনির বাবার দান। তিনি আমার জীবন রক্ষা করেছিলেন। নিনি তখন ছোট্টটি, ওর বাবা আমার হাত ধরে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেন, আমি যেন নিনিকে দেখি, তার ভাল-মন্দ সম্পর্কে খোঁজ রাখি। প্রকৃতির কি অদ্ভুত খেয়াল, শত্রু ও মিত্রের দুটো আলাদা ভূমিকা নিয়ে আজ আমাদের দেখা হয়েছে অনেক বছর পর। কি করে জানব আমি, বাংলাদেশ ছেড়ে আমেরিকায় চলে আসবে মেয়েটা? কি করে জানব, যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারন্যাল রেভিনিউ সার্ভিসের একজন এজেন্ট হিসেবে নিজের ক্যারিয়ার তৈরি করবে সে?

'নিয়তির নির্মম পরিহাস নয়, আইআরএস আমাকে ধরার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে? তবে আমাকে ওরা কোন দিনই ধরতে পারবে না। তাছাড়া, নিনিও আমার হাতে বন্দী। কি অদ্ভুত ব্যাপার, তাই না? নিনি তার ধর্মপিতার হাতে বন্দী। কিন্তু এখন আমি কি করব? কি করব নিনিকে নিয়ে?

'আমার হাতে আপনিও বন্দী, মি. রানা। নিজের বুদ্ধির ওপর যদি সামান্যতম শ্রদ্ধাও আমার থাকে, আপনাকে আমার এই মুহূর্তে গুলি করে মেরে ফেলা উচিত। কারণ, আপনি অত্যন্ত বিপজ্জনক ব্যক্তি। তবে, এ কথাও ঠিক, যতদিন খুশি এখানে আমি আপনাকে বন্দী করে রাখতে পারি।

'আমি চলে যাব, তার আর বেশি দেরিও নেই, কিন্তু যাবার সময় অপরাধবোধে ভুগতে চাই না। আমি চাইছি, বিবেকের একটা অংশ যেটুকু পারা যায় পরিষ্কার করে নেব। আমি যে-সব তথ্য দেব আপনাকে, বর্তমান অপারেশন শেষ হবার পর, তার বিনিময়ে আমি আপনার কাছে প্রস্তাব রাখছি, মি. রানা, নিনি খন্দকারকে বিয়ে করুন আপনি।'

ব্যাপারটা অচিন্তনীয়, সময় দরকার রানার। 'এসব কি নিনি জানে?'

'এসব মানে?' কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাত দুটো দুদিকে মেলে দিল পীর হিকমত।

'আপনি তার ধর্মপিতা, তার বাবার সাথে আপনার সম্পর্ক ইত্যাদি?'

'না! না, তাকে বলাও যাবে না।' তাড়াতাড়ি বলল হিকমত, গলার সুরে উদ্বেগ। যেন কাঁচা কোন স্নায়ুতে খোঁচা লেগেছে। সন্দেহ নেই, পীর হিকমতের স্বভাববিরুদ্ধ আচরণ।

'কেন, বলা যাবে না কেন?'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করল সত্যবাবা। 'কারণ, তাহলে দুনিয়ার সামনে আমার অন্য একটা চেহারা প্রকাশ পেয়ে যাবে। সাধারণ, দুর্বল মানুষ হিসেবে দেখা হবে আমাকে। আমার দাম

কমে যাবে, ব্যবসার ক্ষতি হবে। আমি নির্মম, পাষাণ, আমার কোন ভাবাবেগ নেই, এ-সব লোকে বিশ্বাস করে বলেই সন্ত্রাস সৃষ্টির কাজগুলো আমাকে দিয়ে করানোর কথা ভাবা হয়।'

'এ-সব অমানবিক কাজ ছেড়ে দেয়ার কথা আপনি ভাবছেন না?'

'প্রশ্নই ওঠে না। এভাবে বেঁচে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি আমি। শান্তিময় পরিবেশ আমার জন্যে নরকতুল্য। কোথাও যদি অশান্তি সৃষ্টির কোন সুযোগ না থাকে, আলপিন দিয়ে নিজেকে খোঁচাব আমি।' কথা শেষ করে গলা ছেড়ে হেসে উঠল পীর হিকমত, গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল রানার।

তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল ও, 'অনুষ্ঠানটা কখন করতে চান আপনি?'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। মেয়েকে আমিই আপনার হাতে সঁপে দেব, স্বভাবতই।'

খানিকটা আশার আলো দেখতে পেল রানা। বিয়েটা যদি পীর হিকমতের উদ্যোগ আর আয়োজনে হয়, সত্য সমিতির বাইরে তার কোন আইনগত বৈধতা থাকবে না।

সময় দরকার ওর। সম্ভবত হার্বার্ট রকসনের লোকজনকে ইতোমধ্যে সতর্ক করা হয়েছে। সময়। কিন্তু পীর হিকমত ওকে সময় দিতে ইতস্তত করছে না কেন? গোটা ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য আর উদ্ভট লাগছে ওর। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব? কত তাড়াতাড়ি?' জানতে চাইল ও।

'আজ রাতেই নয় কেন?'

হিকমতের কোন কথাই বিশ্বাস করছে না রানা। নিনির

ধর্মপিতা? অসম্ভব। নিনির বাবাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল না ছাই। হিকমতের মত নরপিশাচ একটা মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন হতে পারে না। তাহলে এ-সবের পিছনে আসল উদ্দেশ্যটা কি?

সবচেয়ে সহজ উত্তর হতে পারে, রানা আর নিনিকে খুশিমনে ব্যস্ত রাখতে চায় পীর হিকমত, সেই ফাঁকে সন্ত্রাস সৃষ্টির শেষ পর্যায়ের কাজটা সেরে ফেলবে সে।

বিবেচনা করার মত আরও ব্যাপার আছে। ওর জানা নেই, নিনি আসলে পীর হিকমতের স্পাই কিনা। তবে, ওর বিশ্বাস, মেয়েটা ওকে সব সময় সত্যি কথাই বলেছে।

ডোনা চেস্টারফিল্ডের কাহিনীও বিশ্বাস করার মত নয়। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা মেনে নেয়া যায় না। সত্যি কথা বলতে কি, প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে খুবই অস্পষ্ট ধারণা রয়েছে রানার। বুঝতে পারছে না কাকে বিশ্বাস করা যায় বা কাকে বিশ্বাস করা যায় না। শুধু একটা ব্যাপারে কোন দ্বিধা বা সন্দেহ নেই ওর মনে–পীর হিকমতকে ধ্বংস করতে হবে। নিজের হাতে।

আবার কথা বলল পীর হিকমত, গলার আওয়াজ আগের চেয়েও নিচু, 'আজ রাতেই নয় কেন?'

তার দিকে না তাকিয়ে জবাব দিল রানা, 'নয় কেন?' সময় পাবার চেষ্টা করো। সময় পেলে দু'একটা সুযোগ এসে যেতে পারে। তবু, প্রস্তাবটা গ্রহণ করার সময়, অন্তরের অন্তস্তল থেকে অনুভব করল রানা, নিজের মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করছে ও। পীর হিকমতের দুঃস্বপ্নময় জগতে আর কিছু সম্ভব বলে মনে হয় না।

আট

সময়টা যেন অবাস্তব স্বপ্নের ভেতর দিয়ে বয়ে চলেছে। উপাসনালয়ে রয়েছে ওরা, চারদিকে ফুলের স্তূপ, আড়াল করা স্পীকার থেকে সানাইয়ের করুণ সুর ভেসে আসছে। বর পক্ষের লোক বলতে একা সার্জেন্ট বিল রেম্যান, রানাকে নিয়ে মঞ্চের গোড়ায়, ধাপের নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মঞ্চটা সাজানো হয়েছে ফুল আর সোনালি-রূপালি জরি দিয়ে, মঞ্চের ওপর ধবধবে সাদা সিল্কের আলখেল্লা পরে দাঁড়িয়ে রয়েছে পীর হিকমত, আহলাদে আটখানা চেহারা।

এর আগে, আজ রাতেই, বিয়ের প্রস্তাবটা রানা গ্রহণ করার সাথে সাথে টেলিফোনের দিকে হাত বাড়ায় পীর হিকমত। প্রায় আঁতকে উঠে তাকে বাধা দেয় রানা। 'দাঁড়ান!' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে ও। 'কি করছেন?'

'আজ রাতে বিয়ে, যোগাড়-যন্ত্র লাগবে না?' বিস্মিত হয়ে জানতে চায় সত্যবাবা।

'যোগাড়-যন্ত্র পরে করলেও চলবে,' শান্তভাবে বলল রানা।

'তারমানে?' হিকমতের গলায় উদ্বেগ। 'এখন আর আপনি পিছিয়ে যেতে পারেন না!'

'কে বলল পিছিয়ে যাচ্ছি? নিনিকে বিয়ে করতে হলে, তার অনুমতি নিতে হবে না?'

'কোন প্রয়োজন নেই। সে আপনাকে বিয়ে করবে। আমি জানি তার কোন আপত্তি নেই।'

'কথাটা আমি তার মুখ থেকে শুনতে চাই।'

'ডোনা,' আজ সন্ধ্যায় এই প্রথম পীর হিকমতের গলা চড়ল। 'যাও, নিনিকে এখানে নিয়ে এসো। এখুনি।'

'না!' হাত তুলল রানা। 'তার সাথে আমি একা কথা বলতে চাই। গেস্টরুমে। তা না হলে, এ বিয়েতে আমি রাজি নই, হিকমত। ভেবে দেখুন। আপনি যদি চান বিয়েটা হোক, তাহলে তার সাথে একা কথা বলতে দিতে হবে আমাকে। তাকে আমার প্রস্তাব দিতে হবে, পুরুষ যেমন মেয়েকে প্রস্তাব দেয়। তাছাড়া, এ-কথাও তাকে বুঝতে দিতে হবে কেন বিয়েটা হচ্ছে, বিয়ের পরই বা কি ঘটবে।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল পীর হিকমত, তারপর ফোনের রিসিভার নামিয়ে রেখে মাথা ঝাঁকাল। 'বেশ। তবে আমি জানি আপনাকে বিয়ে করতে আপত্তি নেই তার।'

একটা শব্দ শুনে রানার সন্দেহ হলো, ডোনা চেস্টারফিল্ডের গলায় কি যেন আটকে গেছে, বিষম খাওয়া থেকে একটুর জন্যে বেঁচে গেল সে। মেয়েটার দিকে ফিরল ও, দেখল পুরু মেকআপ থাকা সত্ত্বেও ম্লান দেখাচ্ছে চেহারা। আবার ভাবল ও, কেন? ওদের বিয়ে হলো কেন? পীর হিকমতের এক ধরনের কৌতুক? সূক্ষ্ম কোন টরচার? পরিষ্কার বোঝা যায়, স্বামীকে ভয় করে ডোনা। সন্ত্রস্ত একটা মেয়েকে নিয়ে সুখী হওয়ার কথা ভাবা যায় না। সেক্ষেত্রে, কেন এই প্রহসন?

দরজায় নক হলো। ভেতরে ঢুকল দেহরক্ষী জনি। তাকে

নির্দেশ দেয়া হলো, রানাকে গেস্টরুমে দিয়ে এসো। গেস্টরুমের বাইরে অপেক্ষা করতে হবে তাকে।

'ভুল করছ...' রানার দিকে কাতর চোখে তাকাল ডোনা। '...কাজটা ভাল করছ না। সত্যি উচিত হচ্ছে না...'

'কি উচিত হচ্ছে না, ডোনা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ,' প্রশ্ন করল পীর হিকমতও, তার বলার সুরে নগ্ন হুমকি। 'মি. রানার কোন্ কাজটা উচিত হচ্ছে না, ডোনা?'

'নিনিকে তোমার দেখা উচিত নয়,' ফুঁপিয়ে উঠল ডোনা। 'বিয়ের দিন কনেকে দেখলে মারাত্মক অমঙ্গল হয়। কোন অবস্থাতেই বিয়ের দিন কনেকে দেখতে পারবে না বর।'

'কুসংস্কার নিয়ে মাথা ঘামানো আমাদের পোষাবে না,' বলল হিকমত। রানাকে সমর্থন করছে সে।

'তার সাথে আমার কথা বলা দরকার, ডোনা। প্রস্তাবটা আমার মুখ থেকে শোনা দরকার তার।'

চোখ ভরা পানি, ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল ডোনা।

'শান্ত হও, ডোনা। প্লীজ।'

'ঠিক আছে...' বিড়বিড় করে বলল ডোনা। 'ঠিক আছে। আমি...মানে...বিয়ে-টিয়ের ব্যাপারে কেন যেন ইমোশনাল হয়ে পড়ি...'

ডোনা কি নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতা স্মরণ করে অস্থির হয়ে উঠেছে? সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতে তার কাঁধটা মুহূর্তের জন্যে স্পর্শ করল ও। কিন্তু আঁতকে উঠে, এক রকম ছিটকে দূরে সরে গেল মেয়েটা, রানা যেন কুষ্ঠরোগী।

গেস্টরুমে এসে রানা দেখল, নিজের বিছানায় শুয়ে রয়েছে নিনি, শরীরটা মোটা আর নরম তোয়ালের কাপড় দিয়ে তৈরি আলখেল্লায় ঢাকা। আলখেল্লার পকেটে একটা লোগো দেখা গেল, তাতে লেখা হিলটন হোটেল ডিজনি ভিলেজ।

'রানা! অনন্তকাল তোমার সাথে দেখা নেই!' বিছানার ওপর উঠে বসল নিনি, পা দুটো ঝুলিয়ে দিল খাট থেকে, কোল থেকে পড়ে গেল একটা বই। রানা দেখল, বইটা ফ্রেডরিক ফরসাইথ-এর দ্য ডে অভ দ্য জ্যাকল।

বইটার দিকে ইঙ্গিত করল ও। 'তুমিও দেখছি স্পাই থ্রিলারের ভক্ত। যাক, অন্তত একটা বিষয়ে দু'জনের মিল আছে।' কথা বলার সময় একটা হাত দিয়ে একদিকের কান ঢাকল রানা, মুখ তুলে সিলিঙের দিকে তাকাল, তর্জনী দিয়ে বৃত্ত রচনা করে সিলিং, দেয়াল, টেলিফোন, ল্যাম্প ইত্যাদি আরও কয়েকটা জিনিস ইঙ্গিতে দেখাল, বোঝাতে চাইল ওগুলোরও কান থাকতে পারে।

মাথা ঝাঁকাল নিনি, রানার কথা বুঝতে পেরেছে সে। ব্যাপারটা নিয়ে আগেও একবার নিজেদের মধ্যে কথা হয়েছে ওদের। শব্দ চুরির সরঞ্জাম এই কামরায় আছে, নিনির বিশ্বাস, তবে সম্ভবত কোন ক্যামেরা নেই। এই পরিস্থিতিতে ভাব বিনিময়ের একটাই মাত্র উপায় আছে। রানার মত লোকেদের প্রায়ই সেটা ব্যবহার করতে হয়।

'নিনি, মাই ডিয়ার,' শুরু করল ও, তার হাত ধরে কামরার এক কোণে চলে এল, বড়সড় একটা আর্মচেয়ার রয়েছে এদিকে। 'ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা সত্যি কঠিন। এই দেখো, আমার হাতের

তালু ঘামছে। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে এই প্রথম পড়লাম কিনা, নার্ভাস ফিল করছি।' কথা বলার ফাঁকে পকেট থেকে চামড়া মোড়া নোটবুক আর রূপালি পেন্সিল বের করল ও। আর্মচেয়ারটায় নিজে বসল, কোমর ধরে টান দিয়ে নিনিকে বসাল হাঁটুর ওপর। 'এর আগে এ-ধরনের কাজ একবার মাত্র করেছি।'

'মাত্র একবার, রানা?' কৃত্রিম, বিদ্রূপাত্মক হাসি ফুটল নিনির ঠোঁটে। 'আ গুড-লুকিং, ওয়েল-মেড ম্যান লাইক ইউ? আমার তো ধারণা ছিল, দুনিয়ার তাবৎ মেয়ে তোমাকে দেখামাত্র মজে যায়, আর তুমিও তাদের ফাঁদে পা দিতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করো না...' রানার গলাটা এক হাতে পেঁচিয়ে ধরল সে, নিজের মাথাটা রানার মাথার কাছাকাছি সরিয়ে আনল। আলখেল্লা ঢাকা তার ঊরুর ওপর নোটবুকটা রাখল রানা, লিখতে শুরু করল।

'আমাদের হোস্টের সাথে দীর্ঘ আলাপ হয়েছে,' মুখে বলল রানা। 'সঙ্গত কারণ থাকায় সব কথা এই মুহূর্তে তোমাকে বলা যাচ্ছে না, তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পেরেছি যে আমাদের ইমিডিয়েট ফিউচার নিরাপদ হতে পারে শুধু যদি...'

'থামলে কেন, রানা? বলো।' মুখ নামিয়ে রানা কি লিখেছে পড়ল নিনি।

"ডোনা চেস্টারফিল্ডের সাথে পীর হিকমতের বিয়ে হলো কবে?"

রানার হাত থেকে পেন্সিল নিয়ে লিখতে শুরু করল নিনি, রানা বলল, 'শুধু যদি আমাদের বিয়ে হয়।'

"ওদের বিয়ে হয়েছে! আমি জানতাম না।" লিখল নিনি, রানা

দেখল মেয়েটার চেহারা হঠাৎ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

নিনি বলল, 'বিয়ে? তোমাকে তো আমি বলেইছিলাম, রানা। বলেছিলাম, উনি চাইছেন আমাদের বিয়ে হোক। এবার আমার কথা বিশ্বাস করছ তো?' মুখে যা-ই বলুক, নিঃশব্দে মাথা নাড়ছে সে, ভুরু দুটো কুঁচকে আছে, চেহারায় উদ্বেগ, অন্য কি যেন বলার চেষ্টা করছে রানাকে।

'হ্যাঁ।' পেন্সিলটা নিনির হাত থেকে নিল রানা। 'হ্যাঁ, কিন্তু এসব ব্যাপারে আমাকে তুমি আনাড়ি বলতে পারো। তাছাড়া, ব্যাপারটা খুবই জটিল। একটা কথা ঠিক, তোমাকে অত্যন্ত ভাল লাগে আমার। সাংঘাতিক ভাল লাগে।' মেয়েটার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য, তার নগ্ন শরীর আর ওর মাঝখানে আবরণ বলতে শুধু কোমল আলখেল্লাটা, অস্বস্তি আর উত্তেজনার কারণ হয়ে উঠছে।

'তা তো বুঝতেই পারছি।' ঝুঁকে পড়ল সে, রানার নতুন লেখাটা পড়ল।

"আমাদের বিয়ে হলে, যেভাবে হোক পালাবার একটা উপায় ঠিকই আমি বের করে ফেলব, তুমিও আমার সাথে যাবে।"

'আমি আসলে বলতে চাইছি, নিনি, আমি যদি তোমাকে প্রস্তাব দিই, আর তুমি যদি প্রস্তাবটা গ্রহণ করো, তাহলে বিয়েটা হবে পারস্পরিক উদ্ধারের স্বার্থে। আমাদের দু'জনের মঙ্গলের জন্যে।'

নোটবুকে রানা লিখল, "অন্তত আপাতত।"

পেন্সিলটা আবার নিল নিনি। 'অবশ্যই, রানা।' লিখতে শুরু করায় অনেকক্ষণ আর কথা বলল না সে।

"বিয়ের পর একা পালাতে চেষ্টা করলে আমি তোমার কান দুটো দাঁত দিয়ে কেটে নেব।"

মুখে বলল, 'রানা, তুমি আসলে বলতে চাইছ যে মাসুদ রানা নিনি খন্দকারের প্রেমে পড়েনি, ঠিক?'

'ঠিক।' নোটবুকে লিখল রানা। "বিয়ের অনুষ্ঠানটা আজ রাতেই করতে চাইছে হিকমত। বুঝতে পারছ তো, ঘটনাটার কোন আইনগত ভিত্তি বা সামাজিক কোন বাঁধন থাকবে না?"

'আর?' জানতে চাইল নিনি, পেন্সিলটা ছিনিয়ে নিয়ে লিখতে শুরু করল।

'আর, তাসত্ত্বেও, তোমাকে আমি ব্যাপারটা মেনে নিতে অনুরোধ করছি...মানে, তোমাকে আমি বিয়ে করার প্রস্তাব দিচ্ছি।'

নিনি লিখেছে, "ব্যাপারটা আমি বুঝি, কিন্তু এছাড়া আর কোন উপায়ও তো নেই। তোমার জানা উচিত, উনি আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন!"

'বেশ প্রস্তাবটা আমি গ্রহণ করলাম।' রানার চোখে চোখ রেখে স্মিত হাসল নিনি, যেন ঘন কালো মেঘ সরে গিয়ে উঁকি দিল ঝলমলে রোদ।

'ধন্যবাদ। আমি কি...?' রানা লিখেছে, "আর তুমি তাকে প্রত্যাখ্যান করো?"

'অনুষ্ঠানটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারো না?' চোখ নামিয়ে রানার লেখা প্রশ্নটা দেখল নিনি, ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাল, হালকা সুরে কথা বললেও চেহারা আবার গম্ভীর আর বিষণ্ন হয়ে উঠল। পেন্সিলটা আবার নিল সে। লিখল, "হ্যাঁ। আমি প্রত্যাখ্যান করাতেই প্রতিশোধ হিসেবে তোমার সাথে

আমার বিয়ে দিচ্ছেন উনি। সব কথা পরে শুনো। কি প্রসঙ্গে যেন কথা বলছিলে?"

'আমি তোমাকে চুমো খেতে পারি কিনা জানতে চাইছিলাম।'

রানার কথা শেষ হতে যা দেরি, নরম ঠোঁট দিয়ে ঘন ঘন চুমো খেলো নিনি। রানার মনে হলো, নিনি খন্দকার হয় একজন চুম্বন বিশেষজ্ঞ, নয়তো কখনোই কাউকে চুমো খাওয়ার অভিজ্ঞতা তার হয়নি।

দম নেয়ার অবসর পেয়ে রানা উপলব্ধি করল, সম্ভাব্য দুটো ব্যাখ্যা থাকতে পারে। নির্বিঘ্নে নিজের কাজ সারার জন্যে নিনিকে ওর সাথে ভিড়িয়ে দিচ্ছে হিকমত, ওকে যেন ব্যস্ত রাখে মেয়েটা। আরেকটা ব্যাখ্যা হতে পারে, যৌন তাড়নার কারণে ওকে দরকার নিনির। কে জানে, হয়তো হাতে-পায়ে ধরে হিকমতকে রাজি করিয়েছে সে।

'ওহ্, রানা!' রানার কানে কানে ফিসফিস করল নিনি। 'বিয়েটা আজ রাতেই হচ্ছে বলে আমি কৃতজ্ঞ। এখানে আমার করার কিছু নেই, সময় কাটে না...'

নিষ্ঠুর এক চিলতে হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। নোটবুকে লিখল, "আজ রাতে পালাবার প্ল্যান করব আমরা।"

সজোরে নিঃশ্বাস ফেলছে নিনি, অদৃশ্য শ্রোতাকে বোঝাতে চাইছে পরস্পরকে আলিঙ্গনের মধ্যে ধরে রেখেছে ওরা। সে লিখল, "ঠিক আছে, তবে ভুলে যেয়ো না যে আমার শরীরে বাঙালীর রক্ত বইছে। বিয়েটাকে ব্যক্তিগতভাবে অনুমোদন দিতে হলে কিছু আয়োজন দরকার হবে, রীতিনীতি মানতে হবে। যেমন, ফুলশয্যা ইত্যাদি। বলা যায় না, গোটা ব্যাপারটা থেকে

স্মরণীয় কিছু একটা পেয়েও যেতে পারি আমরা।"

মুখে বলল, 'রানা, তুমি জানো না, সেই প্রথম পরিচয়ের মুহূর্ত থেকেই এটা চেয়েছি আমি।' তার কথা আর সুরে এতটাই আন্তরিকতা প্রকাশ পেল যে রানার মনে হলো, সত্যি কথাই বলছে সে। আসলেও হয়তো অন্তরের কথা বেরিয়ে আসছে।

তাড়াতাড়ি রানা লিখল, "বুঝেছি। তুমি সত্যি খুব ভাল মেয়ে।"

ওদেরকে বিয়ের বাঁধনে কেন জড়াচ্ছে হিকমত? প্রশ্নটার সম্ভাব্য একটা উত্তর ইতোমধ্যে পাওয়া গেছে। প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় প্রতিশোধ নিচ্ছে লোকটা। সত্যিই কি তাই? শুধু প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে ওদের বিয়ে দেয়ার জন্যে এতটা উতলা হয়ে উঠেছে পীর হিকমত? তারপর ভাবল রানা, নিনি সম্পর্কে এখনও অনেক কিছু জানা নেই ওর। আজ রাতেই পালাবার প্ল্যান তৈরি করা হবে, এ-কথা জানিয়ে দেয়ায় মেয়েটার সত্যিকার উদ্দেশ্য প্রকাশ পেতে পারে খুব তাড়াতাড়ি। নিনি যদি হিকমতের চর হয়, হিকমতকে রানার প্ল্যানের কথা বলে দেবে। শুধু তাই নয়, রানার বিপজ্জনক প্ল্যানের সাথেও নিজেকে জড়াবে না। আর যদি মার্কিন সরকারের এজেন্ট হয়, রানার পাশে দাঁড়াবার চেষ্টা করবে সে, যাতে তার অ্যাসাইনমেন্ট সফল করতে পারে। অচিরেই জানতে পারবে রানা, নিনিকে বিশ্বাস করা যায় কিনা।

'ওমা, এখন কি হবে!' প্রায় আঁতকে উঠে রানার হাঁটু থেকে উঠে দাঁড়াল নিনি, এক হাতে চুল সরাল চোখ থেকে। মনে মনে স্বীকার করল রানা, মেয়েটা যতটা না সুন্দরী, তারচেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয়া–কারণটা দু'কূল উপচানো নদীর মত যৌবন।

'কি ব্যাপার?'

'আমার তো পরার কিছু নেই, বিয়ে হবে কি করে?' মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল নিনি, দুষ্ট হাসি ফুটল ঠোঁটে। 'পরে কিছু এসে যাবে না, না হলেও চলবে, কিন্তু অনুষ্ঠানে কি পরব বলো তো?'

'সত্যবাবা নিশ্চয়ই কোন ব্যবস্থা করবেন,' বলল রানা।

'বোধহয়, হ্যাঁ।' ভুরু কুঁচকে কি যেন চিন্তা করল নিনি। 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ–সব ব্যবস্থাই করবেন উনি, বিয়ে থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত। উনি আমাদের বাঁচতে দেবেন না, রানা। তুমিও তা জানো, তাই না?'

নিনির দিকে পিছন ফিরল রানা, ওর চোখের দৃষ্টি দেখতে দিতে চাইছে না। 'সেক্ষেত্রে ঠেকাবার কোন একটা ব্যবস্থা করতে হবে,' বলল ও।

পরে দেখা গেল, পীর হিকমত ওদের জন্যে আসলেও সব ব্যবস্থা করে রেখেছে। প্রথমেই সে জানিয়ে দিল, বিয়েটা হবে সত্য সমিতির রীতি অনুসারে। বোঝা গেল, সেটা পাঁচমিশালী একটা ব্যাপার। কোত্থেকে বা কিভাবে কে জানে, রানার জন্যে পুরোদস্তুর চোস্ত পা'জামা, শেরওয়ানি আর স্বর্ণখচিত মুকুটের ব্যবস্থা করেছে সে। নাগরা পর্যন্ত বাদ পড়েনি।

এই মুহূর্তে, অনুষ্ঠানের জন্যে সাজানো উপাসনালয়ের মঞ্চে দাঁড়িয়ে, রানাকে স্বীকার করতে হলো, হিকমতের ক্ষমতাকে ছোট করে দেখেছিল ও।

সানাইয়ের করুণ সুর থেমে গেল, তার বদলে অর্গ্যান-এ বেজে উঠল রাইডাল মার্চ। ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে পড়ল কামরার

সবগুলো আলো, মাঝখানের প্যাসেজটায় উজ্জ্বল আলো পড়ল স্পটলাইটের।

এ-সব দেখে অবাক হওয়ারই কথা রানার। প্রস্তুতির জন্যে মাত্র ঘণ্টাখানেক সময় পেয়েছে হিকমত। তারমানে বিয়ের প্রস্তাবটা রানা গ্রহণ করার আগেই কাজ শুরু করেছে সে। ব্যাপারটা স্বস্তিকর নয়।

সুদর্শন লোকটা, দেহরক্ষী জনি, নিনির হাত ধরে প্যাসেজে উদয় হলো। খাঁটি সাদা সিল্কের একটা গাউন পরেছে নিনি, কোমরে গোঁজা গাউন বা স্কার্টটা অত্যন্ত চওড়া, কোমরের ওপর সেটা লো-কাট বডিস-এ রূপান্তরিত হয়েছে, তাতে এমব্রয়ডারির সূক্ষ্ম কাজ করা হয়েছে, অসংখ্য খুদে মুক্তোর সাহায্যে। তার মাথায় ইংরেজ কনেরা যেমন পরে, পাতলা ফিনফিনে একটা কাপড়ের আবরণ, তাতে মুখটাও ঢাকা পড়েছে, ঝুলে আছে দুই কাঁধ থেকে, তার পিছনে প্যাসেজের মেঝে পর্যন্ত বিস্তৃত আনন্দে ঝলমল করছে লাবণ্যময়ী কনের চেহারা, সাদা পোশাক পরা স্বর্গের দেবী যেন মিলিত হতে চলেছে মর্ত্যের কোন এক ভাগ্যবান পুরুষের সাথে।

কনের বেশে নিনির এগিয়ে আসা দেখতে দেখতে রানার মনে ঝড় বয়ে গেল। কোন দিন ভাবেনি ও, এ-ধরনের একটা অনুষ্ঠানে বাধ্য হয়ে অংশগ্রহণ করতে হবে ওকে। দু'জনেই একমত হয়েছে, এই বিয়ের আইনগত কোন স্বীকৃতি থাকবে না, তবু রক্ত-মাংসের মানুষ ওরা, ওদের মন আছে, আছে কল্পনা শক্তি আর ভাবাবেগ। ঠিক এই মুহূর্তে কি ভাবছে নিনি? সে কি ব্যাপারটাকে স্রেফ অভিনয় বলে নিতে পারছে?

রানা লক্ষ করল, লাল আর সাদা ফুলের একটা তোড়া রয়েছে নিনির হাতে। ক্রীম কালারের সিল্ক ড্রেস পরেছে ডোনা, তার মাথায় রয়েছে ফুলের তৈরি একটা মুকুট। তারই মত ক্রীম কালারের ড্রেস পরেছে সমিতির তিনজন নারী সদস্যা, তাদের সাথে সার্জেন্ট বিল রেম্যানের মেয়ে মেরিও রয়েছে।

শুধু নিজেদের নয়, ভাবল রানা, আরও অনেক লোকের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে এই আয়োজন মেনে নিয়েছে ওরা। ওর পাশ থেকে বিড়বিড় করে উঠল সার্জেন্ট রেম্যান, 'আমার মেরির দিকে তাকান, বস্। ওর দাদীমা যদি ওকে দেখত এখন, কি বলত? কেঁদে বুক ভাসাত না? ওর স্বামীটিকে দেখুন,' হাত তুলে মেরির তরুণ স্বামীকে দেখাল সে। লোকটার দাড়ি রয়েছে, বয়স খুবই কম, ম্লান চেহারা, অত্যন্ত রোগা। বসে আছে প্যাসেজের পাশের একটা চেয়ারে। মেরি তাকে পাশ কাটাবার সময় ঢুলুঢুলু চোখে তার দিকে তাকাল লোকটা। 'চিন্তা করুন, কাকে বিয়ে করেছে আমার মেয়ে! ওটা তো একটা নেশাখোর মাতাল!'

রানার পাশে পৌঁছুল নিনি, ফুলের তোড়াটা ধরিয়ে দিল ডোনার হাতে, রানার চোখে চোখ রেখে স্বচ্ছ আবরণের ভেতর দিয়ে হাসল–এ-ধরনের হাসি শুধু প্রাণপ্রিয় প্রেমিককেই উপহার দিতে পারে মেয়েরা। রানা হয়তো, নিনির কাছে তাই-ই। চিন্তাটা রানাকে উদ্বিগ্ন করল না, উদ্বিগ্ন করে রেখেছে ভবিষ্যৎ চিন্তা। এখন থেকে প্রতি মুহূর্ত স্মরণ রাখতে হবে ওকে–ব্যাপারটা সত্যি নয়, আইনসম্মত নয়, কিছুই নয়।

সামনে এগিয়ে এসে মঞ্চের কিনারায় দাঁড়াল পীর হিকমত, উপস্থিত অতিথিদের উদ্দেশ্য করে বলল, 'প্রিয় স্বর্গযাত্রী ভাই ও

বোনেরা, আমরা এখানে মিলিত হয়েছি এদের দু'জনের–মাসুদ রানা ও নিনি খন্দকারের–বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। বিয়েটা হবে সত্য সমিতির রীতি অনুসারে, কারণ আমি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি যে এই পবিত্র বিবাহবন্ধনের মাধ্যমে ওরা দু'জন স্বর্গযাত্রীদের দলে নাম লেখাবে, যার ফলে আমাদের সবার মত ওরাও ঠাঁই পাবে স্বর্গে...'

আধঘণ্টা ধরে চলল বিয়ের অনুষ্ঠান। শুধু ইসলামিক নয়, খ্রিস্টান, ইহুদি ও অন্যান্য ধর্মের রীতি ও আচার পালন করা হলো। সিল্কের একটা রুমাল দিয়ে ওদের দু'জনের হাত বেঁধে রাখা হয়েছে। দেহরক্ষী জনি, নিনির বাবা হিসেবে, ভেলভেটের তৈরি একটা পার্স হাতবদল করল, তাতে বাংলাদেশী মুদ্রায় হাজার দুয়েক টাকা রয়েছে। রানা আর নিনি আঙটি বদল করল, একই সিলভার কাপ থেকে ওয়াইনে চুমুক দিল তিনবার করে। পা দিয়ে কাপড়ে ঢাকা একটা ওয়াইনগ্লাস ভাঙতে হলো রানাকে। এটা হলো, ব্যাখ্যা করল হিকমত, খাঁটি একজন স্বর্গযাত্রী আর স্বর্গের মাঝখানে বাধাস্বরূপ দাঁড়ানো যে-কোন শত্রুকে ধ্বংস করার প্রতীক। যতদূর জানে রানা, এটা একটা ইহুদি রীতি–মন্দির ধ্বংসের প্রতীক হিসেবে মনে করা হয়, অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হলো নবদম্পতিদের মনে করিয়ে দেয়া যে বিয়ের পবিত্রতা ঠিকমত রক্ষা করা না হলে দাম্পত্য জীবনও এভাবে ভেঙে যেতে পারে।

সবশেষে ওদেরকে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করল পীর হিকমত। নিনির মুখের আবরণ সরিয়ে দেয়া হলো, বরকে অনুমতি দেয়া হলো কনেকে চুমু খাওয়ার।

নয়

পার্টির আয়োজন করা হয়েছে বড়সড় অ্যান্টিরূমে। উপস্থিত সব ক'জন স্বর্গযাত্রী যোগ দিল পার্টিতে। মুক্তহস্তে শ্যাম্পেন পরিবেশন করা হলো, একে একে এগিয়ে এসে সত্য সমিতির সদস্যরা অভিনন্দন জানিয়ে গেল নবদম্পতিকে। দু'একজন সত্য সমিতির আদর্শ ব্যাখ্যা করে ছোটখাট বক্তৃতাও দিল। নিনির চোখে গভীর অনুরাগ আর ভালবাসা, সারাক্ষণ তাকিয়ে আছে রানার দিকে। রানা উপলব্ধি করতে পারছে, যেহেতু সত্যিকার অর্থে মেয়েটার প্রেমে পড়া ওর পক্ষে কোনদিনই সম্ভব নয়, কাজেই তার প্রতি বিশেষ মনোযোগ আর দরদ দেখাতে হবে ওকে। ওর ভব্যতাবোধই ওকে বলে দিল, মেয়েটা যাতে না ভোগে সেজন্যে সাধ্যমত সব কিছু করতে হবে ওকে।

ইতোমধ্যে রাত গভীর হয়েছে, প্রায় দুটো বাজে। আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে রানা, যদিও ওর এই সিদ্ধান্তের ফলে ব্রিটেনে আরও কিছু লোক মারা যাবে, পালাবার প্ল্যানটা ভোর হবার আগে কাজে লাগাবার চেষ্টা করবে না। তবে, আসল কাজটা হয়ে গেছে। কিভাবে পালাবে, প্ল্যানটা তৈরি হয়ে আছে মনে।

ভোর মানে আলো। গেস্টরূমের জানালার বাইরে কি আছে দেখার সুযোগ পাবে ওরা।

প্রচুর হৈ-চৈ, হাততালি আর রুচিহীন কৌতুকের মধ্যে দিয়ে

নবদম্পতিকে পথ দেখানো হলো গেস্ট চেম্বারের। কামরাগুলো নতুন করে সাজানো হয়েছে, ওদের বিয়ে উপলক্ষ্যে। বেডরূম হিসেবে যে কামরাটা আগেই বরাদ্দ করা হয়েছিল সেটা বন্ধ দেখাল রানা, তালা মারা। ব্রীফকেসটা রাখা হয়েছে মেইন সিটিংরূমে। টেবিলের ওপর স্তূপ করা হয়েছে ফুল, শ্যাম্পেন আর চকলেট। দেহরক্ষীদের একজন বলে গেল, ভোরে ওদের ঘুম ভাঙানো হবে না। ইতোমধ্যে পীর হিকমত ওদেরকে আভাসে জানিয়ে দিয়েছে, ওদের সাথে অন্তত দুই কি তিনদিন তার দেখা হবে না।

উদ্বেগ, অনুষ্ঠানের ঝামেলা, অনিদ্রা ইত্যাদি কারণে ক্লান্তি বোধ করছে রানা। ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বাথরূমে ঢুকল ও। দাঁত ব্রাশ করে, হাত-মুখ ধুয়ে ফিরে এসে দেখল শুধু অন্তর্বাস পরে বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে নিনি। 'দেখো, রানা!' নিঃশব্দ, দুষ্ট হাসির ঝিলিক তুলে বলল সে, 'পরার জন্যে কি কি পেয়েছি আমি।' প্রতিটি কাপড় আঙুল দিয়ে দেখাল সে। 'কয়েকটা নতুন, কয়েকটা পুরানো, কিছু ধার করা–সবই নীল।' রানার দিকে এগিয়ে এল সে, অর্ধনগ্ন শরীর দিয়ে ঢেকে ফেলল ওকে, বিছানার দিকে টানছে। তার এই আহ্বান ও আকর্ষণ শুধু বোধহয় মুনি-ঋষিদের পক্ষেই অগ্রাহ্য করা সম্ভব, আর সবার আগে স্বীকার করবে রানা সাধুভাব ওর ভেতর খুব একটা শক্তিশালী বা সক্রিয় নয়।

নিনিকে প্রশ্ন করার জন্যে ভোরের প্রথম লগ্নটা বেছে নিল রানা। চাদরের অনেক নিচে রয়েছে ওরা, মাইক্রোফোনে ওদের আওয়াজ পৌঁছুবে না। 'তুমি বললে, হিকমত তোমাকে বিয়ে

করতে চেয়েছিল।'

'আমাকে সে রাজরানী হবার লোভ দেখায়। বলল, দুনিয়ার সবচেয়ে বিলাসবহুল জীবনযাপন করার এই সুযোগটা ছেড়ো না। তবে...'

'তবে কি?' দ্রুত জানতে চাইল রানা।

'সে জানে তার সঙ্গতি বা ক্ষমতা সম্পর্কে ভাল ধারণা আছে আমার, তারপরও মনে হলো বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে সে যেন নিজের কাছে কিছু একটা প্রমাণ করার চেষ্টা করছে।'

'কি হতে পারে সেটা?'

'আইআরসি-র তরফ থেকে আমি তার শত্রু, শত্রুকে নিজের বাঁদী বা আজ্ঞাবহ বানাবার মধ্যে প্রতিশোধ চরিতার্থের একটা ব্যাপার আছে না? হিকমত যেন প্রমাণ করার চেষ্টা করছিল তার যে বিপুল ক্ষমতা, সেই ক্ষমতার বলে যে-কোন সমস্যার সমাধান করতে পারে সে। লোকটা কেন যে আমাকে সরাসরি খুন করল না, সেটাই আশ্চর্য।'

'উত্তরে তুমি কি বললে?'

'বললাম, গো টু হেল।' চাদরের ভেতর চাপাস্বরে হাসল নিনি।

'অথচ লোকটা তোমাকে খুন করল না। ব্যাপারটা শেষ হলো কিভাবে?'

'রাগে থরথর করে কাঁপছিল। ভয় দেখাল, হুমকি দিয়ে বলল আমাকে প্রচণ্ড ভোগাবে সে। তারপর শান্ত হয়ে গেল, বলল, আমি যদি তাকে বিয়ে না করি, অন্য কারও সাথে আমার বিয়ে দেবে। তখনই আমি জানতাম, মানে আন্দাজ করেছিলাম,

তোমার কথা বলতে চাইছে।'

'তারপর?'

'বলল, সে প্রতিজ্ঞা করেছে, বিয়ের একটা অনুষ্ঠান হতেই হবে। ইচ্ছাটা যেন তার ঘাড়ে ভূতের মত সওয়ার হয়ে বসে। বদ্ধ উন্মাদ একটা লোক, তুমি বোঝো তো, রানা?'

'বুঝি বৈকি।'

'মনে হলো, তার প্ল্যানের সাথে বিয়েটার কি যেন একটা সম্পর্ক আছে। তুমি তো জানোই, সাংঘাতিক একটা অপারেশনের মাঝপথে রয়েছে সে, আর...'

'জানি।'

'...আর, ওই অপারেশন সফল করার জন্যে বিয়েটা খুব জরুরী, এ-ধরনের একটা কুসংস্কার তাকে পেয়ে বসেছে। যেন তার প্ল্যানের সাফল্য নির্ভর করছে আমার বিয়ে হওয়ার ওপর, কিংবা বিয়ের অনুষ্ঠানটা হবার ওপর।'

'হ্যাঁ,' বিড়বিড় করল রানা। বিয়ে রহস্যের একটা ব্যাখ্যা পাচ্ছে ও। ধর্ম-ব্যবসায়ী হলেও, নিজের বক্তব্য আর শ্লোগানে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে পীর হিকমত ওরফে সত্যবাবা। বড় ধরনের একটা অপারেশনে হাত দেয়ার পর প্রাচীন একটা কুসংস্কার পেয়ে বসেছে তাকে–বড় কোন সাফল্যের মুখ দেখতে হলে সৃষ্টিকর্তার নামে কিছু বলি দিতে হবে।

নিনি যেন বুঝতে পারল কি ভাবছে রানা, বলল, 'বিয়েটাকে স্যাক্রিফাইস হিসেবে দেখছে হিকমত। আমাকে বলল, দু'দিনের জন্যে জীবনটা ভোগ করার সুযোগ দেব তোমাকে।'

'তারপর, আর কি বলল?'

এক সেকেন্ড চুপ করে থাকল নিনি। তারপর বলল, 'রানা, তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ, আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখার কোন ইচ্ছে তার নেই?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'সে বলল, বিয়ের পর অপেক্ষা করবে, তারপর, অপারেশনটা শেষ হলেই, এমন ব্যবস্থা করবে যাতে বর আর কনে দু'জনেই নরকযন্ত্রণা ভোগ করে। দুনিয়ার বুকে তার কি ক্ষমতা, আমাদের নাকি জানা দরকার। বলল, তোমরা মারা যাবে, তবে ধীরে ধীরে...,' ঢোক গিলল নিনি, চোখে টলমল করছে পানি। 'আমার ভয় করছে, রানা–ভীষণ ভয় করছে। আমাদের জন্যে সত্যি সাংঘাতিক কিছু ভেবে রেখেছে লোকটা। ও মানুষ নয়, রানা!' রানাকে আঁকড়ে ধরল সে, যেন রানার শক্ত, পুরুষালি শরীরের ভেতর নিরাপদ আশ্রয় আছে।

'শোনো, নিনি,' বলল রানা। 'এত ভয় পাবার কিছু নেই। ভেবো না একেবারে অসহায় আমরা।'

'অসহায় নই তো কি?' ফুঁপিয়ে উঠল নিনি, রানার বুকে মুখ ঘষল। 'বুঝতে পারছ না, এখান থেকে পালাবার কোন উপায় নেই আমাদের!'

'শোনো, আমার ব্রীফকেসে ইন্টারেস্টিং কিছু জিনিস আছে।' এখুনি নয়, আরও পরে কোন এক সময় নিজের প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করবে রানা।

'কি আছে?' কান্না থেমে গেল নিনির।

'পরে বলব।'

'তোমার কোন প্ল্যান আছে?' জানতে চাইল নিনি, এখন আর ফোঁপাচ্ছে না সে।

'হ্যাঁ,' বলল রানা, আশা করল, প্ল্যানটা কি জানার জন্যে জেদ ধরবে নিনি, কিন্তু না, তা করল না।

বিছানায় সারারাতই জেগে ছিল নবদম্পতিটি, পরস্পরকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল, কাজেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তবু ঘুমোবার কথা ভাবল না কেউ। গল্প করল ওরা, নিজেদের জীবনের কথা বলল, স্মরণ করল ছেলেবেলা, কি কি পছন্দ করে বা করে না। নিনি খন্দকার, রানা আবিষ্কার করল, অত্যন্ত সিরিয়াস টাইপের মেয়ে, তবে কৌতুক আর হাস্যরস থেকে বঞ্চিত নয়, তার মন আর দৈহিক শক্তিও কম নয়। যাকে সেনস অভ হিউমার বলা হয়, দেখা গেল অনেকক্ষেত্রেই মেলে ওদের। দু'জনেই আবিষ্কার করল, পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ বোধ করার পিছনে একমাত্র কারণ সেক্স নয়, আরও কি যেন একটা আছে। প্রেম ও বন্ধুত্ব, দুটোই ওদের মধ্যে স্থায়ী আসন গাড়তে পারে।

ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে ঘুমের কোলে ঢলে পড়ল নিনি। বিছানা থেকে নেমে পা টিপে জানালার সামনে এসে দাঁড়াল রানা। এক ঘণ্টার মধ্যে চারদিক আলোকিত হয়ে উঠবে। লক্ষ করল, এরই মধ্যে ফ্লাডলাইটগুলো নিভিয়ে দেয়া হয়েছে। বিছানায় নড়ে উঠল নিনি, অস্ফুটে ওর নাম ধরে ডাকল, গলাটা খসখসে, 'তুমি পাশে নেই কেন, রানা? আমি এখন আর ক্লান্ত নই।'

বিকেলটা উজ্জ্বল আর পরিষ্কার, গোটা আকাশ জুড়ে একাই

রাজত্ব করছে সূর্য, কোথাও এক টুকরো মেঘ নেই। সৈকত আর সাগরের ওপর ঝাঁক বেঁধে উড়ছে পেলিক্যান, গোত্তা খেয়ে নিচের দিকে নামছে, সমুদ্র থেকে ছোঁ দিয়ে তুলে নিচ্ছে খোরাক। বহুদূরে, পানির কিনারায় কালো বিন্দুগুলো দেখে চিনতে পারল রানা–স্যান্ডপাইপার।

নীলিমা থেকে গোত্তা খেয়ে টেন পাইনস-এর দিকে নেমে এল লাল একটা বাইপ্লেন। ট্যুরিস্টদের নিয়ে দ্বীপের ওপর দিয়ে এ-ধরনের প্লেন প্রায়ই আসা-যাওয়া করে। একেবারে শেষ মুহূর্তে প্লেন সোজা করে নিল পাইলট, তারপর খাড়া করল, যেন লেজের ওপর দাঁড়িয়ে আছে সেটা, কয়েক সেকেন্ড খাড়াভাবে ওপরে ওঠার পর ডিগবাজি খেলো কয়েকটা। পাইলটের এ-ধরনের বিপজ্জনক কসরৎ ট্যুরিস্টদের ভাল লাগার কথা নয়, ভাবল রানা। গলাকাটা ভাড়া দিতে হয় তাদের।

তিনবার ফিরে এল প্লেনটা। মনটা খুঁত খুঁত করছে রানার। হিকমতের আস্তানা কাছ থেকে দেখার জন্যে ট্যুরিস্টরা কি এতটা সময় নষ্ট করবে? ব্যাপারটা কি স্বাভাবিক? ওর কি উচিত আরও একটা দিন অপেক্ষা করা, একদিন কিংবা দু'দিন? উঁহুঁ, না, আর দেরি করলে অনেক বেশি ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে।

প্ল্যানটা আরেকবার স্মরণ করল রানা।

প্রথম কাজ, জানালা থেকে আগাছা ভরা জলাভূমির দূরত্ব মাপা। আসল বিপদ এই জায়গাটুকু পেরোনো। ওয়াটার মোকাসিনের কলোনি রয়েছে ওখানে। দিনের প্রথম ভাগে চোখ দিয়ে মাপার চেষ্টা করেছে রানা, জানালার গোড়া থেকে জলাভূমিটা বিশ কদম দূরে হবে। আরও দশ কদম এগোলে

নিরাপদ সৈকতে উঠতে পারবে ও।

বিছানায় আবার উঠল রানা, আবার চাদরের তলায় মাথা ঢেকে প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করে শোনাল নিনিকে। হিকমত আর তার লোকজন ব্রীফকেসটা সার্চ করেছে, এ-ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। এখানে একটা চুল, ওখানে একটা দিয়াশলাইয়ের কাঠি রেখেছিল রানা, একটাকেও আগের জায়গায় পায়নি। তবে জেসমিনের টেকনোলজি সম্পর্কে জানতে পারেনি ওরা। কোন গোপন রহস্য ফাঁস হয়ে যায়নি।

ব্রীফকেসের গোপন কমপার্টমেন্টে লোড করা কমপ্যাক্ট নাইনএমএম ব্রাউনিংটা রয়েছে, সাথে দুটো স্পেয়ার ম্যাগাজিন। ছোট একটা মেডিকেল কিট রয়েছে, যদিও ওয়াটার মোকাসিন কামড় দিলে ওটা কোন সাহায্যে আসবে না। তারপর আছে এক সেট লক-পিকিং ইকুইপমেন্ট, এক প্রস্থ তার, নয় ইঞ্চি লম্বা একটা ছোরা, সেটাকে করাত বা ফাইল হিসেবেও কাজে লাগানো যায়, সুইস আর্মি নাইফের মত আরও অনেক কাজে লাগে।

আর রয়েছে ওয়াক্সপেপারে মোড়া প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভের এক ডজন স্ট্রিপ, প্রতিটি আকারে চুইংগাম স্টিকের মত। এগুলোর কাছ থেকে যথেষ্ট দূরে রাখা হয়েছে ডিটোনেটর আর ফিউজ। নিনিকে বিস্ফোরকের কথা বলল রানা, পিস্তল আর অন্যান্য ইকুইপমেন্টের কথা চেপে গেল।

জলাভূমির বিপদটা ব্যাখ্যা করার পর রানা বলল, নিরাপদে ওদের সৈকতে পৌঁছুনোর সম্ভাবনা শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও কম। ইতোমধ্যে নিনি ওকে জানিয়েছে, মোটামুটি সাঁতার জানে সে, খুব ভাল নয়। তারমানে, রানাকে ওর সাঁতারের গতি নিনির পর্যায়ে

নামিয়ে আনতে হবে, যদি ওরা সাগরে নামার সুযোগ পায়।

'প্লাস্টিকের সাহায্যে তিনটে বড় চার্জ সেট করব আমি। প্রতিটি চার্জের জন্যে দুটো করে স্টিক, তাতেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটবে,' চাদরের তলায় ফিসফিস করল রানা, চুমো আর আদর বিনিময়ের ফাঁকে। জানাল, তিনটে ইলেকট্রিক ফিউজ আছে, সেগুলোর সাহায্যে প্রতিটি বিস্ফোরণকে দুই থেকে দশ সেকেন্ড পর্যন্ত দেরি করিয়ে দিতে পারবে ও। 'প্রথমটা দু'সেকেন্ড পর বিস্ফোরিত হবে, দ্বিতীয়টা চার সেকেন্ড পর, শেষেরটা আট সেকেন্ড।'

অপারেশনটা সহজ আর সাধারণ, কিন্তু সময়ের চুলচেরা হিসেব থাকতে হবে, দরকার হবে গভীর একাগ্রতা আর স্থির মনোযোগ। 'কামরা থেকে বেরুবার পর, জানালার বাইরে নেমে, যতক্ষণ না চোখে অন্ধকার সয়ে আসে, অনড় দাঁড়িয়ে থাকব আমরা। আমি তোমাকে খোঁচা দেব, তারপরই সোজা জলাভূমির দিকে ছুটব আমরা।' নিনিকে ওর সাথে, পাশাপাশি থাকতে হবে, গুনতে হবে পদক্ষেপগুলো। 'প্লাস্টিক বোমাগুলো আমার দায়িত্বে ছেড়ে দেবে তুমি,' বলল ও। 'আমি ওগুলো সময়মত ছুঁড়ব–সবচেয়ে লম্বা ফিউজেরটা প্রথমে, তারপর দু'নম্বরটা, সবশেষে ছোট ফিউজেরটা। এভাবে–যদি ঠিকমত ছুঁড়তে পারি–বিস্ফোরণগুলো প্রায় একসাথে ঘটবে। হিসেবে যদি ভুল না করি, বিস্ফোরণের ফলে জলাভূমির ভেতর দিয়ে একটা পথ তৈরি হয়ে যাবে। বিস্ফোরণের চারদিকে কিছুই বেঁচে থাকবে না, দু'দিকে কয়েক ফুটের মধ্যে কোন সাপ থাকলে অসাড় হয়ে যাবে। তবু, ভুলো না, অত্যন্ত আক্রমণাত্মক স্বভাব ওগুলোর।

'আমরা সোজা একটা পথ ধরে জলাভূমি পেরুব, চেষ্টা করব পথটা সেভাবেই যেন তৈরি হয়। নিশানা ঠিক থাকলে, আর ভাগ্য যদি সহায়তা করে, সৈকত হয়ে সাগরে পৌঁছুব আমরা। কিন্তু, মনে রেখো, জলাভূমি পেরুবার সময় তীরের মত ছুটতে হবে আমাদের। বোমার তৈরি পথটা পেরুতে সময় রাখছি আমি ত্রিশ সেকেন্ডেরও কম। আমার যদি ভুল হয়, অথবা ওই পথে যদি সাপ থাকে একটা, এমনকি পথের কাছাকাছিও যদি থাকে, বিস্ফোরণে যদি ওটা মারা না যায় বা অবশ না হয়, তাহলে কি হবে?

'তাহলে আমাদের একজন কামড় খাবে। তা যদি ঘটে, দু'জনের মধ্যে যে অক্ষত সে থামবে না। সাগরে যদি পৌঁছুতে পারি, ডান দিকে সাঁতরাব আমরা–আমার ধারণা, প্ল্যানটেশন-এর ডান ঘেঁষে রয়েছি আমরা। তীরে ওঠার আগে সাঁতার কেটে অনেকটা দূর যেতে হবে আমাদের, কারণ আমার সন্দেহ হিকমত তার বাড়ির বাইরে বহুদূর পর্যন্ত মাইন পুঁতে রেখেছে।'

'তুমি কি সত্যি চাইছ।...মানে সাপের কামড়টা যদি সিরিয়াস হয়, তোমাকে ফেলে পালাতে হবে আমাকে?' নিচু গলায়, ইতস্তত একটা ভাব নিয়ে জানতে চাইল নিনি।

'ওখানে থাকা মানে মৃত্যু।'

কয়েক সেকেন্ড কথা বলল না নিনি, তারপর রানাকে খুব কাছে টেনে নিয়ে জড়িয়ে রাখল দু'হাতে। 'ডার্লিং, এখন আর তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব কিনা জানি না।'

'বোকার মত কথা বোলো না, নিনি। অতটা গুরুত্ব কারও নেই। তাছাড়া, শুধু নিজেদের নয়, আরও লোকের কথা ভাবতে

হবে আমাদের। যেভাবে হোক, হিকমতকে থামাতে হবে। কাজেই আমি যদি পড়ে যাই বা পিছিয়ে পড়ি, তুমি থামবে না–বুঝতে পারছ?'

এবার নিয়ে দু'বার রানাকে জিজ্ঞেস করল নিনি, ওদের সফল হবার সম্ভাবনা কতটুকু। মিথ্যে বলে তেমন কোন লাভ নেই। মেয়েটার সাথে সৎ হওয়া দরকার বলে উপলব্ধি করল রানা। 'তুমি যদি পিছিয়ে যেতে চাও, আমাকে বলো, নিনি। জলাভূমি পেরিয়ে সৈকতে পৌঁছুনোর সম্ভাবনা শতকরা হিসেবে কম। তবে সাগরে নামতে পারলে, ধরো...ফিফটি-ফিফটি চান্স।'

মন খারাপ করে থাকলেও, নিনি জিজ্ঞেস করল, 'তারপর কি হবে? ধরো তুমি পিছনে রয়ে গেলে?'

'যদি পালাতে পারো, তোমার প্রথম কাজ হবে পুলিসকে টেলিফোন করা,' বলল রানা। 'তোমার সাথে আমি যদি না থাকি, তাহলে হাজার হাজার লোককে বাঁচানোর দায়িত্ব তোমার ঘাড়ে চাপবে।' অনেক কথাই চেপে যাচ্ছে রানা, বলার প্রয়োজন বোধ করছে না। ও যদি বেঁচে থাকে, কিংবা দু'জনেই যদি বিপদ কাটিয়ে ওঠে, তাহলে সম্পূর্ণ অন্য একটা প্ল্যান ধরে কাজ করবে রানা। স্থানীয় পুলিসের সাথে যোগাযোগ করবে না ও, ফোন করবে বিশেষ একটা নম্বরে।

প্লেনটার কথা ফিরে এল ওর মনে। ওরা কি হিকমতের দরজায় নক করার প্রস্তুতি নিচ্ছে–শটগান আর টিয়ার গ্যাস নিয়ে? এখান থেকে পালাবার পরপরই যদি ওদের সাথে যোগাযোগ করা যায়, সত্য সমিতির সদস্যরা পালাবার সুযোগ পাবে না। কারণ ওর জানা আছে, খবর পাবার সাথে সাথে সাড়া দেবে ওরা।

রাতের অন্ধকারে, চোরের মত, ডাইনিং হলে একবার ঢুকতে পারলে হত। ম্যাপটা আরেকবার দেখা দরকার, কাছ থেকে। মিটমিট করা খুদে আলোয় সমস্ত তথ্য দেখার সুযোগ হত ওর। একবার চেষ্টা করে দেখবে ও, তবে এখন নয়।

প্ল্যানটা বারকয়েক ব্যাখ্যা করতে হলো রানাকে, বারবার প্রশ্ন করে খুঁটিনাটি সমস্ত জেনে নিল নিনি। সন্ধ্যা নামছে, দু'জনেই জানালার সামনে দাঁড়িয়ে থাকল, তাকিয়ে আছে জলাভূমির দিকে–ওটা পেরিয়েই নিরাপদ সৈকতে পৌঁছুতে হবে ওদের।

দিনের বেলা শ্লেষ মাখা হাসি নিয়ে আসা-যাওয়া করেছে দেহরক্ষীরা, খাবার দিয়ে গেছে, সরিয়ে নিয়ে গেছে এঁটো বাসন-কোসন। ডিনারের আগে বাথরুমে ঢুকল রানা, ভেতর থেকে বন্ধ করল দরজাটা। শাওয়ার ছেড়ে দিয়ে কাজ শুরু করল ও। ব্রীফকেসের গোপন কমপার্টমেন্টটা খুলে বোমা তৈরির উপাদানগুলো বের করল।

ধীরে সুস্থে কাজ করল রানা। ইলেকট্রনিক ফিউজগুলো বারবার চেক করল। তারপর ওগুলো আলাদা আলাদা জায়গায় লুকিয়ে রাখল–একটা গোপন কমপার্টমেন্টে, একটা বাথরুম কেবিনেটে, শেষটা ব্রীফকেসেই। ওর জানা আছে, কোন্ ফিউজটা কোন্ প্লাস্টিক বোমার জন্যে সেট করা হয়েছে। বাকি সব সরঞ্জাম তালা দিয়ে রাখল ও। বাথরুম থেকে বেরুবার আগে আরেকটা কাজ সেরে নিল।

বাথরুমের ভেতর অনেকগুলো শাওয়ার ক্যাপ রয়েছে, সবগুলোয় নামকরা হোটেলের লেবেল সাঁটা। এক প্রস্থ তারের সাহায্যে চমৎকার একটা ওয়াটারপ্রুফ হোলস্টার তৈরি করে

ফেলল রানা। ব্রাউনিংটার জন্যে নিরাপদ একটা খাপ তৈরি হলো, সাগরের পানিতে ওঠার কোন ক্ষতি হবে না।

ডিনারের পর লক্ষ করল রানা, অস্থির হয়ে উঠছে নিনি। ভাগ্যে কি আছে জানা নেই, আজই হয়তো জীবনের শেষ দিন, চোখে ফুটে উঠেছে সন্ত্রস্ত একটা ভাব। স্থির হয়ে বসতে পারছে না, ঘরময় পায়চারি করে বেড়াচ্ছে।

এঁটো বাসন-কোসন নিয়ে গেল দেহরক্ষীরা। বিছানায় ওঠার আগে শাওয়ার সারল ওরা। জানালা থেকে লাফ দেয়ার জন্যে সময় ঠিক করেছে রানা ভোর সাড়ে চারটে।

বিছানায়, রানার পাশে, ভয়ে আর উদ্বেগে কাঁপছে নিনি।

'এখনও সময় আছে, তুমি থেকে গেলেও পারো,' চাদরের তলায় মাথা গলিয়ে ফিসফিস করল রানা। 'ইচ্ছে করলে আমি বাড়ির সামনে দিয়েও বোমা ফাটিয়ে চলে যেতে পারি, তবে আমার বিচারে সামনের চেয়ে পিছনের পথটা কম বিপজ্জনক। সাপগুলো অবশ হতে বাধ্য। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে জলাভূমিটা পেরিয়ে যাব আমরা। ওগুলো আমাদের পিছু নেবে, এ আমি বিশ্বাস করি না।'

'আর যদি সামনে দিয়ে যাও?'

'হিকমতের লোকেরা স্রেফ গুলি করে ফেলে দেবে আমাদের। বোমা থেকে বাঁচার জন্যে আড়াল পাবে ওরা। বাড়ির কোথায় কি আছে আমাদের চেয়ে ওরা ভাল জানে।'

'চিন্তা কোরো না, রানা।' রানার বুকের সাথে সেঁটে এল নিনি। 'আমি যাচ্ছি। দেখো, তোমাকে আমি হতাশ করব না। এই মুহূর্তে আদর দরকার আমার...আমাকে ভালবাস,

রানা...ওটাই সেরা টনিক।'

মাঝরাতের খানিক আগে বাথরুমে ঢুকল রানা, বোমা তিনটে বের করে আনল। সবগুলো বাম হাতে বহন করবে ও, ছোঁড়ার ভঙ্গিতে। ওয়েস্টব্যান্ডে থাকবে ব্রাউনিংটা, বেল্টে আটকানো হাতে তৈরি হোলস্টারে যে-কোন মুহূর্তে ভরা যাবে। ছুরি আর অন্যান্য জিনিস বিভিন্ন পকেটে ঢুকবে।

বিছানায় ফিরে এল বটে, কিন্তু ঘুম এল না। নিনিও ঘুমাতে পারছে না, কাজেই আবার একডোজ টনিকের পর পরস্পরের বাহুতে বিশ্রাম নিল, যতক্ষণ না রওনা হবার সময় হলো।

মাইক্রোফোনের ভয়ে নিঃশব্দে কাপড় পরল ওরা। চারটে পঁচিশে জানালার সামনে এসে দাঁড়াল দু'জন, কখন কি করতে হবে সব একে একে স্মরণ করছে রানা।

বাইরে ইতোমধ্যে ফ্লাডলাইট নিভিয়ে দেয়া হয়েছে। কাঁটায় কাঁটায় চারটে ত্রিশ মিনিটে মাথা ঝাঁকাল রানা।

আধো অন্ধকারে রানার বেল্টটা খামচে ধরল নিনি। এক গজের মত সামনে এগিয়েছে ওরা, রানা অনুভব করল নিরেট কিসের সাথে যেন ধাক্কা খেলো ও, সম্ভবত কোন পাঁচিলের সাথে।

ওদের চারদিকে সব কিছু অন্ধকার হয়ে গেল, পরমুহূর্তে এল আলোর বন্যা, নিজেদের প্রতিচ্ছবি প্রতিটি দিক থেকে ঘিরে ফেলল ওদের।

ঘটনাটা যখন ঘটছে, এক পলকে কৌশলটা কিভাবে কাজ করছে বুঝে ফেলল রানা। জানালার ভেতর থেকে বাইরে তাকালে তুমি শুধু দৃষ্টিভ্রমেরই শিকার হবে। বাইরে পা ফেলা মানেই বড় একটা বাক্সের ভেতর আটকা পড়েছ তুমি–বাক্সটা বাথরুমের মত

বড়সড়, পুরোটাই কাঁচ দিয়ে তৈরি, কোণগুলো তীক্ষ্ণ নয়, বাঁকাল–ফলে বোঝার কোন উপায় নেই যে ওগুলো কাঁচ। যে-ই মাত্র তুমি বাক্সের ভেতর ঢুকলে, স্লাইডিং ডোরটা তোমার পিছনে বন্ধ হয়ে গেল, সেই সাথে মাথার ওপরে জ্বলে উঠল আলোটা। নিজেদের প্রতিচ্ছবি দেখে দিক্‌ভ্রান্ত বোধ করার কারণটা হলো, কাঁচগুলোর ওপর এমন কারিগরি ফলানো হয়েছে যে মাথার ওপর প্রকাণ্ড আলোটা জ্বলে উঠলেই দেয়ালগুলো হয়ে ওঠে নিখুঁত আয়না।

হিকমত বলেছিল, প্রকৃতির প্রহরার সাথে তার নিজের কিছু ব্যবস্থাও করা আছে। এটাই তাহলে তার ব্যবস্থা।

আলো জ্বলে ওঠার মুহূর্ত থেকে হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে নিনি, আর্তচিৎকার বেরিয়ে আসছে গলা চিরে। এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে কাঁচ ভেদ করে বাক্সটা থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছে সে।

বাক্সের বাইরে, গ্রাউন্ড লেভেলে লম্বা গ্রিল খুলে গেছে। গ্রিলগুলো থেকে, যেন কোন অদৃশ্য শক্তির তাড়া খেয়ে, সড়সড় করে এগিয়ে এল কাঁকড়া বিছের দল–একেকটা মস্ত বড়, তীব্র আলোয় যেমন ভয় পেয়েছে তেমনি রেগে গেছে।

ঝাঁকে ঝাঁকে এল ওগুলো, দশটা বিশটা করে নয়, মনে হলো যেন কয়েকশো বিছের মিছিল, আসছে তো আসছেই। কিছু খসে পড়ল কাঁচ দিয়ে ঘেরা বাক্সটার মাথা থেকে, বাকিগুলো কাঁচের দেয়াল বেয়ে উঠতে শুরু করল। কিছু কিছু নিজেদের মধ্যে মারামারি করে মারা পড়ল, যদিও মিছিলের গতি তাতে একটুও শ্লথ হলো না। আতঙ্কে অবশ হয়ে গেছে রানা, হতভম্ব চেহারা। কাঁচের

দেয়ালে বাড়ি খেয়ে পিছিয়ে এসেছে নিনি, কাঁকড়া বিছে দেখে আবার চিৎকার শুরু করেছে, জাপটে ধরে আছে রানাকে। দুই চোখ বিস্ফারিত। বিষাক্ত পোকাগুলোর মত রানার শরীরের চামড়াও যেন হামাগুড়ি দিচ্ছে। মস্তিষ্ক কাজ করছে না এই মুহূর্তে, শুধু বুঝতে পারছে যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে হাজার হাজার বিছে, পিছনের লেজ গুটানো, হুলগুলো দেখা যাচ্ছে, কামড় দেয়ার জন্যে তৈরি।

নিনির বিরতিহীন চিৎকার রানার মাথায় যেন হাতুড়ির বাড়ি মারছে, মেয়েটার আতঙ্ক রানার চেহারায় নিঃশব্দে ছাপ ফেলল, যদিও চিৎকারটা ওর মস্তিষ্ক হয়ে ঠোঁট পর্যন্ত পৌঁছুল না।

দশ

হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেয়ে ঝট করে ব্রাউনিঙের দিকে হাত বাড়াল রানা, চিৎকার করল, 'মুখ ঢাকো!' প্রার্থনা করল, কাঁচটা যেন আনব্রেকেবল না হয়, তারপর গুলি করল পরপর তিনটে–ওপরে, মাঝখানে, নিচে।

এ এমন বিভীষিকাময় পরিবেশ, চাইলেও ভুলে থাকা যায় না–কাঁচের একটা বাক্সের ভেতর বন্দী তুমি, চারদিকে আয়না থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল আলো, চারপাশে কয়েকশো কাঁকড়া বিছে, প্রতি সেকেন্ডে দ্বিগুণ হচ্ছে সংখ্যায়। কোন পরিশ্রম করেনি, তবু হাঁপাচ্ছে রানা, আবার চিৎকার করল,

'শান্ত হও! প্ল্যান ঠিক আছে! প্রতিটি পদক্ষেপ গুনবে!'

ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে কাঁচের দেয়াল, তাজা আর ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকছে বাক্সের ভেতর। দেয়ালের মাঝখানে বড় একটা গর্ত তৈরি হয়েছে, কিনারাগুলো কোথাও চোখা আর ধারাল, কোথাও এবড়োখেবড়ো। কাঁধে তীক্ষ্ণ একটা খোঁচা খেলো রানা, জ্যাকেট আর শার্ট ভেদ করে গেছে। ওর পাশেই রয়েছে নিনি, বড় একটা শ্বাস টেনে বুকটা ভরে নিল বাতাসে, খামচে ধরে আছে রানার কোমরের বেল্ট।

'মুভ!' স্বাভাবিকভাবে জলাভূমির দিকে ছুটল ওরা–দশ পা, বারো পা...বিশ পা। ডান হাত দিয়ে প্রথম বোমাটা স্পর্শ করল রানা, হাতটা ওপর দিকে উঠে এল, পুশ করল ডিটোনেটর, ফিউজ সচল হলো, পরমুহূর্তে সোজা ছুঁড়ে দিল সামনের দিকে। দ্বিতীয় বোমাটা ছোঁড়ার আগে আরও দু'পা এগোল ওরা, দু'পা এগোল তৃতীয় বোমাটা ছোঁড়ার আগেও–শেষেরটা মাটিতে পড়েছে কি পড়েনি, প্রথম বোমাটা বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলো, ঝলসে উঠল গোলাপী আগুন।

বাকি দুটো বোমা প্রায় একই সাথে ফাটল, সেই সাথে ছোটার গতি বাড়িয়ে দিল ওরা। খুদে বোমাগুলো জায়গামত পড়েছে, জলাভূমির মাঝখান দিয়ে ওদের জন্যে তৈরি করে দিয়েছে একটা ট্রেঞ্চ। আবছা আলোর ভেতর পোড়া ও কালচে আগাছাগুলো পথ দেখাল ওদের।

'আরও জোরে, নিনি, আরও জোরে!' ট্রেঞ্চের ভেতর দিয়ে প্রাণ হাতে করে ছুটছে ওরা, চারদিকে ছিটকে পড়ছে পানি আর কাদা, পিছলে যাচ্ছে পা।

সামনের সৈকত আর বেশি দূরে নয়, নিনির কেঁদে ওঠার শব্দ পেল রানা, দেখল ওদের বাম দিকে আগাছার ভেতর কি যেন দ্রুতবেগে নড়ছে।

আবার ব্রাউনিংটা হাতে নিল রানা, কাঁচের বাক্স থেকে বেরুবার সময় ওয়েস্টব্যান্ডে ফিরে গিয়েছিল ওটা। নড়াচড়াটা লক্ষ্য করে দুটো গুলি করল ও।

এই সময় ককিয়ে উঠল নিনি, 'রানা! মাগো! রানা!' রানা অনুভব করল, বেল্ট ধরে টানছে নিনি, কিন্তু ইতোমধ্যে সৈকতে পৌঁছে গেছে ওরা, এখন আর থামার কোন প্রশ্ন ওঠে না। বেল্টের সাথে ঝুলে থাকা হোলস্টারে পিস্তলটা গুঁজে রাখল ও, নিনিকে সাথে রাখার জন্যে দুটো হাতই ব্যবহার করল। এখনও পা ফেলতে পারছে নিনি, কিন্তু হাঁটুতে যেন জোর নেই, প্রতি মুহূর্তে দুর্বল হয়ে পড়ছে সে।

ওরা প্রায় পানির কিনারায় চলে এসেছে, ওদের সামনে নুড়ি পাথর আর বালির ওপর গড়াগড়ি খাচ্ছে পানি, এই সময় শব্দটা কানে এল। মনে হলো অনেক দূরে কোথাও হলো শব্দটা। তবে চিনতে পারল রানা, শটগানের আওয়াজ। রেঞ্জের অনেক বাইরে থেকে খামোকা গুলি করেছে কেউ।

সাদা ফেনা রানার গোড়ালি ধুয়ে দিল, তাড়াতাড়ি হাঁটু সমান সাগরে নেমে এল ও। তারপর ঝাঁপ দিল পানিতে, অনুভব করল নিনিকে টেনে আনতে হচ্ছে।

'সাঁতরাও, নিনি, সাঁতরাও! কি করছ, বলছি না সাঁতরাও!'

নিনি নয়, যেন একটা বালিভর্তি বস্তা। গোঙাচ্ছে সে, গুন গুন করে কি যেন বলছে। মায়া হলো রানার, বেচারি হাঁপিয়ে গেছে।

জিনের সাথে রোলনেক পরেছে নিনি, মুঠোর ভেতর সেটা ধরে তাকে ভাসিয়ে রেখেছে রানা, সাথে নিয়ে সাঁতরাচ্ছে। রানার মত সে-ও কোন জুতো পরেনি। দু'জনেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল খালি পায়ে জলাভূমি পেরোনো সহজ হবে।

পানিতে পিঠ দিল রানা, অসাড় মেয়েটাকে চিৎ করল, তার দুই বগলের নিচেটা ধরে আছে, ফলে তার মাথার পিছনটা থাকল ওর বুকের ওপর। এরপর রানা সর্বশক্তি দিয়ে পা ছুঁড়তে শুরু করল, চারদিকে পানি ছিটিয়ে দ্রুত এগোচ্ছে। সারাটা পথ কথা বলল রানা, নিনিকে অভয় দিল–যদি বাঁচি দু'জনই বাঁচব, একসাথে বাঁচব। জানে না, বুঝতে পারছে না, ওর হাতের বোঝাটা আরও ভারী হয়ে উঠছে।

সচল সাগর এবার আলোড়িত হলো, ঢেউগুলো মাঝে মধ্যেই ডুবিয়ে দিচ্ছে ওর মাথা। একবার, ছোট একটা ঢেউয়ের তলা থেকে মাথা তুলে, মুখ থেকে লোনা পানি ফেলার সময়, আগ্নেয়াস্ত্রের আওয়াজ শুনতে পেল রানা, সৈকত বা বাড়িটার আশপাশ থেকে নয়, আরও অনেক দূর থেকে ভেসে এল।

পাঁচ মিনিট পর এঞ্জিনের আওয়াজ পেল রানা। হতাশায় ছেয়ে গেল মন। হিকমতের লোকেরা বোট নিয়ে আসছে। আরও জোরে পা ছুঁড়ল রানা, জানে একটা বোটের সাথে প্রতিযোগিতায় পারবে না সে। একটা ঢেউ এসে ডুবিয়ে দিল ওকে, ধাক্কা দিয়ে শরীরটাকে ঠেলে দিল ডান দিকে। ঢেউটা সরে গেলেই থামতে হবে ওকে, দেখতে হবে কোন্ দিকে যাচ্ছে ওরা।

কিন্তু দ্বিতীয় ঢেউটা এল প্রায় একই সময়ে। আবার মাথা তুলে নিনির উদ্দেশ্যে চিৎকার করল রানা, 'হাল ছেড়ো না। পা

ছোঁড়ো! ওরা আমাদের ধরতে পারবে না!'

এবার পাল্টা জবাব পেল রানা, তবে ওর মাথার পিছন দিক থেকে। 'রানা, আমরা পৌঁছে গেছি! তোমরা নিরাপদ! শুধু ভেসে থাকো, রানা, শুধু ভেসে থাকো!'

কণ্ঠস্বরটা অস্পষ্টভাবে চিনতে পারল রানা। সামনে বাড়ার চেষ্টা না করে শুধু ভেসে থাকার চেষ্টা করল ও, নিনির মাথাটা পানির ওপর তুলে রেখেছে।

মাঝারি আকারের একটা বোট ঢেউয়ের তালে তালে উঁচু-নিচু হচ্ছে ওদের কাছাকাছি। বোর কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন লোক, একটা লাইট মেশিনগানও দেখতে পেল ও। লোকটার পিছনে আরও একজন রয়েছে, বোটের পিছন দিকে, সেই চিৎকার করছে। 'রানা, ওখানেই থাকো! আমরা তোমাদের তুলে নিচ্ছি!'

বোটটা কাছে এল, রানার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল হার্বার্ট রকসন। 'যিশুর কিরে, রানা, তোমার উদ্দেশ্যটা কি বলো তো? আমাদের সবাইকে মারতে চাও?'

'মা...মা...?' মানে আর জিজ্ঞেস করা হলো না, মুখ থেকে গলগল করে লোনা পানি ছাড়ল রানা। ওর হাত আর পায়ের শক্তি ফুরিয়ে গেছে। 'প্রথমে নিনিকে তোলো!' বলার পর বুঝল, কথাটা ওর গলা থেকে বেরিয়েছে। পরমুহূর্তে, আচ্ছন্ন বোধ করল ও, নেতিয়ে পড়ল শরীরটা, অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক।

জ্ঞান ফেরার পর রানার মনে হলো, মাত্র কয়েক সেকেন্ড অচেতন ছিল ও। বোটের তলায় শুয়ে হি-হি করছে ঠাণ্ডায়, শরীরটা কম্বলে জড়ানো। ওর মুখের দিকে ঝুঁকে পড়ল হার্বার্ট রকসন, জিভ আর গলায় ব্র্যান্ডির স্বাদ পেল রানা। 'কি ঘটেছে?'

উঠে বসার চেষ্টা করল ও, ওর বুকে নরম একটা হাত রেখে বাধা দিল রকসন। অকস্মাৎ সবগুলো ভয় ফিরে এল ওর মনে। মনে পড়ল, রকসনকে বিশ্বাস না করার কারণ আছে।

'চুপচাপ শুয়ে থাকো, রানা। মনটাকে শান্ত করো। তোমরা বাড়ির ভেতর থাকলেই ভাল করতে, তোমাদের আমরা উদ্ধার করতাম।'

'কি করতে তোমরা?'

'হিকমতের বিরুদ্ধে আমরা একটা অপারেশন শুরু করেছি।' সাগর, বাতাস আর আউটবোর্ড মটরের গর্জনে রকসনের সব কথা শুনতে পাচ্ছে না রানা, শোনার জন্যে মাথাটা উঁচু করল।

'কি করছ তোমরা?' জিজ্ঞেস করল ও, খক খক করে কাশল, হাঁ করে বাতাস টানল বার কয়েক।

'সার্জেন্ট বিল রেম্যানকে নিয়ে টেন পাইনসে তুমি হারিয়ে যাবার পর চারদিকে তল্লাশী চালালাম আমরা, বহু লোককে জেরা করলাম। এরপর আমরা যোগাযোগ কারলাম বি.এস.এস. চীফ মারভিন লংফেলো আর কাছাকাছি রানা এজেন্সির সাথে। তোমার এজেন্সির কয়েকজন অপারেটর এই মুহূর্তে আমাদের সাথে কাজ করছে।'

কি কপাল, ভাবল রানা। আরও একটা দিন অপেক্ষা করা উচিত হবে কিনা ভেবেছিল ও।

ইংল্যান্ডে আরও দু'জায়গায় হত্যাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছে, জানাল রকসন। 'সিদ্ধান্ত হলো, আমাদের আর দেরি করা ঠিক হবে না। কাজেই একটা জয়েন্ট অপারেশন শুরু করলাম আমরা। সি.আই.এ, এফ.বি.আই. আর রানা এজেন্সি। কাঁচের বাক্স ভেঙে

তোমরা যখন বেরিয়ে আসছ, প্রায় ওই একই সময়ে সামনের পথ দিয়ে বাড়িটায় ঢুকেছি আমরা। বাড়ির ভেতরটা এই মুহূর্তে নিস্তব্ধ, কোন ছুটোছুটি নেই, কাজেই আমরা ফিরে যেতে পারি এবার। আমরা, সি.আই.এ-র লোকজন, বাড়িটার চারদিকে পাহারায় রয়েছি, কেউ যাতে সাগরপথে পালিয়ে যেতে না পারে। জোয়ার এলে ব্যবহার করা যায়, এ-ধরনের একটা বিরাট কাঠের জেটি রয়েছে ওদের, বাড়ির পিছন থেকে বেরিয়ে আছে। সেদিকেই এখন যাচ্ছি আমরা।'

হাসতে শুরু করলা রানা। 'অথচ পালিয়ে আসার জন্যে জীবনের ঝুঁকি নিতে হয়েছে আমাদের।' গলাটা চড়াল ও, 'নিনি, আমরা শুধু শুধু বিপদের ঝুঁকি নিয়েছি। ওরা আমাদের উদ্ধার করতে যাচ্ছিল। নিনি?' কোন সাড়া নেই। তাড়তাড়ি কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে উঁচু হলো ও।

ওর কাঁধে একটা হাত রাখল রকসন। 'দুখিত, রানা।' একটু সরে গেল সে, রানা যাতে নিনির আকৃতিটা দেখতে পায়। বোটের তলায় শুয়ে রয়েছে মেয়েটা, আপাদমস্তক একটা চাদরে ঢাকা।

'নিনি?' আবার ডাকল রানা, গলাটা কেঁপে গেল।

'রানা, কোন লাভ নেই।' পিছন দিকে কাত হয়ে নিনির পায়ের ওপর থেকে চাদরটা সরাল রকসন। তার একটা পায়ের জিন খানিকটা গুটিয়ে ওপরে তোলা হয়েছে–চারটে কুৎসিত দাগ দেখা যাচ্ছে। নিনির পায়ের নরম মাংসের গভীরে দাঁত বসিয়েছে ওয়াটার মোকাসিন। ক্ষতের চারধারে জমাট বেঁধে রয়েছে রক্ত, কালচে হয়ে গেছে। গোটা পা অসম্ভব ফুলে উঠেছে।

'না!' গুঙিয়ে উঠল রানা। 'না!'

'রানা, বোটে তোলার আগেই মারা গিয়েছিল নিনি।'

বোটের মেঝেতে মাথা নামিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। সম্পূর্ণ শান্ত। আমিই দায়ী, ভাবল ও। আর একটা দিন অপেক্ষা করলে দু'জনেই ওরা বেঁচে থাকত। বুকের ভেতর অদ্ভুত একটা কষ্ট অনুভব করছে ও। শুয়ে থাকতে পারল না, ধীরে ধীরে উঠে বসল, এবার আর তাকে বাধা দিল না রকসন। বসার পর ওয়াটারপ্রুফ হোলস্টারের দিকে হাত বাড়াল ও। 'হিকমতকে আমার হাতে ছেড়ে দাও।' রকসনের দিকে তাকাল ও, চোখ দুটো মনে হলো নিষ্প্রাণ। 'আমি তার বিচার করব।'

'তাকে আমাদের জীবিত ধরতে হবে, রানা। জেটির কাছে চলে এসেছি আমরা।'

বোটের মেঝেতে হাঁটু গেড়ে সামনের দিকে ঝুঁকল রানা, হামাগুড়ি দিয়ে এগোল, হাত বাড়িয়ে নিনির মুখ থেকে চাদরের প্রান্তটা সরাল। মেয়েটার কালো চুল খুলির সাথে লেপ্টে রয়েছে, তবে মুখে কোন দাগ বা আবর্জনা নেই। নিনিকে এত তাজা আর জ্যান্ত মনে হলো ওর, এক সেকেন্ডের জন্যে মাথা ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকানোটা স্রেফ কল্পনা কিনা বুঝতে পারল না। বাতাসের গর্জনকে ছাপিয়ে উঠতে চাইল নিনির কণ্ঠস্বর, 'বিদায়, প্রিয়তম। বিদায়, রানা। গুডবাই। আমি তোমাকে ভালবাসি।' তা-ও কি ওর শোনার ভুল?

আরও ঝুঁকল, তারপর নিনির কপালে চুমো খেলো মাসুদ রানা, অভিযোগের সুরে বলল, 'ড্যাম ইট, নিনি। কেন?'

নিনির মুখটা ঢেকে দিল ও, চোখ তুলল, দৃষ্টিতে আগুন ঝরছে। 'লক্ষ রেখো, ওর যেন কোন অসম্মান না হয়।

অপারেশনটা শেষ হলে আমি দেখতে চাই রীতি অনুসারে দাফন-কাফনের ব্যবস্থা হয়েছে। এখন আমি যাচ্ছি–হিকমতকে ধরতে। চেষ্টা করব ওর লাশটা যাতে কেউ ছুঁতেও ভয় পায়।'

জেটির গায়ে ধাক্কা খেলো বোট। এটার অস্তিত্ব সম্পর্কে ওর কোন ধারণাই ছিল না। থাকলেই বা কি হত? অন্য কোন পথে পালাবার চেষ্টা করত ওরা? কে বলতে পারে এখন?

রকসনকে পাশে নিয়ে জেটি ধরে হাঁটছে রানা। শেষ মাথার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সার্জেন্ট বিল রেম্যান। 'সব ক'টাকে আটক করা হয়েছে, বস্।' মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল সে। 'আপনি সুস্থ তো, বস্।'

'ভাল আছি, হিকমত কোথায়? হিকমত আর তার বহুরূপী স্ত্রী?'

মাথা নাড়ল সার্জেন্ট রেম্যান। 'ডোনা চেস্টারফিল্ড কোনদিনই তার স্ত্রী ছিল না। আপনার এক লোককে জবানবন্দী দিচ্ছে সে। যতটুকু শুনলাম, ডোনা প্রথম থেকেই সম্মোহনের শিকার ছিল। ভয়েও অনেক কাজ করতে হয়েছে তাকে।'

'হিকমত?'

'এখনও তাকে খোঁজা হচ্ছে, বস্। বাড়ি থেকে যে বেরুতে পারেনি, এ-ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত। তার দেহরক্ষীদের সব ক'জনকে পাওয়া গেছে, স্বর্গযাত্রীদের সাথে তাদেরকেও বড় একটা কামরায় আটকে রাখা হয়েছে–উপাসনালয় না কি যেন বলে ওটাকে ওরা। জবানবন্দী নেয়া হচ্ছে।'

সার্জেন্টের পিছু নিল ওরা, লম্বা একটা করিডর হয়ে চলে এল মেইন হলে, সেখান থেকে হিকমতের স্টাডিতে। ভেতরে

কয়েকজন সশস্ত্র অফিসার রয়েছে, তাদের মধ্যে রানা এজেন্সির একজন অপারেটরকেও দেখতে পেল রানা। 'মাসুদ ভাই,' বলে ছুটে এল সে। 'আপনি...'

তাকে থামিয়ে দিয়ে রানা জানতে চাইল, 'এদিকের কাজ কেমন এগোচ্ছে? কোন সমস্যা থাকলে বলো। আমি ভাল আছি, সাবের।'

নিঃশব্দে, সমীহের সাথে হাসল সাবের। 'পীর হিকমত তার রেকর্ডস কোথায় রাখত বলতে পারেন, মাসুদ ভাই?'

'এখনও পাওনি ওগুলো?' গলা চড়ল রানার, রেগে গেছে। 'তোমার জন্যে গোটা টেরোরিস্ট প্ল্যানটা বিশদভাবে নকশা করা আছে। এই দেখো।' এক পা সামনে বাড়ল রানা, ওঅর অ্যান্ড পীসটা সরাল। বুককেসটার একটা অংশ একপাশে সরে গেল, বেরিয়ে পড়ল ডাইনিং হলে যাবার দরজাটা।

কবাটে ধাক্কা দিল রানা, সঙ্গীদের পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকল।

তিনবার পা ফেলেছে রানা, পীর হিকমতের একেবারে সামনে পড়ে গেল। ব্রিটেনের লার্জ-স্কেল ম্যাপটা দেয়াল থেকে নামাবার চেষ্টা করছিল সে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল হিকমত, চোখাচোখি হলো দু'জনের, কেউ কিছু করার আগেই রানা দেখল, জিঙ্ক বারের ওপর একটা খোলা বই রয়েছে ।

'আশা করি অত সুন্দর ম্যাপটার তুমি কোন ক্ষতি করোনি, হিকমত,' কথাগুলো বলল বটে, কিন্তু মুখ আর ঠোঁট সামান্যই নড়ল ওর, চোখ তুলে চট করে একবার দেখে নিল ম্যাপটা। না, কোন ক্ষতিই হয়নি। 'গুড। ওটা আমাদের দরকার। এবার,

হিকমত, তুমি যদি হাত দুটো মাথার ওপর তোলো...'

এরপর যা ঘটল, চোখ বা কোন ইন্দ্রিয় দিয়ে ঠিক যেন অনুসরণ বা অনুধাবন করতে পারল না রানা, পারলেও যথাসময়ে পারল না, একটু দেরি হয়ে গেল। কিছু যে ঘটছে সে-ব্যাপারে সচেতন হবারও সুযোগ পায়নি ও। অথচ ব্যাপারটা চোখের সামনেই ঘটে গেল, যেন একটা ক্যামেরা লেন্সের ভেতর দিয়ে দেখতে পেল ও। নড়ে উঠল হিকমত, তারপর ঘুরল। তার হাতের অস্ত্রটাকে খেলনা বলে মনে হলো, উঠে আসছে অত্যন্ত ধীরগতিতে।

মনে হলো, একটা মিসাইল নিক্ষিপ্ত হলো। পরমুহূর্তে ঘন ধোঁয়া গ্রাস করল হিকমতকে। শব্দ শুনে বোঝা গেল প্রথম গুলিটা প্যানেলিঙে লেগেছে, রানার ডান দিকে। তারপর, অদ্ভুত জড়তা আর দৃষ্টিভ্রম কাটিয়ে উঠে, কোমরের কাছ থেকে গুলি করল রানা। আবছাভাবে দেখল, হিকমতের হাত থেকে পাখির মত উড়ে গেল পিস্তলটা, রানার গুলি তার কব্জির হাড়ে ঘষা খেয়েছে।

'সরে যাও! ছেড়ে দাও ওকে! ও আমার!' চিৎকার করল রানা।

শুনতে পেল রকসন ডাকছে, 'রানা! মেরো না, রানা! ওকে জ্যান্ত দরকার আমাদের!'

ইতোমধ্যে দরজা লক্ষ্য করে লাফ দিয়েছে হিকমত। কয়েক ঘণ্টা আগের কথা, এই একই দরজা দিয়ে ডাইনিং হলে ঢুকেছিল ডোনা।

লাফ দিল রানা, আধখোলা দরজায় লাথি মারল, এত জোরে যে কব্জাগুলো নড়বড়ে হয়ে গেল, শব্দ হলো কাঠে ফাটল ধরার।

লম্বা একটা প্যাসেজে বেরিয়ে এসেছে ও। প্রাণপণে ছুটছে হিকমত, এরইমধ্যে অনেক দূরে চলে গেছে সে, প্রায় প্যাসেজের শেষ মাথায়।

হাত লম্বা করে লক্ষ্যস্থির করল রানা, দু'বার গুলি করল, কিন্তু একবারও পিছন দিকে না তাকিয়ে ছুটে চলেছে হিকমত। বড় একটা শ্বাস নিয়ে পিছু নিল রানা, নগ্ন কাঠের মেঝেতে খালি পায়ের শব্দ হচ্ছে। বাঁক নিল হিকমত, অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাঁক নিল রানা, আবার দেখতে পেল হিকমতকে। এখনও অনেক দূরে সে। প্রথমটা ফেলে স্পেয়ার ম্যাগাজিন ঢোকাল রানা পিস্তলে।

আরেকটা প্যাসেজ পেরুল ওরা। এক প্রস্থ সিঁড়ি বেয়ে উঠল। আরেকটা করিডর ধরে ছুটল, এটাতেও কার্পেট নেই। মাঝখানের দূরত্ব ধীরে ধীরে কমিয়ে আনছে রানা। পরবর্তী বাঁকটা ঘোরার সময় পিছলে গেল পা, আছাড় খাবার আগেই কোনরকমে ভারসাম্য রক্ষা করল। রোমাঞ্চকর অনুভূতির সাথে উপলব্ধি করতে পারল, কোথায় যাচ্ছে হিকমত। আবার লোকটার পা লক্ষ্য করে গুলি করল ও, ব্যর্থ হবার আশা নিয়ে। কারণ ও জানে, স্বর্গযাত্রীদের নমস্য গুরুর জন্যে আরও আকর্ষণীয় একটা পুরস্কার অপেক্ষা করছে সামনে। যা ঘটতে যাচ্ছে, সব দিক থেকে সেটাই যেন উপযুক্ত শাস্তি হিকমতের। সত্যবাবা তথা পীর হিকমত মারা যাবে, মারা যাবে মাসুদ রানার নিজস্ব আইনে।

দৌড় প্রতিযোগিতায় হেরে যাচ্ছে হিমকত। ফায়ার এস্কেপ-এর দরজাগুলো দেখতে পেল রানা। গেস্ট অ্যাপার্টমেন্টগুলোর দিকে যাচ্ছে ওরা। ফায়ার এস্কেপ-এর দরজার সামান্য ভেতরে

ধরা পড়ে গেল হিকমত। দরজা টপকে ভেতরে ঢুকেছে সে, নগ্ন কাঠের মেঝে থেকে পা দিয়েছে কার্পেটে, রানা তাকে নাগালের মধ্যে পেয়ে গেল।

আরেকটা দরজা খোলার চেষ্টা করছে হিকমত। এক সময় এই দরজা দিয়ে রানার বেডরূমে যাওয়া যেত, পরে সেটায় তালা দিয়ে স্যুইট থেকে আলাদা করা হয়, সেজন্যেই নিনিকে নিয়ে ফুলশয্যা পাততে হয় রানাকে মেইন সিটিংরূমে। কাঁধের প্রচণ্ড এক ধাক্কায় লোকটাকে ফেলে দিল রানা, নিজেও সাংঘাতিক ঝাঁকি খেলো, ব্যথা পেল কাঁধে। পলকের জন্যে মনে পড়ে গেল ওর, কাঁকড়া বিছে আর কাঁচ দিয়ে তৈরি ফাঁদ থেকে বেরুবার সময় ধারাল খোঁচা লেগেছিল ওখানে। হিকমত ওর পুরানো বেডরূমে ঢোকার চেষ্টা করছিল, এর মানে হয়তো বেডরূম জানালার বাইরে কোন ফাঁদ নেই। সত্যবাবা ওরফে পীর হিকমত পালাবার জন্যে সম্ভবত বেপরোয়া কোন ফন্দি এঁটেছিল।

ইতোমধ্যে লোকটার ওপর চেপে বসেছে রানা, ব্রাউনিংটা প্রায় ঢুকে আছে তার কানে। হিকমতের বাঁ কব্জি ধরে মোচড় দিল ও, হাতটা টেনে তুলে আনল তার পিঠে, চেপে ধরল শোল্ডার ব্লেডের সাথে।

'ওঠো!' আদেশ করল রানা, সিধে হয়ে সরে গেল এক পা, টেনে তুলল হিকমতকে, তার কান থেকে পিস্তলটা বের করে হাতটা নামিয়ে আনল নিজের ঊরুর খানিকটা পিছনে–বন্দী আর অস্ত্রের মাঝখানে যথেষ্ট দূরত্ব থাকতে হবে, নিয়মটা ভোলেনি ও।

'এবার, দরজাটা খোলো।'

ফোঁপাতে শুরু করল হিকমত, লড়ার মনোবল হারিয়ে

ফেলেছে, উদ্ধারযানের মত নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে আশা।

'দরজাটা খোলো, হিকমত! তা না হলে আমি তোমাকে উড়িয়ে দেব–টুকরো টুকরো করে।'

চাবি ধরা হাতটা কাঁপছে হিকমতের। তার ঘাম থেকে ছড়িয়ে পড়া ভয় যেন গন্ধ ছড়াচ্ছে।

'রাইট, এবার কবাট খোলো।'

ধীরে ধীরে নির্দেশ পালন করল হিকমত, পিছন থেকে ধাক্কা দিয়ে তাকে কামরার ভেতর ঢোকাল রানা। এতক্ষণে শেষ সুযোগটা পাবার জন্যে বকবক শুরু করল সে। 'টাকা, মি. রানা! আমি আপনাকে বিরাট ধনী করে দিতে পারি! ছেড়ে দিন আমাকে! আমার সাথে আসুন। আমার যা আছে, তার অর্ধেক আপনাকে দিয়ে দেব। অর্ধেক, মি. রানা। কয়েকশো মিলিয়ন। টাকা নয়, ডলার, মি. রানা। আমাকে শুধু প্রাণ নিয়ে পালাতে দিন।'

'কিন্তু পালাবার উপায় কি? বাড়িটা ওরা চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে।' কপাট লাগিয়ে দিল রানা ভেতর থেকে।

'প্লীজ। আমরা যদি যেতে চাই তাহলে দেরি করলে চলবে না। ওরা পিছু নিলে...'

'আগে বলো আমাকে।'

দরদর করে ঘামছে হিকমত, কাঁপুনি থামাতে পারছে না, কথা বলার সময় শব্দগুলো একটার গায়ে আরেকটা হুমড়ি খেয়ে পড়ল। 'এই জানালার বাইরে...নেই...কোন ফাঁদ নেই...আপনি যদি বেরোন, একটা মেটাল কভার দেখতে পাবেন...বেসমেন্টে

চলে গেছে, তারপর কয়েকটা টানেল...প্ল্যানটেশন এলাকা থেকে বেরিয়ে যেতে পারবেন...মাটির নিচ দিয়ে...'

'তারমানে জলাভূমির ওপর দিয়ে যেতে হবে না? প্রাণের ওপর কোন ঝুঁকি নিতে হবে না?'

ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাল হিকমত, কাঁপুনি বেড়ে যাওয়ায় দাঁতের সাথে ঠক ঠক করে বাড়ি খাচ্ছে দাঁত।

'ঠিক আছে,' গলা খাদে নামাল রানা। 'জানালা দিয়ে বাইরে বেরুব আমরা। চলো।'

স্বস্তির বিশাল একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল হিকমত। 'আমার সঙ্গে আসুন, মি. রানা। আমার সমস্ত সঞ্চয়ের অর্ধেকটা আমি আপনার হাতে তুলে দেব। রাজরাজড়াদের মত বিলাসী জীবন কাটাবেন আপনি। বিশ্বাস করুন, আমাকে ছেড়ে দেয়াটা হবে আপনার জীবনের সবচেয়ে লাভজনক সিদ্ধান্ত।'

হিকমতের হাতটা এখনও তার শোল্ডার ব্লেডের সাথে চেপে ধরে আছে রানা। লোকটাকে জানালার দিকে হাঁটতে বাধ্য করল ও। অনায়াসেই খোলা গেল জানালাটা।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। ইতোমধ্যে দিগন্তে উঠে এসেছে সূর্য, রোদ বেশ গরম।

'ওখানে...! ওখানে, ওখানে...! ওখানে...!' হাত তুলে দেখাল হিকমত, গোটা হাত কাঁপছে। ম্যানহোলের ঢাকনিগুলো চৌকো, লোহার তৈরি।

'গুড।' গায়ের সবটুকু শক্তি দিয়ে ধাক্কা দিল রানা, নিজের কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরিয়ে দিল শত্রুকে, বালি মেশানো

মাটির দিকে।

মাটি খুঁড়তে শুরু করল হিকমত, হামাগুড়ি দিচ্ছে, ক্রল করে ফিরে আসার চেষ্টা করছে রানার কাছে। সরাসরি তার সামনে একটা গুলি করল রানা, ধুলোবালির একটা ঝড় উঠল তার চোখের সামনে।

'কিন্তু!...কিন্তু!' হতভম্ব হিকমত ভাষা হারিয়ে ফেলল।

'কোন কিন্তু নেই,' খেঁকিয়ে উঠল রানা। 'পরের গুলিটা তোমার খুলির ভেতর ঢুকবে, সত্যবাবা।'

'কিন্তু আপনি বললেন...আপনি বললেন...!'

'ঠিক। বলেছি, তার বেশি কিছু না। মুভ! স্ট্যান্ড আপ!'

হিকমত সম্ভবত এক সেকেন্ডেরও কম সময় ইতস্তত করল, কাজেই নিজের কথা রাখল রানা। গুলিটা লাগল সত্যবাবার হাতে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল সে, ভাঙা ও রক্তাক্ত হাতটা চোখের সামনে উঠে এসেছে, যা দেখছে বা অনুভব করছে বিশ্বাস করতে পারছে না।

'ঘোরো, সত্যবাবা। তারপর সোজা হাঁটো।'

'কোথায়? কি? না!' কেঁদে ফেলল পীর বাবাজী।

পরের বুলেটটা বাহুটাকে ছিন্নভিন্ন করে দিল। 'হাঁটো, হিকমত। মুভ! সোজা সাগরের দিকে যাও।'

না!...না!...না!'

'হ্যাঁ,' বলল রানা, কর্কশ নির্দেশের সুরে। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এবং হ্যাঁ! মুভ, ইউ বাস্টার্ড!' আবার গুলি করল ও, জানে ক্লিপে আর মাত্র তিন রাউন্ড গুলি আছে। একটা বুলেট হিকমতের পায়ের

আঙুল উড়িয়ে দিল।

সত্যবাবা আর্তচিৎকার করছে, সতর্কতার সাথে আবার লক্ষ্যস্থির করল রানা, এবার ওর সুর খুব নরম, 'ছোটো! সাগরের দিকে ছোটো! আমি যেমন দৌড়েছিলাম! নিনি যেমন দৌড়েছিল! যাও!'

আতঙ্কে বিকৃত হয়ে আছে সত্যবাবার মুখ, টলমল করতে করতে এগোল সে, বারবার থেমে পিছন ফিরে তাকাল, একটা হাত থেকে রক্ত ঝরছে। আবার থামল সে, ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল, ক্লান্ত কুকুরের মত ফোঁপাচ্ছে।

আরেকটা গুলি করল রানা, সত্যবাবার মাথার ওপর দিয়ে ছুটে গেল বুলেটটা। অবশেষে, আর কোন আশা বা উপায় নেই বুঝতে পেরে, ঝাঁপ দিল পীর হিকমত জলাভূমিতে।

প্রথম মোকাসিন কামড় দেয়ার আগে দু'পা এগোতে পারল সত্যবাবা। রানা দেখল, জলাভূমির পানি থেকে বিদ্যুৎবেগে মাথা তুলল সাপটা, ছোবল মারল হিকমতের পায়ে। তারপর আরেকটা, আরেকটা, আরেকটা।

বালির ওপর দিয়ে হিকমতের শেষ চিৎকার ভেসে এল, তীক্ষ্ণ ও কর্কশ, 'না-আ-আ-আ-আ!' পরমুহূর্তে মাথার ওপর হাত তুলে সটান আছাড় খেলো সে। আকস্মিক, বীভৎস একটা নড়াচড়া লক্ষ করল রানা ভূপাতিত শরীরটার চারধারে। দশ-বারোটার কম নয়, সব ক'টা পূর্ণবয়স্ক ওয়াটার মোকাসিন, ফণা তুলে ঘন ঘন বারবার ছোবল মারতে শুরু করল হিকমতকে।

রানার মনে পড়ল, লোকটা বহু নিরীহ মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। বহু মানুষের কাছে সে ছিল মূর্তিমান আতঙ্ক।

রানার পিছনে ভেঙে ফেলা হলো দরজাটা। হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকল সার্জেন্ট বিল রেম্যান আর হার্বার্ট রকসন।

'রানা! ফর গডস সেক, ম্যান!' রানার পাশে এসে দাঁড়াল রকসন, ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে জলাভূমির নড়াচড়াটা দেখল।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আমার আর কোন উপায় ছিল না।' মৃদু হাসল ও। আর কিছু না হোক, নিনির অকালমৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়া হয়েছে।

ওদের দু'জনের দিকে ফিরল রানা। 'এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ আছে কিছু? কত কাজ পড়ে রয়েছে। এখনও তো কত কিছু খুঁজে বের করতে হবে।'

'হ্যাঁ...'

'ক্রেডিট কার্ড রহস্যটার এখনও কোন সুরাহা হয়নি। লন্ডনের সাথে যোগাযোগ করো, হিউম্যান মিসাইলগুলোকে আটক করতে হবে। কোথায় তাদের পাওয়া যাবে, আমরা তা জানি। আরও একটা কাজ বাকি আছে–হিকমতের লন্ডন অপারেটরকে সনাক্ত করতে হবে। কে হতে পারে লোকটা? তুমি, রেম্যান?'

মাথা নাড়ল সার্জেন্ট, ধীরে ধীরে। 'কি বলছেন, বস্! আমি কেন তার লোক হতে যাব! তবে লোকটার পরিচয় আজকের মধ্যেই বের করে ফেলব আমরা।'

'তাহলে, তুমি, রকসন? তোমাকে আমি কখনোই খাটো করে দেখিনি, তবে সত্যি যদি তুমি টেন পাইনস দখল করার অপারেশনে জড়িত থাকো...'

মাথা নাড়ল হার্বার্ট রকসনও। 'আমার কথা তোমাকে বিশ্বাস

করতে হবে, রানা। না। শোনো, আরও জরুরী একটা ব্যাপার আছে,' বলল সে। 'তোমার লোকেরা সঙ্কেত পাঠিয়ে স্বর্গযাত্রীদের সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছে লন্ডনকে। কিন্তু ওটা নয়, অন্য একটা ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে।'

'অন্য একটা আবার কি ঘটনা?'

'সত্যবাবা নেই, কিন্তু তার তৈরি একটা বিপদ এখনও রয়ে গেছে, রানা। তাড়াতাড়ি এসো আমার সাথে, হাতে বেশি সময় নেই।'

এগারো

আবার কয়েকটা করিডর ধরে ফিরে এল ওরা, খোলা একটা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল–বোঝাই গেল, পীর হিকমতের মাস্টার বেডরূম ছিল কামরাটা, বহুরঙা আসবাব-পত্রে সাজানো। কাপড়চোপড় ভর্তি কাবার্ডগুলোয় তল্লাশী চালাল ওরা, ওগুলো সবই যে হিকমতের জন্যে সংগ্রহ করা হয়েছিল তা নয়। খানিক খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে একটা শার্ট, আন্ডারঅয়্যার, মোজা, টাই আর ধূসর রঙের কনজারভেটিভ স্যুট পাওয়া গেল, সবগুলোই ফিট করবে রানার গায়ে। ওর নরম জুতো জোড়া আনার জন্যে গেস্টরূমের দিকে ফিরে গেছে সার্জেন্ট।

শাওয়ার সেরে কাপড় পাল্টাবার সময় দেয়া হলো রানাকে। হিকমতের কুরুচিপূর্ণ ডাইনিং রূমে ফিরে এসে দেখল ও,

ইতোমধ্যে এফ. বি. আই-এর লোকেরা স্ক্র্যাম্বলার সেট করার কাজ সেরে ফেলেছে।

রকসনের একজন লোক উদ্বেগাকুল চেহারায় ওয়াশিংটনের কারও সাথে কথা বলছে, বারকয়েক প্রেসিডেন্ট শব্দটা উচ্চারণ করল সে। অপর স্ক্র্যাম্বলারে কথা বলছে রানা এজেন্সির একজন অপারেটর, বিরতিহীন ভাবে–একটা তালিকা দেখে পড়ে যাচ্ছে সে, এর আগে খাতাটা জিঙ্ক বারের ওপর পড়ে থাকতে দেখেছিল রানা।

তার কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিল রানা, দেখল লন্ডনকে মৃত্যুকাজ প্রাপ্ত স্বর্গযাত্রীদের নাম, ঠিকানা, সময়, টার্গেট ইত্যাদি জানিয়ে দিচ্ছে সাবের। আরও একটা তালিকা দেখল রানা, প্রায় একশোর মত নাম লেখা রয়েছে। তালিকার মাথায় শিরোনাম অ্যাভং কার্ট।

'চার্লস ওয়াশিংটনের সাথে কথা শেষ করলেই কাজ শুরু করব আমরা,' রানাকে বলল রকসন।

'কাজ মানে অ্যাভং কার্টের ব্যাপারটা?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আমরা যেমন ধারণা করেছিলাম ব্যাপারটা তার চেয়েও জটিল। ভোট কেনার জন্যে বা নির্বাচনে ঘুষ দেয়ার জন্যে গোপন টাকা রাখা হয়েছে লর্ড ওয়ালটন চেস্টারফিল্ডের অ্যাকাউন্টে, আমাদের এই ধারণাটা ঠিক নয়। হিকমত আমাকে বলেছিল, ব্যাপারটার আরও বড় তাৎপর্য আছে।'

'খুশির খবর, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের একজন ইলেকট্রনিক এক্সপার্ট, জেসমিন, অ্যাভং কার্ট রহস্য উন্মোচন করেছেন,' বলল রকসন, জেসমিনের যাদুকরী দক্ষতা সম্পর্কে জানা আছে তার।

'কার্ডটার সাহায্যে বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে শুধু যে টাকা জমা করতে পারে তা নয়, ওটার ভেতরে মাইক্রোচিপ আছে, সেটার সাহায্যে স্টক মার্কেটের ভেতর ঢুকতে পারে ওরা।'

'অর্থাৎ...?'

'অর্থাৎ ব্যবসায়ী মহলকে আতঙ্কিত করে তুলত ওরা। সারা দুনিয়ার বাজারে প্রতিক্রিয়া হত। অ্যাভং কার্ট সত্যি সত্যি স্টক কিনতে ও বেচতে পারে। গোটা ব্যাপারটাই হত ভুয়া, কিন্তু চাতুরিটা টের পাবার আগে সর্বনাশ যা ঘটার ঘটে যেত। তোমার লোকেরা ধারণা করছে, সত্য সমিতির উদ্দেশ্য ছিল নির্বাচনী প্রচারাভিযান তুঙ্গে ওঠার সাথে সাথে বড় বড় কোম্পানীর শেয়ার কিনে ফেলা, দাম যাই হোক। স্টারলিং নিয়ে মহা হুলুস্থুল কাণ্ড বেধে যেত।' রকসন জানাল, 'কার্ড হোল্ডারদের নাম আর ঠিকানা জানা গেছে, লন্ডনের প্রতিটি কার্ডহোল্ডারকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করছে পুলিস।' সবশেষে রকসন বলল, 'ওদিকটা নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই। আমার মাথায় অন্য একটা জরুরী বিষয় রয়েছে। চার্লসকে ওয়াশিংটনের সাথে কথা শেষ করতে দাও।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সরে এল রানা, বই দিয়ে সাজানো স্টাডির চারদিকে ধীর পায়ে ঘোরাঘুরি করছে। ওর পিছু নিল সার্জেন্ট রেম্যান। 'আচ্ছা, রেম্যান, বলতে পারো, প্রথম দিকে হিকমত আমাকে খুন করার চেষ্টা করেছিল কেন? হেরিফোর্ড থেকে লন্ডনে আসার পথে?'

'আমার ধারণা, ওটা আসলেও অ্যাক্সিডেন্ট ছিল, বস্। ভেবেছিল, আপনার ওপর নজর রাখাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। নিশ্চিত হতে চাইছিল, অ্যাসাইনমেন্টটা আপনাকেই দেয়া

হয়েছে। ভাবতেও পারেনি ব্যাপারটা লেজেগোবরে করে ফেলবে।' লজ্জায়, সঙ্কোচে মুখ নিচু করল সার্জেন্ট। 'সত্যি আমি দুঃখিত, বস্। ওদের সাথে জড়িয়ে পড়া আমার উচিত হয়নি। কি বলব, জড়ালাম তো শুধু মেয়েটার জন্যে। তাছাড়া, আমার কোন ধারণা ছিল না...' কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না সে, '...ধারণা ছিল না ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কোন্‌দিকে গড়াবে। জানতাম না হিউম্যান বম্ব দিয়ে উড়িয়ে দেয়া হবে নেতাদের।'

'তুমি দায়ী নও, রেম্যান। নিজের মেয়ের জন্যে যে-কোন লোক এভাবে জড়িয়ে পড়ত।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল সার্জেন্ট। তারপর বলল, 'আমার আসলে উচিত ছিল কাউকে রিপোর্ট করা। উপাসনালয়ে যাচ্ছি, বস্। মেয়েটার সাথে কথা বলে আসি।'

'ঠিক আছে।' রানা লক্ষ করল, হিকমতের ডেস্কে আরও দু'জন বসে রয়েছে। একজনকে দেখার সাথে সাথে চিনতে পারল ও, ওরই একজন সহকর্মী, রানা এজেন্সির অপারেটর, হাসান তারেক। অত্যন্ত দক্ষ ইন্টারোগেটর সে। নার্ভাস, চোখ দুটো লাল, ডোনা চেস্টারফিল্ডকে চেনাই যায় না।

'বলল, আমি যদি তার সাথে না যাই, আমাকে জ্যান্ত ফেলে দেয়া হবে জলাভূমিতে,' বলে চলেছে ডোনা। 'বিশ্বাস করুন, গোটা ব্যাপারটা...মানে, মৃত্যুকাজ সম্পর্কে জানতে পারার পর পালিয়ে যাবার চেষ্টা করি আমি, বেচারি নাদিরা রহমানের মত... কিন্তু আশ্চর্য, কিভাবে পালাতে চেষ্টা করেছিলাম তা আমার মনে নেই। তার আগেই হিকমত আমাকে ড্রাগ খাইয়ে দিয়েছিল।

আমার কেন যেন মনে হয়েছিল, অত্যন্ত সেনসিটিভ একটা টার্গেটকে খুন করার জন্যে আমাকে ব্যবহার করার প্ল্যান ছিল তার, আমি বিবাহিতা বা আমার বাচ্চা না হওয়া সত্ত্বেও। অথচ মৃত্যুনাম ও মৃত্যুকাজ পেতে হলে বিয়ে ও বাচ্চা হতেই হবে।' মুখ তুলল সে, রানাকে দেখতে পেল। 'আপনি আমার কথা বিশ্বাস করেন, তাই না, মি. রানা? ওর মত একটা...একটা শয়তানকে কোনমতেই আমি বিয়ে করতে পারি না।'

'আমি বিশ্বাস করি, ডোনা,' স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে রানা। 'ডিনার পার্টিতে তোমাকে দেখেও হিকমতের কথা আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। গোটা ব্যাপারটাই কৃত্রিম বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু আমাকে নয়, এই ভদ্রলোককে বিশ্বাস করাতে হবে তোমার।' হাসান তারেকের দিকে তাকাল রানা। 'দুঃখিত, তারেক। কাজটা তোমার। আমার নাক গলানো উচিত নয়।'

'জ্বী, মাসুদ ভাই,' একমত হলো ইন্টারোগেটর, রানাকে ওদের দিকে পিছন ফিরতে দেখল।

'রানা?' ডাইনিং রুমের দরজা থেকে হাতছানি দিচ্ছে রকসন। তার পিছনে সি.আই.এ-র চার্লস দাঁড়িয়ে রয়েছে। দু'জনের চেহারাতেই লেখা রয়েছে–দুঃসংবাদ।

'খবর পাওয়া গেছে, আজই কেয়ামত?' জিজ্ঞেস করল রানা, পরিবেশটা হালকা করার জন্যে।

'প্রায় সেরকমই,' চাপা গলায় বলল রকসন, লোকটার নার্ভ যেন পিয়ানোর তারের মত টান টান হয়ে আছে। 'এই নাও, তোমার প্রথম ক্লু।' নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর একটা কপি ছুঁড়ে দিল সে, প্রথম পাতায় বড় বড় হরফে হেডিং করা হয়েছে, তাতে

লেখা–নির্বাচন অভিযান থেকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর পলায়ন। প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলার উদ্দেশ্যে একদিনের জন্যে যুক্তরাষ্ট্র সফর।

গম্ভীর হয়ে গেল রানা। ওদেরকে জানাল, হিকমত ওকে বলেছিল, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর জন্যে বিশেষ একটা ব্যবস্থা করবে সে। কথাটা বলে আসলে ঠিক কি বোঝাতে চেয়েছিল হিকমত, এখন সেটা উপলব্ধি করতে পারছে ও। চোখ তুলে ব্রিটেনের ম্যাপটার দিকে তাকাল ও, ম্যাপের গায়ে সব ক'টা আলো মিটমিট করছে। রানা এজেন্সির একজন এজেন্ট টার্গেটগুলো আবার একবার চেক করে নিচ্ছে, ভুল করার কোন ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। 'তবে, হিকমত তার কথার কোন ব্যাখ্যা দেয়নি,' বলল রানা। 'আমি যা ভাবছি, তোমরাও বোধহয় তাই ভাবছ–হ্যাঁ, তোমাদের প্রেসিডেন্ট আর ব্রিটিশদের প্রধানমন্ত্রী, দু'জনকে একসাথে মেরে ফেলার প্ল্যান করে গেছে হিকমত।'

দাঁতের ফাঁক দিয়ে হিসহিস করে উঠল রকসন। 'বাড়ির ভেতর, এখানে, এমন কিছু প্রমাণ পাওয়া গেছে যা থেকে ধারণা করা যায় ব্রিটেনের মত যুক্তরাষ্ট্রেও একই ধরনের একটা অপারেশন চালানো হত। খসড়া প্ল্যান তৈরি হয়ে গেছে।'

'তা হলে আর কোন সন্দেহ নেই,' বলল রানা। 'এক ঢিলে দুই পাখি মারার প্ল্যান করেছিল হিকমত। সে নেই, কিন্তু তার প্ল্যানটা আছে। মৃত্যুকাজটা নির্দিষ্ট একজন স্বর্গযাত্রীকে বরাদ্দ করা হয়ে গেছে। প্রাইম মিনিস্টারের শিডিউল কি?'

'আপাতত শিডিউলের তেমন কোন তাৎপর্য নেই,' রকসনের পাশ থেকে বলল চার্লস, কথার সুরে হতাশা।

'কেন? অবশ্যই শিডিউলের গুরুত্ব আছে।'

'নেই। নেই এইজন্যে যে,' বলল রকসন, 'আমাদের ভিআইপি বডিগার্ড সার্ভিস অর্থাৎ সিক্রেট সার্ভিস ব্যাপারটাকে সম্পূর্ণ অন্য দৃষ্টিতে দেখছে। এমনকি ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টারের দৃষ্টিভঙ্গিও আমাদের সাথে মেলে না।'

'মানে?' অবাক হলো রানা।

স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রকসন। 'সিক্রেট সার্ভিস বলছে, বডিগার্ড ইউনিট হিসেবে দুনিয়ার সেরা তারা।' চোখ তুলে সিলিঙের দিকে তাকাল সে। 'অথচ এক মাইল দূর থেকে দেখলেও তাদের তুমি চিনতে পারবে... কোটে পিন আঁটা থাকে, সাথে ওয়াকি-টকি, হোলস্টারে পিস্তল, প্রায় সবাই লম্বা রেনকোট পরে। প্রেসিডেন্টকে নিয়ে বাইরে বেরুবার সাথে সাথে নিজেদেরকে ওরা রাস্তার রাজা বলে মনে করে।'

'তুমি ওদেরকে সমস্যাটা বুঝিয়ে বলেছ কি?' জানতে চাইল রানা। 'মৃত্যুকাজ নিয়ে একজন লোক যদি থাকে, সিক্রেট সার্ভিসের বিশেষ কিছু করার নেই।'

'ওদেরকে আমার আর কিছু বলার নেই,' রকসনের অনুকরণে কাঁধ ঝাঁকাল চার্লস। 'যতদূর বুঝতে পারলাম, ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীও বিপদটাকে গুরুত্বের সাথে নিতে রাজি নন। তাঁর সাথে ব্যক্তিগত বডিগার্ডরা আসছে। সিক্রেট সার্ভিসও বলছে, ভিআইপিদের পনেরো বা বিশ গজের মধ্যে কাউকে তারা ঘেঁষতে দেবে না।'

'বিশ গজ!' মুঠো করা হাত দুটো কাঁধের দু'পাশে তুলে কাঁপাল রানা। 'বিশ গজ আর বিশ ইঞ্চি তো সমান কথাও হতে

পারে।'

'জানি, রানা। সেজন্যেই হোয়াইট হাউসের চীফ অভ সিকিউরিটির সাথে কথা বলেছি আমি। পুরানো বন্ধু, কথাগুলো অন্তত শুনতে আপত্তি করেনি। এখন দেখা যাক, সে যদি আমাদের সাহায্য করে।'

ওদের পিছনে ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল একটা টেলিফোন। রিসিভার তুলল এফ. বি. আই-এর একজন অফিসার। তারপর রকসনের দিকে তাকাল সে। 'উনিই, মি. রকসন।'

রকসন টেলিফোনের দিকে পা বাড়িয়েছে, হিকমতের অফিস কামরা থেকে বেরিয়ে এল সার্জেন্ট রেম্যান। মুখে যেন এক ফোঁটা রক্ত নেই।

'রেম্যান?' শুরু করল রানা।

'সে চলে গেছে,' বলল রেম্যান, হঠাৎ থেমে চারদিকে বোকার মত তাকাল, যেন আচ্ছন্ন বোধ করছে।

'কোথাও নেই। বাড়ির কোথাও খুঁজতে বাকি রাখিনি। আর সেই ছোকরা, তার স্বামী, মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বিড় বিড় করছে, ধ্যান-মগ্ন।'

সার্জেন্টের কাঁধ ধরে ঝাঁকাল রানা। 'জানা গেছে, কখন চলে গেছে সে?'

'ওখানে যারা রেকর্ডস চেক করছে তাদের সাথে কথা বললাম। কয়েকজন স্বর্গযাত্রীর সাথেও কথা হলো। বস্? ব্যাপারটা আমার পছন্দ হচ্ছে না, বস্।' তার ভাব দেখে মনে হলো ভূতের গল্প শুনে বাচ্চা একটা ছেলে যেন ভয় পেয়েছে। 'ওরা বলছে, মেরি নাকি কালই চলে গেছে। ওরা বলছে,

কার্ল...মেরির স্বামীর নাম, বস্...এমন আচরণ করছে সে, তাকে যেন একটা মৃত্যুকাজ দিয়ে গেছে সত্যবাবা। এই ভঙ্গিতে আত্মসম্মোহিত হওয়াটা ওদেরকে শিখিয়েছিল হিকমত...হাঁটু গেড়ে সম্পূর্ণ স্থির হয়ে থাকে, চোখ বন্ধ...'

'রেম্যান, মেরির ব্যাপারে আমরা বোধহয় এরইমধ্যে দেরি করে ফেলেছি। তবে, আমাদের একটা উপকার করবে তুমি?'

'আদেশ করুন, বস্।'

'আবার ওখানে ফিরে যাও তুমি। ওদের মধ্যে যারা এক্সপার্ট, তাদের সাথে কথা বলো। এক্সপ্লোসিভ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ওদের মধ্যে না থেকেই পারে না। কিংবা যাদেরকে ট্রেনিং দেয়া হয়েছে। বোমাটা কিভাবে তৈরি করে, সে-সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই আমি। কিভাবে ডিটোনেট করা হয়, সেফটি ফ্যাক্টরস—পুরো ব্যাপারটা, কেমন?'

'ঠিক আছে, বস্। সবাই ওরা হাঁটু গেড়ে ধ্যানে বসেছে...মানে, যাদের মৃত্যুনাম আছে...'

'তাড়াতাড়ি, রেম্যান, তাড়াতাড়ি!' রানার উদ্দেশ্যে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল সার্জেন্ট।

রকসন এখনও কথা বলছে টেলিফোনে, তার পাশে এসে দাঁড়াল রানা, নোটবুকটা পকেট থেকে বের করে তাতে লিখল, 'বোমাটা কে আমরা জানি। একটা মেয়ে। হোয়াইট হাউসের সিকিউরিটি চীফকে বলো, আমাদের সাথে একজন লোক আছে, মেয়েটাকে দেখিয়ে দিতে পারবে।'

আলাপে বিরতি না দিয়ে কাগজটা তুলে নিল রকসন, পড়ল,

মাথা ঝাঁকাল রানার উদ্দেশ্যে, ফোনের রিসিভারে বলল, 'হাডসন, শোনো, এখানে আমরা একটা পজিটিভ প্রমাণ পেয়েছি। ঘটনাটা ঘটতে যাচ্ছে। কে ঘটাবে, আমরা জানি। তাকে দেখিয়ে দিতে পারবে এমন একজন লোকও এখানে আছে।' চুপ করল সে, অপরপ্রান্তের কথা শুনল, তারপর আবার বলল, 'অবশ্যই সত্যি...হ্যাঁ, মাসুদ রানা নিজে বলছেন... ঠিক আছে, হ্যাঁ... তোমার কি ধারণা, আমরা ভিডিও গেম খেলছি...গুড। সব ব্যবস্থা পাকা করে আমাকে তুমি ফোন করবে।' রিসিভার নামিয়ে রেখে রানার দিকে তাকাল সে। 'বলো।'

সার্জেন্ট বিল রেম্যান সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা দিল রানা, ব্যাখ্যা করল তার ভূমিকা। মেরির কথাও বলল। 'তাকে আমি বোমা সম্পর্কে তথ্য আনতে পাঠিয়েছি।'

'ওদিকে আমার বন্ধু সাহায্য করতে রাজি হয়েছে। মেয়েটা সম্পর্কে তুমি নিশ্চিত, রানা?'

'হ্যাঁ।'

'সব ব্যবস্থা পাকা করে আমাকে ফোন করবে হাডসন। তবে কথা হয়েছে, খুব বেশি হলে আমাদের তিনজন মাত্র লোককে ডাকবে ওরা। একটা মিলিটারি জেট পাঠাবার ব্যবস্থা করছে, আমাদেরকে এন্ড্রু এয়ারফোর্স বেসে নিয়ে যাবে। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ওখানে ল্যান্ড করবে দুপুরে।' স্টেনলেস স্টীল রোলেক্সের ওপর চোখ বুলাল রানা। সাড়ে আটটা বাজে। জিজ্ঞেস করল, কফির কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা—কালো। এফ. বি. আই-এর এক লোক কফি আনার জন্যে চলে গেল।

আবার শুরু করল রকসন, 'এয়ারপোর্টে প্রাইম মিনিস্টারকে গার্ড অভ অনার দেয়া হবে। ওখান থেকে সরাসরি পিএম আর তাঁর সফরসঙ্গীদের হোয়াইট হাউসে নিয়ে যাওয়া হবে, হেলিকপ্টারে করে।' নিজের নোটবুকের দিকে তাকাল সে। 'এ-পর্যন্ত কোন সমস্যা নেই। এন্ড্রুতে কোন সাংবাদিক সম্মেলন হবে না, টিভির কর্মীরা দূর থেকে শুধু ছবি নিতে পারবে। হেলিকপ্টার থাকবে তিনটে—এক নম্বর, প্রেসিডেনশিয়াল, প্রধানমন্ত্রী আর তার কয়েকজন সফরসঙ্গীদের জন্যে; দুই আর তিন নম্বর, সিক্রেট সার্ভিস আর আমাদের জন্যে। বারোটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে পৌঁছব হোয়াইট হাউসে। ওখানে প্রাইম মিনিস্টারকে অভ্যর্থনা জানাবেন প্রেসিডেন্ট। টিভির ছ'জন ক্রু থাকবে ওখানে। কোন সাংবাদিক থাকবে না। লাঞ্চ আর আলোচনার জন্যে তিন ঘণ্টা ধরা হয়েছে। একটা প্রেস ফটোকল-এর ব্যবস্থা করা হবে, দশ মিনিটের জন্যে, রোজ গার্ডেনে, বেলা দুটোয়।

'ধারণা করা হচ্ছে, হোয়াইট হাউসের হেলিপ্যাড থেকে প্রধানমন্ত্রী বিদায় নেবেন পাঁচটা থেকে ছ'টার মধ্যে। সরাসরি এন্ড্রুতে নিয়ে যাওয়া হবে তাঁকে, ওখান থেকে প্লেনে করে ফিরে যাবেন ব্রিটেনে, নির্বাচনী ঝামেলায়। ব্রিটেনের প্রেস হৈ-চৈ বাধিয়ে দিয়েছে, বলছে, নির্বাচনে সুবিধে পাবার উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্র সফর করছেন প্রধানমন্ত্রী। অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে তিনি বলেছেন, সফরের তারিখ অনেক আগেই নির্ধারণ করা হয়েছিল।'

রকসনের কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিল রানা, হাত বাড়িয়ে দেখাল, 'ওটাই বিপজ্জনক সময়।' ওর একটা আঙুল রকসনের খোলা নোটবুকের ওপর স্থির হলো, ফটোকল লেখা শব্দটার

ওপর। পাশে লেখা রয়েছে, 'বেলা দুটো।'

মাথা ঝাঁকাচ্ছে রকসন, ভেতরে ঢুকল রেম্যান।

'কি খবর, রেম্যান?' জানতে চাইল রানা।

'খবর ভাল নয়, বস্,' বলল সার্জেন্ট, বিধ্বস্ত লাগল চেহারাটা। 'তবে বিস্তারিত সব জেনে এসেছি।'

'বলো।'

'বোমাটা যে আপনি দেখতে পাবেন, বস্, তার কোন উপায় নেই।' থামল রেম্যান, দম নিল, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে ভুরুর ঘাম মুছল। বড়সড় এক ধরনের ওয়েস্টকোটের ভেতর স্তরে স্তরে সাজানো থাকে কয়েক পাউন্ড এক্সপ্লোসিভ, সাথে একটা মাস্টার ডিটোনেটর, সেট করা হয় পিঠে। ট্রিগার রয়েছে একটা বোতামে, সামনের দিকে বুকের মাঝামাঝি। ওটা ম্যানুয়ালি ব্যবহার করা হয়, বলতে পারেন চোখের পলকে। জিনিসটা হাতলের মত, খানিকটা ঘুরিয়ে টান দিতে হয়। যথেষ্ট নিরাপদ, দু'সেকেন্ডের মত সময় লাগে। দুর্ঘটনাবশত অর্থাৎ আছাড় খেলে বা অন্য কোন কারণে বিস্ফোরণ ঘটার ভয় নেই। হাতলটা ঘুরিয়ে টান দিতে হবে। এমনকি একটা বুলেট আঘাত করলেও ডিটোনেটর বিস্ফোরিত হবে না। জ্যাকেটের ভেতর হাত ঢুকিয়ে ভঙ্গিটা অনুকরণ করল সে। 'ব্যস, শুধু এইটুকুই দরকার।'

'তোমার ধারণা মেরি তাহলে সেভাবেই নিজেকে সাজিয়েছে?'

'আমি জানি মেরি নিজেকে সেভাবে সাজিয়েছে।'

ইতোমধ্যে কি কি জানা গেছে সব বলা হলো সার্জেন্টকে। ফোন এল, রিসিভার তুলল রকসন। কথা শেষ করে ওদের দিকে ফিরল সে, বলল, সমস্ত আয়োজন শেষ হয়েছে, ওদেরকে সাথে

রাখতে রাজি হয়েছে সিক্রেট সার্ভিস। 'শুধু তিনজন যাচ্ছি,' বলল সে। 'প্রত্যেকে একটা করে হ্যান্ডগান সাথে রাখতে পারব। সাভানায় পৌঁছে আইডি পাব আমরা। তবে ওখান থেকে আধঘণ্টা পর জেট টেক-অফ করবে। তার মানে হাতে বাড়তি সময় বলতে কিছুই নেই। তিনজন কে কে?'

কঠিন দৃষ্টিতে রেম্যানের দিকে তাকাল রানা। 'তুমি, রকসন; আমি; আর রেম্যান। বোমাটা ওর মেয়ে বহন করছে। পরিস্থিতি যদি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে থাকে, যা ভাল বুঝব তাই করব আমরা।'

বিষণ্ন চেহারা, মাথা ঝাঁকাল রকসন। 'অপারেশনের নাম ঠিক করেছে ওরা,' বলল সে, 'গুডবাই।'

মাথাটা নিচু করল সার্জেন্ট রেম্যান।

বারো

সাভানায় পৌঁছে অফিসারদের রেস্ট রুমে বসল ওরা, ওখানেই ওদের ফটো তোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পনেরো মিনিটের মধ্যে ল্যামিনেটেড আইডি চলে এল প্রত্যেকের হাতে, জানতে পারল এই মুহূর্ত থেকে সবাই ওরা হোয়াইট হাউস সিকিউরিটির সাথে জড়িত, কোন বাধা না পেয়ে হোয়াইট হাউসের ভেতর সবখানে স্বাধীনভাবে আসা-যাওয়া করতে পারবে। আইডিতেই লেখা রয়েছে, সাথে স্মল আর্মস রাখতে পারবে ওরা। সিকিউরিটি

অফিসার, যাকে সি. আই.এ-র এজেন্ট বলে সন্দেহ করল রানা, এন্ড্রু এয়ারফিল্ড থেকে লিয়ারজেটে চড়ে সাভানায় এসেছে, একটা করে নাক-বোঁচা পুলিস পজিটিভ দিল ওদেরকে। যে যার অস্ত্র শোল্ডার হোলস্টারে গুঁজে রাখল। অস্ত্র এবং অ্যামুনিশনের জন্যে একটা খাতায় সই করতে হলো ওদেরকে।

ঠিক দুপুরে এন্ড্রু ফিল্ডে নামল ওদের জেট। তারপর আর সময় পাওয়া গেল না। দুটো রানওয়ের মধ্যে নাইনটিন রাইটটা বড়, ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে রয়্যাল এয়ারফোর্সের ডিসি টেন ওখানেই ল্যান্ড করল। রানা বা ওর দলের সুযোগই হলো না সিক্রেট সার্ভিসের কারও সাথে পরিচিত হবার।

ব্যান্ড আর অনার গার্ড-এর পিছু পিছু ধীরগতিতে একটা জীপ এগোচ্ছে, জীপে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা, শান্ত ভাবে চোখ বুলিয়ে দেখে নিচ্ছে চারদিকের পরিবেশ। প্লেনের সিঁড়ি জায়গামত বসানো হলো। দরজা খুলে যাবার সাথে সাথে দোরগোড়ায় উদয় হলেন অত্যন্ত পরিচিত ব্যক্তিত্ব, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী–ডিপ্লোম্যাটিক প্রোটেকশন আর এসবি-র লোকজন তাঁকে ঘিরে আছে। প্লেনের সিঁড়িতে সিধে হয়ে দাঁড়ালেন প্রধানমন্ত্রী, সেক্রেটারি আর উপদেষ্টারা সবাই তাঁর পিছনে, নিচে বাজছে ব্রিটেনের জাতীয় সঙ্গীত, তারপর বাজল যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত। অনুষ্ঠান শেষ হবার পর সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করলেন সফররত ভিআইপি পার্টি।

'বডিগার্ডরা সংখ্যায় প্রচুর,' বিড়বিড় করে বলল রানা। ভিআইপি পার্টিকে অনুসরণ করছে জীপ, জীপের মেটাল বার ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও। তিনটে এসএইচ-থ্রীডি অপেক্ষা করছে,

সেদিকেই যাচ্ছে মিছিলটা। 'এত ভিড়ের মাঝখানে ভদ্রমহিলাকে দেখাই যাচ্ছে না ভাল করে।'

বিরাট আকৃতির হেলিকপ্টারগুলোয় নিঃশব্দে উঠলেন ওঁরা। আকাশে ওঠার আগে বা আকাশে থাকার সময় কোন অঘটন ঘটল না। হোয়াইট হাউসেও নিরাপদ অবতরণ করল ওগুলো। তারপর আবার আকাশে উঠল, বাকি লোকদের নিয়ে আসার জন্যে ফিরে যাচ্ছে।

দ্বিতীয়বার হোয়াইট হাউসে ফিরে এল হেলিকপ্টারগুলো। নিচে নেমে রানা আর ওর দল দেখল, ইতোমধ্যে প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট, দু'জনেই তাঁরা ষোলোশো পেনসিলভানিয়া এভিনিউ-এর ভেতরে চলে গেছেন।

হোয়াইট হাউস সিকিউরিটি চীফ, প্রকাণ্ডদেহী এক ভদ্রলোক, রানাকে দেখে গম্ভীর হাসি উপহার দিলেন। রকসন পরিচয় করিয়ে দিতে গেলে তিনি বললেন, 'চিনি। ওঁকে আমি চিনি।' তারপর মুখ বেজার করে, থমথমে গলায় যা বললেন, বোঝা গেল রানার উপস্থিতি তাঁর অহমিকায় প্রচণ্ড আঘাত করেছে। 'অনুরোধে ঢেঁকি গেলা আর কি। কে না জানে, আমাদের সিকিউরিটি দুনিয়ার সেরা? এসেই যখন পড়েছেন, চারদিকটা ঘুরেফিরে দেখুন। আপনাদের কিছু করতে হবে বলে মনে হয় না।' প্রথমে রেম্যানের দিকে, তারপর রানার দিকে কটমট করে তাকালেন তিনি।

'কিছু করতে হবে না? হ্যাঁ, আপনাদের জন্যে কথাটা খাটে, কারণ কি করতে হবে আপনারা জানেন না। আমরা জানি।'

'তাই?' চ্যালেঞ্জের সুরে বললেন সিকিউরিটি চীফ।

'নিশ্চিত থাকতে পারেন, বোমাটা আসবে।' এক সেকেন্ড

বিরতি নিয়ে কর্তৃত্বের সুরে জানতে চাইল রানা, 'প্রেসের লোকজনকে কখন ঢুকতে দেয়া হবে?'

'টিভির লোকজন আগেই ঢুকেছে। একটা পঁয়তাল্লিশের মধ্যে বাকি সবাই পৌঁছে যাবে।'

'কোন্ পথে?'

'ওদের প্রত্যেককে হোয়াইট হাউস থেকে ইস্যু করা প্রেস পাস দেখাতে হবে।'

'যে বোমাটার কথা বলছি, তার কাছে অবশ্যই একটা প্রেস পাস থাকবে।'

রকসনের দিকে তাকালেন সিকিউরিটি চীফ, খানিকটা উদ্বিগ্ন দেখাল তাঁকে। তারপর আবার রানার দিকে ফিরলেন। 'আপনি ঠিক জানেন...?'

'আমার সম্পর্কে জানেন, অথচ আমি যে বাজে কথা বলি না, তা জানেন না?'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে কাঁধ ঝাঁকালেন সিকিউরিটি চীফ, সম্ভবত ঘাড়-ত্যাড়া ভাবটা ঝেড়ে ফেললেন। 'ঠিক আছে, আপনি যা ভাল মনে করেন। ওরা সবাই ইস্ট গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকবে।'

বিষয়টা নিয়ে কোন আলোচনা না হলেও, নেতৃত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিল রানা, কেউ প্রতিবাদ বা আপত্তি করল না। টিভি ক্রুদের দেখার জন্যে সবাইকে নিয়ে রোজ গার্ডেনে চলে এল রানা, ঠিক হলো এখানে উপস্থিত থাকবে রকসন। রানা রেম্যানকে নিয়ে ইস্ট গেটে থাকবে। ফটোকলে উপস্থিত থাকার জন্যে যারা আসবে তাদের সবার ওপর নজর রাখবে ওরা।

'মেয়েটা যদি সত্যি কাছে ভেড়ার চেষ্টা করে...,' শুরু করল রানা, পাথর আর কাঁচ দিয়ে তৈরি প্রবেশপথের দিকে হাঁটছে ওরা, ওখানেই পাসগুলো চেক করা হবে। 'তুমি কি, রেম্যান...?'

'ওকে খুন করার সাহস কি হবে আমার, বস্?' জিজ্ঞেস করল রেম্যান। পাথর হয়ে গেছে মুখটা।

'জবাবটা তুমি দেবে, সার্জেন্ট।'

অনেকক্ষণ কথা হলো না, ইতোমধ্যে গেটের সামনে চলে এসেছে ওরা। 'বস্, আমি জানি না। আমি মেনে নিয়েছি, মিরাকল না ঘটলে, মেরিকে মরতে হবে। কাজটা আমি যদি করতে না পারি, সময় থাকতেই বুঝতে পারবেন আপনি।...আপনার বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ থাকবে না।'

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকল ওরা, প্রেসের লোকজনদের গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকতে দেখছে। সাংবাদিকদের মধ্যে পুরুষ ও নারী, দু'দলই আছে। একজন গার্ড তাদের পাস চেক করছে, দেখা গেল প্রায় সবারই নাম জানা আছে তার।

ঘড়ির কাঁটা ঘুরছে। একটা ত্রিশ মিনিট।

এখনও এমন কাউকে দেখা যাচ্ছে না যার সাথে চেহারার মিল আছে মেরির।

একটা পঁয়তাল্লিশ। কোথায় মেরি? ফটোগ্রাফারদের প্রথম দলটা এক জোট হয়ে সামনে বাড়ল।

একটা পঞ্চান্ন মিনিটে গাঢ় রঙের স্যুট পরা এক তরুণ, কাঁধে আর গলায় তিনটে ক্যামেরা, গেটে এসে দাঁড়াল। পাস চেক করে ভেতরে ঢোকার অনুমতি দিল গার্ড। স্বাস্থ্যবান, একটু মোটাই বলা

যায়, মাথার খাটো চুল ঢাকা পড়ে আছে হ্যাটে, হ্যাটের কার্নিস অস্বাভাবিক চওড়া। গোঁফ জোড়াও দর্শনীয়, লম্বা, দুই প্রান্ত ঝুলে পড়েছে নিচের দিকে। সব মিলিয়ে, একজন বোহেমিয়ান।

'ফটো-সাংবাদিকরা আজিব চিড়িয়া,' বুদ থেকে বলল সিকিউরিটি অফিসার। 'আর কেউ ঢুকবে না, সবাই পৌঁছে গেছে।'

'আমাদের হয়তো ভুল হয়েছে,' বলল রানা, তবে জোরের সাথে নয়। পাশে দাঁড়ানো সার্জেন্ট রেম্যান এমন উত্তেজিত হয়ে আছে, ওর মনে হলো ছুঁলেই বৈদ্যুতিক ধাক্কা খেতে হবে।

'হতে পারে,' ম্লান গলায় বলল রেম্যান।

রোজ গার্ডেনে ফিরে এসে ওরা দেখল, টিভি আর প্রেস ফটোগ্রাফাররা নিজেদের সরঞ্জাম ঠিকঠাক করে নিচ্ছে। রকসনের কাছে এসে দাঁড়াল ওরা, নিঃশব্দে মাথা নাড়ল রানা।

কিন্তু সার্জেন্ট বলল, 'মেরি এখানে আছে। কোথাও না কোথাও। আমি জানি। তার উপস্থিতি অনুভব করতে পারছি আমি।'

'প্রোগ্রাম বাতিল করবেন ওঁরা?' রকসনকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'অসম্ভব। এখন আর তা সম্ভব নয়।' বড় করে শ্বাস টানল রকসন।

'তুমি পিছন দিকে চলে যাও,' তাকে নির্দেশ দিল রানা। 'আমরা দু'জন সাংবাদিকদের দু'পাশে চলে যাচ্ছি।' প্রথমে রেম্যান, তারপর রকসনের দিকে তাকাল ও। 'প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্টের দিকে তাকাবে না, নজর রাখবে ফটোগ্রাফারদের

ওপর।'

মাথা ঝাঁকাল ওরা দু'জন। রেম্যান গেল বাঁ দিকে, ডান দিকে পা বাড়াল রানা।

চাপা একটা গুঞ্জন উঠে আসছে ফটোগ্রাফারদের ভিড়টা থেকে। স্থির বা চুপচাপ থাকা ওদের স্বভাব নয়। প্রচণ্ড উত্তেজনা ছাড়া আর কিছুই অনুভব করছে না রানা। হার্টটা ড্রাম পেটাবার মত শব্দ করছে। ফটোগ্রাফারদের ওপর চোখ বুলাল ও। বিয়ের অনুষ্ঠানে মেরিকে যেমন দেখেছে, তার সেই চেহারার সাথে উপস্থিত কারও চেহারাই মেলে না। প্রচণ্ড উত্তেজনায় কিনা কে জানে, সামান্য আচ্ছন্ন বোধ করল রানা।

ঘাড় ফিরিয়ে সার্জেন্ট রেম্যানের দিকে তাকাল ও। সে-ও ফটোগ্রাফারদের ওপর চোখ বুলাচ্ছে। তারপর, অকস্মাৎ, সমস্ত গুঞ্জন থেমে গেল। প্রেসিডেন্ট আর তাঁর স্ত্রী এসকর্ট করে বাগানে নিয়ে আসছেন ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীকে।

পরিবেশটা আনন্দমুখর হয়ে উঠল। পরিচিত ফটো-সাংবাদিকদের সাথে কুশল বিনিময় করছেন প্রেসিডেন্ট, তাদের অনর্গল প্রশ্নের উত্তরে কিছু বলার আগে সহাস্যে, সকৌতুকে একবার তাকাচ্ছেন অতিথি প্রধানমন্ত্রীর দিকে। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীও যেন প্রাণশক্তি, লাবণ্য আর খোশমেজাজের প্রতীক, কোন রকম উদ্বেগ বা উত্তেজনা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি।

এক সেকেন্ড পর আবার ফটোগ্রাফারদের ওপর নজর দিল রানা। হিসেবে কোথাও ভুল হওয়া বিচিত্র নয়। একা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে হয়তো হিথরোতে আক্রমণ করবে মেরি। লাইন-আপ-এর দিকে আবার তাকাল ও। প্রেসিডেন্ট আর প্রধানমন্ত্রী

একসাথে নিজেদের পজিশনে দাঁড়াচ্ছেন। ফটোগ্রাফারদের দিকে ফিরল রানা। সবাই তারা ফটো তোলার কাজে ব্যস্ত।

কিন্তু এবার তাকাবার সাথে সাথে অনুভব করল রানা, কি যেন একটা গোলমাল আছে। লাইন-আপ-এর দিকে মাত্র কয়েক সেকেন্ড তাকিয়েছিল ও, তারই মধ্যে কি যেন একটা বদলে গেছে। প্রথমে রানা বুঝতেই পারল না কি বদলেছে বা কিভাবে বদলেছে। তারপর ব্যাপারটা পরিষ্কার ধরা পড়ল, ধরা পড়ল ওর মনের চোখে।

বোহেমিয়ান তরুণটাকে যেখানে দেখেছিল ও, সেখানে নেই সে। ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে গেছে। এগিয়ে যাওয়াটা অপরাধ বা অস্বাভাবিক নয়, সবাই ভাল একটা পজিশন থেকে ছবি তুলতে চাইবে। কিন্তু তার আচরণে কি যেন একটা অসঙ্গতি রয়েছে।

আরও এক সেকেন্ড পেরিয়ে গেল। রানা উপলব্ধি করল, বোহেমিয়ান তরুণ গলায় ঝোলানো ক্যামেরাগুলো হাত দিয়ে একবার ধরছেও না। না, ছবি তোলার কোন লক্ষণ তার মধ্যে নেই।

আরও এক পা সামনে বাড়ল তরুণ। তার দু'পাশে এক লাইনে অনেক ফটোগ্রাফার দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার সামনেও রয়েছে দু'একজন। হাতটা, ডান হাতটা, ওপরে তুলল সে। জ্যাকেটের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে।

'রেম্যান!' চিৎকার করল রানা।

গাঢ় রঙের স্যুট পরা তরুণ, রানার মনে হলো, লাফ দিতে যাচ্ছে। চিৎকার কানে যেতেই পিস্তলটা বেরিয়ে এসেছে সার্জেন্টের হাতে, কিন্তু ইতস্তত একটা ভাব দেখা গেল তার

মধ্যে।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল রেম্যান, সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে।

কোন কিছু চিন্তা না করেই নড়ে উঠল রানা। অটোমেটিক রিফ্লেক্স। পিস্তলটা বিদ্যুৎবেগে বেরিয়ে এল ওর হাতে। দুটো গুলির আওয়াজ হলো, ছড়িয়ে পড়ল আতঙ্ক আর আর্তনাদ।

প্রথম গুলিটা তরুণের বাহুতে লাগল, হাতটা তখনও জ্যাকেটের ভেতর পুরোপুরি ঢোকেনি। জ্যাকেটের ভেতর থেকে ঝাঁকি খেয়ে বেরিয়ে এল সেটা দ্বিতীয় গুলিটা বুকে লাগার সাথে সাথে। মাটি থেকে সামান্য উঁচু হলো শরীরটা, তারপর আছাড় খেয়ে পড়ল, চিৎ হয়ে। ইতোমধ্যে উদ্যত পিস্তল হাতে ছুটতে শুরু করেছে সার্জেন্ট, সম্পূর্ণ তৈরি সে, কাউকে শত্রু বলে চিনতে পারলেই কোন রকম ইতস্তত না করে গুলি করবে।

হ্যাটটা তরুণের মাথা থেকে খসে পড়েছে। ছিটকে পড়েছে কালো পরচুলা। মেরির মাথার পরিচিত লাল চুল দেখা যাচ্ছে। একবার মাত্র মোচড় খেলো তার শরীর, যদিও তার দিকে তাকিয়ে নেই রানা। অন্য একটা কি যেন ব্যাপার আঁচ করতে পেরেছে ও।

পায়ের পাতায় ভর দিয়ে ভি আই পি পার্টির দিকে ঘুরল রানা। সবাই খুব দিশেহারা বোধ করছেন, অতিরিক্ত নিরাপত্তা দেয়ার জন্যে সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট আর বডিগার্ডরা তাঁদের সামনে গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে, তৈরি করেছে দুর্ভেদ্য পাঁচিল। সবাই ভিআইপিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যস্ত, শুধু একজন বাদে। পিএম প্রোটেকশন স্টাফদের মধ্যে থেকে একজন লোক লাইন ভেঙে আলাদা হয়ে গেল। বুক ভরা আতঙ্ক নিয়ে রানা দেখল। দেখার সাথে সাথে সমস্ত ব্যাপারটা মিলে গেল

খাপে খাপে।

ডিটেকটিভ সুপারিনটেনডেন্ট উইলবার জেফারসনের হাতে অটোমেটিক পিস্তলটা বেরিয়ে এসেছে, গুলি করার জন্যে পজিশন নিতে যাচ্ছে সে।

পা দুটো ফাঁক হয়ে আছে সুপার জেফারসনের, পা বা হাত একটুও কাঁপছে না, সারাক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার টার্গেটের দিকে। অস্ত্রটা, তার লম্বা করা হাতের একটা অংশ বলে মনে হলো, খানিক নিচে নেমে স্থির হলো প্রধানমন্ত্রীর ওপর।

পুলিস সুপারকে দেখার সাথে সাথে নড়ে উঠেছে রানা, কারণ সমস্ত রহস্য আর প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছে ও। হিকমত ওদের চেয়ে সব সময় এক পা এগিয়ে ছিল, কারণ তার গুপ্তচর হিসেবে বি.এস.এস. হেডকোয়ার্টারে সারাক্ষণ উপস্থিত ছিলেন পুলিস সুপার জেফারসন। জেফারসন, সত্যবাবার খাস লোক।

দেরি না করে, এক পা এগিয়ে আবার দুটো গুলি করল রানা।

স্পেশাল ব্রাঞ্চের ভদ্রলোক বুঝতে পারেননি তিনি মারা যাচ্ছেন, টেরও পাননি কি তাঁকে আঘাত করল। সামান্য ঝাঁকি খেলো শরীরটা, ছিটকে গিয়ে গোলাপ ঝাড়ের ওপর পড়ল লাশটা।

'গুড বাই, সুপার,' বিড়বিড় করে বলল রানা। পিস্তলটা হোলস্টারে ভরে সিকিউরিটি সার্ভিসের অন্যান্য এজেন্টদের সাথে মিশে গেল ও, পরিস্থিতি শান্ত করার জন্যে। একটা ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, বোমা অকেজো করার লোকদের জন্যে কাজটা হবে সম্পূর্ণ নতুন একটা অভিজ্ঞতা। লাশ থেকে বোমা বের করার কাজ সত্যি খুব দুর্লভ।

'ব্রিটিশ জাতি বি.সি.আই. আর রানা এজেন্সির প্রতি কৃতজ্ঞ, রানা,' বি.এস.এস. চীফ মারভিন লংফেলো বললেন, রানার চোখের দিকে তাকালেন না। 'তবে আমি কৃতজ্ঞ তোমার প্রতি। কৃতজ্ঞ নিজের প্রতিও–তোমাকে বি. এস.এস-এর উপদেষ্টা হতে রাজি করাতে পেরেছিলাম বলে।' ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্র থেকে যুক্তরাজ্যে ফিরে আসার পর দু'দিন পেরিয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রীর সাথে একই প্লেনে ফিরে এসেছে রানা। প্লেনে চড়ার পর প্রধানমন্ত্রীর সাথে রানার পরিচয় করিয়ে দেয় রকসন। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রানাকে একটা লাল গোলাপ উপহার দেন প্রধানমন্ত্রী।

আমেরিকা ও ব্রিটেনের সব কাগজেই খবরটা ছাপা হয়েছে, তবে কোন ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের নাম বা কোন এজেন্টের নাম কোন কাগজে ওঠেনি।

'তোমার বসের সাথে কাল ফোনে কথা হয়েছে আমার,' বললেন বি.এস.এস. চীফ। 'বললেন তুমি চাইলে তিন দিনের ছুটি মঞ্জুর করবেন। তা এই তিনদিন কি করবে তুমি, কোথাও বেড়াতে যাবে?'

মৃদু হেসে মাথা নাড়ল রানা। 'ছুটি নেব কিনা, নিলে কোথায় যাব, ভেবে দেখতে হবে আমাকে, মি. লংফেলো।'

হেসে উঠলেন মারভিন লংফেলো। 'বুঝেছি। গোপনীয়তা ফাঁস করতে রাজি নও। ভুলে গিয়েছিলাম, বি.সি.আই-এর এজেন্ট তুমি।' হঠাৎ উদ্বিগ্ন দেখাল তাঁকে। 'রানা, আবার যদি আমাদের সাহায্য দরকার হয়...?'

'যতদিন আমি আপনাদের উপদেষ্টা হিসেবে আছি, সাধ্যমত

সাহায্য করব। অবশ্য সেই সাথে আমরা আশা করব আপনাদের দেয়া প্রতিশ্রুতিগুলো আপনারা রক্ষা করবেন।'

'সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়া হয়েছে, রানা,' তাড়াতাড়ি, ব্যস্ততার সাথে বললেন মারভিন লংফেলো। 'তোমার আর যদি কোন দাবি থাকে তো...'

'ধন্যবাদ, মি. লংফেলো। বস্ আগেই বলেছেন, পুরস্কার বা নগদ টাকা আমরা গ্রহণ করব না।' চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল রানা।

'তোমার সাথে যোগাযোগ করব কিভাবে, যদি দরকার হয়?'

'ঢাকার সাথে যোগাযোগ করলে ওরাই বলে দেবে। গুড বাই, মি. লংফেলো।'

দরজার কাছে চলে এসেছে রানা, পিছন থেকে মারভিন লংফেলো বললেন, 'রানা?'

'বলুন?'

'ডোনা চেস্টারফিল্ড...'

'ইয়েস?'

'সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে সে। তাকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে লন্ডনে।'

'ভাল।'

'আসলে, রানা, মেয়েটা তোমাকে দেখতে চেয়েছে...যদি তুমি চাও।'

'চাইতে পারি, মি. লংফেলো। দু'এক হপ্তা পর, তখন যদি লন্ডনে থাকি। যুক্তরাষ্ট্রে ফিরতে হবে আমাকে, মেরিকে কবর

দেয়ার অনুষ্ঠানে থাকতে চাই। তা না হলে রেম্যানকে সান্ত্বনা দেবে কে?'

অবাক হয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকলেন মারভিন লংফেলো। রানার এই কোমল দিকটা সম্পর্কে তিনি যেন এতদিন বিন্দুমাত্র সচেতন ছিলেন না।

***